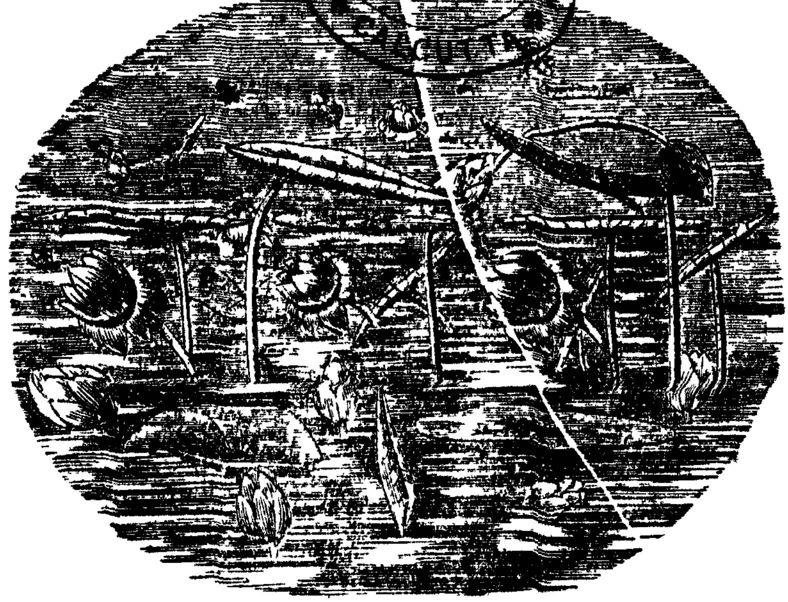


মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় পল্লব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

১২৮৮।

কলিকাতা।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড টাউন প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

নলিনী।

২ য় পল্লব] সন ১২৮৮ [১ম সংখ্যা

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time,
Foot-prints, that perhaps another,
Sailing o'er Life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again."

Long Fellow.

যে মহাসত্ত্বার অমোঘ বীজ মহাত্মা নানকের সময় ভারতক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া গুরু পরম্পরার উৎসাহ-বারি সেচনে বিস্তৃত শাখা প্রশাখা প্রসারণ করতঃ প্রকাণ্ড শিখ সমবেতি রূপে পরিণত হয় এবং যাহা মহামতি, মহোদ্যম, মহাপ্রাণ, অটলাধ্যবসায়ী, অজেয় বীরত্ব সম্পন্ন, দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের সময় পূর্ণবিকসিত ও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, অদ্য আমরা সেই শিখ সমবেতির অধিনায়ক, মহাতেজা, বিপদে ধৈর্য্যব্রতধ্বৎ, বিগ্রহে অতুল, সাহসী, গোবিন্দ সিংহের জীবনী পর্য্যালোচনায় অভিলাষী হইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। মানবহৃদয় স্বভাবতঃ দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী এবং দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিতাই উন্নতি ও অভ্যুদয়ের মূলীভূত কারণ। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান কর, ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদনে কষ্ট হইবে না। সুসভ্যতার লীলা ভূমি, বীর প্রসবিনী ইউরোপ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে, যে মহাবীর স্বীয় বাহুবল প্রভাবে সমগ্র ইউরোপকে সশঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই মহা শক্তির আধার, মহাবীর নেপোলিয়ানও বীরত্বানুকরণকারী, বীর গণের সমর কুশলতার, সাহস ও নির্ভীকতার, পরাক্রম ও অধ্যবসায়শীলতার অনুবর্ত্তী ছিলেন। সার সামুয়েল রোমালি স্বীয় জীবনী মধ্যে লিখিয়াছেন মহাত্মা ডেগোসোঁর জীবন চরিত তাঁহার চিত্তকে যশোলিপ্সায় প্রণোদিত করে ও তাঁহার অনোপার্জ্জিতপূর্ব্ব মহত্ত্বের পন্থা গুলিকে

সুগম করিয়া দেয়। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক দিগের অগ্রগণ্য, সেই অসামান্য পুরুষ, যাঁহার মানসিক ও ধর্ম্মবল, নেপোলিয়ন বা গ্যারিবল্ডির অস্ত্র-বল অথবা সাহস-বল অপেক্ষা প্রবলতর, যিনি স্বধর্ম্ম যাজন ব্রত পালনে বিপদে পতিত হইয়াও বিগতনির্ব্বন্ধ হইতেন না, সেই অলোকসামান্য, বিবেক প্রতিভা সম্পন্ন, ক্ষণজন্মা মার্টিন লুথার মহাত্মা জন হসের জীবনী ও তদ্‌রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দুঃসাধ্য ব্রতোদ্‌যাপন করিতে প্রোৎসাহিত হন; এই রূপ লক্ষ লক্ষ প্রমাণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে অনায়াসলব্ধ। দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিতার এইরূপ কার্য্যকারিতা ও ফলোপধায়কতা দেখিয়া, বিশেষতঃ বিখ্যাতনামা কবি লং রচিত শীর্ষোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি স্মরণ করিলে মনে মনে এই রূপ আশার সঞ্চার হয় যে হয়ত কেহ গুরু গোবিন্দের চরিত্রের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসীদিগকে একতাসূত্রাবদ্ধ ও সমবেদনানুভবক্ষম করিতে সযত্ন হইবেন। আশার এই প্ররোচনায় আশ্বাসিত হইয়া, অদ্য এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিশ্চয় জানি বঙ্গ ভাষাকে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি পরিণত ও পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না, সাধারণ্যে উপদেশকালে তাঁহারা ভাষান্তর ব্যবহার করেন, এই রূপ সুমহদুদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে অপর ভাষা ব্যবহার করা দোষ একথা আমরা বলিতেছিনা, পরন্তু কৃতবিদ্য সমাজে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার দ্বারা অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা, কিন্তু বঙ্গ দেশের এক তৃতীয়াংশও যখন ইংরাজী ভাষাধিকারী নহে, তখন বঙ্গ ভাষার প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করা পরিণামদর্শীর কার্য্য নহে।

হয়ত আমাদের অধস্তন সমাজের লুথর অথবা রায়েঞ্জির ন্যায় মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, হয়ত তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া এক মহাসত্তা উৎপাদন পূর্ব্বক ভারতের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। যদিও আমাদের এ আশালতাসম্ভূত ফললাভ সুদূরপরাহত, তথাপি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কত দূর যুক্তিযুক্ত তাহা সহৃদয় পাঠক বর্গের বিচার্য্য।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নাম সন্নিবেশিত হইল, ইনি গড়োয়াল প্রদেশে বিয়াস নদী তীরে বকল নামা পল্লিতে ১৭১৮ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দ সিংহের বয়স যখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার পিতা নবম গুরু তেজ বাহাদুর, নৃশংস হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজীবের কোপ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া নিহত হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি আত্ম সম্মান ও রহস্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া স্বহস্তে স্বীয় শিরশ্ছেদ করেন। যাহা হউক, তিনি যে মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নিগৃহীত ও অবমানিত হইয়া পরিশেষে নিহত হইয়াছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্রাটসৈন্য কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া দিল্লি গমন কালে তেজ বাহাদুর পথিমধ্যে স্বীয় পুত্র গোবিন্দকে গুরু পরম্পরাগত অসি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে দশম গুরু রূপে নির্দ্দেশ করেন এবং এই অযথাত্যাচারের প্রতিহিংসা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। নব বলে বলী-

য়ান, নবীন উৎসাহে উৎসাহিত, বিষয়ান্তরা প্রযুক্ত উদ্যমোন্মত্ত, পিত্রনুশাসনোত্তেজিত, মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দর্শনে বিক্ষুব্ধচিত্ত গোবিন্দ সিংহ মুসলমান নামের ভয়ানক বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন এবং বিজেতৃ বিজিত হিন্দু-জাতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

যে স্বদেশ বাৎসল্যের উত্তেজনায় রায়েঞ্জি "শরীর দিব, প্রাণ দিব, তথাপি রোম উদ্ধার করিব" বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, যে স্বদেশানুরাগ পরিস্ফুরণে ক্রম্‌ওয়েল রাজ অত্যাচার প্রপীড়িত ইংলণ্ডকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহের উন্নত হৃদয়ে সেই বৃত্তির সম্যক্ উন্মেষ তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক নহে। পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ যমুনার উভয় তীরবর্ত্তী শৈলরাজী মধ্যে বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ব্যাঘ্র ও বন্য বরাহ প্রভৃতি শ্বাপদ শিকার দ্বারা দৈহিক বল ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন, পারস্য ভাষাধ্যয়নে মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করেন এবং স্ববংশীয় দিগের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ করিয়া স্বদেশের হিত সাধনে ব্রতী হন। এই বিংশতি বর্ষ মধ্যে মহাত্মা নানকের শিষ্যবর্গ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলে তিনি শিখদিগের অধিনায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়েন। সমস্ত উপরাজগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার উচ্চাভিলাষ দর্শনে সশঙ্কিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোবিন্দ সিংহের হৃদয় আত্মোন্নসম্প্রসারিত হইয়া পার্থিব ক্রিয়া কলাপের ভূয়োদর্শনে সুদৃঢ় হইতে লাগিল, পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণাভিলাষ, বৈরনির্য্যাতন বাসনা, স্বদেশের বিগত গৌরব ধ্যান, স্ববংশীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মপরায়ণতা শৌর্য্যবত্তা স্মরণ করিয়া তিনি প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং অভীষ্ট সাধন মানসে স্বীয় অনুচরগণের মৃতপ্রায় হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত ও তাহাদিগকে নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এককারণ সঞ্জাত কার্য্য সমূহের গতি অবান্তর ভেদে যতই কেন বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, তাহাদের পরিণতি পরিশেষে সমত্বে পর্য্যবসিত হয়; এই কারণ আমরা পরশুরাম এবং গোবিন্দকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারি। পিতৃ অবমাননায়, পিতৃ নিধন দর্শনে রোষ-পরুষ-হৃদয় ভার্গব একাধিক বিংশতিবার ক্ষত্রিয় শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিলেন। অথবা মহাবীর হানিবল যেমন পিতৃ সমক্ষে "রোমের চিরশত্রু হইব" বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন, কোন বাধা বিপত্তি যেমন তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পালনে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, পিতৃ আজ্ঞায় গোবিন্দ সিংহও সেইরূপ ভারত নির্যবন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার ভাবী জীবনকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়াছিল; শোভা ও সামর্থ, নীতি ও ধর্ম্ম, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের আধেয় হইয়াছিল। প্রতিহিংসানল-বিশুষ্ক-হৃদয়ের শত্রু-শোণিত-পিপাসারশান্তি

জন্য তিনি শত্রুরাজ্য উচ্ছেদ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম-জীবনে উপাসনাই প্রধান বল, নৈতিক জীবনে সরলতাই প্রধান অবলম্বন, উদ্দেশ্যে নির্ব্বন্ধাতিশয়তা সাধনার মহামন্ত্র, বিপদে ধৈর্য্য ইষ্ট সিদ্ধির রহস্য বলিয়া গোবিন্দের মনে আজীবন সংস্কার ছিল।

তিনি স্বরচিত বিচিত্র নাটকে লিখিয়াছেন "আমার এই অনিত্য দেহের শোণিত সেই যোগ ধ্যান বলে ঈশ্বরে লীন পিতৃ পিতামহ হইতে অনুক্রমিত হইয়াছে, আমার আত্মায় নানকের সত্ত্বা আবির্ভূত হইয়াছে, আমি ঈশ্বর প্রেরিত দূত।" লিখিয়াছেন "কি দেব দানব, কি সিদ্ধ পুরুষ, কি রামানন্দ গোরখ নাথ, কি মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা মহম্মদ, সকলই স্ব স্ব অর্চ্চনার জন্য মানবদিগকে উপদেশ দিয়া সত্য ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন এবং মানবগণকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সনাতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের অমঙ্গল নিরাকৃত করিয়া কল্যাণানুষ্ঠান করিবেন। তিনি অন্য সদৃশ সাধারণ মনুষ্য সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের দাস, স্রষ্টার মহিমা দর্শনকারী, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে সে চিরনিরয়ানলে বিদগ্ধ হইবে। হিন্দু অথবা মুসলমান দিগের ক্রিয়া কলাপ কিছু মাত্র ফলদায়ক নহে। কোরাণ পাঠে অথবা পুরাণাধ্যয়নে, দেবমূর্ত্তির আরাধনায় অথবা জড়োপাসনায় স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারে না। উপাসনা প্রণালীতে অথবা বাহ্যাড়ম্বরে ঈশ্বর দর্শন হয় না; কেবল অচলা ভক্তিই ঈশ্বর প্রাপ্তির সোপান।" গোবিন্দ এই রূপে স্বীয় প্রত্যাদেশ জন সমাজে প্রচার করেন। কিন্তু কাল ক্রমে তাঁহার শিষ্যবর্গ নানা প্রকার অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা সত্যকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, এবং নানা প্রকার অালৌকিক ঘটনা দ্বারা প্রকৃত ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন।

কিম্বদন্তী আছে যে গোবিন্দ, লীলাচলের শিখরোপরি মহাশক্তির মন্দিরে কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবীকে সুপ্রসন্না করিয়াছিলেন এবং মহাবীর অর্জ্জুন পুরাকালে কিরূপে এক বাণে সহস্র সহস্র বিপক্ষ বিদ্ধ করিতেন, তদ্বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অর্জ্জুন এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি কাশীধাম হইতে একজন যশস্বী, ধর্ম্মজ্ঞ ও ভবিতব্যবিৎ পণ্ডিতকে আহ্বান করেন। তিনি স্বয়ং বেদবিহিত ব্যবস্থানুষ্ঠান করিয়া সংকল্পিত যজ্ঞ সম্পাদন করণাভিলাষে তাঁহার অসংখ্য শিষ্যবর্গের সহায়তা চান। শিষ্যগণের সাহায্যে হোমের জন্য এক বৃহৎ বেদী নির্ম্মাপিত হয়। গোবিন্দ এখন হইতে আত্মাকে যজ্ঞসমাপনোপযোগী করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি আদেশ হইল মহাশক্তির দর্শন দিনে তিনি অকুতোভয়ে বর প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তিনি করালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয় বিহ্বল চিত্তে কেবল মাত্র স্বকরস্থ করবালোত্তোলন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী তাঁহার প্রণাম গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ অসিস্পর্শ করিলেন। দৈববলে হোমীয় অগ্নি মধ্যে এক

লৌহ কুঠার প্রাপ্ত হওয়া গেল, এই কুঠার প্রাপ্তি অভিমত সুলক্ষণ বলিতে হইবে কিন্তু অনিবার্য্য ভয় যজ্ঞ সমাপ্তির অন্তরায় হইল। এক্ষণে ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের প্রতিভূ স্বরূপ গোবিন্দের অথবা তাঁহার কোন সুহৃদের জীবন উৎসর্গীকৃত হইবার আবশ্যক হইল।

গোবিন্দ বিষাদ মিশ্রিত ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "এখনও তাঁহার পিতৃ ঋণ পরিশোধিত এবং পৃথিবীর প্রাপ্য প্রদত্ত হয় নাই।" তিনি সতৃষ্ণ নয়নে স্বীয় সন্তানগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু তনয় বৎসল মাতৃস্নেহ আসিয়া তাঁহার সে দৃষ্টি অবরোধ করিল। পঞ্চ বিংশতি শিষ্য প্রাণ দিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হইল, এক জন নির্ব্বাচিত হইয়া জীবিত-প্রয়োজনের সাফল্য জ্ঞান করিল। এইরূপে দৈব নিগ্রহ প্রসীদিত হইল।

গোবিন্দ এক্ষণে অনুচর বর্গকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে খালাসা সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিলেন, এবং স্বমতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ হৃদয়জাত অত্যুন্নত ভাব এইরূপে তাঁহার শিষ্য বর্গমধ্যে প্রচার করিতেন—ভ্রাতৃগণ! সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং অনুরাগের সহিত ঈশ্বরোপাসনা কর, কোন রূপ কল্পিত আকারের দ্বারা তাঁহার নিরবয়বত্বের অবমাননা করিও না, জ্ঞান নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে; বহুত্ব একত্বে পরিণত হইলে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সমত্বে পর্য্যবসিত হইলে, জাতিভেদ সমূলে উৎপাটিত হইলে, অন্নের বিচার এক কালে উচ্ছেদিত হইলে, তোমরা তুর্কিদিগের বিনাশ সাধন ও মুসলমান ধর্ম্ম বিলোপ করিবার অমোঘ অস্ত্রের অধিকারী হইতে পারিবে। খালাসাগণ! হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কর, কুসংস্কার পদদলিত কর, হিন্দু দেবালয়কে একমাত্র পবিত্র স্থান মনে কর, চতুর্ব্বর্গদায়িনী, ত্রিতাপনাশিনী স্রোতস্বতীকে কেবল পূত সলিল বাহিনী জ্ঞান কর, যজ্ঞোপবীত বিচ্ছিন্ন কর, খালাসা হইয়া মুক্তিপথ গ্রহণ কর। তোমাদিগের গুরু এবং ধর্ম্ম ব্যতীত কাহারও নিকট অবনত মস্তক হইও না, "ধর্ম্মের জন্য কীর্ত্তিনাশ করিব, কুলনাশ করিব, বিধর্ম্মীনাশ করিব, এবং কর্ম্মনাশ করিব;" এই বাক্যগুলি তোমাদের মুখ হইতে নিরন্তর বহির্গত হইবে ও কার্য্যে পরিণত হইবে। ভ্রাতৃগণ! প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা এইরূপ কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমরা পৃথ্বী বিজয়ী হইবে। অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিষ্য ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অধস্তন জাতিরা সাহ্লাদে গোবিন্দের নিকট অমৃতসরে স্নাত হইতে ও তত্তীরস্থ মন্দিরে উপাসনা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। দ্বিজরা ইহাতে অধিকতর রুষ্ট হইয়া দলে দলে গুরুকে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু গোবিন্দের বাক্যের দৃঢ়তা কোন কালে শিথিল হয় নাই—তিনি দৃঢ়রূপে প্রচার করিলেন "যাহারা নীচ বলিয়া ঘৃণিত তাহাদিগকে উচ্চ করিতে হইবে, এবং এখন হইতে তাহারা আমার নিম্নেই স্থান পাইবে। অনন্তর গোবিন্দ এক জল-পূর্ণ পাত্র লইয়া তাহাতে হোমীয় কুঠার ও দেবিকরস্পৃষ্ট পবিত্র কৃপাণ সংযুক্ত করি-

লেন। দৈবক্রমে তাঁহার পত্নী পাঁচ প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ স্ত্রীর আগমন সুলক্ষণ, ইহাতে খালাসা সংখ্যা বৃক্ষ পত্রের ন্যায় অসংখ্য হইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন; অতঃপর সহধর্ম্মিনী আহরিত শর্করা জল মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা একজন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয়, ও তিনজন শূদ্রকে অভিষেক করিলেন এবং তাহাদিগকে সিংহ নামে অভিহিত করিয়া খালাসা সম্প্রদায়ভুক্ত করিলেন; পরে স্বয়ং তাহাদের নিকট হইতে সিংহ উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন এখন হইতে যে স্থানে পাঁচ জন শিখ সমবেত হইবে, সে স্থানে তাঁহারই বিদ্যমানতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। গোবিন্দ এইরূপে সামাজিক অসমত্ব লোপ এবং তাঁহার শিষ্যগণের হৃদয় হইতে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিতে সচেষ্ট হইলেন।

ক্রমশঃ—

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান।

নমাজ মুসলমানগণের প্রাত্যহিক ধর্ম্ম-কার্য্যের একটী প্রধান অনুষ্ঠান। নমাজ দুই ভাগে বিভক্ত—বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। নমাজকালে মুসলমানগণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনার আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শুদ্ধ ও শুচি হইয়া দিবসে অন্যূন পাঁচবার নমাজ করিতে হয়। মন বিশুদ্ধ হউক আর নাই হউক, সর্ব্বাগ্রে সলিল দ্বারা হস্ত পদাদি বিধৌত করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে কলেবর বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। জলহীন প্রদেশে পরিষ্কার বালি বারির কার্য্য করিয়া থাকে। সয়তানকে দূর করিবার জন্য ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "কুল আউজো বিরবেন্নাসে" কোরাণের এই অধ্যায়টী ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হয়। নমাজকালে আচার্য্য সম্মুখে থাকেন ভালই, না থাকিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। মুসলমানগণ এইরূপ ভাবে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন যথা "হে পরমেশ্বর! তুমি পবিত্র, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি কল্যাণময়, তোমার অপার মহিমা, তোমা ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আমি তোমারই শরণ লইতেছি, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও শ্রোতা". ইত্যাদি। মহম্মদ

যে প্রেরিত মহাপুরুষ একথা উল্লেখ করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হন না। স্ত্রীলোকদিগের উপাসনা প্রণালী স্বতন্ত্র, পুরুষদিগের সহিত মসজিদে যাইয়া ইহারা উপাসনা করেনা। সালঙ্কৃতা হইয়া নমাজ করা নিষিদ্ধ। নমাজকালে আরব্যভাষায় যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয় অস্মদ্দেশীয় অকৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ দিগের ন্যায় অনেকেই তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। চক্ষু দুটী বুজিয়া মহাজন প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে মাত্র। কি রাজা কি প্রজা, কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, প্রতি দিন নমাজ করিতে সকলেই বাধ্য। মহম্মদ কহিতেন যেমন স্নান করিলে শরীর বিশুদ্ধ হয়, নমাজ করিলে মন সেই রূপ পবিত্র হইয়া থাকে। নমাজ ধর্ম্মগৃহের সুদৃঢ় স্তম্ভ ও ধর্ম্মদ্বারের কুঞ্চিকা।

দান মুসলমানধর্ম্মকার্য্যের আর একটী অঙ্গ। প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিই আপনার আয়ের দশমাংশ নিঃস্বব্যক্তিদিগকে দান করিবার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। মহম্মদ কহিতেনদানের অপেক্ষা মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে আর নাই, যে ইহজগতে একগুণ দান করিবে সে পরজগতে তাহার দশগুণ প্রাপ্ত হইবে। কিম্বদন্তী আছে যে মহম্মদ উপদেশচ্ছলে তাঁহার শিষ্যগণকে দান সম্বন্ধে এই রূপ কহিয়াছিলেন: শূন্য ও অন্ধকার হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইলে পর সামান্য বায়ুভরে ইহা টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ঈশ্বর অমনি ইহার স্কন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় পর্ব্বত চাপাইয়া দিলেন। এই সময়ে এক স্বর্গীয় দূত জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিল

" প্রভো! পর্ব্বত অপেক্ষা কি আর কোন কঠিন ও গুরু পদার্থ নাই?"

"হাঁ আছে—লৌহ: কারণ লৌহাঘাতে প্রস্তর সকল চূর্ণীকৃত হইয়া যায়।"

"লৌহ কি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন?"

"না, সর্ব্বভুক অগ্নির কাছে লৌহ কঠিন নহে, ইহার প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া গলিয়া যায়।"

"তবে অগ্নি অপেক্ষা আর কি কিছু কঠিন পদার্থ নাই?"

" আছে, জল: কারণ জলসিঞ্চনে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

"তবে জলই কি একমাত্র কঠিন পদার্থ?"

"না, তাহাও নহে: সমীরণ সলিলরাশি লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতে পারে।"

"প্রভো! বায়ু কি তবে কঠিন পদার্থ হইল?"

"না বৎস! ইহা অপেক্ষাও কঠিন বস্তু আছে। যে ব্যক্তি দরিদ্রগণের দুঃখ বিমোচনার্থ অকাতরে মুক্তহস্তে দান করিতে পারেন অথচ তাঁহার বামহস্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কার্য্যের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, তিনিই মহৎ ও সাধু। এরূপ দান অপেক্ষা পৃথিবীতে কঠিন কার্য্য আর কি আছে? ইহার নিকট সকল পদার্থ ও সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই পরাভব স্বীকার করিয়া থাকে।"

প্রত্যেক মুসলমানকেই বৎসরের মধ্যে এক মাস দিবসে উপবাসী থাকিতে হয়। দিবাভাগে আহার অবৈধ, এমন কি মুখজাত নিষ্ঠীবন পর্য্যন্ত উদরস্থ করা নিষিদ্ধ; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অস্তগমনের

পরে ভোজন করিবার বিধি আছে। পবিত্র মাস রমজান শেষ হইয়া আসিলে ধার্ম্মিক মুসলমানগণ দরিদ্রদিগের মধ্যে নিজ নিজ ক্ষমতামত ভক্ষ্য পেয় বস্ত্র ও অর্থ প্রভৃতি জীবনধারণোপযোগী আবশ্যকীয় বস্তু সকল অকাতরে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই রূপ দান "জিয়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নিকৃষ্ট সাধক পৌত্তলিক হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানগণও তীর্থ যাত্রাকে মানব জীবনের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকে। মক্কা ইহাদিগের তীর্থস্থান। যাত্রী সকল মক্কায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডাগণ সমভিব্যাহারে একটী মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মন্দিরের ভিতর একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, যাত্রীগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ, স্পর্শ ও চুম্বন করিয়া একটী স্তব পাঠ করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আইসে, তৎপরে মন্দিরটীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সমস্ত সাঙ্গ করিয়া তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সাশ্রুলোচনে স্ব স্ব অনুষ্ঠিত পাপ মোচনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়া থাকে। মহম্মদ মন্দির প্রদক্ষিণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই, ইহা বহুকাল হইতে আরবদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি ইহা সংস্কার করিয়াছেন মাত্র। *

যাত্রীদিগকে এই সময় পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। প্রাণিহত্যা, (এমনকি সামান্য কীটাণুরও প্রাণ নাশ) পরনিন্দা, বিবাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার হেয় কার্য্য একবারে নিষিদ্ধ। এই সময় সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব অবস্থানুসারে দুঃখী দিগকে দান করিয়া থাকেন। টাকা কড়ির প্রতি এ সময় বড় একটা কেহ মায়া মমতা প্রদর্শন করেন না। পরে সকলে মিলিয়া প্রসিদ্ধ কূপ "জেম্" পার্শ্বে উপস্থিত হন এবং অমৃত জ্ঞানে উদর পুরিয়া ইহার জল পান করিয়া থাকেন। গয়াযাত্রী দিগের ন্যায় মক্কাতীর্থ যাত্রীগণকেও নাপিতের নিকট মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিয়া পরিত্যক্ত কেশ ও নখ গুলি সযত্নে সন্নিহিত একটী নিরূপিত স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখে। সুন্দরীগণও এ কার্য্য হইতে অব্যাহতি পান না। তাঁহারা মণ্ডিতশীর্ষ হইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে যাত্রীগণ হৃষ্টমনে স্ব স্ব আবাস ভূমে ফিরিয়া আইসেন। যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা জরা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে স্বয়ং মক্কাগমনে অশক্ত তাঁহারা প্রায়ই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকেন।

এই সকল উপাদানে ইস্লাম ধর্ম্ম সং-

---

* "মহম্মদের পূর্ব্বাবধি তীর্থ যাত্রীদিগের মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলই উলঙ্গ হইয়া প্রদক্ষিণ করিত, কিন্তু মহম্মদ এই কুৎসিত ব্যবহার নিবারণ করিয়া তীর্থ যাত্রীদিগের একটী বিশেষ পরিচ্ছদ ধারণ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান এবং দিবসের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম করেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গঠিত। মহম্মদ এইরূপ মত, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লইয়া মদিনানগরী মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে আর কোন ক্রমেই চলে না, মহম্মদের মন এখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই দিকেই প্রধাবিত হইল। মক্কার অন্ধকারময় নিভৃত শুষ্ক ভূমি খণ্ডে একদিন ভয়ে ভয়ে মহম্মদ ইসলাম ধর্ম্মের যে বীজটী রোপণ করিয়া ছিলেন মদিনায় আসিয়া দেখিলেন তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, ক্রমে দেখিতে দেখিতে পল্লবিত হইল। কিছুদিন পরে দেখিতে পাইব ইহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিগন্ত প্রসারিত শাখা প্রশাখা সকল বাহির হইয়া অগণ্য পরিশ্রান্ত পথিক গণকে আশ্রয় ও ছায়াদান করিতেছে, মানস বিহঙ্গমগণ শাখায় শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া প্রহৃষ্ট মনে বাস করিতেছে; আবার আরও কিছু দিন পরে দেখিতে পাইব নির্ম্মম কালের ভীষণ কুঠারাঘাতে এই মহান্ বৃক্ষটী হতশ্রী ও কাণ্ডাবশিষ্ট হইয়া পথিক গণের অন্তরে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

মনোবিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যমকে যে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে তাহার কি বুদ্ধি! ওরূপ পাষাণ প্রাণ না হইলে বোধহয় রমণীদিগের বিলাপ ধ্বনিতে—পঞ্চবর্ষীয় শিশুর আর্ত্তনাদে—গলিয়া যাইত। এই হৃদয় মন অকূল দুঃখ সাগরে নিক্ষেপকারী দীর্ঘনিশ্বাস আর সহ্য হয় না, প্রাণ ফাটিয়া যায়। কোমলপ্রাণা রমণীদিগের হৃদয়োদ্ভূত বিলাপই, এই সহায়হীন স্বার্থপর পৃথিবীর অবলম্বন, বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলিবার—এ পৃথিবীতে জীবিত থাকিবার—একমাত্র উপায়। পুত্রশোকাতুরা জননীর বিলাপধ্বনি যে ব্যক্তির—যে হৃদয়ের—অন্তঃস্থিত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই জানে সে দুঃখ কি? শোক দুঃখ এত বুকের ভিতর Act করে কেন? দেহের সেই কক্ষটী কি এত সূক্ষ্ম চর্ম্মে নির্ম্মিত যে শোক দুঃখের অল্প বাতাসেই তাহা কম্পিত হয়—তাহা প্রাণের ভিতর লাগে? তোমার আমার প্রাণই বা ঐরূপ হয় কেন? একজন দস্যুর হয়না কেন? সে দিন একজনের ফাঁশি হইয়া গিয়াছে, কৈ সে জল্লাদের প্রাণটা ত একটুকুও আমচাম করে নাই; আর তুমি আমিই বা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না কেন? আমাদের দর্শন শক্তিই বা কেন ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতে লাগিল?—

বিশ্ব সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম কেন? সেই ভয়ানক স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না কেন? মনে করিয়াছিলাম প্রাণটাকে একটা কিছুতে বাঁধিয়া একবার সেই ভয়ানক দৃশ্যটী দেখিব—কিন্তু এমনি হালকা প্রাণ যে তাহা দেখিবার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া পড়িল—সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তোমার আমার প্রাণ কি এতই হালকা যে দেখিতেও পারিলাম না, আর সেই প্রাণনাশকারী জহ্লাদের প্রাণ কি এত ভারি যে সে স্বহস্তে সেই ভয়ানক কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিল? তবে কি তুমি আমি যে উপাদানে নির্ম্মিত, সেই বস্তুর কি কিছুমাত্রও তাহার শরীরে নাই—তবে কি সেই উপাদানে স্থূলচর্ম্মী "যম" নির্ম্মিত হইয়াছে? ধন্য বিবস্বান্! তুমি ধন্য! তোমার পুত্রের প্রাণ যখন এত কঠিন, না জানি তোমার প্রাণ কি?—ভাল বল দেখি তুমি না তোমার পুত্র ঐ জহ্লাদকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছে—নতুবা উহার প্রাণও এত কঠিন কেন?

যে স্থানের এক গৃহের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে উন্মত্তা, হাবভাবশালিনী বারবিলাসিনী দিগের অলঙ্কার ধ্বনিতে তোমার ক্ষুদ্র পৈশাচিক লঘু মন মোহিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; জঘন্য সর্ব্ব লোক নিন্দিত আয়ুক্ষয়কারিণী, মানমর্য্যাদানাশিনী সুরা অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত, স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি বিমণ্ডিত বেদীর উপরে প্রোটেক্টেড জাগৎ আসন হইতে আপনার মাতাল মনাপহারী সুগন্ধে সেই প্রকোষ্ঠের সেই গৃহের—সেই গৃহাভিমুখী বায়ুর অঙ্গ পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে, উন্মত্ত রাসভ চিৎকারে প্রতিবেশীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই আমার নগর। পূর্ব্বকালের কবিরা যে বীভৎস রসের বর্ণনা করিয়াছেন পূর্ব্বে তাহা অমূল্য বস্তু বলিয়া মনে করিতাম কিন্তু এক্ষণে বোধহয় তাঁহাদের সে বর্ণনা অসম্পূর্ণ। আদিম কবিরা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিয়া এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ নগরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের প্রাক্ লিখিত বীভৎস রসের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের বর্ণিত সেই রসের যে চরমোৎকর্ষ হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—মূল প্রশ্ন—পাপ পুণ্য কি? এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর কঠোর বিজ্ঞানে পাপ পুণ্যে বিশ্বাস কে করে? যখন দেখিতেছি পাপের জয় সর্ব্বত্র পুণ্যের পরাজয়; যখন পাপকর্ম্মে রত মনুষ্য মাত্রেই উত্তরোত্তর সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে গমন করিতেছে তখন আবার পাপ পুণ্য কি? তুমি বলিবে পাপপুণ্যের বিচার—এ পৃথিবীতে নহে—পর জগতে। যখন পর জগৎ কি তাহা জানিনা—যখন পরজগতের বিষয় কেহই কিছু বলিতে পারে না—তখন আবার পরজগৎ কি? সে জগতে যে কেবল পাপ পুণ্যেরই বিচার হয় তাহাই বা কে বলিতে পারে? সেই

পর জগৎ আছে কি না তাহারই স্থিরীকৃত হয় নাই—কেহ করিতে পারে নাই—পারিবেও না—তখন পাপপুণ্যের বিচার কোথায় হয়? আমি বলি পাপ পুণ্য নাই—যখন জীবন পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক তখন প্যাপ পুণ্যের বিচার কোথায়? যখন দেখিতেছি অন্যের অজ্ঞাতসারে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে আমার ভিক্ষাবৃত্তি আজীবন কষ্ট একেবারে তিরোহিত হয়, তখন কেন না তাহা করি? যখন দেখিতেছি পাপের পুরস্কার সর্ব্বত্র, পুণ্যের কিছুই নাই, বরং কষ্ট, তখন কেন না পাপে রত হই? তোমার কথাই স্বীকার করিলাম—পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তোমার পরজগৎ ত স্বীকার করিতে পারিলাম না; পাপ পুণ্য যদি থাকে ত তাহার বিচার এ পৃথিবীতে। আমি অনাহারে মরিতেছি—আমার পাপের জন্য; রাম অকাতরে ভিক্ষুকদিগকে ভোজন করাইতেছে—প্রচুর আহার করিতেছে—রামের পুণ্যের জন্য; আমি তাহা স্বীকার করি না—উভয়ে উভয়ের কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে, সে কর্ম্মের ফল আর কিছুই নহে—কেবল শক্তি। যাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা পাপপুণ্য স্বীকার কখনই করিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়া আপনার অনুগত—আপনার দাসদিগকে—কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন? আমি দরিদ্রের গৃহে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আমার পক্ষে ঘোর অন্ধকার, চক্ষু অভাবে আমার আজীবন কষ্ট ভোগ করিতে হইল, আমার দুঃখের ইয়ত্তা থাকিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টার কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকে; আমাকে অন্ধ করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করা, এ তাঁর কি অভিসন্ধি? আমাকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় (কেমন করিয়াই বা বলিব—না) তবে তিনি কিসে সর্ব্বশক্তিমান? একজনকে কষ্ট দেওয়া, অপরকে সুখী করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা, তবে তিনি কিসে সর্ব্বশক্তিমান?

হরি হরি—নগর! আমি তোমাকে প্রণাম করি, আমি তোমার রূপের বর্ণনা করিতে পারিলাম না—তুমি অনন্ত, অপার—পৃথিবীর যত বিশেষণ আছে তা সকল প্রয়োগ করিলেও তোমার রূপের বর্ণনা হয় না। বিকারগ্রস্থ উন্মত্ত ক্ষুদ্র মানব তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে—প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বিদায় দাও। ভিন্নবেশধারী নগর! আমি অপরাধী, পুষ্পামকরন্দহারী মধুকরের ন্যায় স্বল্পশক্তিমান হইয়াও তোমার অনন্তরূপের—তোমার ভিন্ন স্থানের—ভিন্ন মূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছিলাম—কিন্তু স্বীকার করি অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি তোমার একটী রূপের বড় প্রশংসা করি; তোমার সেই ত্রিদিব-মোহিনী মূর্ত্তিকে আমি বড় ভালবাসি, কত শতবার সাদরে তোমার মোহিনী মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়াছি; কিন্তু একমাত্র দুঃখ তোমার গর্ভস্থ কালকূটে যখন ভ্রান্ত মানব পতিত হয় ও সুধাভ্রমে তাহাকে সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিয়া ছটফট করিয়া বেড়ায়—তখন তোমার ত্রিদিব-মোহিনী সেই মূর্ত্তিকে আর আমায় বক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। মায়াবিন্!

ধন্য তোমার কুহক! যখন শারদ চন্দ্রমা নির্ম্মল হৃদয়প্রফুল্লকর কিরণ ঢালিয়া পৃথিবী ভরিয়া দেয়, এই নর-মণ্ডল প্লাবিত হইয়া যায়, যখন দুর হইতে বিশুদ্ধ পরিমল পরিপূর্ণ বায়ু আসিয়া আমার চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, যখন সকল কক্ষগুলি একেবারে উন্মোচিত হয়, যখন হৃদয় স্বকপোলকল্পিত অমৃত সমুদ্রে ভাসিতে থাকে, যখন পার্থিব সকল বস্তু চন্দ্র কিরণ মাখিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং দুর হইতে যখন কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃক্ষের ডালে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া পঞ্চম সুরে সুর মিলাইয়া গান করিতে থাকে, তোমার সেই মূর্ত্তিকে তখন আমি বড় ভালবাসি—তোমার সেই মূর্ত্তি দেখিলেই তখন আমার প্রাণের—আমার হৃদয়ের—তন্ত্রীগুলি একেবারে যেন বাজিয়া উঠে,—তাই বলিতে ছিলাম নগর! তোমার ত্রিদিবমোহিনী মূর্ত্তিটী আমার বড় ভাল লাগে। তুমি ঐ রূপেই জগৎ আলো করিয়া থাক না কেন? তোমার কিসের অভাব—তুমি বহুপূর্ণ—তুমিই রত্নাকর।

আর একরূপ—যখন নৈদাঘ নিশীথ প্রাকৃকালে রক্তরাগ বিরঞ্জিত জগৎ-লোচন অস্তিম সূর্য্য কাঁপিতে কাঁপিতে সাগরবক্ষে প্রণয় সমুদ্রে ঢলিয়া পড়ে (যদি প্রণয় সমুদ্র না হয় তবে প্রত্যহ ঐ সমুদ্রেই বা পড়ে কেন ?) আবার যখন সেই অল্প মেঘমাখা আকাশে তাহার বৈদ্যোতিক ক্রীড়া পরিদৃষ্ট হয়, যখন তোমার কালিমা মাখা সমুদ্রাকাশে ছোট ছোট রজত খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল নাক্ষত্রিক জগৎ চক্ চক্ করিতে থাকে; স্বর্গ মর্ত্ত্য নিস্তব্ধ হইয়া তোমার সেই রূপ দেখিতে থাকে; আর মর্ত্ত্যে বিজ্ঞানবিৎ ইংরাজের গ্যাসালোক গাঢ় অন্ধকার রাশিকে গ্রাস করিতে থাকে, তখন তোমার সেই রূপ আমার বড় ভাল লাগে।

কিরণময়ী।

—:—

১৪

ইন্দুভূষণের চক্ষে প্রথমতঃ সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। কিরণময়ীকে দেখিয়া উদাসিনীর আনন্দস্রোত উথলিয়া উঠিল। কন্যার মুখকমলে মাতা ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। আহ্লাদের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে উদাসিনীর হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল, ভাবিলেন "ইন্দুভূষণের সঙ্গে কিরণময়ী কি রূপে আসিল? আমি তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, ইন্দুভূষণ কি প্রকারে জানিল? ইন্দু কি প্রলোভন দেখাইয়া কিরণকে বাহির করিয়া আনিয়াছে? ধনাঢ্য বলিয়া কি দরিদ্রার সর্ব্বনাশ

করিবে মনস্থ করিয়াছে? এ কি এত মন্দ-লোক? মালতীপুরের এ উৎকৃষ্ট কুসুমে কি এখন কীট প্রবেশ করিয়াছে?" ভাবিতে ভাবিতে অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলেন "ইন্দুভূষণ! আমার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত। বল, কিরণ তোমার সঙ্গে এতরাত্রে কোথা হইতে আসিল?"

ইন্দুভূষণ উদাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন। উদাসিনী কিরণময়ীর প্রমুখাৎও অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ দূর হইল, কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "ইন্দুভূষণ! উদাসিনী কখন তোমার নিকট স্বার্থের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে নাই: তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রের উপর সংশয় করিয়া যে অপরাধিনী হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে"।

ই। ভগবতি! ক্ষমা করুন। আপনি অমন কথা বলিবেন না—সন্দেহ স্বভাবতঃই হইতে পারে।—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি!

উ। তাহা বিচিত্র নয়।—আজ রাত্র অধিক হইয়াছে, কাল প্রাতঃকালে আসিও, সমস্ত জানিতে পারিবে।

ইন্দুভূষণ উদাসিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উদাসিনী তনয়াকে লইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

১৫

পরদিন প্রাতঃকালে কিরণময়ী মাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় ইন্দুভূষণ উপস্থিত হইলেন। ইন্দুভূষণকে দেখিয়া কিরণময়ী লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া মাতার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া বসিলেন। উদাসিনী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ইন্দুভূষণকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। সকলে উপবেশন করিলে ইন্দুভূষণ বলিলেন "ভগবতি! আপনি উদাসিনী, কিরণময়ী আপনার কন্যা কি রূপে হইল?" উদাসিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "বৎস! সে অনেক কথা; সে সব কথা আদ্যোপান্ত ভাবিতে গেলে পূর্ব্বশোক উথলিয়া উঠে!"

ই। ভগবতি! মনে যদি কষ্ট হয়, তবে বলিবার আবশ্যক নাই।

উদাসিনী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "ইন্দুভূষণ! বুঝিয়াছি, তুমি কিরণময়ীর জন্মকথা অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছ।—কিরণময়ী কুলটার কন্যা নয়।"

ই। মাতঃ, ক্ষমা করুন, আমি সে সন্দেহ করি নাই।

উ। ইন্দু, আমার দুঃখের কথা তবে তোমায় কিছু বলি শুন। আমি জন্ম-দুঃখিনী বটে কিন্তু জন্ম-উদাসিনী নই। অতি শৈশব কালেই পিতৃহীনা হই। পিতার অবস্থা ভাল ছিলনা, সুতরাং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, মাতা আমাকে লইয়া অতি কষ্টে পড়িলেন। একদিকে নববৈধব্যের অসহ্য যন্ত্রণা, অপরদিকে প্রজ্বলিত দারিদ্র্যানল! সে অবস্থায় কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার শরণাপন্ন হইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। কিছু

দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্লেশ আর কিছুতেই ঘুচেনা। আমাদের কুটীরের সংলগ্ন কিছু জমী ছিল, মাতা পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সেই জমীতে পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাশি রাশি কুসুম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেন, যাহা কিছু হইত, তাহাতেই কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। এত কষ্টে পড়িয়াও আমায় এক দিনের জন্য অযত্ন করেন নাই। অনেক দিন আপনি না খাইয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন, কোথাও উত্তম বস্ত্র পাইলে আপনি না পরিয়া আমাকে পরাইয়াছেন। ইন্দু! সে সকল মনে হ'লে এখন বোধ হয় যে হতভাগিনী আমি তাঁহার দুঃখানলে আহুতি দিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হায়! আমার জন্য তিনি অর্দ্ধেক দিন আহার করিতেও পান নাই।

এই স্থানে উদাসিনী মাতৃশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রোদন করিলেন। কিরণময়ীও মাতার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইন্দুভূষণ ব্যথিতহৃদয়ে উদাসিনীকে বলিলেন "ভগবতি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি আর কিছু শুনিতে চাহিনা।"

উ। না—ইন্দু, শুন, আমাদের দুঃখের কথা আরও কিছু শুন।—ক্রমে বয়স্থা হইলাম। মাতা গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন। তাঁহার গুণ কিছু পাইয়াছি কি না জানিনা, তাঁহার অপরূপ রূপরাশির কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলাম। এই রূপই আমার কাল হইল! প্রতাপচাঁদ আমাদের দেশের জমীদারের একমাত্র পুত্র, বয়স ১৯।২০ বৎসর, দেখিতে সুন্দর। আমার বয়ঃক্রম তখন ১০।১১ বৎসর। একদিন অপরাহ্ণে আপন মনে উদ্যানে বেড়াইতেছিলাম, প্রতাপচাঁদ কি রূপে আমায় দেখিতে পাইয়াছিল, সেই অবধি প্রায় প্রতিদিন আসিয়া আমাদের বাগানের বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমিও কিছুই বলিতাম না, সেও কোন কথা কহিত না, কিন্তু যে দিকে আমি বেড়াইতাম তাহার চক্ষু সেই দিকেই ফিরিত। একদিন অন্যমনে বেড়াইতেছি, হঠাৎ বোধ হইল, কে আমার অঞ্চল ধরিয়া টানিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—প্রতাপচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি আজ এখানে কেন?" হাসিয়া উত্তর করিল "তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" সে দিন চলিয়া গেল। পরদিন আবার আসিল, আবার বলিল "তোমাকে দিখিতে আসিয়াছি।" সে দিন যাইবার সময় আমার নিকট হইতে কতকগুলি ফুল চাহিয়া লইয়া গেল। পরে প্রায় প্রতিদিনই আসিতে লাগিল; প্রতিদিনই যাইবার সময় আমার নিকট হইতে ফুল চাহিয়া লইয়া যায়, আমারও হৃদয় যেন ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল, সে যাইবার সময় ফুল চাহিলে বলিতাম "আবার কাল আসিবে?" সে "আসিব" বলিয়া আমায় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইত।

এইরূপে কিছুদিন যাইতে না যাইতে মাতা সমস্ত জানিতে পারিলেন। আমাকে

কত ভৎসনা করিলেন, সেই অবধি অপরাহ্ণে আর আমায় কুটীরের বাহির হইতে দিতেন না। এ জগতে ভালবাসিলে যে জালে পড়িতে হয়, আমি সেই প্রথম জানিতে পারিলাম। নয়নকে কত তিরস্কার করিলাম, মনকে কত ধিক্কার দিলাম, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তবুও পোড়া চক্ষু তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইল, তবুও পোড়া মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতা আর কুটীরের বাহির হইতে দেন না, তবুও অপরাহ্ণ আসিলে কত ছল করিয়া এদিক ওদিক চাহিতাম, দেখিতাম প্রতাপচাঁদ আসিয়া ঔৎসুক্যের সহিত আমায় অন্বেষণ করিত, অবশেষে না দেখিতে পাইয়া মলিন মুখে চলিয়া যাইত। একদিন অপরাহ্ণে কার্য্যবশতঃ মাতা বহির্গত হইয়া গেলে যথা সময়ে যথাস্থানে প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি পাগলিনীর ন্যায় তাহার নিকটে দৌড়িয়া গেলাম। আমাকে দেখিবামাত্র বলিল “এত দিন কেন দেখা দাও নাই? আমি যে তোমায় দেখিতে ভালবাসি, তা কি তুমি জাননা?” আমি অপ্রতিভ হইলাম, পরে সমস্ত তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম। সে কত দুঃখিত হইল, কত কাঁদিল, আমিও তাহার সহিত কাঁদিলাম; অবশেষে যাইবার সময় বলিয়া গেল “বিধাতা যদি দিন দেন, তোমাকে বিবাহ করিয়া এ জ্বালার নিবৃত্তি করিব।” যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম, অদৃশ্য হইলে হৃদয়ে দারুণ দুঃখভার বহন করিতে করিতে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। প্রতাপচাঁদের পিতার কাল হইয়াছে। প্রতাপ এখন স্বাধীন। একদিন মাতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। মাতা এ শুভসংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন, এবং এমন প্রস্তাবে কে না স্বীকৃত হয়, তিনিও স্বীকৃতা হইলেন। ক্রমে আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রতাপচাঁদ প্রাণের অধিক আমায় ভালবাসে, এমন ভালবাসা সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। ইন্দু, সে ভালবাসা মনে হ'লে আমাতে আর আমি থাকি না, ইচ্ছা হয় আবার তাহার শরণাগত হইয়া সেই পদ সেবা করি।

উদাসিনী আবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। ইন্দুভূষণ আবার বলিলেন “আর শুনিবার আবশ্যক নাই, যথেষ্ট শুনিয়াছি।” উদাসিনী বারণ শুনিলেন না, অশ্রুজল অঞ্চলদ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া আবার আপনার দুঃখের কাহিনী কহিতে আরম্ভ করিলেন।—মনে করিয়াছিলাম মাতাকে কিছুদিন সুখভোগ করাইব। কিন্তু অধিক দিন জীবিত থাকিলে পাছে আমার আরও দুঃখ দেখিতে হয়, এই জন্যই যেন বিবাহের ছয়মাস পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।—সম্পদের সময় কত রকমের লোক আসিয়া জুটে। প্রতাপচাঁদ এখন স্বাধীন, কর্তৃপক্ষ কেহ নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য। ক্রমে তাঁহার যত কুসংসর্গ জুটিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্য ও যৌবনের সহিত কুসংসর্গ মিলিত হইলে যে সর্ব্বনাশ ঘটে, প্রতাপচাঁদের তাহা ঘটিল। কত হাতে ধরিলাম, কত

পায়ে পড়িলাম, কিছুতেই শুনিলেন না; শেষে এতদূর পর্য্যন্ত হইল যে বাটীতে বারনারী আনিয়া দিবানিশি আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য আমি আর দর্শন করিতে পারিলাম না। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম "নিষ্ঠুর! উদ্যানের সে অনুরাগ, পূর্ব্বকার অত ভালবাসা, কি সকলই ভুলে গেল? তুমি এমন হবে যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কখনই তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিতাম না। ভালবাসার কি এই প্রতিদান?" তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন "কে তোমায় ভালবাসিতে বলে? ইচ্ছা হয় বাসিও, না হয় বেসোনা, ভালবাসিবার লোক আমার অনেক আছে।" শেষ কথাটী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। ক্ষণপরে বলিলাম "তবে আমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন?" উত্তর করিলেন "ইচ্ছা তোমার।" এই কথা শুনিয়া আমার মন তখন আমায় ধিক্কার দিতে লাগিল, এবং প্রতাপচাঁদকে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হইল না। কিরণ তখন এক বৎসরের, আমার নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল, বলিল "আপনি যথা ইচ্ছা যাও, মেয়েকে কোথাও লইয়া যাইতে পারিবে না।" অবলা—জোর নাই—হৃদয়ে দারুণ ঘৃণা। বাটীর মায়া, সুখের মায়া ত বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, স্বামীর মায়া, কন্যার মায়া, একে একে সকল কাটাইলাম। অবশেষে একদিন বুক বেঁধে অপার দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিলাম। মনে করিয়াছিলাম ডুবিয়া মরিব, দেখিলাম মৃত্যু হইল না। প্রায় এক বৎসর পরে কন্যাটীর জন্য আবার কাতর হইয়া উঠিলাম, আর একবার মাত্র দেখিব মনে করিয়া পুনরায় মাধবপুরে ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম, বাটী এক প্রকার শূন্য। নিকটে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলাম "বাবুরা এখন এখানে কেহ থাকেন না।"

"কোথায় থাকেন জান?"

"বলিতে পারি না।"

মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। সেই অবধি উদাসিনীব্রত অবলম্বন করিলাম, সেই অবধি আজ ৮। ৯ বৎসর ক্রমাগত অন্বেষণ করিতেছি। শুভলগ্নে তোমার সেই সপরিবারপীড়িত প্রজার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম!

ই। ভগবতি! এ কথা কেন বলিলেন?

উ। ইন্দু, সেই উপলক্ষেই ত সেদিন তোমার বাড়ীতে আবার গিয়াছিলাম।—সে দিন তোমার কি কিছু হারায় নাই?

ই। মাতঃ, বুঝিয়াছি।—তবে ত আপনিও আমার মনের ভাব অবগত হইয়াছেন?

উ। ইন্দু, বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু ভয় হয় পাছে আমার মতন দুর্দ্দশা ঘটে!

ইন্দুভূষণ কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। লজ্জাও ঘৃণায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উদাসিনী বলিলেন "ইন্দু, কিছু মনে করিও না। পত্রখানির উপর কিরণের নাম দেখিয়া মনের আবেগ উথলিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের আবেগ ও কৌতূহল বশতঃ তোমার

না বলিয়া পত্রখানি লইয়া আসিয়াছিলাম। সেই পত্রে কিরণময়ীর সম্বাদ ও তোমার মনের ভাব উভয়ই অবগত হই। তোমার গৃহে কিরণের চিত্রপট দেখিয়া আরও আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, এবং অনেক দিনের পর প্রাণাধিকা কন্যার অনুরূপ আলেখ্য দর্শন করিয়া মনের আবেগে চক্ষে জল আসিয়াছিল, সেই জন্যই এক বিন্দু অশ্রুজল পটে পতিত হইয়াছিল।

ই। সে আলেখ্য কিরণের কি না, কেমন করিয়া জানিলেন?

উদাসিনী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "ইন্দু, আমি গর্ব্ব করিতেছি মনে করিওনা, আমার মুখের অনেক ভাব কিরণের মুখে আছে।"

এইরূপ কথোপকথনে বেলা অধিক হইল। উদাসিনী ইন্দুভূষণকে আপন কুটীরে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। স্নানাহার পরিসমাপ্ত হইলে ইন্দুভূষণ উদাসিনীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। উদাসিনী বলিলেন "ইন্দুভূষণ, অদ্যই আমরা এ কুটীর পরিত্যাগ করিব, দেখিও আমাদিগকে বিস্মৃত হইও না।"

ই। কোথায় যাইবেন?

উ। গতরাত্রে কিরণকে যাহাদের বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, এই স্থানের সন্নিকটেই তাহাদের একটী বাটী আছে, সেই বাটীতে আমরা বাস করিব।

ই। ভগবতি! আর কি প্রার্থনা করিব! এই মাত্র নিবেদন এ দাসকে স্মরণ রাখিবেন।

উ। তোমার গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। প্রার্থনা করি তোমার মনোরথ সফল হউগ!—দেখো আমাদের বাসস্থানের সম্বাদ আর কাহাকেও দিওনা।

ইন্দুভূষণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া উদাসিনীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।

আমাদের জীবনের অধিকতর ভাগ নিদ্রাতেই অতিবাহিত হয়। নিদ্রা সর্ব্বসন্তাপহারিণী। ঈরং, সেক্ষপীর প্রভৃতি ইংরাজি কবিরা, ভারতীয় কালিদাস, ও ইতালীয় ভার্জ্জিল উঁহাদের কাব্যমধ্যে নিদ্রা দেবীর বন্দনা করিয়াগিয়াছেন, আর আমাদের প্রত্যেকেরই, অন্য দেব দেবীর উপাসনা হউক আর নাই হউক, চক্ষু মুদিয়া সময়ে সময়েদীর্ঘকাল নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব প্রার্থনা করিতে হয়। এই দুরন্ত গ্রীষ্মকালে অনেকে দেবীর আরাধনার্থ কত আয়োজন করেন, তথাপি শীঘ্র ইঁহার প্রসন্নতা লাভ করা অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। নিদ্রা! তুমি নিরাশাবাণবিদ্ধ ভগ্নহৃদয়ের আশ্রয়স্থল। গ্রন্থীছিন্ন অন্তঃকরণের তুমি একমাত্র বিরামদায়িনী।

শোকানলের উপশমার্থ তুমিই একমাত্র সলিল। কত সময় কত লোক প্রার্থনা করে যে নিদ্রা যেন তাঁহাকে আর না ত্যাগ করে! কবির কল্পনায় নিদ্রার চিত্র ত গেল এই প্রকার, ফলতঃ নিদ্রা ব্যাপারটা কি? এ বিষয়ে আমার মত যতদূর গ্রাহ্য ততদূর বোধহয় অন্য কাহারও নহে, কারণ আমি নিদ্রাদেবীর সমক্ষে যথাসর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিতে বসিয়াছি, আর আমার বন্ধুরা যখনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তখনি তাঁহারা বলিতে বাধ্য হন—"কি হে! এখনও ঘুমুচ্চ যে!"। দেবি! তোমার তত্ত্ব লিখিতে গিয়া আমার অণুমাত্র ইচ্ছা নয় যে আমি তোমার পবিত্রতার অবমাননা করি। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন অপরাধ করিয়া ফেলি ত শাস্তিটা যেন একটু নরম হয়। এই গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রে যেন অন্ততঃ ১৪ ঘণ্টা কাল তোমার দর্শন পাই—কেমন স্বীকৃত হইলে? নহিলে নলিনী সম্পাদকের এমন কি অনুরোধ যে অনিদ্রাদায়গ্রস্ত হইয়া তাহা রক্ষা করিতেই হইবে?

পাঠকবর্গ! মস্তিষ্ক কাহাকে বলে জানেন কি? ইহা অস্থিবেষ্টিত মস্তকগর্ভে অবস্থিত, ইহার আকার কতকটা পাঁউরুটির ন্যায়; ইহা চারি অংশে বিভক্ত *; এবং ইহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বহুসংখ্যক শিরা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা ওজনে প্রায় ১॥০ সের; ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যানুসারে মস্তিষ্কের ওজন পরিবর্ত্তিত হয়—কুভের * নামক একজন আদি শরীরতত্ত্ববিদের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ৪ সের; অ্যাবেরক্রম্বির * মস্তিষ্কের ওজন ৩।০ সের ছিল। এই মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু সকল (সমুদয়ে ১২ জোড়া) নির্গত হইয়া মস্তকে, মুখে ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়াছে এবং এই মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ হইতে যে মজ্জা একাগ্রক্রমে নিম্নে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে কশেরুকা মজ্জা † কহে; পুনশ্চ এই মজ্জা হইতে স্নায়ু সকল নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মস্তিষ্ক, কশেরুকা মজ্জা, মাস্তিষ্ক স্নায়ুসকল ও কশেরৌকিক স্নায়ুসকল লইয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী গ্রথিত হইয়াছে। স্নায়ুসকল শরীরের কি কার্য্য সাধিত করে? শিরা সকল যেমন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় নিযুক্ত স্নায়ু সকলের কার্য্য অন্যবিধ। সকল প্রকার জ্ঞান ‡ স্নায়ু মণ্ডলী দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন কোন উপায়ে আমরা আমাদের ত্বক্ বা অন্য কোন অঙ্গ উত্তেজিত করি—যথা কোন দ্রব্য দ্বারা বা চিম্‌টি দ্বারা—সেই উত্তেজনা তত্রত্য স্নায়ুদ্বারা অন্যান্য অবয়বে প্রেরিত হইয়া তথায় যে কোন প্রকার হউক এক রকম গতি ¶ বা তথাকার সঞ্চালন উত্তেজিত বা প্রতিফলিত করে। মস্তিষ্কটি যেন একখানি মুকুর, ইহাদ্বারা জ্ঞান প্রতিফলিত হইয়া গতিতে

* Cerebrum, Cerebellum, the pons varolii and the medulla oblongata.

* Cuvier. Dr Abercrombie.

† Spinal cord.

‡ Sensation.

¶ Motion.

পরিণত হয়। আমাদের অর্থ আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথঞ্চিৎ সহজ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন, আপনি বসিয়া আছেন, আমি আপনার পায়ে সুড়সুড়ি দিলাম, এই উত্তেজনাটি তত্রত্য স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইল, আপনি জ্ঞাত না হইতে হইতে, মস্তিষ্ক অন্যান্য স্নায়ুদ্বারা আপনার পায়ের পেশীতে সেই উত্তেজনাটি প্রেরণ করিল ও আপনি পা নাড়িলেন। পেশী সকলে যে স্নায়ু বিস্তৃত হইয়াছে তাহারা উত্তেজিত হইলে পেশীর সঙ্কোচন হয় * এবং তাহা নড়িয়া উঠে। আপনার এক হস্তে একটি মশক আপনার অজ্ঞাতসারে হুলটি ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আপনার মন অন্য এক কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, তথাপি আপনার অপর হস্ত আপনা আপনি উত্থিত হইয়া সেই হুলপ্রোথিত স্থানে চটাস্ করিয়া পড়িল, এস্থলে ও প্রথমোক্ত স্থানে, স্নায়ু মস্তিষ্কে জ্ঞান চালিত করিল, এবং অন্য স্নায়ুদ্বারা তথা হইতে অপর হস্তের পেশীতে তাহাকে গতিতে পরিণত করিয়া প্রেরণ করিল। যখন এইরূপ অবস্থায় 'উঃ' করিয়া উঠেন, তখনও এই জ্ঞান, মস্তিষ্কের দ্বারা অন্যস্থানে চালিত না হইয়া, উঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে যে পেশী সকল নিযুক্ত তাহাদের গতি উৎপন্ন করে। ইহাকে প্রতিফলন বা প্রত্যাবৃত্ত † ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। একদিকে যেমন মস্তিষ্ক হইতে প্রতিফল ক্রিয়া উদ্ভূত হইতেছে, অপর দিকে অনেক প্রতিফল ক্রিয়ার উপর মস্তিষ্কের দমন করণ ক্ষমতা * আছে, যেমন অঙ্গে সুড়সুড়ি দিলেও আমরা চেষ্টা করিয়া উহার প্রতিফল সঙ্কোচন রোধ করিতে পারি, মশক কামড়াইতেছে তথাপি চেষ্টা করিয়া অঙ্গকে স্থির রাখিতে পারি। শিশু নিদ্রা যাইতেছে, তাহার হস্তে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেই উহার প্রতিফল ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; শিশু সেইটি মুষ্টিতে ধারণ করে, ইহার অর্থ এই, যে এস্থলে শিশুর মস্তিষ্ক অদ্যাপি বর্দ্ধিত হয় নাই ও তজ্জন্য দমনের ক্ষমতাও জন্মায় নাই। অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাকে আরও সহজ করা যাইতে পারে কিন্তু এই প্রবন্ধ বোধগম্য হওনে যে টুকু আবশ্যক, তাহা বলা হইয়াছে।

কার্য্যের পর বিশ্রাম, বিশ্রামের পর পুনরায় কার্য্য, এই প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের মস্তিষ্ক কার্য্য করিতেছে, সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বিশ্রাম হইলেই নিদ্রা আনীত হয়। বিশ্রামের পর ক্লান্ত মস্তিষ্ক পুনরায় সতেজে কার্য্য করিতে থাকে; শরীরের অন্যান্য অঙ্গের এই প্রকার কার্য্য ও বিশ্রামের সময় আছে, যথা হৃদয়, পেশী, স্নায়ু—ইহারা কার্য্য করিয়াই পরক্ষণেই বিশ্রাম লয়, ইহার অন্যথা হইলে ইহাদের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে কেবল মস্তিষ্কের বিশ্রামই নিদ্রা, কশেরুকা মজ্জা নিদ্রার সময় কার্য্যকরণে অক্ষম নহে। মস্তিষ্ক জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান, তজ্জন্য নিদ্রাকালীন জ্ঞানের লোপ হয় ও যে সকল প্রতিফল ক্রিয়া মস্তিষ্ক ব্যতীত সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও সংঘটিত

* Muscle contracts.

† Reflex action.

* Inhibitory Power.

হয় না। কিন্তু কশেরুকা মজ্জা দ্বারা অনেক প্রতিফল ক্রিয়া সাধিত হয়, নিদ্রার সময় তাহাদের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। যথা, শ্বাসক্রিয়া। নিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গে একটি সূচাগ্র দ্বারা সুড়সুড়ি দিলে, তিনি হয়ত সেই অঙ্গ সরাইয়া লইবেন অথবা অন্য অঙ্গদ্বারা সেই স্থান স্পর্শ করিবেন। মনে করিতে পারেন যে এটি জ্ঞানের চিহ্ন, তাহা নহে—ইহা কেবল একটি প্রতিফল ক্রিয়া মাত্র—উত্তেজিত অঙ্গ হইতে স্নায়ুদ্বারা উত্তেজনা কশেরুকা মজ্জায় প্রেরিত হইয়া তথা হইতে অন্য অঙ্গে প্রতিফলিত হইল, মস্তিষ্ক এ সময়ে নিদ্রিত, অতএব জ্ঞান ও নিদ্রিত। যেমন একটি ভেকের গলা কাটিয়া ফেলিয়া, তাহার এক পা কোন প্রকারে উত্তেজিত করুন, ভেক পা সরাইয়া লইবে; যদি আপনার উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে সে অপর পা, যেন উত্তেজনা হইতে উন্মুক্ত হইবার জন্য, সেই স্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহা কদাচ জ্ঞানোদ্ভূত নহে, কারণ ভেকের মস্তিষ্ক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। পশ্চিমে চোর ও দস্যুরা, পথিক যে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকে তাহা অপহরণ করিতে হইলে, প্রথমে পথিকের মুখে বাতাস করে, নিদ্রা ঘোর হইয়া আইসে, তৎপরে সুবিধামত কোন অঙ্গে সুড়সুড়ি দেয়, প্রতিফল ক্রিয়াদ্বারা সাধিত সঞ্চালন দ্বারা পথিক বিছানায় একটু সরিয়া যায়, আবার সুড়সুড়ি দেয়, পরে ক্রমে বিছানার বাহিরে যাইলেই তাহা আত্মসাৎ করে। আপনি একটি টাকা হস্তে মুটা করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, আমি অন্য হস্তে সুড়সুড়ি দিলেই আপনি অপর হস্ত উত্তেজিত স্থানে প্রয়োগ করিবেন, কাজেই আপনার হস্তস্থিত টাকা পতিত হইবে, এ সকল কার্য্যে আপনার জ্ঞান কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় নাই—সকলি কশেরুকা মজ্জা দ্বারা প্রতিফলিত হইতেছে।

অহিফেন বা অন্য কোন বিষদ্বারা * অথবা কোন পীড়া † দ্বারা নিদ্রার ন্যায় এক প্রকার অবস্থা ‡ আনীত হয়, যাহা সর্ব্বাংশে নিদ্রার তুল্য, কিন্তু সে সময় এ প্রকার প্রতিফল ক্রিয়া সাধিত হয় না। অত্যন্ত ঘোর নিদ্রা আসিলে প্রতিফল কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত ঘটে।

যখন নাইলের যুদ্ধ হয় তখন ক্লান্ত বালকেরা যুদ্ধের ঘোরতর শব্দের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিদ্রিত হইত। ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের সময় এক খানি জাহাজের কাপ্তেন, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, যুদ্ধ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া ছিলেন, তাঁহা হইতে দুই হস্ত দূরে একটি কামান হইতে অনর্গল গোলা নির্গত হইতেছিল। কি উপায়ে মস্তিষ্কের এই বিশ্রাম আনীত হয়? পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে নিদ্রার সময় মস্তিষ্কে রক্ত অধিকতর বেগে প্রধাবিত হয় কিন্তু অধুনা সে বিশ্বাস অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা বিশিষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে নিদ্রার সময় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস হয়, ইহাই নিদ্রার কারণ। মস্তিষ্কে

* Narcotic poisoning.

† Apoplexy.

‡ Coma.

অল্প পরিমাণে রক্তের আগম হইলেই তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে পরে একেবারে স্থগিত হয়। মস্তিষ্কে যে শিরা রক্ত লইয়া যাইতেছে তাহা কর্ণের দুই ইঞ্চ্ নিম্নে দিয়া যাইতেছে সেই শিরাকে * অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া ধরিলে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস হয় ও নিদ্রা আনীতহয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর স্বভাবতঃ নিদ্রার আগম হয়, আমরা ইচ্ছা দ্বারা ইহার রোধ করিতে পারি কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা ও মানসিক বৃত্তির তেজোহীনতা অনুভূত হইবে। যদিও মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক অবস্থাদ্বারা নিদ্রার আগম হয়, তথাপি বাহ্যিক কারণ ইহার সহায়তা করে। অন্ধকার বা নিঃশব্দতা বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম এই সকল অবস্থাতে স্নায়ু সকল কার্য্যহীন থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্ক কোন কার্য্য না পাইয়া বিশ্রাম করে। স্নায়ু মণ্ডলী যে অবস্থায় অভ্যস্থ হয় সেই অবস্থা নিদ্রার বিশেষ সহায়তা করে। যাঁহারা কোন শব্দনির্গমনকারী কলের নিকট বাস করেন, তাঁহারা নিস্তব্ধ স্থানে বড় আরামে নিদ্রা যান না। যাহা কিছু স্নায়ু মণ্ডলীর সমভাব উত্তেজিত করে, তাহা দ্বারা নিদ্রা আনীত হয় যথা সমভাবে শব্দ করণ, নদীর মর্ম্মর শব্দ, ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ, দূরে বংশীধ্বনি। বালক দিগকে মাথা চাপড়াইয়া ঘুমপাড়াইবার ইহাই অর্থ। পাঠ করিতে করিতে ঘুম আসিবার ইহাই কারণ। যখন অনিদ্রা হয় তখন যদি আমরা একাগ্র হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতির দিকে মনোনিবেশ করি, তখন নিদ্রা আইসে, তাহার কারণ এই যে স্নায়ুমণ্ডলী এই কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া যায় ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান হয়।

নিদ্রা কখন হঠাৎ আগমন করে, কখন বা নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থার মধ্যে অনেক সময় ও অবস্থার ব্যবধান থাকে। যখন আমি বসিয়া ঢুলিতে থাকি, তখন নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থা শীঘ্র শীঘ্র যাতায়াত করে, এস্থলে মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালনের হ্রাস হইতেছে কিন্তু আমার বসিয়া থাকা প্রযুক্ত প্রতিফল কার্য্য উহার ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। অনেক ভৌতিক কার্য্য * নিদ্রার অবস্থান্তর ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে। অনেকেই ইচ্ছা করিলেই নিদ্রা যান। প্রহরী ও সৈন্যেরা চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ঠেসান দিয়া দাঁড়াইলেই প্রায় নিদ্রিত হয়, সামান্য শব্দেই আবার চক্ষু উন্মীলিত করে। নিদ্রার আগমন যেমন এই সকল কারণে হয় সেই রূপ নিদ্রাভঙ্গ ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য। অভ্যাস দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রা হইতে উত্থান করে। এক ব্যক্তি এক জাহাজে যাইতেছিলেন, এখন সেই জাহাজে প্রতি প্রাতঃকালে একটি কামান ছোড়া হইত, প্রথম দিন প্রাতঃকালে শব্দ হইবা মাত্র তিনি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিতেন ও তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বাহিরে আসিতেন ; পরদিন তিনি চমকাইয়া বিছানায় উঠিয়া দাঁড়াইতেন, তাহার পরদিন চমকাইয়া উঠিয়া বসিতেন, ক্রমে ছয় সাত দিন পরে তিনি যেমন নিদ্রিত থাকিতেন, সেই রূপই থাকিতেন। মনের মধ্যে যে

* *Internal Carotid.*

* *So called mesmeric influences.*

বিষয়টা প্রবল থাকে, তাহার একটু মাত্র উত্তেজনায় নিদ্রাভঙ্গ হয়! তারে খবর দিবার স্থলের কর্ম্মচারীরা বেশ ঘুমাইতেছে, ঘণ্টাটি নড়িলেই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মাতা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছেন সন্তানের একটু সামান্য ক্রন্দন শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। এ বিষয়ে একটী গল্প আছে একজন জাহাজের কর্ম্মচারী কার্য্য করিয়া অতি অল্প সময় নিদ্রা যাইত, আর সেই নিদ্রার সময় তাহার অন্যান্য সহকর্ম্মচারীরা তাহার নিকট নানা প্রকার গোলমাল করিত, কিছুতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত না, তাহার নিকট বন্দুকের শব্দ করিলেও সে নিদ্রিত থাকিত, কিন্তু তাহার কর্ণের নিকট আস্তে আস্তে 'Signal' এই কথাটি বলিলেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইত। অনেক লোক এমন আছেন যাঁহাদের, যে সময় তাঁহারা ইচ্ছা করেন, সেই সময় তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। একজন ছাত্র হয়ত আপনাকে রাত্রি চারিটার সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিতে বলিয়া গেল। পূর্ব্বে অনেক অন্যান্য শব্দতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু আপনি ছুইবার না ডাকিতে ডাকিতে সে উঠিয়া বসিল, অনেকে আবার রাত্রি চারিটার প্রত্যাশায় কতবার জাগিয়া উঠিল ও সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া নিদ্রা গেল না। ইহা সকলি অভ্যাসের উপর নির্ভর করিতেছে।

গর্ভস্থ শিশু দিনরাত্রি নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, বাহিরে আসিয়া সেই স্বভাব অনেকটা থাকে—তাহার অধিকাংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। সপ্তম মাসে বা অষ্টম মাসে যে শিশু প্রসব করা হইয়াছে, সে প্রায় সমস্ত দিনরাত্রিই নিদ্রিত থাকে। শিশু দিগের নিদ্রা যুবাদিগের নিদ্রা অপেক্ষা আরও ঘোরতর। যুবাকালে অল্প নিদ্রা দ্বারা ক্লান্ত শরীর পুনঃ তেজ প্রাপ্ত হয়, এবং বৃদ্ধ বয়সে অপেক্ষাকৃত অধিক নিদ্রা আবশ্যক, কারণ তখন ক্লান্ত শরীরের তেজ পুনরানয়ন করিতে অধিক সময় আবশ্যক। কৃশ লোক, স্থূলকায় লোক অপেক্ষা কম নিদ্রা যায়, কারণ একের অপেক্ষা অন্যের ব্যয় কম ও তজ্জন্য বিশ্রামও কম আবশ্যক। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম অধিক করেন তাঁহাদের প্রায় কম ঘুমাইতে দেখা যায়; ফ্রেডরিক, জন হণ্টর, জেনেরল ইলিয়ট, ইঁহারা চারি ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য ছয় বা সাত ঘণ্টা কাল নিদ্রা আবশ্যক। অনেকে আবার অভ্যাস দ্বারা অধিক নিদ্রা যাইতে পারেন। রিড্ সাহেব (Dr Reid, the metaphysician) দুই দিনের নিদ্রা একেবারে সারিয়া রাখিতেন। এখন এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা পরে আর এক ঘণ্টা, এ প্রকার নিদ্রা স্বাস্থ্যের উপযোগী নহে। ক্রমান্বয়ে ছয় ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক। দিবানিদ্রা অনাবশ্যক। অনেক পীড়ায় অনিদ্রা একটি লক্ষণ। যখন নিদ্রা আসে তখন তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করা বড় অন্যায়, ইহাতে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ছাত্রেরা পরীক্ষার সময় রাত্রি জাগিয়া পাঠ করিতে গিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না, ইহাদ্বারা নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা

হয় এবং তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য। অধিক নিদ্রা স্বাস্থ্যের ক্ষতি উৎপাদন করে, অল্প নিদ্রা ততোধিক ক্ষতি আনয়ন করে। আজ হয়ত কিছু অনুভব করিতে পারিলে না, কিন্তু কালে মানসিক বৃত্তি সকলের হ্রাস হইবেই হইবে ও নানা প্রকার রোগভোগ করিতেই হইবে। এই বিষয়ে উপদেশ অনেক লোকের নিকট শুনিয়াছেনও অনেক পুস্তকে আপনারা পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু এই স্থলে আমি এক জন শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তারের উক্তি সন্নিবেশিত করিলাম, যাঁহার মত আজি কালি চিকিৎসা শাস্ত্রে সকল বিষয়ে গ্রাহ্য।

"This is a very common occurrence among industrious students, who, with a laudable desire for distinction, allow themselves less than the needed quantum of repose. Headache, tension, heat, throbbing and various other unpleasant sensations in the head, give warning that the brain is being overtasked; and if this warning be not taken sleep, which it was at first difficult to resist, becomes even more difficult to obtain; a state of general restlessness and feverish excitement is induced; and if in spite of this, the effort be continued serious consequences in the form of Cerebral inflammation, apoplexy, paralysis, fever, insanity or loss of mental power, more or less complete, are nearly certain to be induced" Dr. Carpentar's principles of Human Physiology.

যতদূর বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা স্বাভাবিক নিদ্রার কারণ ও কার্য্য বিষয় কতকাংশে আমাদের বোধগম্য হইয়াছে। স্বাভাবিক নিদ্রা, অর্থাৎ যে নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের বিরাম ব্যতিত অন্য কোন কার্য্য সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু নিদ্রার সময় এমন অবস্থা ও হয় যে সময় বাহ্যিক জ্ঞানের সত্ত্বা নাই, অথচ মানসিক বৃত্তি সকল কতকাংশে কার্য্য করে। ইহাকেই আমরা স্বপ্ন বলি। স্বপ্ন সকলেই দেখিয়াছেন, স্বপ্নে কত সুখের ভোগী হইয়াছেন স্বপ্নে আবার অনন্ত দুঃখে পতিত হইয়াছেন। গোল্‌ডস্মিথ্ এক স্থানে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে রাত্রিতে রাজা ও দিবসে ভিকারী হওয়া ভাল, না দিবসে ভিকারী হইয়া রাত্রিতে রাজা হওয়া ভাল। তিনি নিজেই উত্তর করিয়াছেন যে স্বপ্নে রাজা হওয়াই ভাল, কারণ তিনি রাজা অথচ বাস্তবিক রাজার অশেষ ভাবনার ভাগী নন। স্বপ্নের সময় চিন্তাস্রোতের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য থাকে না, উহা আপনা আপনি বক্র নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। নিদ্রার অল্প সময় পূর্ব্বে আমরা যে চিন্তায় নিযুক্ত ছিলাম তাহা স্বপ্ন দেখিলে, স্বপ্নের গতি অপেক্ষাকৃত সংলগ্ন ও সরল হয়, নতুবা স্বপ্ন প্রায়ই অসংলগ্ন। স্বপ্ন দর্শনের সময় মানসিক এক একটী বৃত্তির কার্য্য সাতিশয় ঔৎকর্ষ্য লাভ করে কখন কল্পনা, কখন স্মরণশক্তি, কখন চিন্তা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অনেকে

জাগ্রত অবস্থায় যে কার্য্য করণে অপারগ স্বপ্নে তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন। * অনেকে জানেন ইংরাজী কবি কোলরিজ্‌ "কব্‌লা খান্‌" বলিয়া পদ্যটি স্বপ্নে রচনা করিয়াছিলেন। * ক্রমশঃ

* Vide Macmillan's Magazine Nov. 1870 Ap. 1871.

* Coleridge relates of himself, that his fragment "Kubla Khan was" composed during sleep, which had come upon him whilst reading the passage in "Purchas's Pilgrimage" on which the poetical discription was founded, and was written down immediately on awaking.

বাঁশরি।

১

সন্ধ্যার বরণ ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির,
সোহাগিনী প্রবাহিণী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর;
মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরি আসি,
এহতে মধুর স্বর শুনিতাম, বাঁশি!

২

স্বভাব নীরব যবে গম্ভীরা যামিনী
শিশু হেরে সোনার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিণী
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন;
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
এহতে মধুর স্বরে, করিলে চুম্বন,
ছি ছি বলি সে আমার ফিরাত বদন।

৩

ফুলভূষা হাসে উষা দুকূল বসনা,
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায় চুম্বন নাহি পুরিল বাসনা
পতিমুখ নেহারে কামিনী;
তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরি,
যবে ধীরে সে আমায় জাগাত, বাঁশরি!

৪

প্রখর নিদাঘ তাপে তাপিতা মেদিনী,
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি যামি যুবতী ঘুমায়;
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধা দান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ।

৫

প্রবাসে প্রবাসি বসি সন্ধ্যার সময়
প্রিয়মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়
একে একে দেখে তারা ফুটে;
বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে শীতল মাধুরী,
আসে আঁখিনীরে ভাসে প্রিয়জন স্মরি।

কিরণময়ী।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলির এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটা। মালতীপুরস্থ একটী সুরম্য অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুইটী লোক কথোপকথন করিতেছেন। দুইটীই পুরুষ। একজনের বয়ঃক্রম ৩০। ৩২ বৎসর, অপরের অনুমান ১৮। ১৯। প্রথম ব্যক্তি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "তবে কি সে আমায় দিবেনা ?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন "আজ্ঞা না।"

প্র। আপনি কি আমার হইয়া কিছুই বলেন নাই ?

দ্বি। অনেক বলিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি, তিনি কিছুতেই স্বীকার পাননা।

প্র। কি বলে ?

দ্বি। বলেন 'আমি বহুদিনের পর পাইয়াছি, আর ছাড়িব না।'

পাঠক! দুই জনকে কি চিনিতে পারিয়াছ ? প্রথম ব্যক্তি গোবিনলাল বা প্রতাপচাঁদ, দ্বিতীয় ব্যক্তি ইন্দুভূষণ। যে দিনে কিরণময়ী মাতার সহিত পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পরদিবসেই সত্যবতী মথুরায় গোবিনলালের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্র প্রাপ্তি মাত্রে গোবিনলাল কিরণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং কিরূপে যে সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, বোধহয় পুরস্কারের বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে, সেই দস্যু অর্থলোভে কিছু কিছু সন্ধান কোন উপায়ে অবগত করিয়াছিল। প্রতাপচাঁদ অবিলম্বে মালতীপুর যাত্রা করিলেন, এবং তথায় পঁহুছিয়া ইন্দুভূষণের একটী সুন্দর কুঠিতে বাসা লইলেন। সেখানে ইন্দুভূষণকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা যাহা জানিতেন প্রায় সমুদয় বলিলেন, কেবল কিরণময়ী ও তাঁহার মাতা কোথায় থাকেন এ সম্বাদ দিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং তাঁহার উপর প্রতাপচাঁদকে অনেক নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথনের পর প্রতাপচাঁদ বলিলেন "তবে আর আপনার এখানে অধিক দিন থাকিয়া কি করিব ?"

ই। কোথায় যাইবেন ?

প্র। দেখি !—যদি সকলেই আমায় পরিত্যাগ করিল, তবে বৃথা এ জীবনে আর কি প্রয়োজন !

ই। মহাশয়, আপনি বিজ্ঞ লোক, এ কথা আপনার যোগ্য হইল না।

প্র। আমার আর যোগ্য অযোগ্য কি? আমি আপন দোষেই সমুদয় নষ্ট করিয়াছি—এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ !

ই। মৃত্যুই শ্রেয়ঃ কেন ?

প্র। কষ্টের হাত এড়াইবার জন্য।

ই। মরিলে যে কষ্টের হাত এড়াইবেন তার স্থিরতা কি ? এমন ত হইতে পারে,

এ কষ্ট অপেক্ষা অধিক কষ্টে পড়িতে পারেন।

প্র। সে কথা সত্য।—কিন্তু হৃদয়ের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!—একবার যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতাম—

ই। কি করিবেন? সময়ের উপর সমস্ত নির্ভর করুন। সময়ে যা ছিল আবার তাই হ'তে পারে।

প্র। ও! আর কি তা হবে! যাকে একবার হারাইয়াছি আর কি তাকে পাব! আবার কি সে আমার প্রতি দয়া করিবে!—যদি আর একবার পাই—

ই। মহাশয়, অত উতলা হবেন না। সময়ে সকলই হইতে পারে। বিচিত্র কিছুই নয়!—আমার উপর আরও কিছুদিন নির্ভর করুন, দেখি কতদূর কি করিতে পারি।

প্র। আপনি বলিতে পারেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়?

ই। প্রকৃত অনুতাপ ভিন্ন পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।—আপনার অন্তঃকরণ যেরূপ অনুতাপপূর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

প্র। ইন্দুভূষণ বাবু,যে পাপ করিয়াছি আমার বোধহয়,তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

ই। মহাশয়, এই ত আপনার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত নাই, এমন কথা বলিবেন না।

প্র। ও! আমার হৃদয়ে যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

ই। প্রকাশ না করিতে পারিলেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।—হৃদয় যখন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তখন ধূমস্বরূপ নির্গত হা—হুতাশ—খেদব্যঞ্জক বাক্য সকলই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।—আপনার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন।

প্রতাপচাঁদ অন্যমনস্ক।

ই। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এক্ষণে বিদায় হই।

ইন্দুভূষণ প্রতাপচাঁদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।—প্রতাপচাঁদ কি শয়ন করিতে গেলেন?—না। শয়ন—নিদ্রা, এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

ইন্দুভূষণ চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপচাঁদ এখন একাকী। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন "আমার সকল আশা,সকল ভরসা, ফুরাইয়া গিয়াছে, তবে কেন এখনও জীবিত আছি? উঃ! আর কি সে আমার হবে! অকারণে যার হৃদয়ে অসহ্য বেদনা দিয়াছি, সে কি আমার প্রতি আবার দয়া করিবে! যৌবনমদে মত্ত হইয়া তার হিতবাক্য অশ্রদ্ধা করিয়াছি, তাকে কত অপমানের কথাই বলিয়াছি, সে ত কিছুই বলিতনা, কেবল নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করিত! সে অশ্রুজল তখন অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু এখন কেন তাহা হৃদয়ে উত্তপ্ত লৌহদ্রব অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে? একবস্তু কি অবস্থা ভেদে পৃথক পৃথক গুণ ধারণ করে?—হইতেও পারে। ইন্দুভূষণ বলিলেন—তিনি উদাসিনীব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। উদা-

সিনী? স্বামী বর্ত্তমানে উদাসিনী? অদৃষ্ট! কোথায় থেকে কখন কি খেলা খেল, কিছুই বুঝা যায় না। আজ যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাল সে পথের ভিকারী। আজ যে রাজরাণী, কাল সে উদাসিনী—কাঙ্গালিনী! কি আশ্চর্য্য! সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সময়ে সামান্যা গণিকার ন্যায় মানবকে প্রতারণা করেন! হায়! এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দেখিয়াও কেন মজিয়াছিলাম! সেই পুষ্পোদ্যান, সেই বালিকা, সেই স্বার্থবিহীন ভালবাসা, আজ সেই সব স্মরণ হইতেছে, কিন্তু সে কোথায়? যাহাকে পাইবার জন্য কতদিন উন্মত্ত হইয়াছিলাম, আজ সে কোথায়? কেন সে আমায় পরিত্যাগ করিল? আমায় পরিত্যাগ করিতে কি তাহার কোন কষ্ট হয় নাই? হায়! কে ইহার উত্তর দিবে? শূন্যকে জিজ্ঞাসা করিলে শূন্য যেন বিকট হাস্য করে, মনে হ'লে ভয় হয়—হৃৎকম্প হয়! সতীর প্রাণে কেন কষ্ট দিয়াছিলাম? বিবাহের সময় সেই দুঃখিনী বিধবা আমার হস্তে যখন তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে সময় বলিয়াছিল, 'কাঙ্গালিনীর সর্ব্বস্বধন তোমায় সমর্পণ করিলাম, দেখো অযত্ন করিওনা।' হা! ঐ না তাঁর প্রেতাত্মা আমার পানে চাহিয়া কি বলিতেছেন? বোধ হইতেছে যেন একচক্ষে বারিধারা আর এক চক্ষে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হইতেছে! হায়! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!—প্রাণ কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিল! কেন হৃদয়ে সহস্র সহস্র চিতানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল!—মা—আর হৃদয় রাখিতে পারিনা, এইবার জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

প্রতাপচাঁদ গৃহের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে লইয়া তাহাকেই উল্লেখ করতঃ কহিলেন—"ছুরিকা! ঘোর বিপদজাল কর্ত্তন করিবার জন্য তোমার শরণ লইলাম, আশ্রিত জনকে আশায় নৈরাশ করিওনা।—হায়! মনের সহিত কত যুদ্ধ করিলাম, মনকে বশ করিবার জন্য কত চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু কিছুতেই এ মন বশীভূত হইল না। যখন আপনার মন আপনার হইল না, যখন ঘরে ঘরেই শত্রুতা বাধিল, তখন আর আমার শ্রেয়ঃ কিসে? ছুরিকা! তুমিই আমার শ্রেয়ঃপথ পরিষ্কার করিয়া দাও!—হায়! সম্পদের সময় কত বন্ধুই জুটে! কিন্তু এ সময় তাহারা কোথায়? যাহাদের পরামর্শে ভুলে জগৎসংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়া জগৎসংসারকারণ জগদীশ্বরের অবমাননা করিয়াছিলাম, যাহাদের সন্তোষ সাধনার্থ আমার গৃহলক্ষ্মীর সদুপদেশ সকল হেলায় অবহেলা করিয়া তাঁহাকে এ জনমের মত হারাইলাম, যাহাদের প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে আমার এই চিরসুখময় প্রসাদ প্রাঙ্গণে সুধাভ্রমে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিতে দিলাম, সেই নরমূর্ত্তি পিশাচ সকল এক্ষণে কোথায়? যে ঐশ্বর্য্যশালী অশিক্ষিত যুবা, ধনযৌবনমদে মত্ত হইয়া, প্রকৃত বন্ধুর সদুপদেশরত্ন সকল উপেক্ষা করতঃ, সময়ের দাস এতাদৃশ নরপিশাচ সকলের কাচবৎ কুপরামর্শ সকল মণিভ্রমে হৃদয়ে প্রশ্রয় দেয়, সে মহামূর্খ, সে মঙ্গলময় ঈশ্বরের সুখপূর্ণ সংসারের কণ্টক স্বরূপ! জগদীশ! এ হতভাগ্য তোমার সুখ-সংসারের কণ্টক, ইহাকে

কেন এখনও উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছ না?”

প্রতাপচাঁদ ছুরিকাখানি গ্রীবার নিকট উত্তোলন করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে এবারও সাহস হইল না। এবার প্রাণাধিকা কিরণময়ীকে মনে পড়িল।—“কিরণ! অমি তোর কাছে কি অপরাধে অপরাধী? তোকে ত এক দিনের জন্যও অযত্ন করি নাই, তবে কেন তুই আমায় পরিত্যাগ করিলি? স্তনদুগ্ধে বঞ্চিত করিয়া যে তোকে বাল্যকালে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাকে পাইয়া, আমার সকল যত্ন, সকল স্নেহ, একেবারে ভুলিয়া গেলি? হতভাগিনি! আমি তোকে যত সুখে রাখিতাম, সে কি তোকে তত সুখে রাখিতে পারিবে? হায়! আমার কাছে এতদিন রহিলি, আমি তোর স্নেহের পাত্র হইলাম না, তাহাকে একদিন দেখিয়া কি তাহার উপর এত মমতা হইল? বুঝিলাম তার মতন তোরও অদৃষ্টে দুঃখ আছে। আজ যদি তুই আমার কাছে থাকিতিস্, তাহা হইলে এমন করিয়া আমি মরিতে যাইতাম না!—না, তোর কিছুই দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ!—অদৃষ্ট!—যতদিন তুমি সুপ্রশন্ন ছিলে, ততদিন তোমায় পূজা করিয়াছি; এখন তুমি আমার প্রতি বিমুখ, আজ তোমায় এ জীবনের সহিত বিসর্জন করিব!”

প্রতাপচাঁদ এইবার শর্য্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। কেন? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষে কি নিদ্রাকর্ষণ হইল?—না। যে মহানিদ্রার জন্য প্রস্তুত, সে কি সামান্য নিদ্রাকে স্থান দান করে?

প্রতাপচাঁদ এবার ভীষণব্রত উদ্‌যাপন করিবেন স্থির করিলেন। ছুরিকা খানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।—“প্রভো! এ জগতে কি উদ্দেশে এ হতভাগাকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে আমি আর ইহার যোগ্য নহি, এই জন্য এ জীবন আজ পরিত্যাগ করিব। জগদীশ! মনুষ্য মাত্রেই দুর্ব্বল, আমার দুর্ব্বলতা বোধ হয় সকলের অপেক্ষা অধিক, তাই আমার পাপের সংখ্যা এত! যতবার পাপ করিয়াছি, ততবারই সেই পাপের নিমিত্ত, পরলোকের নিমিত্ত, এবং তোমার নিমিত্ত, মনে ঘৃণা, ভয় ও ভক্তির উদয় হইয়াছে; ততবারই অন্তর্চক্ষে দেখিয়াছি যেন তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বাহুযুগল বিস্তার করতঃ “যাহা হইবার হইয়াছে, আর করিওনা.” বলিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছ; আমিও তোমার সেই আহ্বান শুনিয়াছি, কিন্তু কতক্ষণের জন্য? হায়! এমনই দুর্ব্বল, যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই ভঙ্গ করিয়াছি। শেষে আপনাপনি এত দূর ঘৃণা জন্মিয়াছে, এখন বোধ হইতেছে যে তোমার পবিত্র নাম এ পাপমুখে উচ্চারণ করিবারও আমার আর অধিকার নাই। প্রভো! মাথায় পাপের ভরা, হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণাভার, আর কত কাল বহন করিব! এই লও, আর সহ্য হয় না।”

প্রতাপ ছুরিকা বক্ষের উপর উত্তোলন করিলেন, বলিলেন “চপলা! চপলা! এত দিন তোমাকে যে যন্ত্রণা—”উত্তোলিত

ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ হইতে না হইতে সহসা উদাসিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, বলিলেন "একি নাথ! এমন ভীষণ ব্রতে আজ ব্রতী কেন ?"

প্রতাপ নিশ্চল—স্পন্দহীন, উদাসিনীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

উদাসিনী ধীরে ধীরে হস্ত হইতে ছুরিকা খানি খুলিয়া লইলেন, অনেক ক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মানের পর জিজ্ঞাসা করিলেন " কি দেখিতেছ ? চিনিতে পারিতেছ না ?"

প্রতাপচাঁদ বাষ্পাকুলিত লোচনে গদ্‌গদ বচনে উত্তর করিলেন "চপলা! চিনিয়াছি।—ভাবিতেছি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না।"

উদাসিনীর নাম চপলা।—প্রতাপচাঁদের ভার্য্যা।

চ। প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে।—এমন ভীষণ কর্ম্ম কেন করিতে যাইতেছিলে ?

প্র। নিরাশায়!

চ। নিরাশা কেন ? অত সুখভোগ করিয়াও কি আশা মিটে নাই ?

প্র। চপলা! আর বাক্যবাণ বর্ষণ করিও না। হৃদয়ে আর স্থান নাই!

চ। তোমাকে কষ্ট দিব মনে করিয়া আসি নাই, তোমার কষ্ট মোচন করিবার জন্যই আসিয়াছি।

প্র। চপলা, এ হতভাগ্যের প্রতি তোমার এখনও এতদূর অনুগ্রহ ?

চ। নাথ! আমরা নারী জাতি, আমাদের আবার অনুগ্রহ কি ? তোমাদের অনুগ্রহের উপরেই আমরা নির্ভর করি। যার যেমন কপাল, তার তেমনই ঘটে!

প্র। চপলা!—প্রিয়তমে!—

চ। নাথ! আর ও সম্বোধন করিওনা, ও সম্বোধনের আমি যোগ্যা নহি।

প্র। চপলা! ক্ষমা কর।

চ। দাসীর প্রতি এমন আদেশ কেন ?

প্র। দাসী!—তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

চ। ও কথায় আর কাজ নাই। পূর্ব্বে অনেকবার ঐ কথায় ভুলাইয়াছ।

প্র। প্রিয়তমে! এ কথার উত্তর দিবার আর আমার মুখ নাই।—কিন্তু আর কি তুমি আমায় ভালবাসিবে ?

চ। আমাদের আবার ভালবাসা কি ? যারা অনুগ্রহের পাত্রী, তাদের ভালবাসায় কি আসে যায় ? আমাদের পতি বিনা আর ত অন্য গতি নাই, তোমাদের বটে অনেক উপায় আছে।

প্র। চপলা! আর এমন কত বাণ তোমার কাছে আছে ?

চ। নাথ, কথা যদি বাণ হয়, তবে এমন বাণ তুমি কেন আমার প্রতি ক্ষেপণ কর ?—আমি তোমায় ভালবাসিব কি না এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে ? মনদুঃখেই আমি উদাসিনীব্রত অবলম্বন করিয়াছি, প্রাণেশ্বর, এ মনদুঃখ আমায় কে দিয়াছিল ? ভালবাসার কথা কি তুমি বল, যদি এই মূর্ত্তি হৃদয়ে না ধ্যান করিতাম তবে এ পোড়ামুখ লইয়া আবার তোমার কাছে আসিব কেন ?

চপলা কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতাপচাঁদ স্বীয় বস্ত্রদ্বারা চপলার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন "প্রিয়তমে! আমি যে

অপরাধে তোমার কাছে অপরাধী, তাতে আর কোন কথা বলিবার আমার মুখ নাই। যদি দয়া করিয়া আমার তাবৎ অপরাধ ক্ষমা কর, তবেই তোমাকে লইয়া অবার সংসারী হইব, নতুবা যেরূপে পারি এ জীবন বিসর্জন দিব।”

চ। প্রাণেশ্বর! কোন্ স্ত্রীর স্বামী সহবাস প্রার্থনীয় নয়? দাসীকে যদি দয়া করিয়া পাদপদ্মে আশ্রয় দাও, তবে আবার দাসী ওই পদযুগল পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে। কিন্তু নাথ! এ হত-ভাগিনীর অদৃষ্টে আবার কি সে সুখ আছে?

প্র। চপলা! তোমার অদৃষ্টের কথা আমি বলিতে পারিনা। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার সুখদুঃখ, আমার জীবন মরণ, আজ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। হায়! এখনই সকলই ফুরাইয়া যাইত!—এ হতভাগ্যের প্রতি আবার তোমার দয়া হইল কেন?

চ। দয়া আবার কি? যে রমণী পতি-প্রাণা পতিচিন্তাই তার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবল। —তুমিত নারী নও,নারীর হৃদয় কেমন করিয়া বুঝিবে?—যখন ইন্দুভূষণের মুখে শুনিলাম তুমি এ হতভাগিনীকে দেখিবার জন্য আবার উৎসুক হইয়াছ, তখন আর থাকিতে পারিলাম না।

প্রতাপচাঁদ চপলার মুখে আশাতীত কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দভরে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন, বলিলেন—“প্রিয়তমে! তোমার এ ভাল-বাসার ধার আমি এ জীবনে কখনই পরি-শোধ করিতে পারিব না, তোমার কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম!—আমার কিরণ কোথায়? একবার কি দেখিতে পাইব?”

চপলা মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন “এখন অবশ্যই পাইবে।—সে ঘুমাইতেছে!”

প্র। একবার আনিতে পাঠাইবে না?

চ। এত ব্যস্ত কেন? তাহাকে জাগা-ইবার আবশ্যক নাই, কাল প্রাতঃকালেই দেখিবে। তাহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছি, এখন চলিলাম, কাল প্রভাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব।

চপলা শাণিত ছুরিকাখানি হস্তগত করিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলে প্রতাপচাঁদ তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, বলিলেন “না, ছাড়িয়া দিব না, আমায় একাকী রাখিয়া যাইতে পাইবে না” চপলা হাসিতে হাসিতে কহিলেন “নিষ্ঠুর! এত স্নেহ এত দিন কোথায় ছিল?”

প্র। চপলা! আর লজ্জা দিওনা।

চ। এখন ছাড়িয়া দাও।—কিরণ একলাটী রহিয়াছে—

প্র। তবে আমায় কেন সঙ্গে ক’রে ল’য়ে চলনা?

চ। একেবারে এত উতলা হবার প্রয়োজন নাই। রাত্রিও ত আর অধিকক্ষণ নাই, এত ব্যস্ত কেন?

প্র। চপলা! আমি নিষ্ঠুর, না তুমি নিষ্ঠুর?

চ। মনে ভেবে দেখ।

প্রতাপচাঁদ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। চপলা হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করি-লেন “চুপ্ ক’রে রইলে যে?”

প্র। কথা কহিবার মুখ নাই, কাজেই চুপ্ করিয়া আছি।

চ। তবে এখন বিদায় হই?

প্র। বিদায়!—বিদায় আবার কি? —কল্য ত আবার দেখিতে পাইব?

চ। অবশ্যই পাইবে।

প্র। তখন ত আর যাইতে চাহিবেনা?

চপলা সহাস্য বদনে বলিলেন "না।" অবশেষে স্বামীর অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

১৭

রজনী অবসান হইল। প্রকৃতি রাত্রি-বাসবসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বসনে যেন অঙ্গ আবৃত করিলেন। প্রাতঃসমীরণ নিমীলিত নয়না ফুলসুন্দরীগণকে উষা সন্দর্শন করিবার জন্য ধীরে ধীরে জাগাইয়া জাগাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ফুলবালা-দল উষা দর্শনে আহ্লাদে ফুটিয়া পড়িল। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদের ভিন্ন ভিন্ন বাহার! জগতে এমন ঐশ্বর্য্যশালী কে আছে যে এমন একটী পরিচ্ছদে আপন অঙ্গকে বিভূষিত করিতে পারে? আর এমন রূপই বা কার? দর্শনমাত্রেই ধ্রুবজ্ঞান হয় যেন বিধাতা জাগতিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের গরিমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই এমন কুসুম কামিনী দিগের সৃজন করিয়াছেন। ইহা-দের রূপ যেমন, গুণ ততোধিক। অতিথি-সৎকার ইহাদের কুলব্রত। প্রস্ফুটিত হইবা-মাত্র ক্ষুধাতুর সুধার অতিথি মধুপগণ গুণ্ গুণ্ রবে 'প্রাণ যায়, সুধাদানে প্রাণ রক্ষা কর' বলিতে বলিতে ধাইয়া আসিল। প্রফুল্লবদনে ফুলবালাদল নিজ নিজ মধুর ভাণ্ডার খুলিয়া দিল, যে যত পারিল, মধু-পান করিতে লাগিল, কাহাকেও বারণ নাই, সুধাদানে কেহই কাতর নহে! দেখিতে দেখিতে রজতকিরীটছটা বিকীর্ণ করিয়া পূর্ব্বগগনে তপনদেব প্রকাশিত হইলেন। প্রকৃতির অঙ্গে এখন নূতন অঙ্গরাগ শোভা পাইতে লাগিল।

চপলা প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে কিরণ-ময়ীকে সঙ্গে লইয়া ইন্দুভূষণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং কিরণময়ীর অসা-ক্ষাতে তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ অবগত করি-লেন, তৎপরে তাঁহাকেও সমভিব্যাহারে করিয়া প্রতাপচাঁদের বাসায় উপস্থিত হই-লেন। প্রতাপচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়াছেন, মুখ হর্ষোজ্জ্বল। দুঃখের তমোময়ী প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। সুখদৃশ্য প্রকাশমান! রঙ্গমঞ্চে চারিজন বিরাজিত। দুইটী স্ত্রীলোক, দুই জন পুরুষ। চপলা ও কিরণময়ী, প্রতাপচাদও ইন্দুভূষণ। চপলা কিরণময়ীর হস্তধারণ করিয়া প্রতাপচাঁদকে বলিলেন "নাথ! এই তোমার কিরণ-ময়ীকে নাও।"

প্রতাপচাঁদ হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিলেন "কিরণময়ী! আমার কুটীর হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় আসিয়াছিলে?"

কিরণময়ী লজ্জিতস্মিত বদনে উত্তর করিলেন "বাবা! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনার কুটীর হইতে পলাইয়া মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

সকলেরই মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ। কি সুখময় দৃশ্য! চপলা প্রীতিপ্রফুল্লবদনে প্রতাপচাঁদকে বলিলেন "প্রাণেশ্বর! ইন্দু-

ভূষণের গুণগ্রামের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি, এবং আমাদের কিরণের প্রতি ইহার যে পবিত্র অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহারও বিশেষ নিদর্শন আমার কাছে আছে। ইচ্ছা, আমাদের বহুসাধনের কিরণধন ইহাঁকে অর্পণ করি।” অতঃপর চপলা ইন্দুভূষণ-লিখিত অনুরাগপূর্ণ পত্র খানি প্রতাপ-চাঁদের হস্তে দিলেন। প্রতাপচাঁদ পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং সাতিশয় আহ্লাদের সহিত কহিলেন “প্রিয়তমে! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! ইন্দুভূষণের কাছে আমরা বিবিধ প্রকারে ঋণী আছি।—ইন্দুভূষণ! তুমি আমাদের প্রকৃত স্নেহের পাত্র, আজ হইতে আমাদের পুত্রস্থানীয় হইলে। আমাদের সর্ব্বস্ব ধন কিরণময়ীকে তোমাকেই সম্প্রদান করিলাম।”

চপলা ও প্রতাপচাঁদ কিরণময়ীর হস্ত লইয়া ইন্দুভূষণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কি আনন্দ পরিপূর্ণ দৃশ্য! সকলেরই হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত!

মতিয়া যখন অজ্ঞানাবস্থায় কিরণময়ীকে পোড়ো বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই দস্যুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল ‘অনেক টাকার যোগাড় হইয়াছে।’ প্রত্যাগমন করিলে দস্যু টাকা চাহে, মতিয়া না দিতে পারায় দস্যু ক্রোধান্ধ হইয়া প্রথমতঃ তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে, অবশেষে প্রাণবধ করিয়া পোড়োবাড়ীতে ভুতের ভয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল।

বিবাহের কিছুদিন পরে কিরণময়ী স্বামীকে অনুরোধ করিয়া কাদম্বিনীকে আপন ভবনে আনয়ন করিলেন এবং সত্বরেই স্বামীর প্রিয় সুহৃদ সদ্গুণবিশিষ্ট একটী যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন।

চপলা ও প্রতাপচাঁদ কিছুদিন কিরণ-ময়ীর বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, জামাতা ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া মাধবপুরে আপনাদের নিজবাটীতে প্রত্যাগমন করি-লেন, এবং কিরণপুরের নির্জ্জন কুটীর সত্য-বতী ও কাদম্বিনীর মাতাকে প্রদান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একতাশৃঙ্খলাবদ্ধ শিখ সমবেতীব মহাপ্রাণতা পরিপোষণ জন্য গোবিন্দ যতগুলি অত্যাবশ্যকীয় এবং অলঙ্ঘনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ স্বরূপ আমরা কতিপয়ের উল্লেখ করিতেছি।

দীক্ষা—অন্ততঃ পাঁচ জন শিখ সমবেত হইয়া দীক্ষার্থীকে অভিষেক পূর্ব্বক গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। উপাসনা—একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা করিবে; নানক প্রভৃতি গুরুগণের মহত্ব স্মরণ করিবে এবং "ও গুরু" অথবা "ওরা গুরুকী ফতে" বলিয়া হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবে। গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর অর্চ্চনা করিবার আবশ্যক নাই। সময়ে সময়ে শিখেরা অমৃত সরে স্নাত হইবে এবং অমুণ্ডিত-শিখা-শ্মশ্রু হইয়া থাকিবে। সর্ব্বোপরি লোহ অর্থাৎ শিখ অসি, তাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ ও হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা স্বরূপ প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম বস্তু হইবে। তাহারা আজীবন সামরিকব্যাপারে নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সম্মুখ সংগ্রামে তৎপর, যাহারা শত্রু-হননক্ষম, যাহারা বিজিত হইলে বিগতাশা না হইয়া অপরাজিত-চিত্ত,তাহারাই সকলের অগ্রণী। ষোড়শ শতাব্দিতে যে জাতি নানকাদি গুরু উপদেশে দীক্ষিত হইয়া আধ্যাত্মিক বলে হৃদয় বলীয়ান করত শান্তিসুখে কাল হরণ করিত, যে জাতি পরিশেষে পশ্বাদির ন্যায় গল-বদ্ধ-রজ্জু হইয়া মুসলমানদিগের দ্বারা মুণ্ডিতমস্তক প্রভৃতি অবমানকরী যাতনা সহ্য করিত অথবা ঘাতক হস্তে ছিন্নশীর্ষ হইত, সেই জাতি এক্ষণে গুরুগোবিন্দের প্রবর্ত্তনায় নিতান্ত উগ্র স্বভাব ও যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিল। গোবিন্দ ধীরমল, রামরায় এবং মাহুন্দী সম্প্রদায়দিগের হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইলেন। এই তিন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষত্রয় তাঁহার চিরশত্রু। ধীরমল গোবিন্দের প্রপিতামহ পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনের বিনাশ-সাধন-চেষ্টা করিয়াছিলেন; রামরায় তাঁহার পিতা তেজ বাহাদুরের হত্যাকাণ্ড সংঘটন জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করেন; মাহুন্দী গোবিন্দের ক্ষমতা বিলোপনার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে ক্রটী করেন নাই।

গোবিন্দ কেশ শ্মশ্রু মণ্ডনকে যে কেবল দোষণীয় মনে করিতেন তাহা নহে, যে কুসংস্কারের ক্রীতদাসেরা সদ্যপ্রসূত-কন্যাঘাতী তিনি তাহাদিগকে ঘোর নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তিনি শিষ্য বর্গকে স্বকীয় অভিলাষ ও কল্পনানুরূপ সন্দর্শন করিয়া চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য, জীবনের এক মাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য, শিখ-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, উৎপীড়ন-কারী যবন

দিগের রাজ্যোচ্ছেদ সংকল্প তখন পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ হয় নাই। সত্যবটে তিনি খাল্‌ষা সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম-শাসিত রাজ্যের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিলেন, সত্য তিনি মুসলমান ও হিন্দু সমাজের ভ্রমান্ধকার এবং কুসংস্কার-কুজ্‌ঝটিকা বিনাশার্থ সত্যধর্ম্মের বিমল জ্যোতি প্রতিফলিত করিলেন, সত্য তিনি পীর মোল্লা, সাধু পণ্ডিত দিগকে স্বক্ষমতা-বলে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া লণ্ডভণ্ড করিলেন কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আশা-লতা-জাত প্রসূন-কোরক দেখা দেয় নাই,তখন পর্য্যন্তও তাঁহার চিরশত্রু দিল্লীর সম্রাটের সেনা-বল অপরাজিত এবং তখন পর্য্যন্ত যবন সাম্রাজ্য অক্ষুন্নায়তন ছিল। প্রাচীন রোম-রাজ্যের সুশাসন প্রণালী অভিজ্ঞ,অধুনাতন ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাসন প্রণালীর নিত্য-পরিদর্শকের নিকট গোবিন্দ সিংহের সংকল্প উন্মত্ততার ও অবিবেকীতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু আসিয়া খণ্ডের অর্দ্ধ-সভ্যরাজ্য গুলির শাসন প্রণালী প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে গুরুগোবিন্দের সম সাময়িক ভারতে মোগল রাজ্যের অবস্থালোচনা করিলে, তাহাদের সেই ভাব ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উপলব্ধি হইবে। আবশ্যক বোধে উল্লিখিত দেশ গুলির শাসন প্রণালী বিশেষতঃ শিখ-অভ্যুদয়-কালীন ভারতের অবস্থা প্রকটিত হইতেছে। পাঠকগণ দেখিবেন ইহা ইউরোপীয় শাসন প্রণালী হইতে কত পৃথক। একটী একটী জাতি লইয়া একটী একটী রাজ্য, ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষমতা-শালী, রণদক্ষ, সেই ব্যক্তিই যথেচ্ছাচারী রাজা। এক বংশীয় রাজগণের সহিত তাঁহাদের রাজত্বে বিলোপ হইয়া অন্য বংশী-য়েরা তৎস্থান অধিকার করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। পারসিক-সৈন্যবল-সাহায্যে সাইরস অথবা ফ্রাঙ্ক সহচরগণ সহ সারলিমেঁা যেরূপে জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, অত্যল্প সংখ্যক তুর্কি সহচর লইয়া বাবর যে রূপে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন এবং আকবর তাহা সুদৃঢ় ও পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট করেন, তাহা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। অ্যাকামিডিয়ান ও কারল-বিঞ্জিয়ান দিগের অপেক্ষা মোগল রাজ্যের ভিত্তি কোন অংশে দৃঢ়তর ছিলনা। বাবর অত্যল্প সংখ্যক মাত্র প্রভুপরায়ণ সৈন্যের অধি-নায়ক ছিলেন। তদ্ পুত্র হুমায়ুন সিংহাসন-চ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হন। কেবল মাত্র আকবর স্বকীয় রাজ-নীতি কুশলতা, বদা-ন্যতা, মহানুভবতা এবং শৌর্য্যবত্তা প্রভাবে সেনা দিগের অসীম সাহস, অতুল পরাক্রম এবং সমর নৈপুণ্যবলে প্রায় সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অপক্ষপাতিতা এবং দক্ষতাবলে হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত প্রাপ্ত হয়। পঞ্চা-শৎ বর্ষ শেষে তিনি এক প্রকাণ্ড রাজ্যাধি-কার স্বীয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সাহাজিহান পিতৃরাজ্য অধিকার মানসে পিতৃসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আরঙ্গজীব পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া ছিলেন। তাঁহার মুসলমান প্রতি সংশয়-চিত্ততা এবং হিন্দু প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি জন্য তিনি সাধারণের নিকট ঘৃণা-

স্পদ হইয়াছিলেন। সত্য তিনি বার্দ্ধক্যে পার্থিব-চিন্তা-বিক্লান্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সত্য মহারাষ্ট্রীয় রাজপুত প্রভৃতি জাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই, কিন্তু তথাপি মানসিক উর্জ্জস্বলতা ও বুদ্ধি চাতুর্য্যবলে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একজন স্বাধীন, পরাক্রান্ত সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবন কালে তদীয় শাসন প্রবাহের গভীরতা ইয়ত্তা করিতে কাহার সাধ্য ছিলনা। আকবর ব্যতীত আর কোন মুসলমান সম্রাট প্রকৃতি পুঞ্জকে সমান চক্ষে দেখিতেন না। দাক্ষিণাত্যের রাজ্য গুলি তৎকালে নব পরাজিত, আরঙ্গজীব বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে গুলি সুশাসিত করিতে পারেন নাই। হিমালয় প্রদেশে কাশ্মীর মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত কিন্তু অসংখ্য রাজবিদ্রোহী, পার্ব্বতীয় প্রদেশে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। অবশেষে মহাবীর শিবজী মহারাষ্ট্রীয় হৃদয়ে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করতঃ পশু পালক দিগকে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করাইলেন এবং মোগল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে স্বীয় জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দের স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবলে শৌর্য্যবল সংযোগ করিয়া আরঙ্গজীবের রাজ্যোচ্ছেদান্তে তথায় শিখরাষ্ট্র সংস্থাপনসংকল্প তাঁহার কল্পনাবিজৃম্ভিত প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

গোবিন্দের কৃতকার্য্য সকলের মর্য্যোদ্ঘাটন করা সুকঠিন। এক জন বিশ্বস্ত মুসলমান ইতিহাস বেত্তা লিখিয়াছেন যে "তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সৈনিক রূপে দলবদ্ধ করিয়া বিশ্বস্ত শিষ্য দিগের অধীনে স্থাপন করিতেন। এতদ্‌ব্যতীত তিনি এক দল পাঠান সৈন্যও স্বীয় সৈন্যদলে নিবিষ্ট করিয়া শতদ্রু ও যমুনার অন্তর্বর্ত্তী শৈলময় প্রদেশে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। গুরখা ও ইংরাজ জাতির তুমুল সংগ্রামস্থল, নয়ানের নিকটবর্ত্তী কীর্দা উপত্যকাস্থ পান্থু-নামক স্থানে তিনি একটী সৈন্য নিবাস সংস্থাপিত করিয়া ছিলেন।

তদীয় পিতৃ প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর মকোয়ালে তিনি একটী গুপ্ত আবাস এবং অপর একটী চামকর নামক স্থানে নির্দ্দিষ্ট করেন। এই রূপে কতিপয় দুর্গ স্বামী হইয়া প্রতিবাসী পার্ব্বতীয় জাতির প্রত্যেক আক্রমণ নিষ্ফল করিতেন। অনন্তর তিনি এই সকল রাজগণের সহিত মিলিত হইতে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে মোগল রাজ্যোচ্ছেদান্তে যে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইবে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজক রূপে তিনি ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে শিষ্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে অধিনায়ক স্বরূপ তিনি সামরিক কিলকের অভাবোপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং রাজবিদ্রোহী রূপে নিরাপদ স্থানের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া ছিলেন।

গোবিন্দ স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া অথবা অন্যের সহকারী স্বরূপ যে যে সামরিক কার্য্যের অভিনয় করিয়া ছিলেন, সে গুলি তিনি নিজেই চিত্রিত করিয়াছেন, এই চিত্র গুলি অতি অকৃত্রিম ভাবে অঙ্কিত—এ গুলি

ভারত-ঐতিহাসিক-রহস্য খনির অত্যুজ্জ্বল এবং অমূল্য রত্ন। তিনি প্রথমতঃ লাহান অধ্যক্ষ এবং তৎসহযোগী ইন্দোর রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বেতন ভোগী পাঠান সৈন্যগণ পূর্ব্বপ্রাপ্তি বেতন আদায়জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা গোবিন্দের জীবন নাশ ও তাঁহার দুর্গ লুণ্ঠন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, কিন্তু গোবিন্দ বিজয়ী হইলেন এবং নলঘরের নবীন রাজা হরিচাঁদকে স্বহস্তে নিহত করিয়া ছিলেন। অনন্তর গুরু শতদ্রু নদী তীরে কিয়ৎ কাল অবস্থানান্তর আনন্দপুরের দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন। এই সময়ে তিনি কোট কাঙ্গারার রাজার রাজকীয় ক্ষমতা বিলোপ-কারী কালুর অধ্যক্ষ ভীমচাঁদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তাঁহার চির শত্রু মোগল সম্রাট প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষ কতিপয় পার্ব্বতীয় জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করিল, কিন্তু বিপর্য্যস্ত এবং সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। বিজয়-শ্রী গুরুগোবিন্দকে বরণ করিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি স্বদলস্থ ভীরুস্বভাব কাপুরুষ সৈন্য দিগের দণ্ড-বিধান করিলেন। পুনরায় সম্রাটসৈন্য রণ স্থলে উপস্থিত হইল। গোবিন্দকে বশীভূত করা, উচ্ছৃঙ্খল পার্ব্বতীয় রাজা—যাঁহারা ভীমচাঁদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া সম্রাটকে কর প্রদানে অস্বীকার করেন—তাহা দিগকে নিগ্রহ করা এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে মুসলমানেরা সম্পূর্ণ রূপে বিজিত হইলেন। গোবিন্দ সিংহ এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলে মুসলমানেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের সরদারেরা তাঁহার ক্ষমতা দর্শনে ভীতচিত্ত হইয়া সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। লাহোর ও সেরিন্দের সুশাসনকর্ত্তা সম্রাট আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুরুর প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিল। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে সম্রাটের পুত্র যুবরাজ বাহাদুর সাহাও এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দপুরে সম্রাটসৈন্য গুরু গোবিন্দকে বেষ্টন করিল। এই আকস্মিক বিপদে তিনি ভীতচিত্ত না হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়-শালী হইলেন। তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,গুরু তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন এবং আর কতকগুলির প্রতি সংশয়চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপরিত্যাগ করাইলেন ও স্বদল হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। দিন দিন বিপজ্জাল বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাঁহার শিষ্যগণ দলে দলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ; অবশেষে তিনি কেবল চত্বারিংশ মাত্র শিষ্য সমবেত থাকিলেন। তাঁহার স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী দুইটী মাত্র অপগণ্ড শিশু সমভিব্যাহারে পলাইয়া সেরিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু তথায়ও সেই শিশুদ্বয় দুরন্ত যবন হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলনা ; তাহারা মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া নৃশংসরূপে ছিন্নশীর্ষ হইল। চত্বারিংশ প্রভুপরায়ণ শিষ্য তাহাদের গুরু, তাহাদের রাজাকে রক্ষা করিতে জীবন-পর্য্যন্ত পণ করিল। তাহাদের ক্ষীণ প্রাণ ভ্রাতৃগণকে গুরু কর্ত্তৃক বিগত অভিসম্পাত করিতে এবং তাহাদের প্রতি প্রসন্ন

হইতে গুরুর নিকট প্রার্থনা করিল, কিন্তু গোবিন্দের ক্রোধ শান্তি হইবার নহে, তাহাদের অনুনয় বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি তখন পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে ছিলেন চামকরের দুর্গ মাত্র তাঁহার অধিকারে ছিল। রাত্রিযোগে আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া তথায় প্রস্থান করিলেন এবং নিরাপদে তথায় উপস্থিত হইলেন।

চামকরে গোবিন্দ পুনরায় শত্রু বেষ্টিত হইলেন। একজন মুসলমান দূত আসিয়া সম্রাটের নিকট গুরুর অধীনতা স্বীকার ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করণের প্রস্তাব করিতেছিল, কিন্তু গুরু-পুত্র অজীত সিংহ তাহার প্রাণ বায়ু সহ এই প্রস্তাবের উপসংহার করাইলেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য শিখ দিগের উপর চাপিয়া পড়িল, গুরু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিলেন তাঁহার দুইপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তৎসমক্ষে প্রাণ-ত্যাগ করিল। পরিশেষে তিনি পলাইতে মনস্থ করিয়া রাত্রিযোগে শত্রু শিবির বাহিরে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে দুই জন পাঠান তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার গতি রোধ করিল। এই পাঠন-দ্বয় গুরুর কৃত পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হয় নাই, তাহারা তাঁহার বিলোলপুর পর্য্যন্ত নিরাপদ গমনের সুবিধা করিয়াদিল। তথায় তিনি তৃতীয় এক ব্যক্তির হস্তে স্বীয় প্রাণ রক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন। এব্যক্তি পীর মহম্মদ নাম ধারী একজন মুসলমান এবং গুরু গোবিন্দের সহপাঠী। গুরু ইহার সহিত এক সঙ্গে কোরাণ পাঠ করিয়া-ছিলেন। এখানে তিনি মুসলমান প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন। পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে, গ্রহ সুপ্রসন্ন করিয়া চন্দ্রের মুক্তির জন্য চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ অথবা তন্মোচনকরাও যখন হিন্দু ধর্ম্ম নীতির অপ্রতিকূল নহে, তখন দুর্ভাগ্য-রাহুর আক্রমণাক্রান্ত গো-বিন্দ একেশ্বরবাদী হইয়া, জাতি ভেদ অস্বীকার করিয়া, কুসংস্কার পদদলিত করত, যবন অন্ন গ্রহণ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? এখান হইতে তিনি দরবেশ বেশে ছদ্মবেশী হইয়া ভুটীন্দায় প্রস্থান করিলেন। পুনরায় তাঁহার শিষ্য গণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল এবং তাহা-দের সাহায্যে তিনি তদনুসরণকারী শত্রু দিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। এখান হইতে তিনি হানসী ও ফিরোজ পুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী দম দম নামক স্থানে প্রস্থান করেন। এস্থানে অবস্থান কালে গোবিন্দ শিষ্য বর্গের ধর্ম্মে বিশ্বাসানুবর্দ্ধক পরলো-কের আশা প্রণোদক এবং উৎসাহোত্তেজক বিচিত্র নাটক রচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করেন যে "যে যে কার্য্য তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, ঈশ্বরের যে যে মহিমা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং স্মৃতি সহযোগে অতীত সত্ত্বার বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা অন্য একখানি পুস্তকে প্রচারিত হইবে।" তিনি আর ও বলিয়াছেন "তাঁহার কৃতকার্য্য সকল ঈশ্বর প্রসাদ সম্পন্ন এবং তাঁহার স্বীয় জীবন রক্ষা লৌহ অর্থাৎ অসি সহায়তা মূলক।" সম্রাট সমক্ষে উপস্থিতি প্রকাশক আদেশ বাহক আর এক জন দূত আরঙ্গ-জীব-প্রেরিত হইয়া গোবিন্দের নিকট উপ-

স্থিত হইল। তিনি সম্রাটকে যে রূপ তিরস্কার করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহাতে বিলক্ষণ প্রমাণিত হয় যে এত নির্যাতনেও তিনি খর্ব্বতেজ হন নাই। তিনি সম্রাটের উপর ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পাতিত করাইতে প্রার্থনা করিলেন এবং নির্ভয় চিত্তে সম্রাটকে বলিয়া পাঠান যে "তিনি তাঁহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না, খালাসারা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইবেই লইবে। তিনি স্বয়ং সংসার-শৃঙ্খল বিমুক্ত, রাজাধিরাজ জগৎ পতির ভয়ে ভীত চিত্ত এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে অবিচলিত সহিষ্ণুতার সহিত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন।" তিনি আরও বলিলেন "তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইবার নহে, পরলোকে সম্রাটকে তাঁহার অসংখ্য অত্যাচার ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অবশ্য দায়ী হইতে হইবে"। গুরুর সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য সম্রাট পুনরায় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। গোবিন্দ বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন।

১৭০৭ খৃঃ অব্দে আরঙ্গ জীবের মৃত্যু হইলে তদ্পুত্র বাহাদুর সিংহাসন অধিকার মানসে কাবুল হইতে সত্বর গমনে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আগ্রার সন্নিধে তাঁহার এক ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া কমবক্স নামক অপর ভ্রাতার বিনাশ সাধন করেন। এই যুদ্ধাবসানে বাহাদুর গুরুকে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। গুরু উপস্থিত হইলে নব সম্রাট তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে মোগল সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে মোগল সম্রাট গুরুকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দুর্দ্দমনীয় রাজবিদ্রোহী মহারাষ্ট্রীয় দিগকে প্রতিহত করণোপায় স্থির করিয়াছিলেন; গোবিন্দও সম্রাটের কার্য্য গ্রহণ, তাঁহা হইতে মুসলমানদিগের সন্দেহ বিচ্যুতির ও স্বদলগণকে পুনঃ সংযোজনের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রিয়শিষ্য বন্দুকে স্বীয় সহকারী রূপে নিযুক্ত করিলেন অনুদিন তাঁহার শিষ্যেরা শতদ্রু নদী তীরে পুনঃ সমবেত হইতে লাগিল, কিন্তু গোবিন্দের অদৃষ্ট চক্রের গতি নিঃশেষিতপ্রায়। জনৈক আফগানিস্থানবাসী পরিব্রাজক বণিক গোবিন্দের নিকট কতিপয় অশ্ব বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য মূল্য প্রাপ্তির বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে দুঃসহ পরুষ-বাক্য প্রয়োগ করে। এই অবমাননাকর, কঠোর মর্ম্মভেদী বচন গোবিন্দের যবন প্রতি স্বাভাবিক ক্রোধানল এতাধিক প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল যে তিনি সেই বণিকের প্রাণ বধ করিলেন। তাহার পুত্রগণ পিতৃ নিধনে প্রতিহিংসানলপ্রদীপ্ত-হৃদয় হইয়া গোবিন্দের বিনাশ সাধন জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। দৈবযোগে তাহারা একদা গুপ্তভাবে গোবিন্দের বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। এই অস্ত্রাঘাতে গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং হত্যা-

কারীরাও ধৃত হইল। গোবিন্দ তাহাদের পিতার নিয়তি স্মরণ করিয়া কহিলেন "তোমরা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে, আমাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া তোমরা অপরাধী হও নাই, অতএব তোমাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলাম"। গোবিন্দসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের এই কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ের অত্যুচ্চভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ ইহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অনপত্য মুমূর্ষু গোবিন্দের শোকাকুল সমবেত শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার জীবনান্তে কে তাহাদিগকে ধর্ম্ম বলে বলীয়ান করিবে, কে তাহাদিগের রণক্ষেত্রের অধিনায়ক হইবে? গুরু তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন —ঈশ্বর নিয়োজিত দশজন তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিল—ঈশ্বরের হস্ত এখন হইতে তোমাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবে; যে গুরুর দর্শন কামনা করিবে, সে নানক প্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, গুরু খালসা দিগের হৃদয় মন্দিরেই চিরকাল বাস করিবেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ় সংকল্প হও এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান হও, শিখ সাধারণ তন্ত্র এখন হইতে তোমাদের গুরু স্থানীয় হইবে, সমবেত শিখমণ্ডলীকে আমার অধিষ্ঠান মনে করিবে।

গোবিন্দ সিংহ ১৭৬৬ সম্বতে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরীতটে নাদের নামক স্থানে অষ্টাচত্বারিংশবর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যদি কোন ব্যক্তি গুরুর এই অভাবনীয়, কল্পনার অনধিগম্য ঘটনা দশম গুরুর দেহত্যাগ তাঁহার জীবনের স্থির প্রতিজ্ঞাবিরোধিনী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার স্মরণ করা উচিত যে মানবের অনাধ্যাত্মিকা শক্তি চিরকালই প্রজ্ঞানুসারিণী এবং অবিরাম অবিক্রান্ত গতিতে কল্পনা রচিত সুখ-পথানুসরণ করিয়া থাকে। বীরসিংহ রিচার্ডের বিষোগান্ত জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক লজ্জা ও ক্ষোভবিমিশ্রিত নৈরাশ্য যবনিকা পতন দ্বারা উপসংহারিত হইয়াছে, এইরূপে দেখা যায় অভিলষিত বিষয়ে পূর্ণ মনোরথ সর্ব্বদা মহত্ত্ব পরিমাপক মানদণ্ড রূপে উদ্বোধিত হইতে পারে না, সত্য বটে গোবিন্দসিংহ জীবিতাবস্থায় স্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তিনি শিখদিগের নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহানল পুনঃ প্রদীপ্ত করিয়া জাতীয় জীবন উন্নত এবং অধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খল ভগ্নোদ্যোগ করিতে সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বপ্নে, সময় স্থান ও অবস্থার সংলগ্নতা থাকেনা, মানসিক বৃত্তি সকল একের পর অপরটি না আসিয়া,অসম্বন্ধ ভাবে যাতায়াত করে। স্বপ্নে সত্যযুগের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আমেরিকায় যাওয়াও অতি সহজ। জাগ্রতাবস্থায় যে কার্য্য করিতে আমরা ভীত হই, যে কার্য্য স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়, স্বপ্নে তাহা করিতে, হয়ত আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হই না। একজন দয়াবতী স্ত্রীলোক যিনি পরোপকার ব্রতে তাঁহার জীবন সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তিনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখিতেন, যেন একটি বালককে লইয়া তিনি ব্যাঘ্রমুখে প্রদান করিতেছেন। পূর্ব্বে মস্তিষ্কে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, বহুকাল গত হইল তাহা বিস্মৃত হইয়াছি, হঠাৎ হয় ত তাহার স্বপ্নে পুনরাগম হয় *। জাগ্রতাবস্থায় যে বিষয় হয়ত একেবারে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় নাই, স্বপ্নে তাহার উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। একজন উকীল কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে মফস্বলে যান, এবং তথায় এক অপরিচিত স্থানে নিদ্রা যান। তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গিরগিটা বেড়াইতেছে। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া তিনি ইহার কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিলেন, যে সেই বাটীর এক গৃহে একটি ঘড়ী রহিয়াছে, তাহাতে একটি গিরগিটা অঙ্কিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি ঐ ঘড়িটী দেখিয়াছিলেন, যদিও সে বিষয়ের কোন চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হয় নাই। জাগ্রতাবস্থাপেক্ষা স্বপ্নে চিন্তার স্রোত দ্রুততর বহমান হয়। এক মিনিটের মধ্যে স্বপ্নে যে সকল চিন্তা উদিত হয়, এক ঘণ্টা বা একদিনে হয়ত তত চিন্তা করা যায় না। জলে ডুবিয়া মৃত্যুর সময় ঠিক এত অল্প সময়ের মধ্যে চিন্তার স্রোত আশ্চর্য্য প্রকার দ্রুতভাবে মনশ্চক্ষু সম্মুখে উদিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে ঘোর নিদ্রার সময় স্বপ্ন হয় না; নিদ্রিত ও স্বল্প জাগ্রতাবস্থার মধ্যে যে সময় টুকুনের ব্যবধান থাকে সেই সময়েই স্বপ্নের উদয় হয়। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। অল্প জাগ্রতাবস্থায় যে স্বপ্নের উদয় হয় সেই স্বপ্নই পরে স্মরণ থাকে, কিন্তু ঘোর নিদ্রার সময় যে স্বপ্ন হয় তাহা প্রায় স্মরণ থাকে না। অনেক ঔষধ দ্বারা নিদ্রার সময় স্বপ্নদর্শন বৃদ্ধি পায়। যদি কখন অহিফেন খাইয়া থাকেন ত জানিয়াছেন যে কত অদ্ভুত প্রকার স্বপ্ন কত শীঘ্র শীঘ্র যাতায়াত করে। জেনারেল স্লিম্যান্ (General Sleeman), যাঁহার উপর থগী

* See a number of such cases in Dr. Abercrombeis' "Inquiries concerning the Intellectual powers."

(Thuggee) দমনের ভার ছিল, বলেন, যে একসময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, যে তাঁহার শিবির যেস্থানে সন্নিবিষ্ট ছিল, তথা হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হউক, কারণ তিনি প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেন, যেন অনেক ভীষণ মৃত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। সাহেব সেই স্থান খুঁড়াইয়া দেখিলেন, যে বাস্তবিকই অনেক মৃত শরীর সেই স্থানে প্রোথিত রহিয়াছে। ইহার কারণ ঠিক করা বড় দুরূহ *। ডাঃ রিড্ (Dr. Reid) বলেন, যে একদিন কোন কারণ বশতঃ তিনি মস্তকে এক খানি ব্লিষ্টর বসান, সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণার পর তিনি প্রাতঃকালে স্বপ্ন দেখেন, যেন একদল দস্যু তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে ও তাঁহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিতেছে। এই স্বপ্নটির কারণ কতকটা এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা—(প্রথম) যন্ত্রণার অনুভব, (Perception) ও তাহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ; (দ্বিতীয়)কারণ-অনুসন্ধানকারী জ্ঞান (Reason); (তৃতীয়) স্মরণ শক্তি (Memory) প্রকৃত কারণ গোপনেরাখিয়া,ঐপ্রকারযন্ত্রণা দায়ক কোন কারণ মনে উদয় করিয়াদিল অবশেষে, (চতুর্থ) কল্পনাবলে (Imagination) দৃশ্যমূর্ত্তি স্বরূপ ডাকাইতের দল প্রভৃতিকে আনয়ন। এ স্থলে মানসিক বৃত্তির মধ্যে কেবল বিবেচনা শক্তি (Judgment) নিদ্রিত রহিয়াছে। স্মরণশক্তি, জ্ঞান ও কল্পনা বিবেচনাধীন না হইয়া অদ্ভুতরূপে কার্য্য আরম্ভ করিল। বিবেচনা শক্তি (Judgment) না থাকিলে অন্য মানসিক বৃত্তি কি প্রকারে কার্য্য করে,তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে করুন, আপনার পায়ে হঠাৎ একটী বেদনা উপস্থিত হইল আপনি মনে করিবেন, হয় কোন আঘাত লাগিল, নয় একটি বোল্‌তা কামড়াইল ইত্যাদি; যদি আপনার বিবেচনা না থাকে ও কল্পনাকে কারণ অনুসন্ধান করিতে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আপনি,ডন্ কুইক্‌সোটের ন্যায়, মনে করিবেন যে আপনার এক শত্রু উত্তপ্ত লৌহ চিম্‌টা দ্বারা আপনার পায়ের যন্ত্রণা উৎপাদন করিতেছে। মস্তিষ্কের এই প্রকার কার্য্যপ্রণালীতে আমরা প্রায় স্বপ্ন দেখি, যে আমাদের অঙ্গস্থ কোন আহত স্থানে আরও আঘাত লাগিতেছে, নয়ত তাহা আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নে যে ভাব মনে উদয় হয়, শারীরিক অঙ্গ চালনা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা অনেকের স্বভাব আছে, ইহাকে স্বপ্ন সঞ্চরণ * বলে। অনেকের মনে হয় যেন তাঁহারা অঙ্গচালনা বা বাক্যদ্বারা ভাব ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু করেন না। একব্যক্তি নিদ্রার সময় স্বপ্নে যাহা দেখিতেন অঙ্গচালনা দ্বারা সেই ভাবটী প্রকাশ করিতেন। তাঁহার

* "It is conceivable that the foul odour of death suggested to the lady, in the unconscious Cerebration of her dream, her horrible vision. Had she been in a state of Mesmeric trance, the same occurrence would have formed a splendid instance of supernatural revelation."

Miss Cobbe—Macmillan's magazine.

* Somnambulism.

বন্ধুরা তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতেন, যদি অন্য লোক তাঁহাকে সেই সময় কোন প্রশ্ন করিত তিনি তাহারও উত্তর প্রদান করিতেন। পরিচিত লোকের প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দিতে পারিতেন। (১) স্বপ্ন সঞ্চরণ আর কিছুই নহে, সহজ স্বপ্নে মস্তিষ্কের আংশিক কার্য্য হয়, কিন্তু অঙ্গসঞ্চালনের উপর কোন আধিপত্য থাকে না, ইহাতে সেই ক্ষমতাটুকু থাকে। (২) এরূপ ব্যক্তি হয়ত সে সময় শ্রবণ করিতে পারে অথবা পারেনা। তাহার মন যে বিষয়ে অধিক অভ্যস্ত, নিদ্রিতাবস্থায় স্বভাবতঃ সেই বিষয়েই চালিত হয়। এক জন গণিত শাস্ত্রজ্ঞ লোককে এরূপ অবস্থায় দুরূহ অঙ্ক কসিতেও দেখা যায়। এক জন বক্তাকে সুন্দর বক্তৃতা করিতে দেখা যায়। এ সময় যুক্তি সকল বেশ ন্যায়সঙ্গত থাকে। এক জন বারিষ্টার একদিন রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় উঠিয়া বসিয়া তাঁহার লিখিবার ডেস্ক মধ্য হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কি লিখিলেন, লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা ডেস্ক মধ্যে রাখিয়া তিনি আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী এই সকল কার্য্য দেখিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বারিষ্টার তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "কাল আমি একটী মকদ্দমার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিনাই কিন্তু রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন সে বিষয়টী সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছি" তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কাগজ পড়িতে বলিলেন। সেই কাগজে সকলি সুস্পষ্ট লিখিত দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এক ব্যক্তির উপর কোন সময় কোন স্থানে বক্তৃতা করিবার ভার পতিত হইয়াছিল। তিনি এই গুরু ভারটির জন্য সাতিশয় ভাবিত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া কি প্রকারে বক্তৃতাটী গঠিত করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কল্য প্রাতে বক্তৃতা দিতে হইবে। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইল এবং উঠিয়া ডেস্ক হইতে কাগজ বাহির করিতে গিয়া দেখেন, যে সেই সকল ভাবপূর্ণ একটী বক্তৃতা তাঁহার ডেস্কমধ্যে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত রহিয়াছে।

গোল্ডস্মিথ এক ব্যক্তির স্বপ্ন সঞ্চরণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন (১)। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রণীত আখ্যানমঞ্জরীতে তাহার যাহা অনুবাদ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ লইলাম।

"যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন; সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগ

1. A similar case has been related in Smellie's Philosophy of natural history, the subject of which was a medical student at Edinburgh.

2. The somnambulist possesses control over his Nervo-musculap apparatus.

I A little piece reprinted from a volume entitled 'Nouvellettes', by Dr. Goldsmith and Mrs Griffith, published by Feilding & Walker in 1780.

মাত্র রহিল না। অবশেষে সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি এক ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে আশ্রমবাসী ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্ম্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এইরূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত দোষাবহ, সুতরাং তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক, কিন্তু ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া তাঁহাকে রজনী-যোগে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইলনা; সুতরাং তিনি প্রতিরাত্রেই ঐ রূপ কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

একদিন দৃষ্ট হইল, সাইরিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি, দুই তিন দণ্ড স্থির ভাবে থাকিয়া, যেন কাহারও কথা শুনিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর, অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া, অপর এক ব্যক্তির দিকে মুখবিবর্ত্তন পূর্ব্বক, নস্য গ্রহণ মানসে অঙ্গুলি বিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, স্বীয় নস্যদানী বহিষ্কৃত করিলেন; তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার অভ্যন্তর ভাগ খুটরাইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া, পাছে কেহ উহা লয় এই আশঙ্কায়, সাবধানে স্বীয় বসন মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া তিনি অকস্মাৎ কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কৌতুক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণবাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া, স্ব স্ব আবাস গৃহে প্রতিগমন করিলেন।"

স্বপ্ন সঞ্চরণ কারীর বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকে। কিন্তু যে বিষয়ে তাহার মন সেই সময়ে লিপ্ত থাকে, তৎসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর করিতে পারে। স্বপ্ন সঞ্চরণ কারীর, জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন সঞ্চরণ বৃত্তান্ত স্মরণ থাকে না। কিন্তু হয়ত অন্য এক স্বপ্ন সঞ্চরণ কালে তাহা স্মৃতি-পথারূঢ় হয়। সহজ স্বপ্নেও এই প্রকার হইতে দেখা যায়। দুই ব্যক্তি এক গৃহে শয়ন করিয়াছিল, একজন তাহার কোন দ্রব্য না পাইয়া অপরকে অপহরণকারী সন্দেহ করিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমোক্ত ব্যক্তিই তাহার সেই দ্রব্যটি হস্তে লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ইহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে নিদ্রিতাবস্থায় কোন স্থানে ঐ দ্রব্যটি রক্ষিত হইয়াছিল। পরদিন স্বপ্নে সেই ব্যক্তির তাহা স্মরণ হইয়াছিল (১)। এমন লোক দেখা যায় যাঁহারা কোন একটি বিশেষ বিষয়েই এই রোগগ্রস্থ। একটি স্ত্রীলোক স্বপ্নে কেবল তাঁহার মৃত ভ্রাতার বিষয় কথোপকথন করিতেন, সেই সময় যে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিত তিনি তাহাকে তাঁহার মৃত ভ্রাতা বলিয়া

1 Carpentar's principles of Mental Physiology. 2nd. Ed. p. 596.

সিদ্ধান্ত করিতেন। একটি জাহাজের এক ব্যক্তির বিষয়ে অনেক কৌতুকাবহ গল্প আছে। সে একদিন জাহাজস্থ দোদুল্যমান শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, অন্যান্য লোকেরা আমোদের জন্য তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল "তুমি জলে পড়িয়া গিয়াছ" সে তৎক্ষণৎ, সন্তরণ করিতে যে রূপ অঙ্গচালনা আবশ্যক, তাহা করিতে লাগিল, তদনন্তর তাহারা বলিল যে এক হাঙ্গর তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সে ব্যক্তি গভীর *জলে যাইবার জন্য এত বলপূর্ব্বক* অঙ্গচালনা করিল যে হ্যামকৃটি ছিঁড়িয়া-পড়িয়াগেল *। কৃত্রিম সপ্নসঞ্চরণের কথা পাঠকবর্গ শুনিয়াছেন কি? মিঃ ব্রেড এই বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেন। ইহা নানা উপায়দ্বারা সাধিত হয়, কিন্তু যে প্রকারে সাধিত হউক না কেন মস্তিষ্কের উপর কার্য্যকরিয়া সপ্নসঞ্চণের উদ্ভাবন করে। ব্রেড্সাহেব এই উপায়ে অনেক রোগ আরোগ্য করিতেন † মেস্মের অন্য উপায়ে এই কার্য্য সাধিত করিতেন তাহাহইতেই মেস্মেরিজমের(Mesmerism) সৃষ্টি হইয়াছে। পরে এই বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

স্যার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ তাঁহার দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় নিদ্রাকালীন মনের অবস্থাসম্বন্ধে কতকগুলি মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে আমাদের জ্ঞানের বিলোপ কখনই হয় না, তবে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব সকল সময়ে আমাদের স্মরণ থাকে না। এই কথাতে হ্যামিল্টন নিজেরই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রকার অসংলগ্ন যুক্তির দৃষ্টান্ত হ্যামিলটন্ ও তাঁহার মতাবলম্বী (a priori) দার্শনিক দিগের এই প্রথম নহে। (১) লক্ অতি সুন্দর রূপে এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (২) হ্যামিলটন্ স্বপ্ন ও স্বপ্নসঞ্চরণের মধ্যে যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন তাহা আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ দিগের দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত হয় না। *তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা* তাঁহার মত প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলির অন্য প্রকার কারণ দর্শাইতে পারা যায়ক,তকগুলি সকলকার পক্ষে সত্য কি না তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। তিনি বলেন যে নিদ্রিত ব্যক্তির যখনি নিদ্রা ভঙ্গকরা যায় তখনি তাহার বোধ হয় যে সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। ইহা সকলকারপক্ষে সকল সময়ে সত্য কি? কিন্তু ইহাতে হ্যামিলটনের বড় দোষ নাই; তিনি তাঁহার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধিকাংশ মত গুলিন জোফ্রয় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন (৩)।

* Abrcrombie's Intellectual powers, 5 th Edit.. p.278

† Vide Braid's Nearbypuology, p. 175.

১ Have we always memory of our consciousness? The problem must be at once answered in the negative. Lec. XVII. p. 312. Again "The fifth undeniable condition of consciousness is memory. Lec.-XI. p. 205.

২ Vide Locke's Essays book II. chap I $$ 9. 10.14. *et seq.*

৩ Vide M. Jouffroy's Melanges, p, 290, 2 nd Edit.

কলিকাতার প্রাতঃস্নান ও প্রাতর্ভ্রমণ।

গঙ্গাস্নান, প্রাতর্ভ্রমণ, দুইটিই লঘু-গোচের তপস্যা; একের আরাধ্য দেবতা পুণ্যসলিলা গঙ্গা, অপরের আরাধ্য দেবতা দুর্জ্ঞেয় অনন্তবিজ্ঞান; উভয় ব্রতে, লঘুস্মৃতি মন্থরগতি প্রবীণপ্রবীণারাই প্রায়শঃ ব্রতী; উভয়েরই ফল পাপদেহপাবন; তাই, এক কাগজে, এক কলমে, দুইটিরই বিষয় কিছু কিছু বলিতে সাহস করিয়াছি। রাত্রি ক্ষত্তুর হইয়াছেন, তাঁর অগণিত তারকা-বিভবের গণা গুটিকতক মাত্র রত্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে; প্রত্যুষের গাড়িতে পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার জন্য, চন্দ্র, তাড়াতাড়ি হাবড়া-ষ্টেসনে নাবিতেছেন; বৃক্ষৈকগৃহের কক্ষে কক্ষে শাখায় প্রশাখায়, স্বপ্নান্তরে, আধ-নিদ্রায়, কাকদায়াদগণ, দায়ভাগ মিতাক্ষরার মতে, স্বাতুকলহের উপক্রমণিকা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; কাসিতে কাসিতে বুড়ী শেষ-রাত্রি নগরমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; পথের রাজা পাহারাওলার ভয়ে, ভয়ে ভয়ে রাজপথে শিশিরস্নাত প্রাতর্বায়ু চলিতেছে; অল্প স্বল্প চাঁদায় পথ চলিবার মত সাহস জড়করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দলে, নারীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; গিন্নীপনা-জাহাজের ছোট্‌টানার ন্যায়, পুরন্ধ্রীর পায়ের দাগে দাগে বৌ ঝী চলিতেছেন; অন্দরের বাহিরে বধূবয়স্থা প্রায়ই সমান, যে গৃহশাস্ত্রপ্রবীণার হাঁক-ডাকে অন্তঃপুর উদ্বেলিত, দাসদাসী সশঙ্কিত, বৌ ঝী চঞ্চলিত,রমণীরাজ্য ছাড়াইলে তিনিও নিতান্ত জড়সড়, নিতান্ত নারী, চলিতে নারী, কহিতে নারী, চৌমাথা-উত্তীর্ণ হইতে নারী; দলে দলে কাকলোলুপ ক্রেতাপাইবার আশয়ে, কাক ডাকিয়া, মুড়ী ছড়াইয়া, মুদী মহাশয় পুণ্যের বৌণী করিয়া রাখিতেছেন; রক্তের ডেলা জ্রণ-স্পর্ধা, ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; নির্জ্জঞ্জাল, প্রশস্ত পথ পাইয়া ময়লার গাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী সারথিদ্বয়, রণময়ী কালীর ভঙ্গিমায় নিজ নিজ রথে দাঁড়াইয়া, রথচক্রে এমনি দুর্বিনীত বেগ সংযোজিত করিয়া দিয়াছে যে, হুড় হুড় ধুড় ধুড় শব্দে প্রাতঃ-স্নায়িনীদের হৃদয় উচাটন করিয়া তুলিতেছে; বড়মানুষের বহির্কলিকাতাস্থিত নিধুবনের ফোঁটাকাটা উড়িয়া বনমালী, রঙ্গিন ফলফুলের মনোজ্ঞ ডালি মাথায় করিয়া ব্যস্তভাবে চলিতেছে; মালীর পশ্চাতে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া কুসুম-সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; প্রত্যুষে ছোটলোকের অভব্য পশ্চাদ্দেশ হইতে সদ্গন্ধ লাভ সামান্য দুর্লভ লাভ নয়। মন্দপবনে গা-ভাসান দিয়া, শরৎপ্রত্যুষের নানা রঙ্গে রঙ্গিন বিরল মেঘের ন্যায়, প্রাতর্ভ্রমণকারীরা ধীরি ধীরি বহিয়া যাইতেছেন।

কলিকাতার প্রাতর্ভ্রমণকারিগণ, প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; প্রথমটি, কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্‌পল্লীনামে পরি-

চিত; ইঁহারা সভা সাজাইয়া, পথজুড়িয়া, কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীটে বিচরণ করিয়া থাকেন; যূথ-বিরহিত হইয়া থাকিতে এঁরা নিতান্ত অশক্ত; তাই, প্রত্যূষে এঁদের এই চলন্তী সভা, মধ্যাহ্নে বৈঠকী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা; ইঁহারা কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ, কেহ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কি বর্ষা, কি শীত, কি গ্রীষ্মে, কি সুদিন কি দুর্দ্দিনে এই প্রাতন্তপন্থায় ব্রতী; ভ্রমণকালে, অস্থির-মতি যুবকদের ন্যায়, যখনযেমন ইচ্ছায় নানা পথে, নানা চালে ঘুরিয়া বেড়ান না; এঁদের জীবনের পথ, পথের চাল, অভ্রান্ত-ভাবে নিরূপিত হইয়া গিয়াছে, তাই, কি সম্বাদপত্রে কি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌সভায় কি বেঙ্গলকৌন্সিলে, কি মিউনিসিপ্যাল্-মজলিসে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এঁরা এই কর্ণ-ওয়ালিস্ পথের পথী, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই মৃদু-মন্থর গতি। কলিকাতার বাঙ্গালিটোলার কোন পথই ভাল নয় কুটিল, ধূলিকল্মষ দুর্গন্ধময়, তবে, কর্ণওয়ালিস্ পথটি অপেক্ষা-কৃত অনেকটা সরল পরিষ্কার, প্রশস্ত, ও দীর্ঘল বটে; ইহা অবলম্বন করিয়া চলিতেচতুর, যতদূর ইচ্ছা যাইতে পারেন্, রায় বাহাদুরী Purgatorio হইতে কত রাজ্য মহারাজ্য অজ্ঞানের Paradiso অতি-ক্রম করিয়া,কতদুর যাওয়া যায় আজও তার নির্ণয় নাই। করন্‌ওয়ালিসপন্থীদের গুরু-ঠাকুরটি, যেমন দীর্ঘে প্রস্থে প্রকাণ্ড, বাগ্-যুদ্ধে তেমনি অদ্বিতীয়, সাহেবদের সঙ্গে আজীবন চুষাচুষীকলহ করিয়া, এঁর তাবৎ মস্তিষ্ক, মস্তকের আর আর ভাগ খালি করিয়া, কপালে ঠুসিয়া উঠিয়াছে; এঁর মিলিটারী ধরণে বাঁকাইয়া টুপী পরা দেখিলে বোধ হয় যে, মনস্বীর দেহ দুই একশত বৎসরে আলুথালু কুঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মন বুড়া হইবার নয়; এঁর শরীরের সম্মুখ দিকের অপেক্ষা পশ্চাদ্দিক অধিকতর প্রাচীন দেখায়; লোকে বলে যে, চিরটা কাল বায়ুচটক দেখাইতে দেখাইতে, ডারউইনের নিয়মানু-সারে, এঁর সম্মুখদিক অপেক্ষাকৃত সবল হইয়া পড়িয়াছে; স্বোপার্জ্জিত প্রমাণ স্বক-পোলকল্পিততর্কবলে, আপনজোরে, ইনি, রাজরাজেশ্বর পৌরাণিক পুষ্যমিত্রের কুল-রক্ষক; ইনি যোগবলে না পড়িয়া সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলের পণ্ডিত,ঘরে বসিয়াই,দেশবিদেশ-দর্শী, সর্ব্বজ্ঞ archaeologist; শ্রবণেন্দ্রিয় সংযমনে অসাধারণ শক্তি দেখাইয়া, ইনি, জিতেন্দ্রিয়ত্বের অভ্রান্ত পরিচয় দিয়াছেন্। গুরুজীর একজন চেলা বড় উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; ইনি প্রজা প্লিবিয়ান্ হইয়া জমিদার পেট্রিশিয়নের পুরাণবিরুদ্ধ অস-ঙ্গত পক্ষপাতী বলিয়া, কখনি ধনদাস নামে খ্যাত, এককালে অনেকগুলি সভার সভ্য বলিয়া, কখন বা একা-একপাল" অর্থাৎ himself a host নামে পরিচিত; ইনি বরাবর, বিশেষে ক্যাম্বেলী আমলে, সুবিধা পাইলেই loyalty-রজ্জু ছিঁড়িয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, এবারকার চতুররাখালরাজ, এঁকে, রাজসম্পত্তিসূচক, বড বড় ইংরাজী অক্ষরে, এমনি সুপরিস্ফুটরূপে দাগিয়া দিয়াছেন যে আর এঁর দড়ি ছিঁড়িয়া, পালে মিশিয়া, অধিকক্ষণ স্বাধীন হইয়া থাকিবার 'যো নাই। গুরু শিষ্যে আশ্চর্য্য ভক্তি বাৎসল্য;

ভক্তিভাবে তদগদ হইয়া, সময়ে সময়ে শিষ্য বলেন "এই গুরুজীর মত এক ডজন মাত্র কর্ণওয়ালিসপন্থী পাইলে, বাক্যের ভেল্কীতে হয়কে নয়, নয়কেহয় করাতো সোজাকায, শুদ্ধ বচনবাণবর্ষণ করিয়া, ভ্রমের্ভী ইংরাজ দিগকে, সস্চন্দে, চির-বন্দোবস্তীমুল্লুক পার করিয়া দিয়া আসিতে পারা যায়"; সেবায় সিহরিয়া উঠিয়া, কখন বা গুরু বলেন, "আমার এই আধ-সাঁওতালমৌর্ত্তিক শিষ্যের মত পালবংশীয় আর দুইটিকে মাত্র কলিকাতায় দেখিতে পাইলে, "মহারাজাধিরাজ মহীপালের দিনাজপুরভ্রষ্ট বংশধরগণ এই ইংরাজ-রাজধানী মধ্যে আজও জাজ্জ্বল্যমান" ইত্যাখ্য গ্রন্থখানি, আমি ইডেনী শুভ-ক্ষণে লিখিতে আরম্ভ করিয়াদি; অনুমান প্রমাণ, তর্ক বিতর্ক, তোড় যোড সব প্রস্তুত আছে"।

প্রাতভ্রমণকারীদের দ্বিতীয় সম্প্রদায়, নারীপন্থী বা গঙ্গা-পন্থী এই উভয় নামেই কলিকাতার সর্ব্বত্রপরিচিত; ইঁহারা আলো-ফুটিলেই, গঙ্গাস্নায়িনী নারীনারায়ণীদর্শনে, গঙ্গাভিমুখে নিত্য গমন করিয়া থাকেন। এঁরা করনওয়ালিসপন্থীদের অপেক্ষা সংখ্যায় এত গুণে অধিক যে দলবাঁধিলে কলিকাতা রসাতলে যাইবার সম্ভাবনা, তাই, একা একা বেড়ানই এঁদের পদ্ধতী, যদি, পরি-চিত দুইজনে হঠাৎ পাশা পাশি হইয়া পড়েন, পরস্পরের অসম্বদ্ধ কথোপকথনে, একের প্রশ্ন না শুনিয়া অপরের উত্তরে, একের উত্তর না শুনিয়া অপরের প্রশ্নে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে কেবল বাহিক সম্মিলন ঘটিয়াছে, আন্তরিক নয়, উভয়েরই অন্তর নব নব রমণীরূপে নিমগ্ন রহিয়াছে। (১) "পৃথিবী রমণীময়ী" (২) "রমণী বিশ্ব-রূপিণী" (৩) "নারী বিশ্বরূপানারায়ণী" এঁদের এই তিনটি ধর্ম্মসূত্র। "ভগ-বানের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশ্বরূপ, মহিলা-দেহে, একাধারে প্রত্যক্ষ বিরাজমান; নারীর চটুলকটাক্ষে, ভগবানের বিদ্যু-দ্ভ্রমেষমূর্ত্তি, আননে ভগবানের চান্দ্ররূপ, আলুলায়িতকেশে শ্যামলনীরদমালা, চক্ষে স্ফুটতারকা, হাস্যে কুন্দবিকাশ, স্মিতে উষা, বক্ষে গিরি-চূড়া, গজগামিনার নিতম্বে ঘূর্ণ্যমান ভূমণ্ডল। এই রমণী-রূপাবিশ্বশোভায় উপেক্ষা করিয়া, কৃত্রিম কলিকাতার লক্ষ্মীছাড়া ইষ্টকগিরি, লক্ষ্মী-ছাড়া বনোপবন, লক্ষ্মীছাডা কুসুমবিক-শন, দেখা যায় কি? না, কলিকাতার লক্ষ্মীছাড়া কাককাকলী শুনা যায়? অত-এব, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী রমণী দর্শনে, চক্ষু নিত্য পবিত্র হউক, দুঃসাধ্য তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ না করিয়া, শুদ্ধ বাড়ীর বারা-ণ্ডায় বসিয়াই, সুধাময় পুণ্যোপার্জ্জন হউক"। উপরোক্ত মূলসূত্রত্রয়ের মর্ম্ম-বোধক বলিয়া, কল্কিপুরাণান্তর্গত এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটুকু ও উদ্ধৃত করাগেল।

কোন গঙ্গাপন্থী, হাতে হরিনামের ঝুলি, চক্ষে নারীরূপা ইষ্টদেবতায় ধারণ করিয়া আবিষ্টচিত্তে, রাস্তায় চলিয়াছেন; দেখিয়া দেখিয়া কাহার চক্ষে ঘোলা পড়িয়া যাই-তেছে, তবুও তৃপ্তি নাই; ভক্তি-সুধায় কবে কার তৃপ্তি জন্মিয়াছে? কেহ যোড়-করে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া, মুখে মৌখিক

মন্ত্র, কক্ষে গাত্রমার্জ্জনী, বক্ষে গঙ্গার চলোর্ম্মিচাপল্য, সমক্ষে সূর্য্য, কটাক্ষে সুরূপাকে রাখিয়া, যেন বিষমসমস্যায় সঙের মত ভাবিতেছেন্—সংসারে, রমণী প্রভাবতী, না, সূর্য্য প্রভাবান? গঙ্গাকূলে, রমণীরূপ কুটাইতে সূর্য্য, প্রাতঃস্নায়ীয় হৃৎকমল প্রফুল্ল করিতে রমণীরূপ, বড় তবেকে? কেহ, মহিষশৃঙ্গাকার গুম্ফে রসিকতা, অধরে আনন্দ, নির্লজ্জ নির্নিমেষ চক্ষে স্পৃহা, স্কন্ধে পথ চলিবার সৌখীন-শক্তি সরু ছড়ি গাছটিকে রাখিয়া, সহস্রনারীপদরেণুপবিত্র কোন গঙ্গাযায়ী পন্থায়, অবিরাম দুই তিন ঘণ্টা টহলিয়া বেড়াইতেছেন; শ্রান্তি নাই, অরুচি নাই, বিরক্তি নাই, গঙ্গাপন্থীদের ভাষায় এই কঠোর ব্রতের নাম, প্রাতর্যোগ, বা প্রাতঃসন্ধ্যা; নিন্দুকেরা ইহাকে দৃষ্টিলাম্পট্য কহেন, দৃষ্টিকৃপণতা শব্দের ন্যায় ইহা লঘুলাম্পট্যবোধক নহে, ইহাই মনুষ্যের দুর্জ্জেয়, দুরন্ত, দুর্দান্ত, নিষ্কাম লাম্পট্য; যেমন নিষ্কামভক্ত, স্বর্গসুখের আশা রাখেন না, তেমনি নিষ্কাম লম্পট, অভীষ্ট দেবতাকে শুদ্ধ দেখিয়াই চরিতার্থ, আর কিছুই চাহেন না; দৃষ্টিলাম্পট্যের হ্রাসনাই, তৃপ্তি নাই, সর্ব্বশরীর জরা-বল্মীকে খাইয়া গেলেও ইহার ধ্বংস নাই; দৃষ্টিলম্পটের নির্লজ্জ চোক দুটি গালিয়া দাও, স্বরের স্থূলসূক্ষ্মতা মলের নানাবাদ্য শুনিয়া নটবরত্ব বজায় রাখিবেন, সহস্রের মধ্যে, কে প্রৌঢ়া কে নবযুবতী চিনিয়া লইবেন; চোককান দুই নষ্ট করিয়া দাও, আগে রমণীরূপ চিনিতে শিখিয়া, নাগরালি সচ্ছন্দে শুঁকিয়া চলিতে থাকিবে; ছাগ-রসিকের ঘোর পাশব প্রণালী মত ঠিক নয় বটে।

হে লম্পট! চক্ষু থাকিতে অন্ধ, স্তন্যপায়ী, একমেসে শিশুর ন্যায়, শুদ্ধ স্তনবই, নারীর স্বর্গীয় স্নেহ মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি নম্রতা, এ সব কিছুই কি তোমার চিনিবার শক্তি নাই? আর কবে নারীর সতীত্ব, লক্ষ্মীত্ব, দেবীত্ব, ঈশ্বরীত্ব চিনিয়া, আর কবে তাঁকে ভক্তি করিতে শিখিবে?

হে সাধ্বি বাঙ্গালিনি! হে পরমেশ্বরি! নিরীশ্বর বঙ্গে তোমার এমনি অন্যায় অবমাননা যে, গঙ্গাতীরের কাঙ্গাল বৈষ্ণবেরা, যাহারা তোমার অজস্র দয়ায় প্রত্যহ প্রতিপালিত, তাহারাও তোমার কাছে, হাত পাতিয়া পয়সা, হাঁসি হাঁসি রসময় চোক পাতিয়া কামভিক্ষা চাহিতে সাহস করে। হে লম্পট! যে হিন্দুকুলে, বিশ্বজননীজ্ঞানে ভক্তিনেত্রে পরমাসুন্দরীর আরাধনা ব্যবস্থাপিত, যে হিন্দুকুলে, অদ্ভুত জিতেন্দ্রিয়তাসূচক যোনি-পূজা প্রচলিত, সেই পুণ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন তুমি পবিত্র চক্ষে নারীরত্নজ্যোৎস্না দেখিতে অক্ষম, তখন তুমি হিন্দু নও চন্দ্রবেশী ম্লেচ্ছ, আর্য্য নও বর্ণসঙ্কর রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নও জাতিচোর শূদ্র; বৃথাই তোমার হিন্দুত্বাভিমান বৃথাই তোমার আর্য্যত্ব-বোধক যজ্ঞোপবীতচাপ্‌রাস্ ধারণ; কাম-চোর-শাসিতা আর্য্য-চাপ্‌রাসীর সে ব্রহ্মণ্যতেজ তোমার কোথায়?

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

নবম অধ্যায়।

মস্জিদ্ নির্ম্মাণ—পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতা,
ফতেমার বিবাহ—মহম্মদের অসিধারণ—
আব্দুল্লার কার্য্য।

উপাসনা পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইলে, মহম্মদ উপাসনাগৃহের আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, আর অতি সঙ্কীর্ণস্থানে উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া যার পর নাই সুকঠিন, মস্জিদ্ নির্ম্মাণ না করিলে আর চলেনা। সত্বরই স্থান নিরূপিত হইল। মহম্মদ স্বহস্তে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। (তখন মহাপুরুষ জানিতে পারিলেন না যে নিজের সমাধিমন্দির তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতেছেন, মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যবর্গ যে এই মস্জিদ্ প্রাঙ্গণেই তাঁহার শরীর সমাহিত করিয়া রাখিবে ইহা তখন তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল।) একাদশ মাস মধ্যে নির্ম্মাণ ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল। মহম্মদ মন্দিরটীর তিনটীমাত্র দ্বার রাখিলেন; এবং ইহার এক প্রদেশ বাসহীন দরিদ্রগণের রজনী যাপনের জন্য নিরূপণ করিয়া দিলেন। মন্দিরের দুই পার্শ্বে অপর দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হইল; স্যদা ও আয়েসা এই দুই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। মস্জিদের কোন ভাগেই এখন কোনরূপ আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয় না। শান্তি ও বিনম্রভাবে মহম্মদ উপাসনা আরম্ভ করিলেন। বাহ্যিক চাকচিক্য কিছুই নাই, শ্রান্তিবোধ হইলে, মহম্মদ একশুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের উপর, স্বীয় শরীরভার ন্যস্ত করিয়া উপদেশাদি প্রদান করিতেন। পরে বেদি প্রস্তুত হইলে আর দণ্ডায়মান না হইয়া তিনি বেদি'পরি উপবেশন করিয়া উপাসনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, বেদি প্রস্তুত হইলে, পরিত্যক্ত বৃক্ষকাণ্ডটী মহম্মদবিচ্ছেদজনিত দুঃখ ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া বিলাপ করিত। মহম্মদ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন দুঃখ কর? আমি তোমাকে বর দিতেছি গ্রহণ করিয়া সুখী হও, আমি তোমার জীবন দান করিতেছি, তুমি উদ্যানে গিয়া অনন্তকাল ফুল ফলে সুশোভিত হও।" বৃক্ষ বর গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। মহম্মদ অবশেষে তাহাকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। তথায় সে বিশ্বাসীগণের জন্য ছায়া ও সুস্বাদু ফল প্রদান করিতেছে।

রীতিমত উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া মহম্মদ প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া কতিপয় সুশিক্ষিত খৃষ্টান এই সময় তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু সহস্র চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও তিনি য়িহুদীদিগকে স্বদলে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার শিষ্যগণ এখন দুই দলে বিভক্ত। মক্কা হইতে প্রাণ-ভয়ে যাহারা মদিনায় পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা মহম্মদের মদিনাবাসী শিষ্যগণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। মহম্মদ বিভিন্ন এই দুই দলের মধ্যে অভেদ্য সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়া দিয়া দুই দল এক করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাহাদিগের নেতা হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারাও ঈদৃশ মিলনের অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া আনন্দ-মনে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সুসম্পন্ন করিয়া মহম্মদ এখন পারিবারিক উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা উভয়েই প্রাণভয়ে আজও আবিসিনিয়ায় লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমান সুখ সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন। মধ্যমা কন্যা মক্কায় বাস করিতেছেন, তাঁহার স্বামী মহম্মদের চিরশত্রু, কাজেই এরূপ অবস্থায় পিতা কন্যার মিলন এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ফতেমা কেবল পিতার সহিত মদিনায় আসিয়াছে। ফতেমার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইবে। নগরী মধ্যে তাহার ন্যায় সুন্দরী যুবতী একটীও ছিল না। মহম্মদের জীবনী লেখকগণ কহিয়া থাকেন যে উপন্যাস-বর্ণিত অপ্সরা বা পরীর ন্যায় ফতেমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তাহার রূপের বর্ণনা হয় না; সে যাহা হউক্, ফতেমা যে এক-জন অসামান্যা সুন্দরী ও বিবিধ গুণসম্পন্না কামিনী ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রিয় শিষ্য আলির করে মহম্মদ এই কন্যা-রত্নটী সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইলেন। আলির বয়ঃক্রম এখন দ্বাবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। পরিণয় ব্যাপার সত্বরই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নাগরিকবর্গ আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে এই শুভ বিবাহে যোগ দিল এবং পুরুষসিংহ আলি এই রমণী রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

আড়ম্বর বা বিলাস এখনও নগরী মধ্যে প্রবেশপথ পায় নাই। মহম্মদ গৃহকার্য্য সম্পাদন ও সাংসারিক বিষয় পরিদর্শন করিতেন, স্বহস্তে সূপকার্য্য নির্ব্বাহ, এমনকি আবশ্যক হইলে পাদুকা পর্য্যন্ত সীবন, করি-তেন, তাহাতে কিছু মাত্র অবমাননা বোধ করিতেন না। মাংস বড়একটা অধিক ব্যবহৃত হইত না; খর্জ্জুর, রুটি, দুগ্ধ ও মধু অতি উপাদেয় ভক্ষ্যপেয় মধ্যে পরিগণিত হইত। তাঁহাদের শরীরও বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, তাঁহারা কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন এবং তাঁহাদের মনও সেই পরিমাণে তেজস্বী ছিল।

শান্ত ও ধীরভাবে এতাবৎকাল মহম্মদ ইসলামধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন

অল্পে অল্পে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বলপ্রয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। দৃঢ়মুষ্টিতে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ করিয়া সদর্পে বলিতে লাগিলেন "সকল মহাপুরুষই কিছু আর এক কার্য্য সাধনের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন নাই। ঐশীশক্তি ও স্বর্গীয় দয়ার ভাব পৃথিবীতে বিকাশিত করিবার জন্য মুসার আবির্ভাব। সলমন ও ঈষা তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও মহত্ত্ব ক্রমান্বয়ে প্রচার করিয়া যান, কিন্তু পৃথিবী কি তাঁহাদের উপদেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছে? এত চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর কি তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল? প্রভু আমার হস্তে অসি দিয়াছেন, আমার বাক্য পৃথিবীকে শুনিতেই হইবে; আমি তর্ক বিতর্ক শুনিতে চাহিনা, যুক্তি ও বিচার আর আমি গ্রাহ্য করিনা, সে সমুদায় লইয়া কার্য্য করিবার এখন আর সময় নাই, তরবারিই স্বর্গের কুঞ্জিকা, সেই তরবারিই এখন আমার সহায়; ইহাই আমার একমাত্র অবলম্বন। অবিশ্বাসী নাস্তিক দিগকে আর ক্ষমা করিব না, ঈশ্বরের রাজ্য নিষ্কণ্টক করিব, অবিশ্বাসীগণের পৃথিবীতে থাকিবার স্থান নাই, তাহাদের উষ্ণ শোণিত পান করিয়া পৃথিবী পরিতৃপ্তা হইবে, তাহাদের অপবিত্র রক্তে পৃথিবীকে রঞ্জিত করিব"। বাক্য সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইল। ত্বরায় এক সৈন্যদল প্রস্তুত হইল, মহম্মদ সেনানায়ক হইলেন। জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহার চিরশত্রু খোরিসিয় দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। যথেষ্ট পণ্যদ্রব্য লইয়া মক্কাহইতে কতিপয় বণিক বাণিজ্যার্থে দূরতর প্রদেশে গমন করিতেছিল, মহম্মদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মনোরথ সিদ্ধ হইল না, পরাস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সুচতুর মহম্মদ এইবার কৌশল অবলম্বন করিলেন। পুনরায় আরবগণের পুণ্যাহ মাস সমাগত হইলে তিনি স্বীয় অনুচর সহচর বর্গকে সঙ্গে লইয়া নাকালা নামক এক নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। কার্য্যসাধনোপযোগী সমুদায় মন্ত্রণা প্রদান করিয়া আবদুল্লা নামক জনৈক বলদৃপ্ত শিষ্যের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। আবদুল্লা স্বগণে পরিবৃত হইয়া নাকালা উপত্যকার মধ্যে অতি সাবধানে লুক্কাইত হইয়া রহিলেন। খোরিসিয় বণিকগণ পূর্ব্বাহ্নে কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করে নাই, সশস্ত্র হইয়াও বাটীহইতে বহির্গত হয় নাই, পবিত্র সময় রজবমাসে অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বণিকগণ নির্ভয় ও চিন্তাশূন্য হইয়া সেই বিঘ্নসঙ্কুল দস্যুপূর্ণ প্রদেশ পার হইবার উপক্রম করিতেছিল। সহসা আবদুল্লার রণভেরী বাজিয়া উঠিল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বণিকগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আবদুল্লা সুযোগ বুঝিয়া গম্ভীর তূর্য্যধ্বনিতে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রকম্পিত করিয়া সহসা সেই মন্ত্রমুগ্ধ বণিকদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ ছিন্নশীর্ষ, কেহ আহত হইয়া তদ্দণ্ডেই ভূতলশায়ী

হইল, কতক বা বিজেতাকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া মহম্মদ সমীপে নীত হইল। বন্দিগণের মধ্যে দুই জন ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহম্মদের শরণাগত হয়, আর দুই ব্যক্তির নিকট হইতে মহম্মদ যথেষ্ট অর্থ দোহন করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। আবদুল্লা লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল উষ্ট্রপৃষ্ঠে চাপাইয়া দিল এবং পামর ঈদৃশ কাপুরুষজনোচিত কার্য্যে কিছু মাত্র লজ্জা বা ঘৃণা বোধ না করিয়া রণদুর্ম্মদ যোদ্ধৃ পুরুষের ন্যায় বিজয়নিনাদে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মভীরু নাগরিকগণ মহম্মদের ঈদৃশ গর্হিত আচরণে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অবিরত গালি প্রদান করিতে লাগিল। মহম্মদ দেখিলেন মহা বিভ্রাট সমুপস্থিত, স্বীয় দোষ প্রক্ষালনার্থে আপনার তাবৎ অপরাধ অস্বীকার করিয়া সমস্ত পাপরাশি আবদুল্লার স্কন্ধে আরোপ করিয়া আপনাকে নিরপরাধী প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সাধারণ ব্যক্তিগণ তথাপি গোলমাল করিয়া নগরী তোলপাড় করিতে লাগিল। মহম্মদ অমনি কৌশল অবলম্বন করিলেন। শীঘ্রই কোরাণ হইতে স্বীয় মতের প্রতিপোষক বিধি সকল উদ্ধৃত করা হইল। তিনি সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে পাঠ করিতে লাগিলেন "পুণ্যমাসে প্রাণিহত্যা অন্যায় কার্য্য হইলেও, ঈশ্বরের শত্রুদিগকে বধ করিতে দোষ নাই।" এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া মহম্মদ হৃষ্টচিত্তে অপহৃত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের এক অংশ গ্রহণ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

বিদার যুদ্ধ—রোকেয়ার মৃত্যু ও অথমানের ভার্য্যান্তর গ্রহণ—মহম্মদের স্ত্রীলাভ—সোফিয়নের কাপুরুষতা ও কৌশল অবলম্বন।

মহম্মদের অস্থির হৃদয় পুনরায় যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা অবগত হইলেন যে তাঁহার বিরোধী দলের অধিনায়ক দুর্দ্দান্ত আবুসোফিয়ন কতিপয় অশ্বসাদী-পরিবৃত ও পণ্যদ্রব্যপরিপূরিত এক দল উষ্ট্র সঙ্গে লইয়া মক্কাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য মহম্মদ ত্বরায় সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সোফিয়নের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিল, তিনি তদ্দণ্ডেই আবুজালের নিকট হইতে সাহায্য

প্রার্থনা করিয়া মক্কায় এক দূত প্রেরণ করিলেন। এ দিকে মহম্মদ দলবল লইয়া বিদার নামক এক ক্ষুদ্র তটিনী পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ইহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবুজাল দূতমুখে অকস্মাৎ বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি নিমেষ মধ্যে সেই অমঙ্গল সমাচার চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন। সোফিয়ন-পত্নী-হেন্দা শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীরা হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃব্য প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া ত্বরায় স্বামীর সাহায্যে গমন করিতে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। নগরী মধ্যে হুলস্থুল ব্যাপার বাধিয়া গেল, চারিদিক হইতে বীরগণ দলে দলে আসিয়া তথায় সমবেত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ আবুজাল ইহাদের লইয়া মহম্মদ বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অবগত হইলেন যে সোফিয়ন বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া নিরাপদে আগমন করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কতক সৈন্যকে বিদায় দিয়া তিনি সোফিয়ন সহ মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ দিকে মহম্মদ বিদার সন্নিহিত এক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নৈপুণ্য সহকারে আপনার ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আবুজালের অধীনস্থ কতিপয় যোদ্ধা পথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া যেমন বিদার তটিনী গর্ভে জল আনয়নার্থ অবতরণ করিল অমনি অকস্মাৎ মুসলমানগণের নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধরাশায়ী হইল, এক জন মাত্র কেবল পলায়ন করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের এই শোচনীয় পরিণামের বিষয় সোফিয়ন সমীপে সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিল। রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল। আবুজাল যোদ্ধৃবর্গে পরিবৃত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হেন্দার পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃব্য স্পর্দ্ধা সহকারে মহম্মদ পক্ষীয় তিনজন যোদ্ধাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহারা রণপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আহূত হইয়া মদিনাবাসী তিনজন অসুরপ্রকৃতি যোদ্ধা করবাল হস্তে লম্ফ প্রদান করিয়া বন্য বৃকের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখীন হইল এবং যুদ্ধার্থে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। হেন্দার ভ্রাতা কহিলেন "না, আমরা ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহিনা। কোথায় মক্কা হইতে পলায়িত দস্যুগণ কোথায়? যদি সাহস থাকে, তাদের মধ্যে তিনজন অগ্রসর হউক।" মহম্মদ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন। অমনি হামজা, আলি ও ওবিদা নামক তিনজন বলদৃপ্ত যোদ্ধা রুদ্রবেশে তীক্ষ্ণ অসি করে কুপিত কেশরীর ন্যায় ভৈরব গর্জ্জনে রণস্থল প্রকম্পিত করিয়া শত্রুত্রয়কে আক্রমণ করিল। হেন্দার পিতা ও পিতৃব্য অবিলম্বে নিহত হইলেন। তাঁহার পিতা ওবিদাকে প্রায় পরাস্ত করিয়া আনিয়াছেন এমন সময় হামজা অগ্রসর হইয়া এক

খড়্গাঘাতেই তাঁহার শরীর হইতে মুণ্ড বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহম্মদীয় সেনাগণের জয়োল্লাস ও ভেরীনিনাদে দিগন্ত পূর্ণ হইয়া গেল। মহম্মদ সন্নিহিত এক কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া একটী প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা সাঙ্গ করিয়া যোদ্ধাগণকে বলিলেন "ভয়করিওনা, আল্লা কহিলেন আমরাই রণে জয়ী হইব।" পরে মুষ্টিমেয় ধূলি মন্ত্রপূত করিয়া, "শত্রুগণের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাউক" বলিয়া তাহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এইবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বন্যার সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার সৈন্যগণ পর্ব্বত শিখর হইতে অবতরণ করিয়া আবুজালকে আক্রমণ করিল। নিমেষ মধ্যে আবুজাল নিহত হইলেন, আবদুল্লা বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শরীর তরবারি আঘাতে দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আবুজালের সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহম্মদ অনেক গুলি হত ও কতিপয় ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া মদিনায় লইয়া আসিলেন। ১৪ জন মাত্র মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মহম্মদ সমারোহ সহকারে শবগুলি সমাহিত করিলেন। আবদুল্লা আবুজালের রুধির মৃক্ষিত ছিন্ন শিরটী মহম্মদ সন্নিধানে আনয়ন করিল। তিনি হাসিয়া কহিলেন "প্রভু আল্লা আমার চির শত্রুকে বধ করিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।" এই যুদ্ধে মহম্মদের দ্বিতীয় জামাতা আবুল আস্ ও অপর এক পিতৃব্য আল্ আবাস্ বন্দীকৃত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে নীত হয়। তিনি পিতৃব্যকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া বিদায় দিলেন এবং জামাতাকে কহিলেন "তুমি যদি আমার কন্যা জেলায়বকে পুনরায় আমার হস্তে সমর্পণ কর তোমাকে ছাড়িয়া দিব। এ প্রস্তাবে অসম্মত হও, প্রাণে মরিবে।" আবাস্ অগত্যা সম্মত হইল। মহম্মদ মক্কা হইতে কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে এক বিচক্ষণ দূত প্রেরণ করিলেন এবং প্রতিভূ স্বরূপ আবাসকে মদিনামধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনেক বিঘ্নবাধা অতিক্রম ও ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া তাঁহার দূত জেলায়বকে মদিনায় আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হস্তচ্যুত একটী রত্ন মহম্মদ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর যম তাঁহার অঙ্ক হইতে আর একটী রত্ন কাড়িয়া লইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রোকেয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। জ্যেষ্ঠ জামাতা অথমান শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তিনি হৃদয়-প্রতিমাকে অতল কালসাগর বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিমর্ষভাবে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ ওমার তাঁহাকে পুনরায় সুখী ও সংসারী করিবার জন্য স্বীয় অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না পূর্ণযৌবনা অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা রত্নটী তদীয় করকমলে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু কাতরহৃদয় অথমান্ সে প্রস্তাবে আদৌ কর্ণপাতই করিলেন না। ওমার কিছু অপ্রতিভ হইলেন। পরিশেষে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম

করিতেছেন এমন সময় মহম্মদ কহিলেন— "দুঃখ করিও না ওমার,তোমার কন্যা অথ্মান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বামী লাভ করিবেন এবং অথমানও তোমার কন্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে। ওমারের কন্যাকে তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং আপনার কনিষ্ঠা দুহিতা ওম কলথমের সহিত অথমানের বিবাহ দিয়া সকল দিকই বজায় রাখিলেন।

পরাজিত হইয়া খোরিসিয়গণ বিমর্ষভাবে মক্কায় প্রবেশ করিল। সোফিয়ন নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়াছিলেন, স্বগণের এই পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণমাত্র ক্ষোভ ও ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারা হইয়া পড়িলেন, বিশ্বসংসার যেন তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সচিব ও সহায়শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ আবুজাল আর এ জগতে নাই—কোথায় যাইবেন, কাহার সঙ্গেই বা পরামর্শ করিবেন ইত্যাদি বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। সুহৃদ্বর আবুলাহার ভবনে সমুপস্থিত হইলেন, সেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার পাষাণ হৃদয়ও সহস্রধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। দেখিলেন আবুলাহার অন্তিম শয্যায় শায়িত—তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ ; সোফিয়ন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, বন্ধুর শীতল হস্তটী ধারণ করিয়া বলিলেন "ভাই এই দুঃখের সময় তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে?" তাঁহার বাক্যে আর কর্ণপাত না করিয়া এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তাঁহার প্রাণতুল্য সুহৃদ আবুলাহার বাস্তবিকই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। তিনি বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী পড়িয়া রহিলেন। না, বন্ধুবিহীন নহে—এখনও তাঁহার পত্নী হেন্দা জীবিতা আছেন স্বামীর এইরূপ উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন এবং ক্রোধে অস্থির হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য স্বামীকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সোফিয়ন এবার স্বয়ং দুইশত অশ্বারোহীর অধিনায়ক হইয়া মক্কা হইতে মহম্মদ উদ্দেশে বাহির হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন হয় মহম্মদকে হত্যা করিবেন, না হয় আর বাটী ফিরিবেন না। মহম্মদ পূর্ব্বাহ্ণে দূতমুখে সবিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি বীরগণে পরিবৃত হইয়া ঐ সোফিয়নের সম্মুখীন হইলেন। মহম্মদের ভয়ঙ্কর রণবেশ ও সৈন্যগণের সমরোৎসাহ দেখিয়া সোফিয়ন ভীত হইলেন, প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন, হেন্দার উত্তেজনা বিস্মৃত হইলেন, বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন এবং বিহ্বলচিত্ত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ হইলনা, মহম্মদ অগত্যা নগরী মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

মহম্মদের যে সকল শিষ্য আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছে সোফিয়ন এখন তদন্বেষণোপায় হইয়া তাহাদেরই উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। মক্কার প্রথিত নামা কবি ও বাগ্মী আমরু ইবিন আল আস্ আবসিনিয়ার রাজ সভায় দূতস্বরূপ প্রেরিত হইলেন, নৃপতির মনস্তুষ্টির জন্য

তিনি বিবিধ মূল্যবান বস্তু তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পরে একদিন সুযোগ ক্রমে কহিলেন "মহাত্মন! আপনি ক্ষমতাশালী ও সুবিজ্ঞ নরপতি হইয়া কি জন্য এই কতিপয় অনাচারী ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য দুরাচার দিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনার পবিত্র নামে দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিতেছেন? ইহাদের অভয় প্রদান করিয়া কি লাভ? যাহারা নাস্তিক, ধর্ম্মদ্বেষী, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী তাহাদের রক্ষা করা কি ধর্ম্মাত্মাগণের কর্ত্তব্য কার্য্য?

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা কর্ত্তব্য অবিচলিত হৃদয়ে তৎ সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া ইহলোকে সুনাম বিস্তার ও পরলোকের জন্য ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিতে যত্নবান হউন। পাষণ্ডদিগকে আপনার রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিন।' নৃপতি নির্নিমেষ লোচনে বক্তার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন। ঈদৃশ কুৎসাপূর্ণ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মুসলমানগণকে স্বীয় সান্নিধ্যে আহ্বান করিয়া তিনি ইসলামধর্ম্মের গূঢ়-রহস্য সকল সবিস্তারে বিবৃত করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফার সুশিক্ষিত বাগ্মীর ন্যায় জ্বলন্ত উৎসাহভরে ইসলাম-ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উদারহৃদয় নরপতির হৃদয় আর্দ্র হইল, খৃষ্ট ও ইসলাম এই উভয় বিধ ধর্ম্মের মধ্যে অত্যল্পই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন; এই দুই ধর্ম্ম যে এক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ও একসূত্রে গ্রথিত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন *। আমরু যে অসূয়াপরবশ হইয়া কেবল মাত্র বৈরনির্য্যাতন মানসে এইরূপ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহাও তিনি বেশ বুঝিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। আমরুকে তিনি সভায় আসিতে নিষেধ করিলেন এবং মুসলমানদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া পিতার ন্যায় পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমরু লজ্জা ও ঘৃণায় মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে মক্কায় ফিরিয়াগেলেন। মহম্মদকে ধরিবার জন্য চতুর সোফিয়ন যেজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তুলিয়া দেখেন মহম্মদের পরিবর্ত্তে স্বীয় অনুচর আমরুই তন্মধ্যে পতিত হইয়াছে! তিনি অপরের সর্ব্বনাশের জন্য যে গর্ত্তটী খনন করিয়াছিলেন, অহো কি বিড়ম্বনা! তিনি স্বয়ংই তন্মধ্যে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন!

* খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তবে ধীমান্ আবসিনিয়ার নরপতি "এই দুই ধর্ম্ম এক সূত্রে গ্রথিত" বুঝিয়া আর্দ্রহৃদয় হইয়াছিলেন এ কি কথা? অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু এ স্থানে তাঁহাদের জানা উচিত যে মহম্মদ যখন প্রথমে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি মহাত্মা খৃষ্টের ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। খৃষ্ট ও ইস্লাম্ ধর্ম্ম যেন যুগ্ম সহোদর এই রূপ তখন প্রতীয়মান হইত, পরে মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন এবং শাস্তি ফেলিয়া তরবারি গ্রহণ করেন।

মনোবিকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মনে একটা বড় আহ্লাদ হইতেছে, প্রাণ যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে, সুখের সাগর—হাসির তরঙ্গ—যেন আমার প্রাণের ধারে কল কল করিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে—এ হাসি সুখের নহে—এ হাসি দুঃখের। "সমাজ" পাপ অধ-মাধম নিকৃষ্ট বাঙ্গালীর আবার "সমাজ" শুনিয়া হাসি পায়। রজনীদেবী রমণীদিগের অনিন্দ্য মুখকান্তির তুলনাদিবার জন্যই যেন চন্দ্রকে বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া আকাশে পূর্ব্বেই আনিয়াথাকেন। রূপের তুলনায় রূপ চাই—সৌন্দর্য্যের তুলনায় সৌন্দর্য্য চাই, কিন্তু সমাজের তুলনায় কি দিব? অতুলনীয় বাঙ্গালীর সমাজ! আজ যদি তোমার হৃদয় একতার কুসুমনিগড়ে বদ্ধ থাকিত, আজ যদি তুমি স্বাধীনতার কণ্টকময়ী হৃদয়প্রফুল্লকারী কিরীট মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বীরদর্পে ভারতের উপর—ভৌতিক ও যৌগিক (১) পদার্থের উপর—আধিপত্য করিতে পারিতে, আজ যদি তুমি বীরপ্রসবিণী পঞ্চভূতেশ্বরী ইংলণ্ডের মতন দর্পে ব্যোমবিদারকধ্বনিতে—

"Rule Britania rule the waves
Britons shall never be slaves"

ঐ রকম একটা সতেজ, গর্ব্বপরিপূর্ণ বাক্য বলিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার উপর আমার মায়া থাকিত, তোমার উপর আমার ভক্তি থাকিত, তোমার উপর আমার প্রাণটা পড়িয়া থাকিত—কিন্তু এ অবস্থায় কেন থাকিবে? তুমিইত আমার সর্ব্বনাশের মূল—তুমিই ত আমার সকল অনিষ্টের আকর।

সমাজ! ভারত তোমার দাসী। যদি তোমার শরীরে বল ছিলনা জানিতে, যদি তোমার সেই দুর্জ্জয় ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে জানিতে পারিয়াছিলে, যদি পৃথুরাজ ও জয়চন্দ্রের গৃহবিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও অসীম ক্ষমতার, নৈসর্গিক শক্তির, খর্ব্ব হইয়াছে জানিতে পারিয়াছিলে—কেন সেই দিন হইতেই তোমার চিরবিশ্বস্তা, তোমার পতিপরায়ণা দাসীর, তোমার প্রাণের পত্নীর, লোকললামরূপের খর্ব্ব করিলে না? কন্যার সুখের জন্য তত্ত্বা স্বীয় জামাতাকে চক্রের দ্বারা তাহার রৌদ্র তেজের হ্রাস করিয়াছিলেন, তুমিও কেন তোমার প্রাণের পত্নীর সেই-রকম-একটা উপায়ে রূপের খর্ব্ব করিলে না? না—না বিশ্ব-

(১) প্রাচীন পণ্ডিতেরা নিশ্চয়করিয়াছিলেন যে জড় পদার্থ মাত্রেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই পঞ্চভৌতিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বায়ু দুই পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভৌতিক না হইয়া যৌগিক পদার্থ হইবে।

পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ ৮১ পৃষ্ঠা।

ভূদেব বাবু প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পাঞ্চভৌতিক মত ও তাহার খণ্ডনবৃত্তান্ত দেখ।

কর্ম্মা অপেক্ষা তোমার মন মহৎ—উদার; তোমার ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের দোষেই আজি আমরা পথের ভিকারী; তোমার দোষেই আজি ভারতসন্তানগণ পরান্নভোজী, অন্যের মুখাপেক্ষী; আজি তোমার দোষেই আমরা কুক্কুরের ন্যায় শ্বেতকায়, বিধর্ম্মী—প্রভুপদতলে পড়িয়া আছি। তুমি কি জানিতেনা—কৃষ্ণ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্জ্জয় নির্ব্বোধ অসুরদিগকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন—পূর্ব্বকথা কি তোমার স্মরণ ছিল না? অথবা কি মনে করিয়াছিলে সে অসুর আর এ পৃথিবীতে নাই? বুঝিয়াছি তুমি রূপে মুগ্ধ—আমিও তাহাই বটে—কিন্তু যেখানে যে মোহিনী রূপের জন্য বিশ্বসংসার ছারখার হইবে—পৃথিবীর প্রাণীমাত্রেই চিরকাল দগ্ধ হইবে—সে রূপে কাজ কি? না, তাহা নহে, তুমি স্ত্রৈণ. স্ত্রীলোকের কথায় তুমি ভুলিয়াছ; স্ত্রীজাতি রূপে ভোলে, রূপবান পুরুষ ভালবাসে, সেই কারণই বোধহয় কাহাকেও বলিয়া থাকিবে (১)। যে যাহাই বলুক, আমি তোমাকে কাপুরুষ বলি, তোমার নিকট আমি এমন কিছু উৎকোচ গ্রহণ করি নাই, যে, তোমার অন্যায় দেখিলেও, তোমার বুদ্ধির স্থূলত্ব দেখিয়াও, তোমার মূর্খতার জন্য যদি লোকের সর্ব্বনাশ হয়, আমাকে অন্ধের ন্যায় তাহাকে সহ্য করিতে হইবে—বাঙ্গালি জাতির সর্ব্বনাশের মূলই তুমি। না, তোমারই বা দোষ কি? যে দিন,—সে কথা স্মরণ হইলে এখনও এই পাষাণ প্রাণ—এই স্পন্দহীন, এ অচৈতন্য বিভোর প্রাণ হইতে, এই অর্দ্ধদগ্ধ প্রাণের কি-জানি-কোন কক্ষ হইতে, এই হৃদয়স্থ কি-জানি-কোন শৈলের কোন উৎস হইতে স্ফীত হইয়া জলরাশি—গঙ্গা যমুনা এই দুইটী ক্ষুদ্র নয়ন হইতে—শরীরের গোমুখী হইতে দুইটী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতে থাকে—পাষাণ বুকের উপর সেই জলরাশির সঙ্গম হয়—প্রয়াগ তীর্থ হয়।

সেই দিন—যে দিন আপ্তম্ভরী, অপরিণামদর্শী, পূর্ব্বতন, প্রাচীন পণ্ডিত—ঋষিদিগের দ্বারা জাতিভেদ, ভারতবাসীদিগের অন্ধকারময় ললাটে লিখিত হইয়াছে, যে দিন মূর্খ বঙ্গবাসীরা সেই জাতিভেদানুসারে—মূর্খ বল্লালের ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতালোক অন্ধ—বল্লালের পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া তোমার—সমাজের শাসনাধীন হইয়াছে—সেই দিন, সেই দিন হইতেই তোমার বক্ষে—ভারতের বক্ষে—সাহেবপদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পদচিহ্ন দেখিলে আমার বড় সুখ হয়। এ সুখের জন্ম অন্তরে নহে, এ সুখের জন্ম নয়নে নহে, প্রাণের ভিতর যে ক্ষুদ্র প্রাণখানি আছে (আছে বলি কেন—ছিল) তাহাতেও নহে, এ সুখের জন্ম কোথায় তাহা অনুভব করিতে পারি না—মোট কথা—একটু সুখ হয়!! আমি বলি "হে বঙ্গবাসিগণ!" একবার যদি একাগ্রচিত্তে, নির্জ্জন অন্ধকারময় স্থানে—যে স্থানে সূর্য্যরশ্মির লেশমাত্রও নাই, যে স্থানে পাদপশ্রেণী প্রাকৃতিক জগৎকে সুশোভিত করে নাই, যেখানে মনুষ্যের—পাপীর স্বর ফুটে নাই, যথায় উজ্জ্বল নাক্ষত্রিক

(১) হেরিলে মাত্র কুরূপে
হাসিবে সতিনী পোড়া দুষিবে জগতে।

জগৎ,—অসংখ্য ধূমকেতু নাই—যেখানে তটিনী ছুটেনা, কিরণ ফুটেনা, প্রাণ হাসে না, কল্পনা খেলেনা, যেখানে জড়জগৎ অন্তর জগতের ন্যায়—কিম্বা অন্তর জগৎ জড়জগতের ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়, যে স্থান একবার দেখিলে—কল্পনায় প্রতিফলিত হইলে—প্রাণের ভিতরস্থ একটী ঘর ছাড়া সকল ঘর গুলিই ঘোর বিভীষিকাময়ী তামসিক নেশায় মাতোয়ারা হইয়া পড়ে—যে অন্ধকার হাত দিয়া মোছা যায় না,—প্রতি হস্ত পদ সঞ্চালনে যে অন্ধকার শরীরের সর্ব্বস্থানে ঠেকে, সেই খানে বসিয়া এক বার—হে বঙ্গবাসিগণ! সমাজের অক্ষয় কীর্ত্তি গুলি স্মরণ করিয়া দেখ—দেখিবে সেই পৈশাচিক কীর্ত্তির আবরণ সকল একেবারে উম্মুক্ত—তখনি তোমাদের প্রাণ কেমন এক রকম অভূতপূর্ব্ব, বর্ণনাতীত ভাব ধারণ করিবে।”

কি—বলিব না? যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিব—যতদিন স্বদেশে অথবা নির্জ্জন অন্ধকারময় কারাগারে জীবিত থাকিব—এ প্রাণের—এ দেহের এক বিন্দু মাত্র শোণিত থাকিবে, ততদিন বলিব—এ সর্ব্বনাশের—এই আজীবন দাসত্বের—এই অদৃশ্য গুরুভারযুক্ত দাসত্বনিগড়ের—মূল কারণ “তুমি”। ভারত এত বীর্য্যহীন, এত সাহসহীন, কেন? ভারতের বিশাল বক্ষ এত ক্ষত বিক্ষত কেন? রোমেরও পতন হইয়াছিল, রোমও এককালে দাসীভাবে জেতার পদতলে বসিয়া কাঁদিয়াছে; ফ্রান্সও এখন কাঁদিতেছে বটে, কিন্তু কয় দিনের জন্য? আর ভারত! তোমার ক্রন্দন চিরকাল, তোমার নয়নবারিতে গঙ্গা যমুনার জন্ম, মনেকরিয়াছিলে এই নয়নবারি গঙ্গা যমুনা সাগরে সংগতা হইলে—সাগর তোমার দুঃখাশ্রু ভারতেশ্বরীর পদতলে উপঢৌকন দিবে—কিন্তু তোমার সে মনোরথ পূর্ণ হইল না—হইবেও না! গত কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি তোমার দুঃখের রজনী প্রভাত হইবে না—কেন হইবে না তাহা তুমিই জান।

সমাজ! এ তোমার কেমন নিয়ম?—নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের পুত্তলিকা তৃষ্ণায় আনচান্ করিবে—দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমি জননী হইয়া আকণ্ঠপরিপূর্ণ ভোজন করিয়া, প্রাণের কন্যার সেই নীরস, রক্তহীন মুখখানি কেমন করিয়া দেখিব? কেমন করিয়া তাহার খালি মনখানি, খালি খালি চক্ষের দৃষ্টি, মৃগশিশুর খালি খালি সজল নয়ন—কালিমামাখান মুখখানি দেখিব? উঃ! জননী হইয়া কোন প্রাণে তাহা স্বচক্ষে দেখিব? যখন তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে থাকিবে, কেমন করিয়া তাহার নিকট পানীয় জল চাহিব—কোন প্রাণে তাহার সম্মুখে আপনার মুখে ঢালিব? এ পৃথিবীতে যখন প্রাণীমাত্রেই বসন্তসমাগমে মাতিয়া উঠিবে—হাসির তরঙ্গ যখন মনুষ্যের নীরস প্রতি রক্তভন্ত্রীতে বৈদ্যুতিক ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে থাকিবে, তখন আমার সেই প্রাণের পুত্তলিকা দিবারাত্র নয়নাসারে ভাসিতে থাকিবে—হায় মা হইয়া কেমন করিয়া তাহা দেখিব? যখন প্রাণ খুলিয়া রমণীমণ্ডলী উৎসবেআনন্দিতা হইয়া বেড়া-

হইতে থাকিবে—ভবিষ্যতের আশায় সকল কক্ষগুলি পরিপূর্ণ করিয়া গজেন্দ্র গামিনী ভামিনীগণ মঙ্গলোৎসবে মাতিতে থাকিবে—তখন আমার সেই স্নেহের প্রতিমাখানি তাহার সেই করতলকপোলন্যস্ত সজল মুখখানি দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে ডাকিব—কি বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিব? যখন তাহাদের সঙ্গিনীর সেই মঙ্গলোৎসবে যোগ দিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে থাকিবে আর আমার স্নেহের পুতুলটী যখন বলিয়া উঠিবে—

যা, যা, তোরা যা, আমিত যাবনা সই,
আঁধারে একেলা বসে আঁধারেতে রই।
আঁধার অদৃষ্ট মোর,
আঁধার সঙ্গিনী মোর,
আঁধারের কোলে শুয়ে আঁধারেতে রই;
মন খুলে তোরা মাত প্রমোদেতে সই।

হায়! কেমন করিয়া সহ্য করিব!

নিষ্ঠুর সমাজ! সেই হৃদয়,সেই বালিকার হৃদয়ের অপার, অনন্ত দুঃখরাশি, একবার মাত্রও কি তোমার মানসনয়নে দেখিয়াছ? সেই বালিকার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া কি একবারও—একদিনও—এক বিন্দুমাত্রও জল ফেলিয়াছ? বিধবার দারুণ দুঃখের কথা স্মরণ হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়! এমনি পাপ সমাজ, এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—তাহাতে বুক ফাটিয়া যায় যাক তথাপি যেন মুখ ফুটেনা; (৩)! তোমার ইচ্ছা প্রকাশে দোষ নাই রমণী-দিগের স্বাধীন মত প্রকাশ দোষের কর্ম্ম; তোমার দুষ্কর্ম্ম জগতে গ্রাহ্য হইবে, তাহা ঢাকিবার সহস্র উপায় আছে, কিন্তু রমণী-দিগের যখন সে উপায়ান্তর নাই তখন কেন তাহাদের চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে—চিরকাল পুড়াইতে রাখ?—বিধবারা কি একদিন পুড়িলে তোমাদের—হে সমাজ! তোমার আশা কি পরিতৃপ্ত হয় না? কি জানি তোমার কেমন আশা!

মনে একটা বড় সাহস ছিল যে এই পাপ-পূর্ণ পৃথিবী সত্বর লয় প্রাপ্ত হইবে, আমার ও বিধবাদিগের সকল যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে; কিন্তু কি পোড়া অদৃষ্ট তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। এখন মনে হইতেছে অহিফেনসেবী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত দিগের বোধ হয় অহিফেনের কম পড়িয়া থাকিবে নতুবা গ্রহগণকে—পৃথিবীকে ভয় দেখাইয়া অধিক পরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন করাইয়া লইবার কারণ কি? হরি! হরি!—বিধবার দুঃখ দেখিয়া বল দেখি তোমাদের পাষাণ প্রাণ একদিনও গলিয়াছে কি না? বলদেখি কি জন্য সেই এক বিন্দু বারি তোমাদের অপদার্থ চক্ষু হইতে পড়িয়াছে? সেই বারি-বিন্দু—সেই নয়নাসার—কি এতই অপদার্থ যে তাহার মূল্য নাই? এ সংসারে তাহার জন্ম বৃথা এরূপ কখনই হইতে পারে না। সেই বারিবিন্দুর মূল্য—অমূল্য! আর যদি তাহাদের কষ্ট দেখিয়া তোমাদের নয়ন হইতে এক ফোঁটাও জল না পড়িয়া থাকে তবে বরং আমি চোরের সহিত প্রাণ-ঘাতী দস্যুর সহিত আলাপ করিব তথাপি তোমার মুখদর্শনও করিব না। ক্রমশঃ

(৩) ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন ভিতরে,
কাঁদিগে মনের সুখে পাদপের মূলে;
বলিগে জগতময় প্রতি ঘরে ঘরে,
বিধবা শোকের মূর্ত্তি দেখ্‌রে সকলে।

আয়ুর্ব্বেদ।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সুশ্রুত এবং চরক অথবা এই শ্রেণীর গ্রন্থের (যেমন হারিত) সৃষ্টির পরে, বাভট নামে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থের প্রকৃত নাম অষ্টাঙ্গ হৃদয়; গ্রন্থকারের নাম বাভট বলিয়া ইহা ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে, বাভট রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি রচনা-নৈপুণ্য এবং কবিত্ব-শক্তিতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনা-কৌশল স্ব-কৃত গ্রন্থে অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত আছে। ইনি কায়-চিকিৎসা ও শল্য-চিকিৎসা উভয় বিষয়েরই একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। সুশ্রুত বা চরকে যে সমস্ত বিষয় বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে, সেই গুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া গ্রন্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের পরে,—এ দেশে তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব হয়। এই আয়ুর্ব্বেদের মূল তন্ত্র-শাস্ত্র। তন্ত্র-শাস্ত্রের আদি প্রণেতা শিব বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; তদনুসারে ইহার আদি প্রণেতা শিব হইতে পারেন। অনেকে অনুমান করেন সহস্র বৎসরের মধ্যে এদেশে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সুতরাং তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদের বয়ঃক্রম অনধিক সহস্র বৎসর। এই শৈব বা তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদের কোন মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তৎসকলই সংগ্রহ-গ্রন্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে, বৈদিক আয়ুর্ব্বেদের পর তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব হইল কেন? তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে বৈদিক ঔষধ সমূহ মৃদুবীর্য্য উদ্ভিজ্জ-ঘটিত; যৎকালে লোকে ঔষধ সেবনে অভ্যস্ত হন নাই, তৎকালে তাহাতেই সমধিক উপকার পাইতেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা যখন ঔষধ সেবনে অভ্যস্ত হইলেন, তখন আর বৈদিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকল বিশেষ ফলোপধায়ক না হওয়ায় তদপেক্ষা আশুপকারক ঔষধের সৃষ্টির আবশ্যকতা লোক-হৃদয়কে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিল। এই অনুসন্ধিৎসা প্রভাবে তাঁহারা সমধিক শক্তি-সম্পন্ন ঔষধান্তরের আবিষ্কারে সমধিক প্রয়াসবান্ হইলেন। এরূপ সংঘটনও নিতান্ত অসম্ভব নহে; যেহেতু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বর্ত্তমান সময়কেই ইহার সাক্ষ্যস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতি তীক্ষ্ণ-বীর্য্য ইউরোপীয় ঔষধ সকলে সেবনাভ্যস্ত ব্যক্তিগণ দেশীয় প্রকৃতির নিতান্ত উপযোগী, অপেক্ষাকৃত মৃদুবীর্য্য ঔষধ সকলের সেবনে রোগ বিশেষে সমধিক ফললাভে বঞ্চিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসার প্রতি বীতরাগ হইতেছেন; অথচ

যে সকল লোক কখনও ঔষধ সেবন করেন নাই, অথবা যাঁহারা ইউরোপীয় ঔষধ সেবনে অভ্যস্ত নহেন, এরূপ লোক দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইয়া সত্বর সমধিক ফললাভ করিতেছেন; তাঁহাদিগকে রোগমুক্তি জন্য অন্যবিধ চিকিৎসা প্রণালীর অধীন হইতে হয় না।

তান্ত্রিক ঔষধের আবির্ভাব কালে উভয় সম্প্রদায়ে (যেমন বর্ত্তমান সময়ে হোমিওপাথী ও এলোপাথীতে চলিতেছে) বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল। তান্ত্রিকগণ বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া স্বাবলম্বিত চিকিৎসা শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি সাধন করেন; এবং আত্ম-পক্ষ সমর্থনে সুখ্যাতি-বাদ-পূর্ণ নানাবিধ উক্তি প্রচার করেন, তাহার দুই একটী কথা লিখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক যথা—

"সাধ্যেষু ভেষজং সর্ব্বমীরিতং তত্ত্ব বেদিনা।
অসাধ্যেষ্বপিদাতব্যোরসোঽতঃশ্রেষ্ঠ উচ্যতে"॥

যে সকল রোগ-চিকিৎসা বৈদিক ঔষধের সাধ্য নহে তাহা সাধ্য করিবার নিমিত্তই তৎকালে তাঁহাদের বিশেষ প্রয়াস জন্মিয়াছিল এবং আপনাদের ঔষধ সেবনে লোকদিগকে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত আপনাদের ঔষধের এতদূর সুখ্যাতি বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে তাহার অনুকূল একটী মাত্র ঔষধের গুণ-ব্যাখ্যা লিখিলেই পাঠক মহাশয় অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন *।

ইঁহাদের ঔষধের মধ্যে রস (পারদ) ও গন্ধক প্রধান। দোষভেদে উহাতে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাঁহারা যাবতীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যৎকালে লোক সকল নিতান্ত ধর্ম্মভীরু থাকেন, তখন কোন বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইলে, সুচতুর লোকে ধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেন, তাহাতে সাধারণ লোকে শীঘ্র তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকেন। ইঁহারাও এই উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের আবিষ্কৃত ঔষধের সহিত ধর্ম্মের যোগ সাধন করিলেন; এমন কি, তৎকালে সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় রসেশ্বর দর্শন নামে এক স্বতন্ত্র দর্শনের প্রচার হয়। তাঁহারা রসের জারণাদি ক্রিয়াকে মুক্তি সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "হতো হন্তি জরা-ব্যাধিং, মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতকঃ, বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে, কোঽন্যঃ সূতাৎ কৃপাকরঃ। সর্ব্ব-পাপক্ষয়ে জাতে প্রাপ্যতে রস-জারণং, তৎপ্রাপ্তৌ প্রাপ্তমেবং স্যাৎ বিজ্ঞানং মুক্তি লক্ষণম্।

* কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ।
খগতুল্যা ভবেদ্দৃষ্টির্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
অষ্টোত্তরং ভজেদ্যস্তু ভবেত্তস্য সুধোপমং।
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যুবিনাশনং॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদক্ষয়ানিলগদাপহঃ।
কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দরগুদাময়ং॥
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদং।
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকং॥
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্বাতপিত্তবলাসজান্।
বন্ধ্যাচ মৃতবৎসাচ নষ্টপুষ্পাচ যাভবেৎ॥
বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ।
হরতে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগমহৌষধং।
কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা॥

তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদের পরে এদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির সীমা বদ্ধ হইয়া আসিল। তৎপরে আর কোন নূতন গ্রন্থের সৃষ্টি হয় নাই; কেবল সংগ্রহ গ্রন্থের "ছড়া ছড়ি" হইতে লাগিল। তন্মধ্যে মাধব নিদান একখানি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ। অষ্টাঙ্গ-হৃদয় বা বাভট যেরূপ সংগ্রহ এখানি তদ্রূপ নহে, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের প্রণেতা পুর্ব্বতন আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ সমস্ত পাঠ করিয়া তাহাদের সারাংশ নিজ কৃত ভাষায় সংকলন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

মাধব করের উদ্দেশ্য তদ্রূপ নহে, মাধব কর আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া তন্মধ্যে যাহা ভাল বিবেচনা করিয়া ছিলেন, ভাষার কোনরূপ আকার পরিবর্ত্তন না করিয়া মূল গ্রন্থের বচন গুলি অবিকল নিজ সংগ্রহে নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কেবল রোগের লক্ষণ, বর্ত্তমান লক্ষণ, নিবৃত্তি লক্ষণ এবং মৃত্যু চিহ্ন মাত্র লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে কিছুই নাই। এই প্রণালীর সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে এখানি প্রথম গ্রন্থ বলিয়া এ দেশীয় বৈদ্যেরা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পুস্তক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং অথবা অন্য কেহ লেখেন নাই।

চক্রপাণি দত্ত-প্রণীত একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ এ দেশে প্রামাণিক রূপে প্রচলিত আছে, তাহা মাধব নিদানের অনুযায়ী। এই পুঁস্তকের শেষভাগ লিখিত শ্লোক পাঠে মাধব নিদানের অধস্তন সময় মাত্র নির্ণয় করা যাইতে পারে। চক্রপাণি দত্ত নিজের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন, * যে, তিনি নারায়ণ দত্তের পুত্র এবং নারায়ণ দত্ত গৌড় দেশীয় রাজা নয়পাল দেবের মন্ত্রী ও পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন। এক্ষণকার ইতিহাসবেত্তাদের মতে, বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড় দেশে নয়পাল দেব নামে এক রাজা ছিলেন। এই হিসাবে চক্রদত্তের সময় প্রায় ৮০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মাধব নিদানও অন্যূন ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের আরও কতক গুলি সংগ্রহ গ্রন্থ আছে। তাহাদের সংখ্যা এত যে গণনা করিয়াও শেষ করা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সকল গ্রন্থ তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র গ্রন্থ। তন্মধ্যে চক্রদত্ত প্রভৃতি বৈদিক, রসেন্দ্র-চন্দ্রিকাদি তান্ত্রিক এবং ভাবপ্রকাশ ও ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ মিশ্র-গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থ শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে চরকাদি অপেক্ষা ন্যূন হইলেও কার্য্যোপযোগী, দৃষ্টফল, এবং সংযুক্ত ও অসংযুক্ত ঔষধে পরিপূর্ণ। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে চক্রদত্ত, ভৈষজ্য-রত্নাবলী এবং রসেন্দ্র-চন্দ্রিকা এতদ্দেশীয় বৈদ্যসমাজে আদরণীয় গ্রন্থ।

এই রূপে যে চিকিৎসা শাস্ত্র পূর্ণাবয়ব হইয়া অসাধ্য রোগাক্রান্ত লোকদিগকে

* "গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি-পাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রদত্ত ইহ কর্তৃপদাধিকারী॥"

আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ;—যাহার কিয়দংশ মাত্র উপাদান সংগ্রহ করিয়া আরবীয়গণ হাকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তদ্দেশীয় দিগের জীবন রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন ; যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গ বিশেষ (নাড়ীচক্রে) ব্যুৎপন্ন চিকিৎসক গণ ভাবি মৃত্যুকাল অসংশয়িত রূপে নির্ণয় করিয়া সাধারণ জন বৃন্দকে এককালে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন ;—যে চিকিৎসা তত্ত্বজ্ঞ ভিষক্‌গণ প্রায়ই সিদ্ধি ভিন্ন বৈফল্যের মুখাবলোকন করেন নাই ; যে চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কোন ঔষধ রোগ-বিশেষ এখনও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীকে স্পর্দ্ধা-সহকারে অবনত মস্তক করিতেছে ;—সেই চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ত্তমান দুর্গতি অবলোকন করিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়। পূর্ব্বকার চিকিৎসা তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যগণ ধন-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন না। পরোপকার মাত্র তাঁহাদের চিকিৎসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। ঔষধের নিয়মিত ব্যয় ভিন্ন অতিরিক্ত প্রদানে ইচ্ছা করিলে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেন। এক্ষণে বিজ্ঞাপনের "ছড়াছড়ি" এবং "মহৌষধ" ও "অব্যর্থ" প্রভৃতি বিশেষণ শব্দে পাঠক মহাশয় বর্ত্তমান অবস্থা ও ফলের অনুমান করিয়া লইবেন। পূর্ব্বকালের উপকার বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় নিঃশব্দে সম্পাদিত হইত, এক্ষণে শরতের মেঘের ন্যায় বর্ষণ অপেক্ষা গর্জ্জন অধিক। যে সর্ব্বধ্বংসী কালের হস্ত সর্ব্ব পদার্থের ধ্বংসে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছে, আমাদের চিকিৎসা প্রণালীই বা কিরূপে তাহার হস্ত অতিক্রম করিবে? কালের লীলা অনন্ত! এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণের দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি কল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

চিন্তা।

(৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত।)

১

নৃত্য, গীত, বাদ্যভাণ্ড, প্রমোদ ছাড়িয়া
বসি কোন তটিনীর তটে,
অস্তাচলচূড়াগামী মিহির চাহিয়া
চিন্তার সময় এই বটে ;
বর্ষনদী ভীমবলে, কালের সাগরে চলে,
গুপ্ত কোন ফল্গুর প্রকার,
ধ্যানকর্ণে শ্রুতমাত্র কলনাদ যার।

২

আছে শিল্পী হেন কি রোধিতে গতি তার
পারে কোন সেতু বিরচিয়া?
আছে হেন নর চিত বিচলিত যার
হেন তার গতি বিচারিয়া?
অদৃশ্য সে নদী ধায়, স্রোতে তার ভেসে যায়,
দৃশ্য যত আছে সংসারের;
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আরো মতি মানবের!

৩

তথাচ এ প্রস্তাব মনে স্থান নাহি পায়—
ধন, জন, যৌবন, জীবন,
সে নদীর তৃণ কাষ্ঠ বুদ্বুদের প্রায়,
"মগ্ন" শব্দে বুঝায় মিলন;
যে স্রোতে মিলায় আনি, সেই পুন লয় টানি,
সম্পদ জীবন আগে ধায়,
কভু বা সম্পদে ফেলে জীবন পালায়।

৪

অনাদি অনন্ত সিন্ধু অগাধ অপার,
(মোহকর মাদক চিন্তার)
ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বিশাল গর্ভে যার
ভুবননিকর দ্বীপাকার;
চাহিয়া তোমার প্রতি, হেরিয়া তোমার গতি,
হে কাল! হৃদয়ে যাহা রটে,
ধায় সে আকাশে না ধরায় ধরা ঘটে।

৫

কি মোহন প্রলোভন না পারি রোধিতে,
আকণ্ঠ করিব ধ্যান পান,
নাহি পারি চিরন্তন অভ্যাস ভুলিতে,
জানি তায় হারাইব জ্ঞান;
ঘোর মোহে অচেতন, নিমীলিয়া দুনয়ন,
পরীক্ষায় জানি কতবারে,
আঁধার হেরিব মাত্র রবি শশি পারে।

মেঘ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তেজোময় দিবাকরই মেঘোৎপত্তির মূলীভূত কারণ। সুতরাং এস্থলে পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় কর্ত্তব্য।

অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীও দিবাকরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি দুই প্রকার "আহ্নিক" ও "বার্ষিক"। প্রথমোক্ত গতিনিবন্ধন দিবারাত্রি হইতেছে এবং শেষোক্ত গতিই ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ। পৃথিবী সম্বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করায় এবং পৃথিবী ও সূর্য্য পরস্পর বক্র ভাবে অবস্থিত থাকায় আমরা ভারতবর্ষে দিবাকরকে কখন (বসন্তকালে) ঠিক মস্তকোপরি কখন (গ্রীষ্মকালে) কিঞ্চিদুত্তরে ও কখন (শীতকালে) কিঞ্চিৎ দক্ষিণে লীন দেখি। পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে একটী রেখা দ্বারা দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ রেখা "বিষুব রেখা" (Equator) নামে বিদিত। প্রতিবৎসর সূর্য্য ২১ মার্চ (চৈত্র মাসে) বিষুব রেখার ঠিক উপরিভাগে প্রবিষ্ট হয়। ঐ দিন সমস্ত পৃথিবীতে দিবারাত্রি সমান, অর্থাৎ দিবাভাগ দ্বাদশ ঘণ্টা রাত্রি ও দ্বাদশ ঘণ্টা। বিষুব রেখা অক্ষিকার দক্ষিণ ভাগ,

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিয়া বিস্তৃত। তৎপরে সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকে আসিতে থাকে এবং ২১এ জুন (অষাঢ় মাসে) বিষুব রেখা হইতে ন্যূনাধিক সাত শত ক্রোশ উত্তরে অর্থাৎ অফ্রিকার ভারতবর্ষের আরব প্রভৃতি প্রদেশের উত্তরাংশে ঠিক মস্তকোপরি দৃষ্ট হয় (ঐ দিন পৃথিবীর উত্তরাংশে দিবাভাগ অত্যন্ত অধিক রাত্রিভাগ অত্যন্ত অল্প) তৎপরে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণমুখে ধাবিত হইয়া (কিন্তু তথাচ বিষুব রেখার উত্তরভাগে থাকিয়া) ২১এ সেপ্টেম্বর (আশ্বিন মাসে পুনরায় বিষুব রেখার উপর দৃষ্ট হয়। সেই দিবস পুনরায় সমস্ত পৃথিবীতে দিবাভাগ ও রাত্রিভাগ সমান। ইহাকেই "উত্তরায়ণ" কহে। তৎপরে দিবাকর বিষুব রেখার দক্ষিণভাগে আসিয়া ২১এ ডিসেম্বর (পৌষ মাসে) বিষুব রেখার সাত শত ক্রোশ দক্ষিণে আইসে (সেই দিন পৃথিবীর উত্তরাংশে দিবাভাগ অল্প ও রাত্রিভাগ অধিক) তথা হইতে পুনরায় ক্রমে ক্রমে উত্তর মুখে ধাবিত হইয়া (কিন্তু তথাচ বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে থাকিয়া) ২১ মার্চ পুনরায় বিষুব রেখার উপর দৃষ্ট হয়।

উপরি উক্ত গতি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে দিবাকর বিষুব রেখা হইতে উত্তর সাত শত ক্রোশ ও দক্ষিণ সাতশত ক্রোশ সর্ব্বশুদ্ধ পৃথিবীর মধ্য ভাগে ১৪০০ চতুর্দ্দশ শত ক্রোশ স্থানের উপর বৎসরের মধ্যে কোন না কোন দিন ঠিক মস্তকোপরি থাকে ও অন্যান্য সময়ে কিঞ্চিন্ন্যূন বক্র ভাবে থাকে। সুতরাং এই চৌদ্দশত ক্রোশ প্রস্থে ভূমির উপর সূর্য্যরশ্মি ন্যূনাধিক সরল ভাবে পতিত হওয়ায় অত্যন্ত খরতর। পণ্ডিতেরা পৃথিবীর এই অংশকে "উষ্ণকটিবন্ধ" (Torrid Zone) নাম দিয়াছেন। উষ্ণকটিবন্ধের উত্তরে ১৩০০ ত্রয়োদশশত ক্রোশ ও দক্ষিণে ত্রয়োদশ শত ক্রোশ বিস্তৃত জমির উপর যদিও সূর্য্যরশ্মি কখন সরল ভাবে পতিত হয় না তথাচ ঐ স্থান পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অংশ অপেক্ষা উষ্ণ। এই স্থানদ্বয়কে পণ্ডিতেরা যথাক্রমে "উত্তরসমকটিবন্ধ" (North Temperate Zone) ও "দক্ষিণসমকটিবন্ধ" (South Temperate Zone) নাম দিয়াছেন এবং উত্তরসমকটিবন্ধ হইতে সাত শত ক্রোশ প্রস্থে পৃথিবীর ঠিক উত্তর সীমা পর্য্যন্ত ও তদ্রূপ দক্ষিণে সাত শত ক্রোশ বিস্তৃত ভূমিকে যথাক্রমে "উত্তরশীতকটিবন্ধ" (North Frizid Zone) এবং "দক্ষিণশীতকটিবন্ধ" (South Frizid Zone) নাম দিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক মেঘোৎপত্তির পক্ষে দিবাকরের ক্ষমতা কি। উষ্ণকটিবন্ধে সূর্য্যরশ্মি * ন্যূনাধিক সরল ভাবে পতিত হওয়ায় মৃত্তিকা ও তৎসংলগ্ন বায়ু উষ্ণ হয়। অনেকেই বিদিত আছেন যে দ্রব্য উষ্ণ হইলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং শীতল হইলে আয়তন হ্রাস হয়। তবে কঠিন

* "And the air is heated by the rays of the Sun; the same rays reduce the terrestrial waters to invisible vapours, then into clouds which carry lightning &c"

The "Sun" by Amadie Guillimin.

পদার্থে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ আবশ্যক, তরল পদার্থে তদপেক্ষা অল্প ; এবং বাষ্পময় পদার্থে সামান্য উত্তাপেই আয়তনের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। দুগ্ধ গরম করিতে করিতে উথলিয়া পড়ে। গাড়ির চাকায় হাল কসাইবার সময় হাল প্রথমে পোড়াইয়া লয় ; কারণ পোড়াইবার সময় উহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং সহজেই চাকায় সংলগ্ন হয় পরে শীতল হইলে উহার আয়তন কিঞ্চিৎ কম হওয়ায় চাকায় অত্যন্ত জোরে কামড়াইয়া ধরে। অনেকেই জানেন যে সচরাচর ঘড়ি গুলি শীত পড়িলে কিঞ্চিৎ "ফাষ্ট্" হয় এবং গ্রীষ্ম কালে কিঞ্চিৎ "স্লো" হয় ; কারণ শীতকালে ঘড়ির দোলনের "তার" কিঞ্চিৎ ছোট হয় এবং গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ বড় হয়। আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হয় এবং জলনিমজ্জিত সোলা বা কাক খণ্ডের ন্যায় উপরিস্থিত গুরুতর বায়ুমধ্য দিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। এ বিষয় বুঝাইবার জন্য আমরা আর একটী সামান্য উদাহরণ দিব। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে কোন পাত্রে জল গরম করিবার সময় পাত্রের নিম্নদেশে এক গাছি তৃণ থাকিলে চুল্লীতে পাত্রটী বসাইবার কিঞ্চিৎ পরেই তৃণগাছটী উর্দ্ধভাগে উঠিতে থাকে কিন্তু তখন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে উপরিভাগস্থ জল হয়ত শীতল বোধ হয়। আবার ঐ তৃণগাছটী নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় যতক্ষণ জল গরম হয় এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত হইতে থাকে। ইহার কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পাত্রের নিম্নভাগস্থ জল সর্ব্বপ্রথম উত্তপ্ত হওয়ায় উহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া লঘু হয় সুতরাং উপরিভাগস্থ শীতল জল মধ্য দিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে তৎসহিত তৃণটীও উর্দ্ধগামী হয়। আবার উপরিস্থ শীতল জল নিজগুরুত্ব বশতঃ নিম্নে আসিতে থাকে এবং তৃণটী তৎসংলগ্ন হইয়া নিম্নাভিমুখগামী হয়। বায়ু গরম হইলেও ঠিক ঐ রূপ ঘটনা হয়। নিম্নভাগস্থ অর্থাৎ মৃত্তিকা সংলগ্ন উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং উর্দ্ধস্থ শীতল বায়ু নিম্নে আসিতে থাকে। স্বভাবের এই ক্রিয়া চিরকাল চলিতেছে।

আবার সূর্য্যরশ্মি সমুদ্রের উপর পতিত হইয়া জল উত্তপ্ত করে এবং এই উত্তপ্ত জলস্তর লঘুতর হওয়ায় সর্ব্বদাই অগাধ জলরাশির উপর ভাসমান থাকে। এই বারিরাশি সংলগ্ন বায়ুও পূর্ব্বোক্ত কারণে উর্দ্ধে উত্থিত হয়। কিন্তু সমুদ্রোপরি হওয়ায় এই বায়ুরাশিতে বাষ্পের ভাগ অধিক থাকে এবং বাষ্প বায়ু অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু হওয়ায় বায়ুর উর্দ্ধগমনপথ অধিকতর সহজ ও শীঘ্র হয়।

অনেকে একথাও বলিতে পারেন যে দিবাকর আমাদের মস্তকোপরি উর্দ্ধভাগে থাকায় উপরিভাগস্থ বায়ু উত্তপ্ত না হইয়া নিম্নভাগস্থ অর্থাৎ পৃথিবী সংলগ্ন বায়ু অধিক গরম হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে সূর্য্যরশ্মি যদিও বায়ুমধ্য দিয়া পতিত হয় কিন্তু বায়ুর নিরবয়বত্ব প্রযুক্ত স্থল কিম্বা সমুদ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে উহাকে উত্তপ্ত করিতে পারে না।

উর্দ্ধগামী বায়ু কিয়ন্নির্দ্দিষ্ট উচ্চে উত্থিত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয় ; একভাগ উত্তর

দিকে উত্তরসমকটিবন্ধ দিয়া উত্তরশীতকটিবন্ধ মুখে এবং অপরভাগ দক্ষিণসমকটিবন্ধ দিয়া দক্ষিণশীতকটিবন্ধে প্রবাহিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক বাষ্পমিশ্রিত ঊর্দ্ধোত্থিত বায়ুর অবস্থা কিরূপ হয়। এ বিষয় নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রফেসর টিণ্ডল (Tyndall) সাহেব কৃত একটী পরীক্ষা বর্ণনা করিব। তিনি আল্‌প্‌স্‌ (Alps) পর্ব্বতের ব্লাঙ্ক (Mt Blanc) শৃঙ্গে উঠিবার সময় একটী রবরের ফাঁপা গোলা লইয়া যান। যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন ততই গোলার আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যখন শৃঙ্গ হইতে নামিয়া আসেন তখন ঐ গোলা সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাকার ধারণ করে। তাহার কারণ এই ;—পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ সমতল ভূমিতে ঐ গোলার ভিতরস্থ বায়ুকে তদুপরিস্থ সমস্ত বায়ুস্তম্ভের ভার বহন কবিতে হইয়াছিল। পর্ব্বতে উঠিবার সময় আমাদের পদদেশে যে বায়ুস্তম্ভ থাকে গোলকস্থ বায়ুকে ঐ ভার বহন করিতে হয় না সুতরাং যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায় গোলকের উপর ভার ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়ায় তন্মধ্যস্থ বায়ু ফুলিতে থাকে। বায়ু নির্যাতন (Air pump) যন্ত্রদ্বারা কোন পাত্র বায়ুশূন্য করিয়া তন্মধ্যে ঐরূপ একটী গোলা প্রবেশ করাইলেও তাহা ফুলিয়া উঠে অর্থাৎ ভিতরস্থ বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাষ্পমিশ্রিত বায়ু যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে ততই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইলে উত্তাপ আবশ্যক। আমরা এ কথা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি কখন এমন কোন দ্রব্য দেখি যাহার বিনা অগ্নি সংযোগেও আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে তখন আমরা কি মনে করিব? উত্তাপ নিতান্তই আবশ্যক। অথচ বাহিক কোন উত্তাপকারণ নাই। কারণ আমরা এইমাত্র বলিয়াছি যে সূর্য্যরশ্মি স্বয়ং বায়ুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না এবং ঊর্দ্ধে উঠিলে পৃথিব্যোত্থিত উত্তাপ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ আমরা দেখিতেছি যে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং এস্থলে বায়ুর আভ্যন্তরিক উত্তাপ নিয়োজিত হইতেছে অর্থাৎ বায়ু হইতে উত্তাপ বহির্গত হইয়া স্বকীয় আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। এমতে উত্তাপ লাঘব হইয়া বায়ু শীতল হয়। এই কারণেই যখন সমতল ক্ষেত্রে অত্যন্ত গ্রীষ্ম তখন পর্ব্বতোপরি ঠাণ্ডা থাকে। রাজপুরুষগণ যে গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতোপরি কেন বাস করেন, আমাদের পাঠকবর্গ বোধহয় তাহার হেতু সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

বায়ু ঊর্দ্ধে গিয়া শীতল হয়। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে বায়ুর বাষ্প ধারণ শক্তিরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যদি কোন কারণে উত্তাপ হ্রাস হয় তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ কিয়দংশ বাষ্প পুনরায় শূন্যমার্গে দৃষ্ট হয়। বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া শীতল হয় সুতরাং বাষ্পও শূন্যমার্গে পুনরায় জলকণারূপে পরিণত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করে ইহাকেই মেঘ বলে।

আমরা মেঘ জন্মিবার যে প্রক্রিয়া দর্শাই-

লাম তাহা উষ্ণকটিবন্ধে অত্যন্ত ঊর্দ্ধে ব্যোমযানাগম্য স্থানে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প ঊর্দ্ধেও মেঘ জন্মায়। ফলতঃ ঊর্দ্ধেই হউক বা নিম্নেই হউক যদি কোন কারণবশতঃ বায়ুর উত্তাপ হ্রাস হয় তাহা হইলেই মেঘ জন্মিবে। যে সকল কারণে বায়ুর উত্তাপ হ্রাস হয় উচ্চভূমি বা পর্ব্বত তন্মধ্যে এক প্রধান কারণ। পর্ব্বিতের উপর মেঘমালা দেখিতে কেমন রমণীয়!

কালিদাস বলিয়াছেন—

" ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ "

উত্তাপ ঈষৎ পরিবর্ত্তনে বায়ু ও বাষ্পময় পদার্থ মাত্রেরই যেরূপ অবস্থাভেদ হয় পর্ব্বতাদির সেরূপ নহে। দিবাভাগে তাহাদের উপর যে উত্তাপ প্রবিষ্ট হয় রাত্রিকালে ঐ উত্তাপ পুনরায় বহির্গত হয়। উচ্চতা নিবন্ধন পর্ব্বতশিখরোপরি বায়ু শীতল। তদুপরি দুরদেশপ্রবাহিত বায়ু সংলগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল হয় এবং বাষ্প জন্মিয়া মেঘ হয়। আমরা দেখিয়াছি এক পসলা বৃষ্টির পরে পাহাড়ের উপরিভাগে মেঘরাশি জন্মিয়া কেমন সুন্দর রূপ ধারণ করে। কখন বা গম্ভীর কৃষ্ণবর্ণ কখন বা স্বচ্ছ কখন বা একেবারেই মিলাইয়া যায়।

ভবভূতির প্রস্রবণ গিরির বর্ণনা এবং পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অয়ম্...সততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণঃ"

উত্তর চরিতম্।

" এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখর দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত।"

সীতার বনবাস।

কখন কখন এমতও ঘটিয়া থাকে যে পর্ব্বত পার্শ্বস্থ উপত্যকা প্রদেশ চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল মেঘাবৃত থাকে অথচ অনতিদুরে শূন্যস্থান পরিষ্কার লক্ষিত হয়। তাহার কারণ এই যে সূর্য্যকিরণে শূন্যস্থান অধিক উষ্ণ হয়। পর্ব্বত পার্শ্বস্থ স্থান লুক্কায়িত ভাবে থাকে সূর্য্যকিরণে তদ্রূপ উষ্ণ হয় না।

পর্ব্বত থাকুক আর নাই থাকুক যদি কোন স্থানে উষ্ণ ও শীতল বায়ুর সংযোগ হয় তথায় মেঘ জন্মিবে। ঊর্দ্ধে উঠিয়া বায়ু দুইভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ উত্তর মুখে ও অপর ভাগ দক্ষিণ মুখে ধাবিত হয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং যে উত্তাপ বায়ুতে থাকে সমকটিবন্ধ মুখে আসিতে আসিতে শীতল (কারণ সমকটিবন্ধ উষ্ণকটিবন্ধ অপেক্ষা শীতল) বায়ুর সংশ্রবে শীতল হয় এবং মেঘ প্রস্তুত হয়। সমকটিবন্ধে পঞ্চদশ সহস্র হইতে বিংশতি সহস্র ফিট্ উচ্চে প্রায়ই মেঘ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দশ সহস্র ফিটের মধ্যেও পূর্ব্বলিখিত রূপে মেঘ জন্মিয়া থাকে। প্রফেসর স্মিথ (Professor Piazri Smith) টেনিরিফ্ পর্ব্বতে (Peak of Teneriff) ৪৫০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে মেঘ দেখেন এবং ঐ মেঘ উত্তর পূর্ব্ব বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে ধাবিত হয়। যখন টেনিরিফ্ পর্ব্বতে বাস করেন

তখন ৪৫০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে মেঘ জন্মিতে দেখেন এবং ঐ মেঘ উত্তর পূর্ব্বমুখে ধাবিত হয়। আবার ঐ পর্ব্বতেই ১৫০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে মেঘ প্রস্তুত হয় ও দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে চালিত হয়। একস্থানে দুই প্রকার মেঘ কি বিচিত্রদর্শন!

এক্ষণে মেঘোৎপত্তির দুই প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথমতঃ বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় সুতরাং তাহার উত্তাপ হ্রাস হওয়ায় তন্মধ্যস্থ বাষ্প পুনরায় জলকণা রূপে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ ঊর্দ্ধেই হউক আর নিম্নেই হউক যদি বায়ু শীতলতর বায়ু সংযোগে অথবা অন্য কোন কারণে শীতল হয় তাহা হইলেও মেঘ জন্মিয়া থাকে।

কল্পনা।

—:০:—

১

ব্যাকুল বাসনা যবে শূন্যময় প্রাণ,
জ্ঞান হয় সংসার শ্মশান ;
ললিত তোমার গীত, শুনি বিমোহিত চিত,
ভয়ার্ত্ত জনেরে কর অভয় প্রদান,
প্রবাসে প্রবাসী হেরে প্রিয়ার বয়ান।

২

বিজনে বান্ধবহীন মুমূর্ষু যখন,
করিলে গো তোমারে স্মরণ ;
সুধামুখে মৃদু হাসি, তখনি উদয় আসি,
শয্যাপাশে বসি তার মুছাও নয়ন,
কারাগারে পশি কর শৃঙ্খল ছেদন।

৩

আঁখিবারি পারাবারে তরঙ্গের মেলা,
আশা তায় একমাত্র ভেলা,
তোমার মধুর বায়, সুখে ভেলা ভেসে যায়,
উন্মত্ত তরঙ্গদলে ক'রে অবহেলা,
নিরানন্দ ভবধামে আনন্দের মেলা।

৪

বিরামদায়িনী নিদ্রা তোমার সঙ্গিনী,
মনোহরা স্বপন রঙ্গিণী ;
মাতৃকোল পরিহরি, বিচিত্র বসন ধরি,
সুপ্ত শিশু হাসে তোমা হেরি হেমাঙ্গিনী,
শান্ত হ'য়ে শুনে তব মধুর কিঙ্কিণী।

৫

দিবানিশি ধরা ঘেরি ভ্রমে গ্রহগণ,
অন্তর না হয় কি কারণ ;
অজ্ঞ নর কি প্রকার, জানিত সে সমাচার,
তুমি না দেখালে সেই অদৃশ্য বন্ধন,
যাহার বিহনে হ'ত বিশ্বের পতন।

৬

তব বলে নভঃস্থলে করি বিচরণ,
হেরি গো অলক্ষ্য গ্রহগণ ;
সৃষ্টি হ'তে যা'র কর, ছুটিতেছে নিরন্তর,
তথাপি ধরণি' পর হয়নি পতন,
জীবনের স্রোত চন্দ্রে করি গো শ্রবণ।

৭

হিমাদ্রি শিখরে শুনি ত্রিদিব বাদন,
নিতম্বিনী অপ্সরি নর্ত্তন ;
দিবানিশি ভূতগণ, শূন্যে করে বিচরণ,
সূক্ষ্ম দেহ স্থূল চক্ষু অতীত দর্শন ;
কে দেখিত,কৃপাময়ি, না দিলে লোচন !

৮

সৃজিয়ে অপূর্ব্ব রেখা বিজ্ঞান জননী,
ভেদিয়াছ এ জড় ধরণী ;
কৌতুক দেখিল নরে, সেই মায়া রেখা'পরে,
অচলা সচলা হ'য়ে চলিল অমনি,
অকস্মাৎ গতিহীন হ'ল দিনমণি।

৯

প্রশান্ত সাগর মহাকালের দর্পণ,
হেরি তায় কালের বদন ;
বিশ্বসীমা অবসান, পরমাণু ঘূর্ণ্যমান,
নিত্য নব বিশ্ব মহাকালের গঠন ;
তব সঙ্গে হেরে রঙ্গে মানব নয়ন।

১০

অসীম অনন্ত স্থান ব্যাপি আয়তন,
তমগর্ভে অর্ণব যখন,
ফুটে নব দিনকর, গ্রহ, তারা, শশধর,
ক্রমে জলে ভেসে উঠে অন্য ভূতগণ,
মধুর লহরী কহ কথা পুরাতন।

১১

অনন্ত অশান্ত শক্তি বিহরে লীলায়,
নিমগন পুরুষ নিদ্রায়,
লজ্জা পরিহরি সতী, বিকট অতীত রতি,
অগণন ব্রহ্মডিম্ব টুটে আশঙ্কায়,
বিশ্ব অণু পরমাণু বিশ্বরূপে ধায়।

১২

কুহুকিনী কামদৃশ্য কর বিরচন,
গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে সম্মিলন,
জলে উঠে ভীমকায়, দশন ধরণী গায়,
বিমল শ্যামল কান্তি কুসুম ভূষণ,
চন্দ্রচূড় ভালে শিশু চন্দ্রমা কিরণ।

১৩

হেরি ভয়ঙ্করী পুরী নাহি বয় বায়,
ছায়াকায়া ছায়া পুনরায়,
শূন্য পূর্ণ ছায়াদেহ, আছে বা না আছে কেহ,
এই এই, এই নেই, কোথায় মিশায়,
তমসা গোধূলি আল জড় জড়িমায়।—

১৪

মমতা বর্জ্জিত স্থান শ্মশানের প্রায়,
গণ্ডগোল কি যেন কোথায়,
বহে বিলাপের রোল, শুন পুন নাহি গোল,
নৈরাশ বিকট হাস লক্ষ্য শূন্য চায়,
শঙ্কায় 'তঙ্কিত মতি স্পিরীহা পালায়।

১৫

উজ্জ্বল বিমল ইন্দ্রধনুর গঠন,
নব নীল নলিনী আসন,
হেমকান্তি শান্তরবি, ছানিত কিরণ ছবি,
উজ্জ্বল-কিরণ-দেহী আনন্দে মগন,
জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী নিত্য জ্যোতি নিকেতন।—

১৬

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কত জীবন নির্ঝর,
বয়ে যায় করুণা লহর,
কলনাদে কল্লোলিনী, আশা হেম বিহঙ্গিনী,
না পালায় সুখে গায় তীরে তরু'পর ;
দোলে প্রেমামৃত পূর্ণ ফল মনোহর।

১৭

সুখে ভাসি পুন আসি পরশে মেদিনী,
উপবন মানস মোহিনী,
বিকচ বসন্ততনু, মদন লইয়া ধনু,
কোকিল কুহরে, শশি হাসায় যামিনী,
কুমুদকুন্তলা সরঃ সোহাগে মোদিনী।

১৮

নগনা ললনা রাগরঞ্জিত বদন,
ঢুলু ঢুলু আবেশে নয়ন,
চলিতে নিতম্ব হেলে, পবন কুন্তলে খেলে,
অধরে ঈষৎ হাসি কলিকাদশন,
পত্র ভেদি চন্দ্র করে বদন চুম্বন।

১৯

মানব হৃদয় স্থল বিশাল ভুবন,
তথা তব গমনাগমন,
তোমার প্রসাদে কবি, চিত্রে সে বিচিত্র ছবি,
কোথা মরুভূমি কোথা রম্য উপবন,
আলোক উজ্জ্বল কোথা তিমির ভীষণ।

২০

প্রবন আসন ফুল্ল কান্তি কিসলয়,
সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা পক্ষ দ্বয়,
পীযূষ পূরিত স্বর, আঁখিবারি ঝর ঝর,
নিয়ত আপন ভাবে মগন হৃদয়,
যেদিকে ফিরায় আঁখি সেই মধুময়।

২১

হৃদয়ে সতত উচ্চ ভাবের উচ্ছ্বাস,
জ্যোতির্ম্ময় বদন বিকাশ,
শান্তমূর্ত্তি শিলাসন, নিমীলিত দুনয়ন,
করে কর, ঊর্দ্ধমুখ বর্জ্জিত বিলাস,
বক্ষে বহে অশ্রুধারা গদ গদ ভাষ।

২২

এলোকেশী মুখে হাসি জীর্ণ পত্রাসনা,
নিম্ন দৃষ্টি প্রসন্ন নয়না,
মৃগশিশু ফুল্ল মনে, কোলে শু'য়ে সিংহসনে,
অন্ন করে বীণাস্বরে ক্ষরে মধুকণা,
কমলা কনক কান্তি বল্কল বসনা।

২৩

সিংহাসনে শুভ্র জ্যোতি বিশদ বসন,
যেন শ্বেত প্রস্তর গঠন,
অন্তর্ভেদী দুনয়নে, সম দৃষ্টি সর্ব্বজনে,
অলঙ্কার নাহি ভাসে ভালে স্বর্ণ ঘন,
গম্ভীর বদন তবু নয়ন রঞ্জন।

(ক্রমশঃ)

পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২য় প্রকরণের মীমাংসা।

দ্বিতীয় প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে "সুখকর পদার্থের উপার্জ্জন ও তাহার উপভোগ এ উভয়েই শ্রমের আবশ্যক"। পূর্ব্বপ্রকরণের মীমাংসায় সংস্থাপিত হইয়াছে, শ্রম না করিলে মনুষ্যের গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ ঘটনা হয়না। বর্ত্তমান প্রকরণের "সুখকর পদার্থ" পদ দ্বারা সেই প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদন আমার বক্তব্য বস্তু নহে। সপরিবারে আপনার জীবন ধারণার্থে যাহা আবশ্যক হয় তদধিক পরিমাণের সম্পত্তি ও শাস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পাদি বিদ্যা এবং সামাজিক সম্মান, সুখকর পদে এই সমস্তই আমার মন্তব্য। ইহারা যে ইহলৌকিক সুখের আকর তাহা সামান্য সরল বুদ্ধিতেই সংগৃহীত হইতে পারে সুতরাং প্রত্যক্ষানুভূত বিষয় তর্কদ্বারা আলোড়িত করার আবশ্যক নাই। কারণবশতঃ বিষয় যে বিষরূপী হয় তাহা বিষয়ের ধর্ম্ম নহে, বিষয়ের বিকার বটে; সুতরাং তদলোচনা প্রবন্ধের সীমাতীত। বিনা শ্রমে যে ঐ সুখকর কোন বস্তু অর্জ্জন করা যায় না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কেহ যাবজ্জীবন শ্রম করিয়া তৎসমুদয় অর্জনে কৃতকার্য্য হয়না, কেহবা অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে সৌভাগ্যশালী হয়; ইহা সত্য বটে; কিন্তু রীতিমত যত্নে কেহ কিছুমাত্রই অর্জন করিতে পারে নাই, এরূপ উদাহরণ প্রায় দৃশ্য হয়না। যাহা দৃশ্য হয় অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ বিশেষ কারণ বিবৃত হইতে পারে: যথা কোন ব্যক্তি অর্থার্জ্জনার্থে যথোচিত শ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু সে অমিত ব্যয়শীল অথবা তাহার বিপুল পরিবার, সুতরাং কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারে না। কেহ শাস্ত্রবিদ্যার্জন মানসে সমধিক শ্রম করিতে ত্রুটি করেনা কিন্তু তথাচ তাহার পাণ্ডিত্য লাভ হয়না; কিরূপে পাঠ করিতে হয়, হেয় হইতে কিরূপে উপাদেয় বিযুক্ত করিয়া লইতে হয়, কিরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়, কিরূপে সংশয় ভঞ্জন করিতে হয়, অধীত বিষয় কিরূপে স্মৃতি সংগত রাখিতে হয়, বোধ করি এ সমস্ত উপায় সে ব্যক্তি জ্ঞাত নহে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ার্জন কার্য্যে ব্যতিক্রম থাকিতে পারে; সে সমস্ত ব্যতিক্রম অন্যে দেখিতে না পাইলেও বিচক্ষণ চক্ষে লক্ষিত হইতে পারে। অতএব রীতিমত নির্দ্দোষ যত্নে যে তৎসমুদয় অর্জিত হয় না, ইহা অলসোক্ত মীমাংসা। ব্যতিক্রমহীন শ্রমে তৎসমুদয় অর্জিত

হয়, যাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন, তন্মধ্যেও অনেকের এইরূপ সংস্কার যে সামান্যতঃ শ্রম দ্বারা যাহা অর্জন করিতে হয়, ভাগ্য কটাক্ষ করিলে তাহা শতগুণে বিনাশ্রমে আয়ত্ব হইতে পারে। দার্শনিকের ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে হইলে দৈব পুরস্কার সম্বন্ধীয় তাঁহাদিগের চিরন্তন কলহে লিপ্ত হইতে হয়, এস্থলে তাহার আবশ্যক নাই। প্রত্যক্ষ সাংসারিক ঘটনা আমরা এ যাবৎ প্রমাণরূপে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে অনুমেয় তর্কের প্রতি নির্ভর করা উচিত নহে। কেহ কেহ সমুচিত শ্রমের অভাবাস্তে অন্যের অনুগ্রহ বশতঃ ধনবান হইয়া উঠে, কেহবা কেবল জন্ম দ্বারা অর্থাৎ ধনীর সন্তান হইয়া জন্মিয়াই বিপুল সম্পত্তির অধিপতি হয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের প্রস্তাবিত অভিপ্রায় খণ্ডিত হইতেছে না, দান বা উত্তরাধিকারী সূত্রে অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেও মূলে সে সম্পত্তি যে কোন জনের শ্রম দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে কিছুই সংশয় নাই। শ্রম ও অদৃষ্ট ইহার মধ্যে শ্রমের ফল চিরপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্টের উদাহরণ অতি বিরল; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই শ্রমকে ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিবেন না। শব্দার্থ বিচার করিলেও ইহার প্রতি কাহারও ভক্তির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহা দৃষ্ট হয়না তাহার নামই অদৃষ্ট, অর্থাৎ অচিন্তিত কোন ঘটনা যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইয়া উপস্থিত হয় তাহাই অদৃষ্ট, তাহা স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুকূল হইলে, শুভাদৃষ্ট, প্রতিকূল হইলে, দুরদৃষ্ট নাম প্রাপ্ত হয়: অতএব যাহা উপস্থিতির নিশ্চিতত্ব নাই, ও শুভ বা অশুভ কি ভাবে উপস্থিত হইবে তাহাও জানা যায় না, এরূপ অনিশ্চিতপ্রকৃতি অতিথির প্রতীক্ষায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিরবাধ্য শ্রমমিত্রের বিরুদ্ধে দ্বার রোধ করিতে পারেন? বিশেষতঃ শ্রম পরায়ণ ব্যক্তিকে অদৃষ্ট অনুগ্রহ করেন না এরূপ সংস্কার বোধ করি কাহারই নাই কখন কখন শ্রম বিহীনের গৃহেও আগত হইয়া থাকেন তাহার মহিমায় ঘোষণা এইরূপ মাত্র অতএব এরূপ স্থলে অদৃষ্টের অনুগ্রহের আশা যাহার আছে তাহার পক্ষে ও শ্রমাবলম্বনের কোন ব্যাঘাৎ নাই: যে হেতু উদ্দেশ্য বিষয়ের সাধনার্থে শ্রম করিতে করিতে শুভভাবাপন্ন অদৃষ্টের সহিত সমাগম লাভ হয় পরমসুখের বিষয়। শ্রম ও অদৃষ্ট উভয়ে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে, বৎসরের কার্য্য দিবসে সমাধা হইবে; শুভভাবাপন্ন অদৃষ্টের সহিত সমাগম হয়, শ্রম তাহার সহিত সমর করিবে, তাহাতে একান্তই তাহাকে জয় করা না যায়, দুর্ব্বল করা যাইতে পারে; অনেক স্থলে অবশেষে সন্ধি সম্বন্ধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আমাদিগের প্রাচীন নীতি শাস্ত্র কর্ত্তারাও শ্রমের ঐরূপ ঔৎকর্ষ্য বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যথা:—

"উদ্‌যোগীন পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা যত্নে
কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষাঃ" ॥
হিতোপদেশ।

উদ্যমে নহি সিধ্যন্তি কর্য্যানি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিসন্তি মুখে মৃগাঃ ॥
হিতোপদেশ।

কিন্তু তথাচ এদেশে বর্ত্তমানকালে দৈবপরায়ণগণের সংখ্যা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত দৃষ্ট হয়। অনেকেই অনেকানেক ঘটনায় দৈবকে তিরস্কার করিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যাহাকে দৈব বলে তাহা বোধগম্য হইলে সেরূপ আত্ম নির্দ্দোষিতায় আর সন্তোষ লাভ করা যায় না। যথা :——

"পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈব মিতি কথ্যতে
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিত" ॥
হিতোপদেশ।

আমার বিবেচনায় এই কবিতার প্রথম চরণের "পূর্ব্বজন্ম" স্থলে "পূর্ব্ব পূর্ব্ব" শব্দ বিন্যস্ত হইলে অর্থ আরও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে। বাল্যের কার্য্য, যৌবনের দৈব ; যৌবনের কার্য্য,বার্দ্ধক্যের দৈব ; এমন কি অদ্য যে কার্য্য করিতেছি আমার পক্ষে আগামী কল্য তাহাই দৈব হইয়া অত্যল্প ফল বিতরণ করিবে।

উপরোক্ত মহা নীতি গ্রন্থের সন্ধি খণ্ডে কিরূপ অনায়াসে পরাজিত হয় তাহার বর্ণনার মধ্যে দৈবপরায়ণ ব্যক্তিও গণিত হইয়াছেন এবং তাহার হেয়ত্ব নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে।
"সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈব মেবহি কারণং।
ইতি দৈবপরোধ্যায়ত্যাত্মানমপি চেষ্টতে'।
হিতোপদেশ।

আমাদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্রও এইরূপ দৈবপরায়ণতা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিতেছে ; কিন্তু স্বরূপতঃ উক্ত শাস্ত্রের মূলাভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলে, তদ্রূপ কুসংস্কার তিরোহিত হইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমাদিগের পৃথিবীর ও শরীরের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইহা তিথি বিশেষে সমুদ্র জলের ও শারীরিক রোগ বিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা বলবৎ রূপে প্রতীত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি গগনস্থ গ্রহগণের সহিত নর শরীরেরও সংস্রব থাকিতে পারে। জন্মকালীন ঐ গ্রহ সকলের বিশেষ বিশেষ সংস্থান বশতঃ প্রতিব্যক্তির শরীর বিশেষ বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থাকে সামান্যতঃ ধাতু বলা যাইয়া থাকে। সময় বিশেষে ঐসকল গ্রহের ভিন্ন প্রকার সংস্থান বশতঃ শরীর ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ধাতুগত উষ্ণতার পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য অপটুতা আলস্য বা রোগ বিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে এবং শরীর মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে তৎগতিকে বুদ্ধির ব্যতিক্রমও ঘটনা হওয়া অসম্ভাব্য নহে। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে শুভাশুভরূপে গ্রহ সঞ্চার হওয়ার ইহাই তাৎপর্য্য বোধ হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক শরীর যন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ভাবী রোগের সম্ভাবনা যেরূপ নিয়মে অনুমান করেন, জ্যোতির্ব্বিৎ ব্যক্তিও

যে বর্ত্তমান গ্রহ সংস্থানের সহিত জন্ম কালীন গ্রহ সংস্থান মিলন করিয়া যে ভাবী শুভ শুভের অনুমান করেন, তাহা ও তদ্রূপ নিয়মানুসারী, নচেৎ তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৈব অর্থাৎ ঈশ্বরের কার্য্য নহে। যেরূপ অগ্রিম বা রোগোদয় কালীন চিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রতিকার সাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অগ্রিম মন্দ গ্রহোদয় কালীন সাবধান ও সতর্কতা দ্বারা তজ্জনিত বিপত্তিরও প্রতিবিধান হইতে পারে। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের ব্যবহার পোষকতায় পূর্ব্বোক্ত পংক্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হয়না। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য গ্রহের সহিত নর শরীরের সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা আছে কি না অগ্রে সন্ধান করা উচিত। অস্মদ্দেশীয় আধুনিক জ্যোতির্ব্বিৎগণেরা পরীক্ষা পরাঙ্মুখ সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা ইহার নিরূপণ আশাতীত। সে যাহাহউক, আমি ভরসা করি, তুমি কখনই অদৃষ্ট দৈব বা গ্রহগণের নিন্দায় নিরত হইবে না, আপনার সমুদয় শুভাশুভ ঘটনার কারণ আপনার কার্য্যে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

শ্রমের উপকারিতা দর্শাইতে দৈব পুরুষকারের আলোচনা করা অনধিকার চর্চ্চা নহে, ইহা অনায়াসেই বোধগম্য করিতে পারিবে। আমি এতৎদ্বারা এরূপ প্রমাণ করিতে উদ্যত নহি যে বিশ্বকার্য্যে বিশ্বরাজের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই, আমরা শ্রম দ্বারা সকল কার্য্য সংসাধিত করিতে পারি। সকল কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছা ও শাসনাধীনে নিষ্পন্ন হইতেছে কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রতি কার্য্যেরই পৃথক পৃথক কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রভূত শক্তির বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ পদার্থে অর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কাষ্ঠকে বিধাতাই দগ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু তৎকার্য্যে অগ্নিই তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তির সংস্থান দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎকার্য্যের কারণ বলিয়া অগ্নিকেই গণনা করিয়া থাকি। যাহা সম্প্রতি বর্ণিত হইল তদ্দ্বারা তোমার যেন আধার এরূপ সংস্কার উদয় না হয় যে বিধাতা পদার্থ বিশেষকে বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করিয়া সমুদয় কার্য্যের ভার তাহাদিগের প্রতি অর্পণ মতে স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। এরূপ সংস্কারও ভ্রমাত্মক;—নৃপতির বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অনেকানেক অধিকৃত থাকে, তিনি তৎগতিকে নিষ্কর্ম্ম হইয়া থাকিতে পারেন না, তাহাদিগের অনবধান, অমনোযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় পদের কার্য্যে ও নিয়মে নিযুক্ত রাখিতে হয়। অতএব যাহারা কহে বিধাতা বিধানাবলি বিরচন মতে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন তাহাদিগের মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে ব্যবস্থা থাকিলেই প্রাড্বিবাকের আবশ্যক হয়। উপনিষদোক্ত

এতৎবাক্য সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত "ভয়াদগ্নি স্তপতি ভয়াস্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাধতি পঞ্চম।"

প্রয়োজনাধিক সম্পত্তি, শাস্ত্র সাহিত্য শিল্পাদি বিদ্যাপাটব ও সামাজিক সম্মান এসকলই যে শ্রমের ফল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ অর্থাৎ শ্রম ব্যতীত অন্য উপায়ে তৎ সমুদয় লাভ করে তাহাদিগের সংখ্যা অল্প, তদ্রূপে অয়াত্ব হয় বলিয়া তাহারা যে শ্রম সম্ভূত নহে ইহা বলা যায় না। এক্ষণে আলোচ্য প্রকরণের অপরাংশের অর্থাৎ শ্রম ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত সুখকর পদার্থ সকল উপভোগ করা যায় কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। অনুমান কর কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দান দ্বারা অথবা পিতার পরলোক গমনে বিপুল সম্পত্তির স্বামী হইয়াছে, বিনাশ্রমে ঐ সম্পত্তি কথিত ব্যক্তি উপভোগ করিতে পারে কি না ইহাই বিবেচ্য। উপভোগ কাহাকে বলে তাহা নিরূপণ করা উচিত।

দুইজন ব্যক্তির দুটী উত্তম অশ্বের স্বামী একজন প্রতিদিন প্রাতে তাহার অশ্বকে অপরিমিত শ্রমে অবসন্ন করিত, অশ্বকে উপযুক্ত আহার বা বিশ্রাম করিতে না দেওয়ায় সে সত্বর নিহত হইল; অন্যের অশ্ব প্রয়োজনানুসারে প্রভুকে ইতস্ততঃ বহন করিয়া বেড়ায়, উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম করিতে পায়, সুতরাং এক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্ট কলেবরে জীবিত রহিয়াছে। এউভয়ের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি উপভোগকারী কে? শেষোক্ত জন তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। অতএব সম্পত্তির রক্ষা বিধান মতে তাহা হইতে উপকার লাভ করাকে উপভোগ বলা যায়, নচেৎ সম্পত্তি ধ্বংস করার নাম উপভোগ নহে; রক্ষা বিধানকে যদি উপভোগের অর্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইল তবে উপভোগ যে শ্রমসাধ্য তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না: যেহেতু অর্জন অপেক্ষা সম্পত্তির রক্ষায় ন্যূন শ্রমের আবশ্যক হয় না। এই কারণ বশতই দেখা যায় যে যাহারা স্বীয় স্বীয় শ্রম দ্বারা সম্পত্তি অর্জন করে, তাহাদিগের হস্তে প্রায় বিষয় বিনষ্ট হয় না; তাহার কারণ কেবল পূর্ব্ববিধি তাহাদিগের শ্রমকারিতার অভ্যাস। কিন্তু তাহাদিগের সন্ততিগণ যদি তদভ্যাস বিশিষ্ট না হয় তবে অচিরে সেই বিভব অনাবরিত আধারের কর্পূরের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যায় লক্ষ্য করা যায় না। শ্রমাভ্যাসহীন ধনী সন্তানেরা হয় একবারে কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়ে অথবা এরূপ কর্ম্মে ব্যস্ত হয় যাহার নাম অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম এবং এ বিবিধ অবস্থাই আলস্যের ত্রিবিধ ভাবমাত্র। তোমার পরিচিত বর্গের মধ্যে কত ধনী সন্তান অতুল পৈতৃক বিভবে বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষাবলম্বনে বা ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়া দিন যাপন করিতেছে দেখিতে পাইবে। আলস্য দ্বারা কেবল কোন কোন ধনী সন্তানই সর্ব্বস্বান্ত হয় এরূপ নহে, এই আলস্য হইতে রাজকীয় ব্যাপার সংক্রান্ত রাজ্যময় মহা মহা পরিবর্ত্তন সমূহ সমুদ্ভূত হয়। মোগল সাম্রাজ্য নিপাত করিয়া হিন্দুস্থানে ইংরাজ

রাজত্ব কে স্থাপন করিল? আলস মোগল বংশীয়েরা পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত প্রচুর বিভব বিনাশ্রমে লাভ করিয়া আলস্য বশতাপন্ন হইয়াই রাজ্যচ্যুত হইলেন, নচেৎ ধন বা সৈন্যের অভাবে মোগল রাজ্যের পতন হয় নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত ধনী সন্তান ও ইহারা এক জাতীয় উদাহরণ বটে। শিল্প বা শাস্ত্র-বিদ্যা অথবা সামাজিক সম্মান, ইহাও শ্রমের দ্বারা রক্ষা করিতে হয়, রক্ষার প্রতি যত্ন না করিলে ইহারাও সত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। বিদ্যা বিষয়ে যদিও অমিত ব্যয় দ্বারা সম্পত্তি ক্ষয় হয়না সত্য, তথাচ আলস্য বশতই লোকে তদুপকার লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র শিল্প পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ঔৎকর্ষ্যের গর্বে সাধারণ সমাজের প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রকাশ কর, তৎগতিকে এবং গুণের চিরসহচরী হিংসার প্রভাবে সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দও তাহাদিগের বিদ্বেষী হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় ঔৎ-কর্ষ্যের গরিমায় ব্যবহার বিষয়ে লোক নিন্দার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখেন না, লোকেরাও হিংসাবশতঃ ও তাহাদিগের গর্ব্বের তাহাদের প্রশোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম গুলিকেও বৃহৎ আয়তন করিয়া তুলে। এইরূপে পণ্ডিত ও সাধারণ ব্যক্তি বৃন্দের মধ্যে একটি স্থায়ী কলহের সঞ্চার হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সাধারণ দয়ায় বঞ্চিত হইয়া কালকলুষিত লোকবৃন্দ অজ্ঞ ইত্যাদি বিরক্তি ব্যঞ্জক বাক্যে বিলাপ করিয়া হতাশ মনে স্বীয় বিদ্যা সম্পত্তির যথোচিত চালনায় বিরত হইয়া নিতান্ত দৈন্য দশায় জীবনাতিপাত করিয়া থাকেন বিদ্যা সম্পত্তির উপভোগ করা অর্থাৎ তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হওয়া প্রায় তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটনা হয়না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ উদাহরণ দেখিয়া এবং বোধ করি স্বীয় অবস্থার পর্য্যালোচনায় ক্ষিপ্ন হইয়া কোন কবি বিধাতার অবিবেচনার কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে পণ্ডিতের দারিদ্র্য দশাকেও গণনা করিয়াছেন এবং সামান্যতঃ লোকসংস্কারও তদনুকূল বটে। কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে তাঁহাদগের দুরবস্থার কারণ বিধা-তার অবিবেচনাও নহে অথবা কেবলমাত্র সাধারণ জনবৃন্দের অপরাধ জন্যও নহে। পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের অকপট সৌহার্দ্দের দৃষ্টান্ত যে অতি বিরল, ইহার কারণ কি? এস্থানে অজ্ঞতাকে কারণ বলা যায়না। বিদ্যার আনুসঙ্গীক গর্ব্বাদি-দোষরহিত কোন কোন পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিশ্বস্ত হওয়া যায় যে বিধাতাও তাঁহাদিগের বৈরী নহেন এবং মনুষ্যেরাও উপকার প্রাপ্ত হইলে উচিত মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনিচ্ছুক নহে। পণ্ডিতেরা কেবল স্বীয় স্বীয় বিদ্যার গরিমায় মত্ত না হইয়া শ্রম দ্বারা তাহা জনপুঞ্জের ব্যবহারে পরিণত করিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন, অতএব প্রকারান্তরে শ্রমের অভাব যে তাহাদিগের উপভোগের অভাবের কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা বিদ্যার্জ্জনের শ্রমেই ক্লান্ত

হইয়া পড়েন, আর শ্রম করিবার শক্তি থাকেনা, তাহাদিগের মনের অভিপ্রায় এইরূপ বিদ্যার অর্জন শ্রম বশতঃ লোকে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক কিন্তু এরূপ আশা অন্যায়ঃ যেহেতু একের বিদ্যার্জনে সাধারণের কি উপকার, যাবৎ সে বিদ্যার কোন ফল সাধারণে প্রাপ্ত না হয়।

সঞ্চিত সুখকর পদার্থ সমূহের রক্ষা বিধানের শ্রম অনেক কৌশলে এরূপ খর্ব্ব করা যাইতে পারে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার পরিমাণ এতাদৃশ অল্প যে তাহা আহরণকারীর তুলনায় শ্রম বলিয়া গণিত হয়না। তাহা না হউক তথাচ উপভোগ বা সুখকর পদার্থ হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতে হইলে শ্রমের আবশ্যক। প্রচুর সম্পত্তিশালী ও কৃষির কায়িক অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসংশয়ে হৃদয়স্থ হইবে। কৃষির অন্ন অতি সামান্য, উপকরণ জঘন্য ও ক্ষুদ্র, কিন্তু অবলোকন কর সে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে কিরূপ আস্বাদের সহিত আহার করিয়া শ্রমে প্রবৃত্ত হইল। এক্ষণে ধনীর আহারাগারে প্রবিষ্ট হও, দেখ সংসারের সমুদয় উপাদেয় সংগৃহীত হইয়াছে, দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে এরূপ আয়োজনে কতজন সূপকারের শ্রমের আবশ্যক হইয়াছে, আহার হইতে কিরূপ গ্রেলোজ্জ্বলীর সৌরভ সঞ্চারিত হইতেছে, তুমি মনে করিতেছ এসমস্ত যাহার আহারের আয়োজন, সে ব্যক্তি পুণ্যশালী. কি ভাগ্যবান। কিয়ৎ-কাল পরে উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী একটী পাণ্ডুরবর্ণ পুরুষ আসিয়া আহারাসনে উপবিষ্ট হইলেন, সে কৃষির শরীরেরসহিত ইহার শরীরের বিস্তর বিভিন্নতা, ইহায় শরীর সেরূপ সুবলিত ও পুষ্ট নহে, শরীর ক্ষীণ তথাচ পেশীগুলি অস্থি হইতে স্থানে স্থানে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। অগ্নি উত্তেজনার্থে অগ্রে ঔষধি সেবন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন; পার্শ্বে ভৃত্য ব্যজন চালন করিতেছে, সূপকারদল বিকম্পিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আসনস্থ পুরুষ অঙ্গুলি দ্বারা একটী উপাদেয় তুলিয়া রসনাযুক্ত করিয়াই মুখবঙ্কিম করিলেন—কিছুমাত্র আস্বাদ নাই অপর পাত্র স্পর্শ করিলেন নিতান্ত তিক্ত একে একে সকলগুলি পাত্রেই একবার হস্তার্পিত হইল কিন্তু কোনটি ছুইবার নহে যেহেতু একটিও রুচক নহে অবশেষে সূপকারগণকে ভর্ৎসনা আরম্ভ হইল তাহারা হতাশায় নিরবে পরস্পরের বদনাবলোকন করিতে লাগিল। এরূপ ঘটনা দর্শনে বোধ করি তুমিও বিস্ময়াভিভূত হইয়াছ। হায় ধনীর গৃহের বিস্ময়জনক অনেক রহস্য অনেক আছে বিদিত হইতে হইবে। পুরুষ আহারাসন হইতে উঠিয়া এরূপ ধীরে ধীরে শয়নাগারে গমন করিলেন যে তুমি তদ্দর্শনে মনে করিতে পার তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুদিন উপবাসী ছিলেন, তাহা নহে, ইনি প্রতিদিন এই রূপই আহার করিয়া থাকেন। শয়নাগারে কোমল পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন, কিঙ্করী তাম্বূল প্রদান করিল, অকাল

আগত দন্তরোগ বশতঃ প্রকৃতরূপে চর্ব্বন করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ আলোড়িত করিতেছেন মাত্র। সুবর্ণাভরণ ভূষিতা তাঁহার বনিতাও গৃহে আগতা হইয়া পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার শরীরেই বা কি অবস্থা! শরীর চালন অভাবে পেশীর শিথিলতাই তাঁহার কোমলাঙ্গী নামের কারণমাত্র, মুখমণ্ডলের পূর্ণতা নাই, নিভাহীন নয়ন যুগল নিমগ্ন প্রায় ধাত্রী শিশু সন্তানটী লইয়া আগারে আগত হইল. তাহার অনিবার রোদন, মন্দাগ্নি পীড়া কিছুতেই আরোগ্য হয় না। কিয়ৎক্ষণ পরে ধনী পুরুষ শায়ীত হইয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন—কখন উত্থান, কখন তীর্যকশায়ী—কিছুতেই নিদ্রার আকর্ষণ হয় না। অনুভব করিতেছেন শয্যায় পাংশু রহিয়াছে—বিরক্তভাবে উঠিয়া উপবিষ্ট হইলেন কিঙ্করী শর্য্যা সংশোধন করিয়া দিল—পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন পুনর্ব্বার কেবল সেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের অবস্থা। তাঁহার কোমলাঙ্গী মহিলাও তিন দিবস যাবৎ তাঁহার নিদ্রা না হওয়ার কারণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনী পুরুষ কিয়ৎ কালান্তে—হায় ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে—শূন্যোদর স্ফীত হইল, উদ্গার তুলিয়া উদর বাদিত করিয়া কহিলেন উদরস্ফীত হইয়াছে। উদরস্ফীত হইতে লাগিল দেখিতে দেখিতে স্থূল হইয়া উঠিল—প্রাণ যায়! পরিজনবর্গ সমবেত হইল আগার পরিপূর্ণ—বাটীতে তুমুল কোলাহল। ইতিমধ্যে বৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্যের বিদ্যাও বিলক্ষণ! উদর পরীক্ষা করিয়া কহিলেন গুরু ভোজন বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। ধনী ব্যক্তি কাতর স্বরে কহিতেছেন—আর বাঁচিলামনা এত বিভব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল ভাবিয়া মহা কষ্ট হইতেছে কেবল তাহা নহে অনেকানেক পূর্ব্বকৃত কার্য্য যাহা সুস্থ অবস্থায় প্রায় হৃদয়স্থ হয় না অথবা হৃদয়স্থ হইলে অধিক ক্ষণ স্থান পায় না এক্ষণে তাহার মনে উদয় হইয়া মহা মহা ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ভাব দেখিয়া চারিজন ব'সে রোদন আরম্ভ হইল। আরোগ্য কামনায় নানা দেবতাকে পূজা মানসিক করা হইতেছে—সকলি বিফল। বৈদ্য ইতস্তত বিবেচনা করিয়া বমনজনক ভেষজ প্রয়োগ করিলেন। মহাকষ্টে বমনারম্ভ হইল—বমনের যন্ত্রণায় এক এক বার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতে লাগিল বন্ধুবর্গে সকলেই রোরুদ্যমান—বৈদ্য সকলকেই আশ্বাস দান করিতেছেন। উদরস্থ সঞ্চিত বিবিধ বর্ণের রসের সহিত যে দ্বাদশটী অন্ন আহার করিয়াছিলেন তাহারা একে২ আসিয়া উপস্থিত হইল—উদরে আর কিছুই নাই সূতিকার দুগ্ধ পর্য্যন্ত আকর্শিত হইয়াছে, তথাচ ঔষধের বেগ নিরস্ত হইতেছে না—অন্ত্রগুলিকে নিষ্ক্রান্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে, কষ্টের আর সীমা নাই—পীড়া অপেক্ষা ঔষধের পীড়ন অধিক হইয়া উঠিল। বৈদ্য কহিলেন নিদ্রা যাউন নচেৎ শরীর সুস্থ হইবে না।

কিন্তু বিবেচনা নাই যদি নিদ্রা সহজে হইবার হইত, তবে তাহাকে আবাহন করিবার আবশ্যক ছিলনা। বৈদ্য রাজ অবশেষে মাদক ঔষধি প্রদান করি লেন, পান করিয়া কিয়ৎ বিলম্বে রোগী মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবশ হইয়া পড়িলেন, নিশ্বাস না থাকিলে মৃতের ন্যায়ও বলা যাইত। বাটীর কোলাহলও নিবৃত্ত হইল। এক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে তুমি পুনর্ব্বার সেই কৃষির কুটিরে গমন কর। শ্রান্ত কৃষি প্রত্যাগত হইয়া কার্য্য যন্ত্র নিক্ষেপ করিল, তাহার বনিতা পুর্ব্ববৎ কদন্ন ও সামান্য ব্যঞ্জন সম্মুখে উপস্থিত করিল—পুনর্ব্বার সেই সুরুচির প্রচুর আহার! মহা কোলাহলে তাহার সন্তানগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ভোজন করিল—দৈনন্দিন কার্য্যের কথোপকথনান্তে কুটীরের এক প্রান্ত হইতে তৃণচয় নিক্রান্ত করিয়া বিস্তার মতে শয্যাপ্রস্তুত হইল সপরিবারে তদুপরি ইতস্ততঃশয়ন করিবামাত্র নিদ্রাদেবী আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কেবল নাসাগর্জ্জন মাত্র আর কিছুই শ্রুত হয়না, সর্ব্বাঙ্গে মশক আসিয়া উপবিষ্ট হইতেছেন কিন্তু তাঁহারা কে কি করিতেছেন কিছুরই সন্ধান নাই।

অতএব তুমি এ উভয়ের মধ্যে কাহাকে পুণ্যশালী বলিয়া এক্ষণে বোধ করিতেছ। ধনি ও কৃষির এই বর্ণনায় উপভোগার্থে শ্রম কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে তদ্ভিন্ন ভাবিয়া দেখিলে আর একটি উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। কাহারও বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সুখী জ্ঞান করা উচিত নহে। ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগৃহীত থাকিলেই প্রাসাদ হয়না, বিভব বিদ্যাদি উপকরণ থাকিলেই সুখ হয়না। ক্লীবের গৃহস্থিতা তাহার সুন্দরী মহিলার বিবেচনায় বুঝিতে পারিবে স্বামিত্ব ও সম্ভোগ সতত্তই একস্থান স্থায়ী নহে।

তুমি মনে করিতে পার ধনীর এতাদৃশ দুরবস্থার বর্ণনা কল্পনা সম্ভূত মাত্র, কার্য্যত ত দৃশ নহে। তুমি অস্মদ্দেশস্থ অনেক প্রাচীনগণের প্রমুখাৎ অবগত হইতে পারিবে বর্দ্ধমানের কোন পুর্ব্বতন রাজা যে দিবস একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের একংশ সমুদয় ভোজন করিতেন সে দিবস রাজবাটীতে নহবৎ বাদ্য ও দান বিতরনাদি মহোৎসব হইত। ইহা অবগত হইয়া তুমি আমার বর্ণনা কখনই অত্যুক্তি দোষ দুষ্ট বলিতে পারিবেনা। সম্প্রতিও অনেক ধনির জীবন যন্ত্রণা বিচার করিয়া দেখিলে তুমি তাদৃশ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমরা তাহাদিগের প্রতিবিম্বিত পরিচ্ছদ—বেগগামী শকট, বহুসংখ্যক দাস-দাসী দেখিয়াই তাহাকে সুখী বলিয়া নিরস্ত হই, আর অনুসন্ধান করিনা, এবং তদ্ধেতু তাহাদিগের দুঃখরাশিকে দেখিতে পাই না। বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে অর্শ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি কতিপয় রোগ এ দেশের কেবল উচ্চশ্রেণিরই রোগ, ইহার কারণ কি? কেবল শ্রমের অভাব; ঐ সকল রোগে কতশত ধনী দেখিতে পাইবে অকালে কালালয়ে যাত্রা করি-

তেছে তথাচ তাহাদিগের চৈতন্য হয় না। অস্মদ্দেশীয় ধনীরা প্রায় কৃষ, এ কারণ কৃষতা পণ্ডিতেরা শরীরের অপর নাম ভোগায়তন কহেন, যেহেতু সকল ভোগই তদ্বারা আত্মার আয়ত্তাধীন হয়; অতএব সেই ভোগায়তন বা ভোগযন্ত্র বিকৃত হইলে তদ্বারা কিরূপে সুখাস্বাদন ঘটিতে পারে? সচ্ছিদ্র বা আম কুম্ভ দ্বারা কূপ হইতে জলসংগ্রহ ঘটিতে পারেনা যাহার রসনা বিকৃত তাহার উপাদেয়। কোথায়—যাহার ক্ষুধার অভাব তাহার আহার কোথায়—যাহার শ্রম নাই সে কিরূপে উত্তম শয্যায় বিশ্রাম ভোগ করিবে—যাহার চক্ষু বিভাশূন্য সে সকল বস্তুই বিভাশূন্য দেখিবে। তাহার নিকট সংসার-উদ্যান মরুভূমি, সে ইহাতে সুখের লেশমাত্র বোধ করিতে পারে না, এমন উৎসব, নিকেতন তাহার নিকটে শ্মশান বলিয়া বোধ হয়। যদিও কদাচিত কোন ধনীর স্থূলাঙ্গ লক্ষিত হয় তুমি তাহাতে প্রবঞ্চিত হইওনা—তাহাতে স্বাস্থ্য অথবা যাহাকে স্ফূর্ত্তি বলে তাহা নাই। কোন পরিশ্রমে নিয়োগ করিলেই তাহার পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবে। মাংসের বা মেদের দ্বারা শারীরিক সৌভাগ্য পরিমিত করা উচিত নহে,বলই তাহার প্রকৃত পরিমাণ। অবস্থা অন্তরেরও তদ্রূপ। সে শরীরেও সুখী নহে অন্তরেও সুখী নহে। সে সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট অত্যল্প কারণেই তাহার ক্রোধানল উদ্দীপিত হইয়া উঠে; অস্মদ্দেশীয় ধনিগণের অব্যবস্থিত চিত্ত প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এরূপ আন্তরীক অবস্থার অন্যান্য কারণের অভাব নাই তথাচ শ্রমের অভাব তাহার যে একটি প্রধান কারণ ইহা ইতস্ততঃ কোন কোন শ্রমশীল ধনীর স্বভাবের আলোচনায় বিদিত হওয়া যায়। শ্রম দ্বারা শরীরের স্ফূর্ত্তি ও মনের আনন্দ যে লাভ হয় ইহা তুমি প্রকৃতি মণ্ডলের সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। যেসকল জীব অপেক্ষাকৃত অলসাক্রান্ত তাহাদিগের বাহ্যিক ভঙ্গিমাও অপেক্ষাকৃত ম্লান। অপরাপর বিহঙ্গের সহিত নিদ্রাস্থ পেচকের তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইতে পারিবে। পেচক সমস্ত দিবস কোঠরগত থাকে তাহার আকৃতি ও স্বরও দুঃখ ব্যঞ্জক এবং তজ্জন্য লোকসমাজে কেহই তাহার অনুরাগী নহে। অন্যান্য পক্ষীর নিনাদ সঙ্গীত শব্দে উক্ত হয় পেচকের রব কর্কশ নাদের উদাহরণ স্থান—অন্যান্য বিহঙ্গ লোকে যত্নে পালন করে, পেচক গৃহে আগত হইলে অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে তাহার নিধন সাধন করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জলবায়ু অতি নির্জীব পদার্থেরা ও শ্রমশীল, সে শ্রম রহিত হইলে বিবেচনা কর তাহারা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে জল জীবন,যে বায়ু জগৎপ্রাণ আখ্যান যুক্ত তাহারা গতিহীন হইলে বিষাক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় নামার্থের বিপরীত প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। যখন শ্রমের বা কার্য সঞ্চালনের অভাবে নির্জীবগণের এই গতি তখন শ্রমশীলতাই যাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এরূপ সজীবপদার্থেরা

শ্রমের অভাবে যে দেহ মনে বিকার প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কার্য্য হীন ব্যক্তি সপ্তাশ্ব রথ বাহন তপনকে খঞ্জপদে গমন করিতে বোধ করে। এ জীবন সে আর বহন করিতেও পারেনা, ত্যাগের উপক্রমেও মহা মহা ভয় প্রাপ্ত হয় অতএব তাহার তুলনায় ইহলোকে দুঃখী আর কে? অলস দ্বারা কি কি অনিষ্ঠের সঞ্চার হয় আমি প্রধানরূপে তাহার বিষয় পৃথকপ্রবন্ধে ব্যক্ত করিব, এক্ষণে শ্রমের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য অলসের অপকার প্রবন্ধ হইলে আমি এইস্থলে প্রমাণ করিতে পারিতাম কতজন অলস জন্য বাতুল হইয়া গিয়াছে; কেবল অলস বশত কত লোক কত কত গর্হীত কার্য্য করিয়া ইহ পরকালের সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; ইহাও দেখাইতে পারিতাম যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী যে পরিমাণে লোক ক্ষয় করিতেছে অলসও তদ্রূপ। অনেকানেক ধনী সন্তানেরা নিষ্কর্ম্ম জন্য শরীরের গ্লানি বোধ করিয়া তাহার উপসমার্থ কুকর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং তাহাতে অপরিমিত পাণ প্রভৃতি মহা মহা দোষগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মশূন্যতার ফলের জন্য ভাগী হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে নিষ্কর্ম্ম অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম এ তিনই অলসের ত্রিবিধভাবমাত্র অলস পন্থার তিনটী শাখামাত্র সুতরাং ইহার পরিণামও তুল্য। যেরূপ দীন ব্যক্তি হউক, তাহার অন্যান্য যেরূপ দুঃখের কারণ থাকুক সমস্ত দিবস শ্রম করিয়া বিশ্রামকালে তাহার শরীরে ও অন্তরে যে স্ফূর্ত্তি অনুভব হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; পান ভোজন দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হইলে যেরূপ সুখের সঞ্চার হয়, শ্রমান্তে বিশ্রামের সুখও তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারী এবং সে সুখের প্রভাবও অল্প নহে। প্রবাদ আছে তাহার দ্বারা পুত্র শোকও উপসম হয়। অতএব সে প্রাকৃতিক সুখ কারণ বশতঃ হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু কোন কারণেই তাহার অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা স্বীকার করিলে ইহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে যে আতপ তপ্ত পথীক ছায়াপ্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করিবে না যেহেতু তাহার অন্যান্য দুঃখের কারণ আছে। যুক্তি দ্বারা যে যাহাই প্রতিপন্ন করুক পরীক্ষা করিলে তুমি আমার বাক্যের সারত্ব বুঝিতে পারিবে, ইহা প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রেত নহে যে কেবল একমাত্র শ্রমই আমাদিগের সুখের অথবা একমাত্র অলসই সমুদয় দুঃখের কারণ, তাহা নহে। ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য যে শ্রম ও অলস সুখ দুঃখের অতি প্রধান কারণ, এবং সেই কারণ আমাদিগের স্বায় সাধ্যায়ত্ব। চেষ্টা করিলেই অলসের হ্রাসতা ও শ্রমের বর্দ্ধন দ্বারা দুঃখের হ্রাসতা ও সুখের বর্দ্ধন সাধন করিতে পারি। সুখীহইতে বা দুঃখের অবসান করিতে সকলেরই ইচ্ছা

আছে এবং তাহার এরূপ স্বীকারত্ব উপলক্ষ থাকিতেও তাহার সাধন না হওয়া নিতান্ত বিলাপনীয় বিষয়। আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে ধনী সন্তানেরাও কৃষির ন্যায় হলকর্ষণ করিবে ;—কিন্তু তাহারা কোনরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যে লিপ্ত হউক আমার ইহাই উদ্দেশ্য ; চেষ্টা করিলে তাহারও যে কৃষির ন্যায় সবলাঙ্গ হইয়া হলকর্ষণ করিতে না পারে তাহাও নহে, যদ্যপি তাহাতে অপমানের আশঙ্কা হয়, তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য বৎসরারম্ভে চীন সম্রাট প্রথমে হল চালনা না করিলে তাহার প্রজারা তৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। শ্রম উপকারী এই মত সবল করণার্থে আমি ইতিবৃত্ত এবং মহাত্মাগণের জীবন বৃত্তান্ত হইতে প্রচুর পরিমাণে অমঙ্গল উদাহরণ সঙ্কলন করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে আশু এইরূপ প্রতীত হইতে পারে যে উদ্ধৃত ঘটনাগুলি ব্যতীত পরিশ্রমের শুভ ফলের লৌকীক উদাহরণ যেন আর নাই—ঘটনা পুঞ্জের মধ্য হইতে আয়াস সহকারে কেবল কতিপয় দৃষ্টান্তই লাভ করা হইয়াছে —এরূপ দুষ্য সংস্কারের নিবারণার্থে আমি তোমার হস্তে এই পৃথিবীর সর্ব্ব দেশীয় ও সর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত ও সকল জাতীয় মনুষ্যের জীবনবৃত্তান্ত অর্পণ করিতেছি। তুমি অনুসন্ধান কর কোন জাতী বা কোন ব্যক্তি বিনাশ্রমে ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এরূপ একটি উদাহরণ যদি তুমি দর্শাইতে পার তাহাহইলে আমার মত খণ্ডনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিব। ইহ সংসারে কোন মহৎ কার্য্যই শ্রম ব্যতীত সংসাধিত হয় নাই, কোন ব্যক্তিই শ্রম বিহনে পূজ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই। ভুবনবিজয়ী রোম শ্রম দ্বারা সংস্থাপিত, শ্রমের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, এবং শ্রমের অভাবে নিপতিত হয়। সিকন্দর, কয়সর, পিতর, নেপোলিয়ন, আপ্লাতু, আরিশতু, বেকন, নিউটন, ইঁহারা সকলেই শ্রম প্রভাবেই এ যাবৎ লোক পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। আপ্লাতু, আরিশতু, বেকন, নিউটনের নাম শ্রম দল ভুক্ত দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইতেছ, যে হেতু ইঁহারা কোন কালেই কৃষী, বাণিজ্য, বা যুদ্ধবিগ্রহাদি কায়িক শ্রমকর কার্য্যে লিপ্ত হন নাই, ইঁহারা কায়িক শ্রমের উদাহরণ নহেন, মানসীক প্রভুত শ্রমই ইঁহাদিগের ঔৎকর্ষ প্রাপ্তির কারণ। কিন্তু যদ্যপিও সামান্যতঃ আমরা শ্রমকে কায়িক ও মানসিক বিশেষণ দ্বারা প্রভেদ করি বটে কিন্তু স্বরূপতঃ বিবেচনা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত কখনই কোন শ্রম সফল হইতে পারে না কেবল কার্য্য বিশেষে পরস্পরের সংযোগ তারতম্য বশতই বিভিন্ন বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র। যে ব্যক্তি চঞ্চল নেত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহাদিগের কায়িক শ্রম লক্ষ করিতে পারে নাই। জ্ঞানার্জ্জনার্থে আপ্লাতু, আরিশতুর প্রাচীন কালে মিশরাদি দেশ ভ্রমণ, বেকনের সংসারস্থ সকল বিদ্যার

মর্ম্ম গ্রহণ, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে নিউটনের পরীক্ষা নিকর যেরূপ কায়িক শ্রম সহকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা সিকন্দর প্রভৃতির দিগ্বিজয়াদির শ্রমাপেক্ষা বোধ করি ন্যুন নহে। কায়িক পরিশ্রম অভাবে যে পাণ্ডিত্য লাভ হয়না ইহার উদাহরণ তুমি সকল কালে ও সকল দেশেই দেখিতে পাইবে। গ্রন্থ বিকাশ মন্তে সন্ধ্যা হইতে যাহাকে প্রভাত পর্য্যন্ত একভাবে উপবিষ্ট থাকিতে হয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষিত করিয়া একমাত্র পদার্থে যাহাকে সন্নিবেশ করিতে হয় তাহার শ্রমের পরিমাণ স্বীয় পরীক্ষা ভিন্ন অন্যের বর্ণনা দ্বারা বোধগম্য হইবার নহে। যখন শরীরের প্রতি অস্থি, প্রতিশিরা বিশ্রাম প্রার্থনায় আবেদন করিতেছে—যখন মস্তিক হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে তখনও সেই শরীরকে কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে হয়। কেবল শ্রম নহে পণ্ডিতগণের পক্ষে ইন্দ্রিয় ও রিপুচয় দমন করাও আবশ্যক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রার জয় পণ্ডিতে যেরূপ দেখিতে পাইবে অন্যে সে পরিমাণে পাইবে না। শূন্যোদরে, নির্নিদ্র নেত্রে, শুষ্ক কণ্ঠে তাঁহাদিগকে শ্রম করিতে হয়;—আহার, তৃষ্ণা, নিদ্রার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইলে কখনই বিদ্যার বিসদ বদন বিলোকন করা যায়না। যাহারা কহেন নৈসর্গীক ধী শক্তি প্রভাবেই পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রম করিতে হয়না, তাহাদিগের গ্রন্থাদি পাঠ দাহ্য পদার্থে অগ্নির সংযোগ করামাত্র, প্রজ্বলনার্থে বিশেষ আয়াসের আবশ্যক হয়না, এরূপ যাহাঁরা কহেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রান্ত ও কেহ কেহ নিতান্ত চতুর। যাহাদিগের ঐরূপ সংস্কার আন্তরীক তাহারা ভ্রান্ত। কিন্তু অনেকেই পুর্ব্বোক্ত মীমাংসা দ্বারা তাঁহাদিগের মুর্খতার মুল কারণ স্বীয় স্বীয় অলসাদিকে গোপন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে চাহেন। যাহারা এইরূপ স্বীয় কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া মুর্খতা নিবন্ধন স্বীয় কর্ম্মকে দূষিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অভাবপক্ষে এরূপ সংস্কারাপন্ন করা উচিত যে তাঁহারা বিশেষ পাপযুক্ত নচেৎ ঈশ্বর কি কারণ তাঁহাদিগকে ধী শক্তিতে বঞ্চিত করিলেন। তাহা হইলে তাঁহারা আর আত্ম নির্দ্দোষিতা সংস্থাপনার্থে ব্যগ্র হইবেন না। কেবল নৈসর্গীক ধী প্রাগুব্য বশতই পাণ্ডিত্য লাভ হয় তুমি এরূপ সংস্কারকে অন্তরে স্থান দান করিবে না। ইহা অলস পিশাচের লোক মোহন বাক্যমাত্র, আশুযুক্তি সঙ্গত বোধ হয় কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা পরশিত হইবামাত্র বুদ্‌বুদ্ বৎহ্বর ন্যায় ভঙ্গ হইয়া যায়। তুমি সর্ব্বদাই এবিষয়ে পণ্ডিত চুড়ামণি নিউটনের মহত্তবাক্য স্মরণ করিবে, তিনি কহিয়াছেন “সহিষ্ণুতার নামই প্রতিভা”। আমাদিগের নীতি শাস্ত্রোক্ত বাক্যও এবিষয়ে চিরস্মর্ত্তব্য বটে।

জল বিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃপূর্য্যতে ঘটঃ।

সহেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ ॥
হিতোপদেশ।

বিদ্যা শ্রমের ফল কিনা এবং তাহা কিরূপ শ্রম সহকারে অর্জ্জিত হয়, এবং অন্যে অর্থাৎ অজ্ঞেরা যে তাহা অবগত হইতে পারেনা, তাহা নিম্নোক্ত কবিবাক্য দ্বারা তোমার হৃদ্গোচর হইবে :——

বিদ্বানেবহি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রমং।
নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীপ্রসব বেদনা।

শ্রমের উপকারিতা ও কিরূপে যথানিয়মে পরি চালিত করিতে হয়, ও যথা নিয়মে পরিচালিত করিলে কিরূপ শুভ ফল লাভ হয় এসমস্তের বিশেষ অবগতি জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি তুমি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রানক্লীনের জীবন বৃত্তান্ত সমনস্ক ভাবে পাঠ করিবে।

বিভব বিদ্যা সম্মান ইহ সংসারে সুখকর সমস্ত পদার্থ যে বিনাশ্রমে অর্জ্জিত ও বিনাশ্রমে আস্বাদিত হইতে পারেনা ইহা বোধ করি নিঃশংসয়ে এক্ষণে তোমার সংস্কারগত হইয়াছে অতএব ইহ সংসারের সুখ লাভে অর্থাৎ যে কয়েক দিবস ইহলোকে অবস্থান করিতে হইবে, তাহা সুখে অতিবাহিত করিতে যদ্যপি তোমার ইচ্ছা থাকে কায়মনে যথা নিয়মে শ্রমশীল হও ;—করপদ চালন কর, বুদ্ধি বৃত্তি চালন কর, তদ্বারা শরীর পুষ্ট হইবে, মন পুষ্ট হইবে, ইহ জীবন সুখে যাপিত হইবে, ইহ জীবনান্তরে সুখের আশা থাকিবে, সুখে জীবিত থাকিবে, মৃত্যু উপস্থিতে তাদৃশ কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। দুঃখ সঙ্কুল নরজীবনের মহৌষধি শ্রমের ন্যায় আর নাই ;—এমন প্রচলিত মুদ্রা তোমার করস্থ থাকিতে সংসারে আপনার মনোমত দ্রব্যচয় কি কারণে ক্রয় করিতেছ না ?—বিদ্যা, বিভব, সম্মান ইহার যাহা চাহিবে শ্রম মূল্য প্রদান কর তা হলে তোমার হস্তে প্রদত্ত হইবে। ধনী হইবে শ্রম কর, ধনের লালসা নাথাকে কোন প্রকার বিদ্যার অনুরাগী হও—শ্রম কর, সমাজের সম্মান চাও শ্রম কর, যাহার অভিলাব থাকে শ্রমকর, অর্জ্জন করিতে পারিবে। কর্ম্ম ভূমি সংসারে নির্জ্জীব সজীব সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত, তুমিও কর্ম্মের তরে প্রেরিত হইয়াছ, অতএব প্রভুর সে আদেশ স্মরণ কর আর ইতস্তত অবলোকন করিয়া কাল হরণ করা উচিত নয়—উঠ, কটি বন্ধন কর। সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তরঙ্গ সঙ্কুল নদীতটের ন্যায় তুমি প্রতিক্ষণে কাল কর্ত্তৃক ক্ষত হইতেছ, সে ক্ষতিপূরণের যত্ন কর। শ্রম ব্যতীত অন্য উপায়ে সে ক্ষতিপূরণ হইবেনা। শরীর আন্দোলিত করিতে হইবে তাহাতে ভয় কি ? বিধাতা তদনুকূলরূপেই তাহার রচনা করিয়াছেন ; বুদ্ধি পরিচালিত করিতে হইবে তাহাতে হানি কি ? যেস্থানে ভারাক্রান্ত মাংসের কায়া গতি করিতে না পারে সে স্থানের সংবাদ আনিয়া দিবার নিমিত্তই নরবুদ্ধি সৃজিত হইয়াছে, অতএব বুদ্ধির কার্য্যই সঞ্চলন। পরিশ্রমে ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইবে হউক, তাহাতে শরীর ক্ষয় হইবে না, ঘর্ম্ম দ্বারা শরীরস্থ দুষ্য পদার্থচয় অপনীত হইবে, স্বল্প বেদনা দ্বারা ভাবি

মহাবেদনার রোগবীজচয় নিক্রান্ত হইয়া যাইবে। ধন; মান, বিদ্যার অভিলাষ না থাকে তথাচ শ্রম কর। রুচির সহিত আহার করিবার, আহার পরিপাক করিবার অভিলাষ থাকে, বৈদ্যের বমনজনক ঔষধি হইতে নিষ্কৃতির বাসনা থাকে, শ্রম কর, শ্রম ব্যতীত আর উপায় নাই। তোমার কি এইরূপ কৃপণ সংস্কার যে ব্যবহার করিলে দ্রব্যের ক্ষয় হয়—শ্রমের দ্বারা শরীর সত্বর পতন হইয়া যাইবে? *দেখ, অব্যবহারজনিত মলা দ্বারা কৃপান* কিরূপ সত্বর বিনষ্ট এবং চির ব্যবহার্য্য হল ফলক কিরূপ উজ্জ্বল অবস্থায় দীর্ঘ স্থায়ী হয়; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে অমিত শ্রম দ্বারা শরীর ক্ষয় হয়, ইহসংসারে এমন কোন কিছুই নাই যাহা নিয়মাতিরিক্ত অবস্থায় অশুভ না হয়, এমন প্রয়োজনীয় ভোজনও অমিত অবস্থায় বিষের ভাব ধারণ করে। সে কারণ সকলেরই পরিমিত শ্রম করার আবশ্যক কিন্তু সে পরিমিতের কোন সাধারণ পরিমাণ নাই। প্রতি ব্যক্তির দেহ মনের অবস্থার তারতম্য বশতঃ ব্যক্তিবিশেষে সে পরিমাণের তারতম্য হওয়া উচিত। প্রথম শ্রম চর্চ্চায় যাহা পরিমিত, উন্নত চর্চ্চার অবস্থায় তাহা পরিমিত অপেক্ষা ন্যূন। অদ্য যাহা পরিমিত কল্য কোন কারণ বশতঃ তাহা পরিমিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। অতএব এরূপ জটিল বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক *আলোচনার আবশ্যক; এস্থলে আনু*-ষঙ্গীকভাবে সংক্ষেপে তাহার মীমাংসা হইবার নহে। ফলতঃ ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে অলস দ্বারা শরীর যেরূপ ক্ষয় হয় অমিত শ্রম দ্বারা তদ্রূপ নহে।

আমাদিগের দ্বিতীয় প্রকরণের প্রস্তাবনা মীমাংসিত হইল; এক্ষণে অবশিষ্ট একমাত্র প্রকরণের সিদ্ধান্ত হইলে আমাদিগের প্রবন্ধ পূর্ণ হয়, অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

দেওয়ানা তাতার বালকের গীত।

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও প্রাণ খুলে
বল চাঁদে।
কেন কেন সিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কাঁদে॥
দিন বহিল, আশ রহিল, প্রাণ পড়িল ফাঁদে॥
দেখিয়া মোহিনু, সোহিনু, দোহিনু,
ভোজিনু, মোজিনু, নিশি দিন পুজিনু,
প্রাণ গলা'য়ে, সুখ বিলা'য়ে, নারিনু
বাঁধিতে প্রেম বাঁধে॥

—:০:—

হিয়া হিয়া মিলি চখে চখে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাশরি
প্রেম নিমগণ প্রাণ বিসর্জন,
পতি মতি, পতি পদ
গৌরব সম্পদ,
মঞ্জু লতিকা তমাল বিহারি।
ঘোর আঁধারে, দুঃখ পারাবারে, ঢাকিলে
আশা হৃদয়-তারা।
ভৈরব গর্জন, তরঙ্গ নর্ত্তন, জীবন পথে
দিশে হারা॥

দুর্গমে রণে বনে,
প্রণয়িণী, পতি সনে,
দেহে প্রাণ ছেদ, তবু নয় বিচ্ছেদ,
হাসি কুতূহলে,
ঘোর চিতানলে
প্রাণ ঢালে সতি নারি॥

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তার।

একাদশ অধ্যায়।

বৈর নির্যাতন—ওহদ্ যুদ্ধ—দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ—মহম্মদের বিবাহ—একটী অপবাদ—কলঙ্ক রটনা—মীমাংসা।

বিদার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মহম্মদের উৎসাহ বহ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, ধর্ম্মভীক পৌত্তলিকগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই নিজের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে তাহা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর

হইলেন; দুই দিন পূর্ব্বে তিনি মদিনাবাসী বণিকগণের আশ্রিত ও অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, আজি তাহারাই তাঁহার আশ্রিত ও অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল; তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। অমিততেজা রাজা প্রভৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারপতির ন্যায় তিনি মদিনা শাসন করিতে লাগিলেন। তদীয় বৈরনির্য্যাতনবৃত্তি এই সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; যে সকল লোক নানাপ্রকারে এতাবৎকাল তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত ছিল এখন তাহারা তাঁহার তীব্রকটাক্ষে সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু মহম্মদ ছাড়িবেন কেন? তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অনেক অভাগা ইহুদীর মস্তক তদীয় অসির আঘাতে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল; আস্‌মা নাম্নী এক ইহুদী জাতীয় রমণী বিবিধ বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও শ্লেষপূর্ণ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মাইতেছিলেন। সাধারণ্যে তিনি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; ইহুদীয় ও খাবিসীয় মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার রচনা সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইত, এবং তিনিও তাহাদের দ্বারা পরিপূজিত হইতেন, আজ তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটী ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল। আবু আফক্ নামক এক স্থবির বৃদ্ধ এই অপরাধ প্রযুক্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। বৃদ্ধের বয়ঃক্রম ১২০ বৎসরের অধিক হইবে। এইরূপ কণ্টক উচ্ছেদে মহম্মদের একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। কোন রূপে আর আঁটিতে না পারিয়া নিপীড়িত ইহুদিগণ মুসলমানদিগকে বিবিধ প্রকারে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। এক সময় তাহারা সমবেত হইয়া একটী মুসলমান কুলবধূর যথোচিত অবমাননা করে। মুসলমানেরা এখন আর সহায় সম্পত্তি হীন নহে, অবনত মস্তকে এ অপমান সহ্য করিবে কেন? কাজেই অপমানকারীগণ শীঘ্রই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য উহারা সন্নিহিত দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে; মহম্মদ আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণার্থ সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য বাহির হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া ইহুদীগণ তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তিনি তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দূরতর প্রদেশ সিরিয়াভিমুখে তাড়াইয়া দিলেন। বহিস্কৃত ইহুদীদিগের সংখ্যা ৭০০ শতের অধিক হইবে।

এদিকে মক্কায় হেন্দার উত্তেজনায় আবুসোফিয়ন আবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলেন। আবার তিনি সৈন্যসংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইলেন। হেন্দাও কতিপয় বীরনারী পরিবৃত হইয়া আবুসোফিয়নের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই সকল মহিলাগণের অধিকাংশ আত্মীয়ই ভূতপূর্ব্ব বিদাব যুদ্ধে নিহত হয়। মায়াপাশ বিমুক্ত

রমণীগণ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ মানসে "যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া বীরদর্পে মহম্মদের বিপক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখন বা প্রিয়জনবিচ্ছেদজনিত শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কাতর স্বরে বিলাপ, কখন বা বক্ষে করাঘাত, কখন বা যুগপৎ ক্রোধে ও শোকে অন্ধ ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া কেশ উৎপাটন করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায়, কখন বা উন্মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় অক্লান্তপদে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল।

এ সমুদায় কাণ্ড কারখানার বিষয় মহম্মদ অণুমাত্র অবগত নহেন। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নগরী মধ্যে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন, সহসা একদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শুনিলেন মক্কার জনৈক দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছে। তদীয় পিতৃব্য আল্ আবাস ভাবী সংগ্রামের সমস্ত আয়োজন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, তাহাকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার জন্য বুদ্ধি পূর্ব্বক অতি সংগোপনে তাঁহার নিকট এক বিশ্বাসী ও কার্য্যকুশল দূত প্রেরণ করিয়াছেন।*

মহম্মদ অবিলম্বে স্বগণকে আহ্বান করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সময়াভাবে অনেকেই উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কায়ক্লেশে এক সহস্র মাত্র সেনা সংগৃহীত হইল। ইহাদের মধ্যে তিনশত যোদ্ধা ইহুদীজাতীয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহম্মদ এরূপ সৈন্যের কার্য্যকারিতা বেশ বুঝিতেন; তিনি মনে করিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা মানে মানে ইহাদিগকে বিদায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহুদীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া অবশিষ্ট ৭০০ মাত্র সৈন্য লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় অন্যূন তিন সহস্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হইলেন।

মদিনা সন্নিহিত ওহদ গিরিমূলে দুই দল দুই দিক হইতে আসিয়া সমবেত হইল। দক্ষতা সহকারে মহম্মদ ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, একটী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন এবং আবুদাদ্‌জান নামক জনৈক সুশিক্ষিত যোদ্ধৃপুরুষকে সেনাপতির পদে বরণ করিয়া স্বয়ং গিরিতুঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত যুদ্ধব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ ও যুদ্ধাজ্ঞা প্রচারে নিযুক্ত

* আল আবাস্ মহম্মদের ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তবে মহম্মদের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁহার এত মাথা ব্যথা কেন? ঐতিহাসিকগণ এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া তাঁহারা কপোলকল্পিত দুইটী কারণের নির্দ্দেশ করেন। আবাস্ ভ্রাতৃতনয়কে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, তাঁহার সমূহ বিপদ কি করিয়াই বা চক্ষে দেখেন? কাজেই গুপ্ত দূত প্রেরণ করিয়া মহম্মদকে সাবধান করিয়া দেন। কেহ কেহ এরূপ বালক ভুলান যুক্তিতে আস্থা প্রদান না করিয়া বলেন, আবাস্ মহম্মদের গুপ্ত চর শঠতা-বর্ম্মে আবৃত হইয়া তিনি যেন মহম্মদের বিপক্ষ এইরূপ ভাবে মক্কায় অবস্থান করিতেন। খোরিসিযগণ তাঁহার এ ভান কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তিনি প্রকাশ্যে তাহাদের চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া গোপনে মহম্মদকে সংবাদ প্রদান করিতেন।

হইলেন। খোরিসিরগণ বিপক্ষদলের সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প দেখিয়া নির্ভীক চিত্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। আবুসোফিয়ন মধ্যে রহিলেন, মৃত আবুজানের পুত্র আকরিম ও খালেদ ইবিন আলি ওয়ালেদ নামক অপর এক জন যোদ্ধৃপুরুষ বাম ও দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন; হেন্দাপ্রভৃতি বীর মহিলাগণ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সৈন্যগণকে ক্রমাগত উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহম্মদের বীর-সেনাগণ যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, মনুষ্যগন্ধপ্রাপ্ত পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ছটফট করিতে করিতে অস্থির হৃদয়ে সেনাপতির আজ্ঞার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সেনাপতির মুখ হইতে আজ্ঞা বাহির হইবার পূর্ব্বেই আকরিম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। যুদ্ধ বাধিল। শরবিদ্ধ ও জর্জ্জরিত দেহ হইয়া আক্‌রিমকে তখনই পশ্চাৎ পদ হইতে হইল। "মার মার" রবে রণস্থল বিকম্পিত করিয়া অসাধারণ যোদ্ধা হামজা নিমেষ মধ্যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া সোফিয়নকে আক্রমণ করিলেন। সোফিয়নের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি দাদ্‌জান তড়িৎবেগে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় শত্রু নিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অমানুষিক পরাক্রম ও অসাধারণ বীরত্বের সম্মুখে শত্রুগণ রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাঁহার আস্ফালন ও মুহুর্মুহুঃ জয় ধ্বনিতে গিরিমূল পর্য্যন্ত যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সোফিয়ন দেখিলেন গতিক ভাল নয়, পলাইবার পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। মুসলমান তীরন্দাজগণ জয় নিশ্চয় জানিয়া সেনাপতির আজ্ঞা উপেক্ষা ও মহম্মদের উপদেশ অবহেলা করিয়া "লুঠ লুঠ" শব্দে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা লোভপরবশ হইয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইল, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয় ভ্রমেও একবার কেহ ভাবিয়া দেখিল না। বিচক্ষণ খালেদ এতক্ষণ মৌনী হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় রণ প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন এখন "ঝোঁপ বুঝিয়া কোপ" মারিবার জন্য হুঙ্কার করিতে করিতে বাহির হইলেন। মহম্মদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে দক্ষতা সহকারে আক্রমণ করিলেন। আবার সংগ্রামের সূচনা হইল। নূতন করিয়া আবার সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। খালেদ মহম্মদ পক্ষীয় বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন অবশিষ্টগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু খালেদের প্রচণ্ড তেজ আর সহ্য করিতে না পারিয়া সূর্য্যোদয়ে তারকার ন্যায় একে একে সকলে অদৃশ্য হইতে লাগিল। স্বয়ং মহম্মদ আহত হইলেন, তাঁহার সম্মুখভাগের দুইটি দন্ত এক বর্শাঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি এক সন্নিহিত পরিখা মধ্যে পড়িয়া

রহিলেন। হামজা অক্লান্ত শরীরে ও অপরাজিত চিত্তে এতক্ষণ প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন সহসা শত্রুর তীক্ষ্ণ বর্শাঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। হেন্দা পশ্চাতে ছিলেন, লম্ফ প্রদান করিয়া হামজার রুধিরাক্ত দেহের উপর দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার বক্ষ বিদারণ করিয়া —লিখিতে ঘৃণা হয়—উত্তপ্ত শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদ কোথায়? উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সকলেই এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। মহম্মদ কোথায় কেহ জানিল না। তিনি কি পলাইয়া গিয়াছেন? ইহা কি সম্ভব? শত্রুমিত্র সকলেই সন্দিগ্ধমনা হইয়া এইরূপ বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় মোসাব নামক মহম্মদ সদৃশ এক পতাকাবাহী যোদ্ধৃ পুরুষ হত হইয়া ভূপতিত হইলেন, অদ্বিতীয় যোদ্ধা আলি তাঁহার হস্তধৃত পতনোন্মুখ নিশানটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ বেগে সমরাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোসাবের আকৃতি মহম্মদের অনুরূপ। সকলেই ভাবিল মহম্মদ হত হইলেন। খোরিসিয়গণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহম্মদের সংহত সৈন্যগণ হত, আহত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সোফিয়নের বিজয় নিশান সুদূর প্রসারিত ওহদ রণক্ষেত্রে এই প্রথম ও শেষবারের জন্য উড্ডীন হইল*। মহম্মদ আর এ জগতে নাই জানিয়া অল্পবুদ্ধি সোফিয়ন নির্ভাবনায় মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মূর্চ্ছিত মহম্মদকে অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার বন্ধুগণ পরিখা নিম্নে দেখিতে পাইলেন। তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধের আমূল বৃত্তান্ত শুনিলেন, পরে রণস্থল বিশেষতঃ প্রিয় হামজার ক্ষত বিক্ষত শরীর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

হস্তি পঙ্কে পতিত হইলে গর্দ্দভও আসিয়া তাহাকে পদাঘাত করিবার চেষ্টা করে। মহম্মদের পরাজয় বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র নানাদিক হইতে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুগণ বাহির হইয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে এখনও তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহসী না হইয়া অন্ধকার হইতে ছোরা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিয়া নীচপ্রকৃতি আততায়ীগণ তাঁহার প্রাণ হননের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহম্মদ তিন চারিবার তাহাদের চক্রে পড়িয়া দৈববলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। দুইবার বিরোধীগণ তাঁহাকে প্রকাশ্য সভাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারের উদ্যম করে, কিন্তু দুইবারই তাহাদের উদ্যম বিফলীকৃত হইয়া যায়। বেণিমোস্তালিক নামধেয় খোরিস বংশের অন্যতর শাখা ঐ ঘৃণিত কাপুরুষজনোচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রকাশ্যভাবে মহম্মদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। স্বয়ং যুবরাজ আল হারাথ্ তাহাদের সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা

* খৃষ্টাব্দ ৬২৩।

করিলেন। মহম্মদ সৈন্য সামন্ত লইয়া লোহিত সাগরের অদূরবর্ত্তী মোরাইসী নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানেই উভয় দলে সংগ্রাম বাধিল। হতভাগ্য হারাথ্ শীঘ্রই নিহত হইলেন। তাঁহার সেনা সমূহ হত, আহত ও মহম্মদ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া মদীনায় আনীত হইল। হারাথ্ তনয়া বারাকেও বন্দিনী হইতে হইল। বারা সুন্দরী ও যুবতী। মহম্মদ তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বারা আর বন্দিনী নহেন, তিনি মহম্মদের প্রণয়িনা হইলেন।

এই সময় হেন্দ নাম্নী অপর এক বিধবা ললনার মহম্মদ পাণিগ্রহণ করেন। বিধবার চারিটি সন্তান বর্ত্তমান। মহম্মদ হৃষ্ট চিত্তে নবপরিণীতা ভার্য্যার তনয়গণের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পত্নীদিগের বাসের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পাঠকগণ মনে করিবেন না যে মহম্মদ এই দুইটি স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। হবিপ্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় তাঁহার কামাগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ইন্ধনেরও অভাব নাই, মহম্মদের ক্ষমতা যথেষ্ট, প্রতাপও কিছু কম নয়, তাঁহার আজ্ঞা আর কে অমান্য করিতে পারে? তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে উত্থিত হইতে কাহার সাহস? আর একটি কামিনী দেখিয়া মহম্মদ ভুলিলেন। তাঁহাকেও বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সত্বরই পরিণয় ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই নব পরিণয়ে কিছু নবীনত্ব আছে। পাঠকগণের তাহা আর জানিয়া কাজ নাই। তাহা ত নবীনত্ব নয়, তাহা যে ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষের চরিত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক রেখা। আর সে রেখা দেখিয়া কি হইবে? সে লজ্জা-জনক ঘৃণাজনক বিষয় শুনিয়াই বা কি কাজ? ধার্ম্মিক মুসলমান ভ্রাতৃগণ ক্ষমা করিবেন, মহম্মদের চরিত্র সংপৃক্ত দুই একটী নিন্দনীয় কার্য্যের কথা উল্লেখ করিতে চলিলাম, ক্ষমা করিবেন। আপ-নাদের মনে বৃথা কষ্ট দেওয়া, ইসলাম ধর্ম্মের অযথা অখ্যাতি ঘোষণা করা বা মহম্মদের চরিত্রগত অপবাদ সাধারণ্যে প্রচার করিয়া তাঁহার অবমাননা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মহম্মদ বাস্ত-বিক যাহা ছিলেন ও যাহা যাহা করি-ছিলেন তাহাই অতি সংক্ষেপে সরল ভাবে বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। জিয়দ ইবিন হোরেথ নামক মহম্মদের এক অনুগত দাস ছিল। সে প্রভুর সেবাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহারই শরণাগত থাকিত। মহম্মদও তাহাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন। জিয়দ্ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে মহ-ম্মদ হৃষ্টচিত্তে তাহার দাসত্ব শৃঙ্খল স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, জিয়দ স্বাধীন হইল। মহম্মদ তাহাকে স্বীয় পুত্রত্বপদে অভি-ষেক করিলেন। সহায়সম্পত্তিহীন আত্মীয়স্বজনস্নেহবঞ্চিত অনাথ বালক সৌভাগ্যক্রমে মহম্মদের পোষ্যপুত্র

হইল। জিয়দ বড় হইলে, মহম্মদ তাহার বিবাহ দিলেন, মহম্মদপুত্র স্বাধীনভাবে সুখসচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। পুত্রের বাটীতে এমন কি অন্তঃপুর মধ্যেও মহম্মদ অসঙ্কুচিত হৃদয়ে যাতায়াত করিতেন। পুত্র ভবনে কে কবে আর ভয়ে ভয়ে গিয়া থাকে? একদিন জিয়দ বাটী নাই, তাহার অসামান্যা রূপবতী বনিতা জেনায়ব অন্যমনস্ক হইয়া সঙ্গিনীদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে গৃহকার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃত আছে। গ্রীষ্মকাল—মধ্যাহ্ন সময়, বাটীতে পুরুষের সম্পর্ক নাই, কাযেই সর্ব্বাঙ্গ হইতে বস্ত্র খসিয়া পড়িলে যুবতী তাহাতে দৃকপাত করিতেছে না। বেণী মুক্ত, বক্ষঃস্থল অনাবৃত, অধর সুরঞ্জিত ও মৃদু হাস্য যুক্ত, অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত, এমন সময় সহসা মহম্মদ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুল্লতা কামাতুর শ্বশুর ঠাকুরের নয়ন ঝলসাইয়া দিল। স্থির সৌদামিনী মহম্মদের নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি যে কি মহৎকার্য্য সংসাধন করিবার জন্য মদিনায় আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহার স্কন্ধে ঈশ্বর যে কি দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়াছেন, তিনি যে রাশি রাশি অধর্ম্ম ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিগ্রহ করিবার জন্য অসি ধরিয়াছেন, হায়! হায়! মোহমুগ্ধ মহম্মদ মুহূর্ত্তেক জন্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সময় ভুলিলেন, কর্ত্তব্য ভুলিলেন, সম্পর্ক ভুলিলেন, পুত্রস্নেহ ভুলিলেন, আপনাকেও ভুলিলেন,; কিন্তু যে বিদ্যুল্লতা তাঁহার নয়ন ঝলসাইয়া দিয়াছে, আহা কি বিড়ম্বনা, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলেন না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, যে কোন প্রকারে হউক পুত্রবধূকে বিবাহ করিতে হইবে।

প্রভু ভক্ত জিয়দ বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। তাঁহার পত্নী প্রভুর বাসনা চরিতার্থ করে নাই শুনিয়া জিয়দ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিল, আর সময় ব্যয় না করিয়া জিয়দ পত্নীর সহিত স্বীয় বৈবাহিক বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলিল। পরিত্যক্তা রমণীকে মহম্মদ স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই নীতি বিরুদ্ধ সামাজিক রীতি অননুমোদিত অযোগ্য বিবাহ লইয়া মসলমান সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মহম্মদ ঈদৃশ লম্পটজনোচিত কার্য্যের দোষ প্রক্ষালন করিবার জন্য কোরাণের দোহাই দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি কোরাণ হইতে একটি অধ্যায় পাঠ করিয়া বলিলেন "পোষ্য ও ঔরসজাত পুত্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পোষ্য পুত্র যদি মরিয়া যায় বা কোন কারণ বশতঃ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার বিধবা বা পরিত্যক্তা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা পাপ নহে। এরূপ বিবাহ অযৌক্তিক নহে। ইহা গেব্রিলের অনুমোদিত"।

সুখ চিরদিন থাকে না। মধ্যাহ্ন রবিও মেঘাবৃত হয়, কুসুমশ্রেষ্ঠ গোলাবও শুখাইয়া যায়, তবে মানবজীবনাকাশেই বা তাহার সম্পদ-রবি কেন চিরদিন সমানভাবে থাকিবে? তাহার হৃদয়-উদ্যানস্থ সুখ-পদ্ম কেনই বা তবে চিরদিন সমানভাবে বিকশিত রহিবে? আলোকের পর অন্ধকারের আগমন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মনুষ্য তাহা দেখিয়াও দেখে না অথবা দেখিলেও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। মহম্মদ নুতন নুতন রমণীবর্গে পরিবৃত হইয়া অপার সুখ সাগরে সন্তরণ করিতেছেন কিন্তু এদিকে যে তাঁহার প্রাণাধিকা আয়েসা প্রতিদিন সুগভীর কলঙ্ক পঙ্কে প্রোথিত হইতেছেন তাহা তিনি জানিতে পারিতেছেন না। সাধারণ লোকে কানাকানি করে আয়েসা কলঙ্কিনী, আয়েসা ব্যভিচারিণী—আয়েসা সোফ্‌ওয়ানের (মহম্মদের অধীনস্থ জনৈক ক্ষমতাপন্ন যোদ্ধার) উপপত্নী। পরিবাদপ্রিয় দুর্জ্জনদিগের সহস্র রসনা এ অপবাদকে আরও শতগুণে বীভৎস করিয়া তুলিল। মহম্মদ মর্ম্ম পীড়িত হইয়া সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তর কে যেন শাণিত ক্ষুর দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে আয়েসা এই সময় পীড়িতা হইয়া শয্যাগত ছিলেন, তিনি এ কলঙ্ক রটনার বৃত্তান্ত অণুমাত্র অবগত নহেন। বাহিরে যে আগুণ লাগিয়া তাঁহার সমস্ত ঘরখানি ধূঁ ধূ করিয়া পুড়িতেছে আয়েসা তাহার কিছুই জানেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহমধ্যে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে আর এরূপ ভাবে নিদ্রা যাইতে হয় নাই। বাহিরের গোলমালে অভাগিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। চাহিয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এ ত তাঁহার গৃহে অগ্নি লাগা নহে, তাঁহার নিজেরই যে কপাল পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

মহম্মদের মন সন্দেহ দোলায় আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক যেন কেমন কেমন বোধ করিতে লাগিল। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আয়েসা কলঙ্কিনী একথা বিশ্বাস করিতে মনে বড় কষ্ট হয়। ইহা কি অমূলক অপবাদ মাত্র? তবে জনরবের সহস্র জিহ্বা প্রতিদিন একথা কেন চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিয়া বেড়াইতেছে? তিনি আলির নিকট হইতে সদ্‌যুক্তি চাহিলেন। আলি বলিলেন, "বহু বিবাহের ইহাই বিষময় ফল, অস্থির হইতেছেন কেন?" কথা হৃদয়ে বাজিল, মহম্মদ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। কিছু দিন এইরূপ ইতস্তত: করিয়া পরিশেষে আয়েসাকেই স্বীয় সন্নিধানে আহ্বান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে বলিলেন। আয়েসা সমস্তই কহিলেন। বিবরণ এই—মহম্মদ প্রতিবারই যুদ্ধ যাত্রা কালে পর্য্যায় ক্রমে আপনার এক একটি স্ত্রী সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এক সময় আয়েসার পালা পড়িলে তিনি স্বামী সমভিব্যাহারে গমন করিবার জন্য সুসজ্জিতা হইয়া বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নির্ব্বোধ যানবাহকগণ কর্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল তিনি যান মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। পালকিখানি উষ্ট্র পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেওয়া হইল। আয়েসার তনু নিতান্ত ক্ষীণ ও কৃশ হওয়াতে বাহকগণ তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারে নাই। মহম্মদ সমস্ত দলবল লইয়া যুদ্ধস্থল সন্নিহিত স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যানের বস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া ভৃত্যগণ দেখিল সর্ব্বনাশ! কর্ত্রী তন্মধ্যে নাই। এদিকে আয়েসা একাকিনী মহম্মদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাফওয়ান নামক একজন যুবা পুরুষ ঘটনা ক্রমে পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন, তিনি দৈবযোগে আয়েসার নিকট দিয়া দ্রুতবেগে মহম্মদের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিতেছিলেন। আয়েসা তাহার এইরূপ দ্রুত গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সৈনিক যুবা বলিলেন, “যাইব না? না জানি প্রভু কত তিরস্কার করিবেন, আমি এরূপ পশ্চাতে পড়িয়া ভাল করি নাই, প্রভু দলবল লইয়া এতক্ষণ হয় ত শিবিরে পৌঁছিয়াছেন”। “সেকি সাফওনা! তিনি গিয়াছেন? তবে আমি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি? আমি একাকিনী কিরূপে যাইব?” সৈনিক একখানি যান আনয়ন করিয়া আয়েসাকে তন্মধ্যে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং সেই যানখানি স্বীয় উষ্ট্র স্কন্ধে সংস্থাপন করিয়া অনতিবিলম্বে শিবিরে আসিয়া উপনীত হইল। আয়েসা স্বীয় ভর্ত্তার সহিত আগমন না করিয়া একজন সামান্য যুবকের সহিত একাসনে বসিয়া অনেকক্ষণ বিলম্বে শিবির মধ্যে প্রবেশ করাতেই আয়েসার চরিত্র সম্বন্ধে সেই কুৎসিৎ জনরবের সৃষ্টি হইয়াছে। মহম্মদ একাগ্রচিত্তে সকলই শুনিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। আয়েসাকে গ্রহণ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়া মনে মনে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পরে নিশাযোগে এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে গেব্রিল দূত বলিতেছেন “কেন বৃথা চিন্তা করিতেছ, মহম্মদ? আয়েসা পতিব্রতা, নির্ম্মল চরিত্রা। তাঁহাকে গ্রহণ কর। জনরব মিথ্যা, আয়েসার বর্ণনা সত্য। তাঁহাকে গ্রহণ কর। আর নিন্দুকদিগের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া যথোচিত শাস্তি দাও”। মহম্মদ সস্মিত বদনে পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মানিনী আয়েসার শয়ন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মর্ম্মপীড়িতা আয়েসা আবার মেঘমুক্তা শশীর ন্যায় ভর্ত্তার হৃদয়াকাশে অমল জ্যোৎস্না রাশি ঢালিতে লাগিলেন মহম্মদ-সোহাগ-শিশির-সিক্তা আয়েসা-গোলাব আবার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া মহম্মদ-হৃদয়-উদ্যানে প্রেম-সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল।

প্রণয়-বিপ্লব।

৪

একদা প্রাতঃকালে অতিথিশালার উদ্যানস্থ বাপিতটে লতাবিতান বিমণ্ডিত নিকুঞ্জ মধ্যে সুরেন্দ্র বসিয়া আছেন এমন সময় কতকগুলি পুষ্পস্তবক লইয়া বিনোদ তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র বিনোদকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন, বিনোদ উপবেশন করিলে উভয়ের বাক্যালাপ আরম্ভ হইল।

সু। বিনোদ, বুকের ভিতর সর্ব্বদা খালি খালি বোধ হয় কেন বল দেখি?

বি। তা আর বল্‌তে হবে কেন?—প্রাণের বিহঙ্গিনী শৃঙ্খল কেটে উড়ে গেছে, কাজেই পিঞ্জর শূন্য শূন্য বোধ হয়!—ভাই, মিছে ভাবনা আর কেন ভাব?

সু। বিনোদ, মনে করি আর মিছে ভাবিব না, কিন্তু না ভেবেও থাক্‌তে পারিনা।

বি। কেন?

সু। ভেবে কষ্ট পাই বটে, কিন্তু সে কষ্টেতেও কি জানি যেন কি সুখ পাই।

বি। ভাই, এরূপ করে প্রাণকে আর কত দিন কষ্ট দিবে?

সু। যতদিন দেহে আর প্রাণে বিচ্ছেদ না হয় ততদিন এ কষ্টেরও অবসান নাই।

বি। সুরেন্, এরকম মন ত্যাগ কর। আমি একটি কথা বল্‌ব শুন্‌বে?

সু। কি বল?

বি। সুরেন, আমি একটি কন্যা ঠিক করেছি, তোমায় বিবাহ কর্‌তে হবে।

সুরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া বলিল—"ভাই একি তোমার অন্তরের কথা?"

বি। তোমার কষ্ট দেখিতে পারিনা, তাই বল্‌ছি।

সু। বিনোদ, এ সম্বন্ধে ত অনেক কথা তোমার সঙ্গে হয়ে গেছে, আবার কেন একথা উত্থাপন কর্‌চো?

বি। বল্‌চি তার বিশেষ কারণ আছে।

সু। কি কারণ?

বি। দেখ, তুমি চক্ষু মুদিলে তোমার এ বিপুল বিভবের অধিকারী কে?

সু। বিনোদ!—তুমি।

বি। আমি?—আমার আবশ্যক নাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার অমঙ্গল যেন আমায় দেখ্‌তে না হয়!

সু। বিনোদ! যার অদৃষ্ট মন্দ, তার মঙ্গলের প্রত্যাশা কোথায়? অল্প বয়সে পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়াছি, যার মুখ দেখে এই বিষময় সংসারের বিষম জ্বালা ভুলিয়া থাকিতাম তাহাকে হারাইয়াছি, প্রাণাধিক ভাই ছিল মনে করিয়াছিলাম তার সন্তান সন্ততি লয়ে সংসারী হব, বিধাতা সে আশাও নির্ম্মূল করেছেন, এখন আমি চক্ষু মুদিলেই পরম মঙ্গল!

বি। সুরেন, অমন কথা আমাকে শুনা-ইও না!—এখন ও সকল কথা ছেড়ে দাও, মনস্থির কর, আমার কথা শুন।

সু। আচ্ছা ভাই, ও সকল কথা ছেড়ে দিলাম, মনও স্থির করিলাম, কি বলিবে বল।

বি। আর কি বলিব তুমি যাতে সুখী হও, সেই কথাই বলিতে উৎসুক।

সু। ভাই, সুখী কি এ জীবনে আর কখন হতে পার্‌ব? এ হৃদয় শ্মশান হয়ে গেছে, এ শ্মশানে আবার কি কুসুম প্রস্ফুটিত হবে?

বি। না—তুমি মনস্থির করিতে পারিলে না।

সু। ভাই, সুখের কথা আমাকে আর ব'ল'না, সুখের কথা কহিলেই আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠে।

বি। আচ্ছা তবে কিছু দুঃখের কথা বলি, তাত শুন্‌তে পার্‌বে?

সু। পারব। অনেক দুঃখের কথা শুনিয়াছি, অনেক দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছি, এ পাষাণ মন দুঃখেতে আর গলিবে না।—বল।

এইরূপে কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে উভয়েই শুনিতে পাইলেন, উদ্যানের এক পার্শ্ব হইতে কে গান করিতেছে।——

কব কায়, হায়, কেন দহে মন।
কে বুঝিবে এ বেদন।
কেন রে কিসের লাগি,
পোড়া প্রাণ সর্ব্বত্যাগী,
উদাসী বিবাগী কেন কেন কি কারণ।
বিদায় দিয়াছি সুখে,
আলিঙ্গন দি'ছি দুঃখে,
তবুও বাসনা কেন করে জ্বালাতন।

সু। এ গান কে গাইতেছে? মরি মরি কি সুন্দর কণ্ঠস্বর!—বিনোদ! আমার কাছে এসে ও একবার গান করে না?

বি। কেন আসিবে না। আমার বোধ হয় পান্নার দুঃখে দুঃখিনী কামিনী এই গান গাইছে।

সু। পান্নার কি দুঃখ?

বি। পান্নার কি দুঃখ তা জানিনা, পান্না ত এখন আর এখানে নাই।

সু। কেন?—কোথায় সে?

বি। তোমার কমলপুরের নায়েবের অত্যাচার সমূহের এই আর একটি উদাহরণ।

সু। বল কি?—হা হতভাগিনি!—এ ঘটনা কতদিন ঘটেচে?

বি। প্রায় চারি মাস।

সু। এতদিন আমায় বল নাই কেন?

বি। আমি অনুসন্ধানে ছিলাম, এখন সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি, তাই তোমায় জানাইলাম।

সু। লোকটার কি অদৃষ্ট মন্দ! বিনোদ, দিন দিন তার কত অত্যাচারের কথাই শুনা যাচ্চে। জগদীশ্বর! তুমিই সত্য! পাষণ্ডকে উচিত দণ্ডই প্রদান করেছ! —দেখ, কামিনীর কাছ থেকে বোধ হয় এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যেতে পারে, আমি আর অধিকক্ষণ এখানে থাকিব না, তুমি তাকে বল যেন বাটীতে আমি তার একবার সাক্ষাৎ পাই।

বিনোদ চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্র আবার একাকী। পান্নার দুরদৃষ্টের বিষয়, নায়েবের দুর্বৃত্ততা ও অপঘাত মৃত্যুর বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। সে সকল চিন্তা ক্রমে হৃদয় হইতে বিলীন হইতে না হইতে ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের চিরসঙ্গিনী চিন্তা পুনরায় মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইল। প্রাণ আবার চঞ্চল হইল আবার ভাবিতে লাগিলেন ;—"প্রাণ! এখনও স্থির হ'তে পাল্লে না? যখনই অবকাশ পাবে তখনই জ্বালাতন করবে? তুমি যার জন্য এত কাতর, কৈ তাকে ত আর একবারও দেখতে পাই না। দেখ, কত দিন সে গিয়েছে, কোথায় গিয়েচে, তার কিছুই স্থির নাই, কেহ স্থির করে বলতেও অক্ষম। তুমি বলতে পার, কেন আমি তখন তোমায় তাহাকে দিয়াছিলাম? প্রাণ! সে যে এত নিষ্ঠুর হবে, সে যে তোমায় রেখে এত সকাল সকাল পালিয়ে যাবে তা আমি একবারও ভাবি নাই। সুধাময় প্রণয়ের যে বিষময় পরিণাম তা কে জানিত! যাই হউগ, সেই অপরাধেই কি আমার উপর এত পীড়ন! তা হলে ত জগতে কেউ কাকে আর প্রাণ দেবেনা, তা হলে যে জগৎ শ্মশান হবে!—জগৎ কি শ্মশান নয়? যে স্থানে চিতানল প্রজ্জ্বলিত, যে স্থান প্রেত পিশাচদিগের আবাসভূমি, সে শ্মশান বৈ আর কি? অন্তর-জগৎ-শ্মশানে দিবানিশা প্রাণ পুড়িতেছে, বহিঃ-জগৎ-শ্মশানে অহোরাত্র দেহ দগ্ধ হইতেছে, তবে শ্মশানের আর বাকি রহিল কি? আর আমরা কি পিশাচ নই? পিশাচ নই কেমন করে? সহানুভূতি কয়জনের হৃদয়ে আছে?—জগৎ! তবে তোমায় কেন শ্মশান না বলিব?" সুরেন্দ্র ক্ষণকাল অন্যমনে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবে যাব কোথায়?" সেই বিজন প্রদেশে প্রতিধ্বনি উত্তর দিল—"কোথায়? কোথায়?"

৫

মধুমাস। রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি প্রশান্তময়ী। আকাশে তারাদল তারানাথকে লইয়া বাসর জাগিতেছে। তরু লতা কানন অট্টালিকা নদী পুষ্করিণী সকলেই চাঁদের কিরণ প্রাণ ভরিয়া গায়ে মাখিয়া শীতল হইতেছে। নিদ্রার প্রভাবে এ সময় সকলেই নিদ্রিত।—না না। সকলেই নিদ্রিত নয়। ঈশ্বর প্রেমিক যোগী! যে প্রেমে তুমি উন্মাদ, নিদ্রা তোমার নিকট নিশ্চয়ই পরাজিত, তুমি যে এ সময় জাগ্রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত সাধন করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কঠিন রোগাক্রান্ত রোগী! তুমিও এসময় জাগিয়া থাকিলেও থাকিতে পার, কারণ তোমার রোগ কঠিন, যন্ত্রণাও দেখিতেছি ভয়ানক। নিদারুণ দুঃখ-প্রপীড়িত দুঃখী! তোমারও এসময় জাগিবার কথা, কারণ শত সহস্র চিন্তা শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা তোমার হৃদয়ে জন্মাইতেছে, সুতরাং তোমার নিদ্রার সম্ভাবনা অতি বিরল। নবীন প্রেমিক!

লুকাইওনা, তোমার চক্ষেও নিদ্রা নাই; তোমার হৃদয়ে সবে নূতন প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া তুমি যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? বিয়োগবিধুরা যুবতী! বিরহ কাতর যুবক! তোমরা এ সময়ে জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহা আর জগতের কাছে বলিয়া জানাইবার আবশ্যক নাই, যে তোমাদের বেদনা জানে সেই জানে এ সময় তোমাদের হৃদয়ের অনল চিন্তা-হুতি পেয়ে কতদূর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। যাগ, এ সকল কথায় আবশ্যক নাই। পাঠক! এমন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে তুমি কি ক্ষণকাল ভ্রমণ করিতে ভালবাসনা? ভাল, এস একবার বিপ্রদাসবাবুর উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করা যাগ। দেখ দেখি এত রাত্রে বাপিতটে শিলা-সোপানোপরি ও কে বসে রয়েছে? ও স্ত্রীলোক না পুরুষ? দেখেছ একদৃষ্টে চাঁদের পানে চেয়ে কি ভাবচে? যেন চাঁদের সঙ্গে কি কথা কইচে। আস্তে আস্তে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস দেখো যেন শব্দ না হয়, ও কি কথা কইচে শুনি।——

"তারানাথ! তোমার সুখ সম্ভোগ দেখে আমার হৃদয়ের অনল আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠচে। শশি! তোমার মুখে যে হাসি আর ধরেনা? এত হাসি কিসের? আমার দুঃখে তুমি কি কিছুই কাতর নও?—আচ্ছা, তোমার কাতর হয়ে কাজ নাই, তুমি হাস, প্রাণ ভরে হাস, তোমার হাসিতে আকাশে তোমার তারাদল হাসচে, সরোবরে তোমার কুমুদিনী হাসচে, কাননে তোমার কুসুম কলিকা হাসচে, আর দেখ প্রকৃতি তোমার হাস্যে হাস্যময়ী; তোমার হাসিতে এত প্রাণ প্রফুল্লিত! এত মন কেমন করে একলা ভুলাইয়াছ? ভাল, শশি, তোমার প্রতি সকলের ভালবাসা কি সমান? তুমি যে রাত্রে না উদয় হও, কৈ সে রাত্রে তোমার তারাদলকে ত মলিন দেখিনা? বরং নৈদাঘ অমাবস্যা রাত্রে তাদের ঔজ্জ্বল্য দেখে মনে হয় যে 'তারানাথ' নামটি তোমার কলঙ্ক মাত্র। কুসুমকলিকা?—তোমার অভাবে তারও বিশেষ ক্ষতি দেখিনা। প্রকৃতি?—প্রকৃতিকে বিধাতা যখন যে সাজে সাজান সে সেই সাজেই তখন সুসজ্জিতা। তবে কুমুদিনী?—শশি! কুমুদিনীকেই দেখি কেবল তোমার অদর্শনে বিষাদিনী; কুমুদিনীই বোধ হয় তোমায় যথার্থই ভালবাসে, তুমি কি কুমুদিনীকে ভাল বাস? দেব! ভালবাসার কত জ্বালা তা তুমি জান কি?——

পাঠক! আর ত এখানে দাঁড়ান হয় না, ঐ দেখ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে এদিকে আসচে। এস আমরা একটু অন্তরালে যাই।—আর অধিকদূর যাবার প্রয়োজন নাই, এস এই ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হই।—কে আসচে চিনতে পেরেচ ত?

সঞ্চারিণী পল্লবিনী বল্লরীর ন্যায় প্রমদা চিন্তাতুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "কুমুদ! এত রাত্রে

এখানে বোসে রয়েচ? এখনও শোও নাই?"

কুমুদ। প্রমদা! শুয়েছিলাল, নিদ্রা না হওয়াতে উঠে এসেছি।—তুমি এখনও শোও নাই?

প্রমদা। আমিও শুয়েছিলাম, হঠাৎ কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

কু। কুস্বপ্ন!—কি কুস্বপ্ন প্রমদা?——

প্র। কুমুদ! কাল কি তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া হবে?

কু। যখন যেতেই হবে তখন কালই যাওয়া ভাল।

প্র। আর দু'দিন থেকে গেলে হয়না?

কু। আর দু'দিন থাকায় তোমার লাভ?

প্রমদা অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে মনে ভাবিল· "লাভ?—লাভ তোমায় কি বুঝাব? তোমায় যতক্ষণ দেখি ততক্ষণই লাভ।"

কু। চুপ করে রইলে যে?

প্র। না—তবে কালই যাবে?

কু। হাঁ—তোমার পিতার আদেশ পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম। তিনি অনেক যত্নে আমায় লালন পালন করেছেন, তাঁর আদেশ অবহেলা করতে পারিনা।

প্র। অবহেলা করতেও আমি বলিনা—তবে তুমি আমাদের ছেড়ে চল্লে?

কু। প্রমদা, আমার ইচ্ছা নয় যে যাই, কিন্তু কি কর্‌ব, তোমার পিতার আদেশ।—তিনি আমার ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছেন।

প্র। বেতিয়া শুনেছি স্থান ভাল নয়।

কু। না—তা হলে তিনি আমায় সেখানে যেতে আদেশ করবেন কেন? আমি জানি তিনি আমায় তোমার মতনই স্নেহ করেন।

প্র। আমি সে ভালর কথা বল্‌চিনা—সে দেশে শুনেছি বন্য জন্তুর বড় ভয়।

কু। অদৃষ্টে যদি থাকে তবে বন্য জন্তুরই হাতে মৃত্যু হবে! যখন জন্মগ্রহণ ক'রেছি তখন ত একবার মরবোই।

প্র। কি! কুমুদ! যাবার জন্য এত উৎসুক, থাকবার জন্য একটুকুও নও!—হাঁ! বুঝেছি;—আর তুমি এখানে থাকতে ইচ্ছুক নও। লেখা পড়া শিখেছ, বড় হয়েছ, আর কেন পরের বাড়ীতে থাকবে! বেতিয়ার মহারাজা একজন বড় লোক, তাঁর কাছে থাকলে, তাঁর প্রিয়পাত্র হ'লে প্রচুর ধনে ধনবান হবার সম্ভাবনা; হও, তাতে কিছু বলিবার নাই, নিজের উপার্জ্জিত ধনে সুখী হবে এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু দেখো, যখন সুখী হবে, আমাদের যেন একেবারে ভুলে যেওনা।—মা তোমায় কত ভাল বাসেন কত স্নেহ করেন, তুমি গেলে নিশ্চয়ই তিনি কাঁদবেন, তখন কি ব'লে তাঁকে বুঝাব?—নিষ্ঠুর! আমার নিজের কথা তোমায় কিছু বলতে চাইনা——

দারুণ দুঃখভরে প্রমদার কণ্ঠরোধ হইল। সে আর কথা কহিতে পারিল না, কেবল কুমুদের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিল।

কুমুদ বস্ত্রদ্বারা প্রমদার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল "প্রমদা। এত কথা কেন ব'লচ? —সুখী হব?—আমি? —আবার তোমাকে ভুলব?—হা! প্রমদা, তোমায় ছেড়ে কোথায় গিয়ে সুখী হব? হায় প্রমদা! আমি তোমারই জন্য এখান হ'তে চ'লে যাচ্চি!"

প্র। আমারই জন্য? কেন, দাসী আজ কি অপরাধ করেছে?

কু। দাসী?—সে কি প্রমদা? এত পরিহাস কেন?

প্র। নির্দ্দয়! পরিহাস নয়। হৃদয়ের যে ভাব এতদিন গোপন করে ক'রে রেখে এসেছি, আজ সেটি ফুটে ব'লব ইচ্ছা হচ্চে, কিন্তু সাহস হচ্চে না।

কু। এ কি কথা!—কেন?—কি বল?

প্র। তোমার মনে আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি তোমায় ভালবাসি কি না? তখন বলেছিলাম জানিনা—এখনও বলচি আমি তোমায় ভালবাসি কি না জানিনা; কিন্তু তোমায় না দেখে আমি থাকিতে পারিনা, পারিবওনা।

কু। প্রমদা! এই যথেষ্ট!—একথা যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে আমায় শুনাইতে তা হলে ত আমার শরীর এত অসুস্থ হতনা, তা হলেত এতদিনে বায়ুপরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণই থাকিত না!—হায়! যাবার সময় এ সুখের কথা কেন শুনাইলে? এতে যে আমার আরও কষ্ট হচ্চে! প্রমদা! তুমি আমায় ভাল বাস? ও! তবে আমার কিসের দুঃখ!

প্র। কুমুদ! তবে কেন আমারই জন্য তুমি যাবে?

কু। প্রমদা! আমার ভ্রমই বল, বা আমাকে পাগলই বল, আমি তোমার ভালবাসার জন্য লালায়িত।

প্র। আমি কি তোময় ভালবাসিনা?

কু। তুমি ভালবাস!—কিন্তু ক্ষমা কর একটি কথা বলব, ভগ্নী কি——

প্র। বুঝেছি, আর বলতে হবেনা। কুমুদ! এ ভালবাসা সে ভালবাসা নয়, এ ভালবাসার তুলনা কি দিব কিছুই খুঁজে পাইনা।

কু। প্রমদা! আমি যে দরিদ্র। তুমি তোমার পিতার একমাত্র কন্যা, কত সাধ আহ্লাদের সামগ্রী, কেন তিনি অমন রত্নকে দরিদ্রের হস্তে সম্প্রদান করবেন?—সেইজন্যই বেতিয়ার মহারাজের দাসত্ব স্বীকার করিলাম। তুমি আমার জীবনের মঙ্গলতারা, সর্ব্বক্ষণ তোমাকে লক্ষ্যপথে রেখে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করব, তাহলে কি আর বিফল মনোরথ হব?

প্র। আবার কত দিনে তোমায় দেখবো?

কু। বিধাতা যদি দিন দেন তবে আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।

প্র। বিধাত! প্রাণের কুমুদকে দেখো; স্বপ্নে যা দেখ্যেছি তা যেন সত্য না হয়।

কু। কি স্বপ্ন? প্রমদা!—তুমি তখনও স্বপ্নের কথা বল্‌ছিলে,—কি স্বপ্ন?

প্র। সে কথা কেমন করে মুখ দিয়ে বার

করবো! কুমুদ! সে কথা তোমার শুনে কাষ্ নাই।

কু। বল বল প্রমদা, আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে, এ কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর।

প্র। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি বেতিয়ার মহারাজের সহিত তোমার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে, একদিন মহারাজ যেন তোমাকে সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে গিয়াছেন, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তুমি যেন বনমধ্যে একাকী পড়িয়াছ, এমন সময় এক দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র আসিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইল —ইহার পর আর কিছুই জানিনা, অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। এ স্বপ্ন অমঙ্গলসূচক বোধ করিয়া তোমাকে বলিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইলাম। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তোমার শয্যা শূন্য। মনে অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। জানি তুমি মধ্যে মধ্যে রাত্রে উদ্যানে বেড়াইয়া থাক, সেই সন্দেহ করিয়া এখানে আসিয়াছি।—তুমি একমনে কি ভাবিতেছিলে?

কু। প্রমদা! তোমায় যদি না পাই, তবে বিধাতা করুন, তোমার স্বপ্ন যেন সত্য হয়!

প্র। ওকি কথা কুমুদ! হায়! কেন তোমায় এ কথা শুনাইলাম!—কুমুদ! বল তুমি কি ভাবিতেছিলে?

কু। যে ভাবনা চিরদিন ভাবি, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিলাম।—বিধাত! এ ভাবনার কি অন্ত নাই? চক্ষে দেখিব তাতেও কি তুমি প্রতিকূল?—প্রমদা! তোমার কথায় আমার মন পুরেনা, কেন তা জানিনা—আবার জিজ্ঞাসা করি, আবার তুমি বল, তুমি কি আমায় ভালবাস?

প্র। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তবে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে কেন আপনার সন্দেহ বাড়াও? আমার মনের ভাব তুমি কি বুঝিবে?—ও! প্রাণ দগ্ধ হয়ে গেছে, অনেক আয়াসে ভস্মাবৃত করে রেখেছি, কেন আর তাতে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার দাও? নারীর ভালবাসা আর পুরুষের ভালবাসা? স্বর্গ আর——

কু। প্রমদা! ক্ষমা কর, কিছু মনে ক'রোনা।—তুমি আমারই প্রমদা—দরিদ্রের অমূল্য রত্ন!—ধর্ম্মের সাক্ষাতে—ঐ চন্দ্রের সাক্ষাতে—প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তোমারই।—প্রাণের প্রমদা! রাত্রি অবসান প্রায়, আমাদের বিচ্ছেদের সময় সমুপস্থিত। তোমার পিতা মাতার সাক্ষাতে আমি তোমার সাথে মনের সাধে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিব না, লজ্জা প্রতিবন্ধক ঘটাইবে, এস এইখানে মনের সাধে বিদায় লই—প্রমদা! যতদিন জীবিত থাকিব, যেখানে থাকিব, তোমারই উদ্দেশে এ প্রাণ উৎসর্গ করিব!

উভয়েরই নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের কণ্ঠদেশ নিজ নিজ ভুজদ্বারা বিজ-

ড়িত করিয়া প্রগাঢ় প্রেমভরে উভয়কে আলিঙ্গন করিল। প্রমদার—লাবণ্যবতী প্রমদার—সেই চারু মুখখানি কুমুদের স্কন্ধদেশে ঢলিয়া পড়িল এবং অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল "কেমন করে ছেড়ে দিব!"

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস শমিত হইলে কুমুদনাথ বলিল"প্রমদা! তবে বিদায়!" প্রমদা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল 'বিদায়!—বিদায় কি!—"

আবার দুইজনের হৃদয়সাগর ক্ষণকালের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে কুমুদ আপন অঙ্গুলী হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রমদাকে বলিল "প্রমদা! স্মরণার্থ এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী তোমায় প্রদান করিলাম, যত্ন করে রক্ষা কবে।।"

অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া প্রমদা অঙ্গুরীয়টী স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিল এবং আপন অঙ্গুলী হইতে একটী বাহির করিয়া অর্দ্ধ অবরুদ্ধ কণ্ঠে মৃদুমধুরস্বরে বলিল "কুমুদ! প্রিয়তম!—এই নাও।—ইহাতেও অভাগিনীর নাম খোদিত আছে। আমি যে তোমারই তা আর আর আমি মুখে বলিব না, তুমি যদি আমায় ভালবাস, তবে আমার হৃদয়ও জানিতে পারিয়াছ!"

কুমুদ অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া আপন অঙ্গুলীতে রক্ষা করিল। বিদায়ের সময় উপস্থিত। হায়! সে সময়ের সে হৃদয়ের আগুণ কে দেখাইবে! সে যন্ত্রণা কে বর্ণনা করিবে! উভয়ে উভয়কে আবার আলিঙ্গন কিরল—উভয়ের হৃদয় উভয়ের বক্ষে গুরুতররূপে আঘাৎ করিতে লাগিল। যে সূক্ষ্ম বাঁধ যে দুই প্রবল সাগরকে আবদ্ধ রাখিয়া ছিল, তাহা, চিরদিনের জন্য কি না জানিনা, ভাঙ্গিয়া গেল।

৬

বেলা অপরাহ্ন। টিটাগড়ের অতিথিশালার উদ্যানে কামিনী একাকিনী ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। মন যেন অন্যমনস্ক। অন্যমনে কখন বেড়াইতেছে কখন বা পুষ্করিণীর ধারে গিয়া নিমীলিতনয়না পঙ্কজিনীর পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইতেছে, কখন বা উদ্যানের ফটকের কাছে আসিয়া অন্তরাল হইতে উৎসুক প্রাণে কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, আবার কখন বা বেড়াইতে বেড়াইতে একটি গোলাপ ফুল তুলিয়া আপন কবরীতে পরিয়া পরক্ষণেই যেন বিরক্তির সহিত তাহা ফেলিয়া দিতেছে। কামিনীর আজ, এ ভাব কেন? পাঠক! শুধু আজ ব'লে নয়, আজ তুমি দেখিতে পাইলে তাই, কিন্তু কামিনীর এই ভাবই আজ কাল ঘটিয়াছে—কামিনী কামের অলক্ষ্য ফাঁদে পড়িয়াছে—অভাগিনী মজিয়াছে।

পান্নার অনুসন্ধান লইবার জন্য সুরেন্দ্র যে দিন কামিনীকে ডাকিয়া পাঠান কামিনী সে দিন সুরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃতা হয়। সুরেন্দ্র বিনোদকে সঙ্গে লইয়া তৎপরদিবস টিটাগড়ের উদ্যানে উপস্থিত হন, কিন্তু কামিনীর নিকট হইতে কিছুই সন্ধান পান নাই, বাস্তবিক কামিনী পান্নার পলায়ন সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। সে দিন বাটী

আসিবার সময় বিনোদের অনুরোধে কামিনী সুরেন্দ্রকে একটী গান শুনাইয়াছিল, সুরেন্দ্র সে দিন হ'তে সে মধুর কণ্ঠবিনিঃসৃত স্বর আর ভুলিতে পারেন নাই। প্রায় সে দিন হ'তে সুরেন্দ্র বিনোদের সঙ্গে টিটাগড়ের উদ্যানে গান শুনিতে যাইতেন, আর কামিনী সেই দিন হ'তেই যেন কেমন কেমন, সেই দিন হ'তেই কামিনী যেন সুরেন্দ্রকে দেখিলে থাকে ভাল, সেই দিন হ'তেই সুরেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদকে দেখিলে কামিনী যেন বড় দুঃখিত।

কামিনী আপন মনে আপনি এদিক ওদিক করিয়া কতক্ষণ ধরিয়া বেড়াইল, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পুষ্করিণীর ধারে গিয়া বসিল—বলিল "আজ যদি বিনোদ সঙ্গে থাকে তবে কখনই বাবুকে গান শুনাইব না।" বলিতে বলিতে একখানি গাড়ী উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। কামিনী যে স্থানে বসিয়াছিল সে স্থান হইতে উদ্যানের ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন? সুরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য? না——দেখিতে—সুরেন্দ্রের সহিত বিনোদ আছে কি না। মন্দভাগিনী দেখিল আছে; দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে সেইখানে বসিয়া পড়িল। সুরেন্দ্র ও বিনোদ শকট হইতে অবতরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বাপিতটে উপনীত হইয়া দেখিলেন—কামিনী বিষণ্ণবদনে পদ্মিনীর পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছে। বিনোদ ডাকিলেন "কামিনী!" কামিনী শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আজ্ঞা"।

বিনোদ। আজ একলাটী এখানে এমন ক'রে ব'সে রয়েচ যে? তোমার শরীর কি কিছু অসুস্থ হয়েছে?

কামিনী। আজ্ঞা না, এ শরীর আর অসুস্থ কি হবে?

বি। তবে অমন ক'রে বসেছিলে কেন? কোন কষ্ট হয়েছে কি?

কা। আপনাদের কৃপায় দুঃখিনীর কোন কষ্টই নাই।

বি। ভাল আছ?

কা। যার মন ভাল, তার সকলই ভাল।

বি। তোমার মন?

কা। বঙ্গবিধবার হৃদয়ের ছায়াছবি কি কখনই দেখেন নাই?

বি। কামিনী! বুঝিয়াছি, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়কে আজ অস্থির করেছে; যা হ'য়ে গেছে তার জন্য আর কেন ভাব?

সুরেন্দ্র। বিনোদ! পূর্ব্ব কথা কি সহজে ভুলা যায়?

বি। সুরেন! সকলের মন কি সমান?—কামিনী! মিছে ভেবনা, ভাবিলে কোন ফল হবেনা, কেবলই কষ্ট সার হবে।

কা। বঙ্গবিধবার জন্মই কষ্টের জন্য, আমরা যদি কষ্ট না পাব, তবে পাবে কে?

কামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিনোদ ও সুরেন্দ্রের হৃদয়ে সে

নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি হইল। তাঁহারা উভয়েই ভাবিলেন 'আজ কামিনী সে কামিনী নয়', কিন্তু কামিনীর হৃদয়ের প্রকৃত ভাব তাঁহারা কেহই অবগত হইতে পারিলেন না।

কামিনী যে বিধবা তাহা কেবল তাহার শুনা কথা মাত্র। কবে বিধবা হইয়াছে কিছুই স্মরণ নাই। অতি শৈশবকালে বিবাহ হইয়াছিল, অতি শৈশবকালেই কপাল পুড়িয়া গিয়াছে। কামিনীর এখন পূর্ণ যৌবন। শৈশবের সরলভাব শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন হৃদয় আর সে রূপ নাই, এখন হৃদয় সম্পূর্ণ আর এক রকম। সুনির্ম্মল সরোবর এখন কর্দ্দমময়। কামিনীর বৈধব্যাবস্থা বিধাতার একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র।

সন্ধ্যা হইল। একজন মালি এক-খানি পত্রিকা আনিয়া সুরেন্দ্রের হাতে দিল। সুরেন্দ্র দেখিলেন কামিনীর পত্র, পত্রখানি কামিনীর হাতে দিলেন। কামিনী পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিল :—

প্রিয় ভগিনী,—প্রতিদিন মনে করি তোমায় পত্র লিখিব কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ একস্থানে স্থায়ী ছিলাম না বলিয়া লিখিতে পারি নাই, অভাগিনীর অপ-রাধ মার্জ্জনা করিও। আজ অনেকদিনের পর তোমায় পত্র লিখিতেছি বলিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইতেছে। ভগিনি! হতভাগিনী পান্নাকে কি মনে আছে?

তুমি অভিমান করিতে পার, এমন কি সন্দেহও করিতে পার, তোমায় না বলিয়া কেন চলিয়া আসিলাম? কামিনী, আমি আপনি চলিয়া আসি নাই। যে মহাত্মা ঘোর বিপদের সময় আমায় আশ্রয় দিয়া আমার জাতি মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার কমলপুরের নায়েব সে সমুদায়ের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু ধন্য পরমেশ্বর, একমাত্র তাঁহারই অনুকম্পায় সে সমুদায় রক্ষা পাইয়াছে। আমি কিছুই জানিনা, পাষণ্ড রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় আমায় হরণ করিয়া লইয়া আইসে। আমার যখন প্রথম চৈতন্য হয়, তখন দেখি, আমি এক মাঠের উপর একখানি পাল্-কির মধ্যে শয়ন করিয়া আছি, আর নরাধম সেই নায়েব আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। পামর আমায় কত প্রলোভন দেখাইল, কত সাধিল, কত কথাই বলিল, ভগিনি, সে সকল কথা লিখিতে লজ্জা করে; আমি কিছুতেই সম্মতা হইলাম না দেখিয়া অবশেষে বলপ্রয়োগ করিবার উদ্যম করিল। ভাবিলাম বলে কখনই পারিব না, তবে কৌশল করিয়া যতক্ষণ আপনাকে বাঁচাইতে পারি; কি করি, পাপমুখে স্বীকার পাইলাম, বলিলাম 'ক্ষমা কর, পথে কিছু বলিওনা, যাহা বলিবার কমলপুরে যাইয়া বলিও।' পাষণ্ড বর্ব্বর ভাবিল সেখানে তাহারই রাজত্ব, সুতরাং আশ্বাসিত হইয়া আর কিছুই বলিল না, যাহাতে নিরাপদে কমলপুরে পঁহুছিতে পারি তাহারই জন্য যত্নবান হইল। কমলপুরে পঁহুছিলাম।

ভগিনি! অসহায়ের যে একজন সহায় আছেন, আমার সেই দিনে ধ্রুবজ্ঞান হইল; ভাই, বলিতে কি, সেই রাত্রেই পান্নার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। সকলে তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, আমিও সেই অবকাশে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। সেই পর্য্যন্ত ভৈরবী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি; গৈরিক বস্ত্র পরিধান, মস্তকে জটাভার বহন, হস্তে ত্রিশূল ধারণ, হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম চিন্তা; নির্ভয়ে কত দেশই পর্য্যটন করিয়াছি, অবশেষে কিছুদিন হইল ৺বারাণসীধামে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। এস্থানে অধিক দিন থাকিব না, কারণ এস্থান নির্জন নয়, আমাদের পক্ষে নির্জন স্থানই ভাল। ভগিনি! যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে যে কত সুখ তাহা বলিয়া জানান যায়না; যদি তোমার সংসারের প্রতি কখন বিরাগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই ব্রতে ব্রতী হইও, ভয় নাই, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই অনাথবন্ধু তোমার রক্ষক হইবেন। ভগিনি! যদি সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে আমাদের প্রতিপালক সুরেন্দ্র বাবু ও তদীয় প্রিয় সুহৃদ বিনোদ লাল বাবুকে জানাইও আমি ভগবৎ চরণে সর্ব্বদাই তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

পত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে কামিনী একটু মৌখিক হাসি হাসিল, মনে মনে ভাবিল 'ভৈরবী হ'লে অধিক সুখী হব, না সুরেন্দ্রকে পেলে অধিক সুখী হব?' বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন "কামিনী! কাহার পত্র?" কামিনী কিছু উত্তর না দিয়া পত্রখানি বিনোদের হস্তে প্রদান করিল; বিনোদ ও সুরেন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

বিনোদ। যা হোগ্, বহুদিনের পর পান্নার সমাচার পাওয়া গেল, পান্না যে সুখে আছে এতে আমরা পরম আহ্লাদিত হলেম।—কামিনী! তুমিও ভৈরবী হবে?

কামিনী। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে!

সুরেন্দ্র। যাগ্, সে অদৃষ্টে যা আছে তাত হবেই, এখন সম্প্রতি আমাদের একটী গান শুনাবেনা?

কা। গান? রোজ রোজ আর কি গান শুনাব?

সু। শুনাবেনা? তোমার গান শুনিতে ভালবাসি তাই আসি—শুনাবেনা?

বি। কেন, বেশ্ ত, সকলেরই মন কিছু ক্ষণ অন্যমনস্ক হবে এখন, মন্দ কি?

কা। কি গান করিব?

সু। যা তোমার ইচ্ছা। তুমি যা গাইবে তাই আমার মিষ্ট লাগিবে।

কা। আমি যা গাইব তাই তোমার—আপনার মিষ্ট লাগিবে কেন?

সু। মিষ্ট গলার গান করিলেই মিষ্ট লাগে।

কা। আচ্ছা—তবে গাইচি:——

কার লাগি শশী, বিকাশি রূপরাশি,
সুনীল গগনে হাসে।
কার তরে তারা, জাগি যামি সারা,
মাতুয়ারা কি উল্লাসে।

ফুল্ল কুসুম, মরি কি সুষীম,
কার তরে, হরষ ভরে,
ঢালে অবিরল, শীতল পরিমল,
নির্জ্জন কানন বাসে।

সু। অতি সুন্দর গলা। কামিনী, তোমার কণ্ঠে যে কি সুধা আছে, তোমার সঙ্গীতে যে কি মোহিনী শক্তি আছে, তা বল্‌তে পারিনা; যতক্ষণ তোমার গান শুনি ততক্ষণ যেন সব ভুলে থাকি।

কা। আপনি দুঃখিনী ব'লে অনুগ্রহ করেন বোলে তাই ও রকম বোধ করেন।

সু। আবার যে দিন আসিব সে দিন গান শুনাবে?

কা। অনুগ্রহ করে দাসীকে যখনই অনুমতি করবেন তখনই শুনাবে, এর জন্য এত আকিঞ্চন কেন?

কামিনী মনে মনে ভাবিল 'সুরেন্দ্র! গান শুনিবার জন্য দিবানিশি যদি তুমি আমার কাছে থাক, আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেও তোমায় গান শুনাতে প্রস্তুত। তোমায় দেখিলে কত সুখী হই তাত তুমি জাননা—কিন্তু একবারও কি একলাটী তোমায় পাবনা?——

সু। কামিনী, তবে এখন আমরা যাই?

কামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "আমি আর কি বলিব, বরং আমায় অনুমতি দিন, আমি যাই।"

সুরেন্দ্র ও বিনোদ গাত্রোত্থান করিলেন, কামিনীও আপন বাসগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কামিনী কি সুস্থচিত্তে নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল? কামিনী নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়াই শ্রান্তিপ্রযুক্ত যেন স্বীয় শয্যা'পরি শয়ন করিয়া পড়িল। শ্রান্তি কেন? পরিশ্রম ত কিছুই করে নাই, তবে এ শ্রান্তি কোথা হইতে আসিল? এ শ্রান্তি শ্রমজনিত নহে, চিন্তার প্রবলবেগ সহ্য করিতে না পারায় কামিনী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছে 'হৃদয়! এ অসদভিলাষ হ'তে নিবৃত্ত হও, কেন আমায় যাতনা দাও, তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়! পান্না ভৈরবী হয়েছে, আমিও হব। এ সংসারের আমি নই, যদি এ সংসারের হতেম, তা হলে এ দশা কেন ঘট্‌বে"—আজ কোথায় মা, কোথায় বাপ, কোথায় সেই স্বামী! আর হৃদয়! তুমি যার জন্য লালায়িত, সেই বা কোথায়? তুমি তার কাছে কাছে রয়েছ, কিন্তু দেখদেখি সে তোমা হতে কত দূরে রয়েছে!—না—থাক্‌লেই বা দূরে, তুমিত তার কাছে আছ? তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ করোনা—না হয় সমস্ত জীবন দুঃখই সহ্য কর্‌ব, মরণ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব, সে যদি নাও ভালবাসে, দেখা হলে তাচ্ছল্য করে, তবুও তাকে আমি ভাল বাসিব, তবুও আশানিগড়ে বদ্ধ করে এ প্রাণকে তারই জন্য রক্ষা করিব!—' অবশেষে অভাগিনী আপন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আপন মনে গীত গাইতে লাগিল:——

ভালবাসা প্রেমআশা সহজে কি ছাড়া যায়।
প্রাণ যারে ভালবাসে নাহি বা সে ফিরে চায়॥
যায় যাগ কুলমান, হয় হোগ অপমান,

বিচ্ছেদে কাঁদুগ প্রাণ, নাহি ক্ষতি তায় ;—
তবু তারে দেখিব, দিবানিশি পূজিব,
জীবন যৌবন মন সঁপিব তাহারি পায়।

৭

এক দিন, এক সপ্তাহ, এক পক্ষ, দেখিতে দেখিতে একমাস অতিবাহিত হইয়া গেল, কুমুদনাথের যাওয়া অবধি কোন সম্বাদ নাই। বিপ্রদাস ও মোক্ষদা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রমদা দিন দিন কৃশা ও মলিনা হইতে লাগিল। বিপ্রদাস বেত্তিয়ার মহারাজের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন, যথাসময়ে উত্তর আসিল কুমুদনাথ বেত্তিয়ায় পঁহুছিবামাত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছে,শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। বিপ্রদাস ও মোক্ষদা কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন, কিন্তু প্রমদার দুঃখের কিছুই অবসান হইল না ; কোথায় প্রেরিত হইয়াছে, কি করিতেছে, কেমন আছে, এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল। দিন যায়। ১০।১৫ দিন পরে কুমুদনাথের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র আসিল। সম্বাদ সমস্তই মঙ্গল ; মহারাজা অত্যন্ত ভালবাসেন, এক দণ্ডও কাছ ছাড়া করেন না ; মহারাজা সাতিশয় শিকারপ্রিয়, প্রায়ই শিকার করিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ; সর্ব্বদাই আপন ভ্রাতৃতুল্য তত্ত্বাবধারণ করেন। সকলেই এ শুভ সংবাদে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু শিকারের কথা শুনিয়া প্রমদার মন বড় ব্যাকুল হইল। কিছু দিন যায়। দুইমাস পরে একদিন সম্বাদ পত্র পাঠ করিতে করিতে প্রমদা দেখিতে পাইল :—

"বিগত সপ্তাহে বেত্তিয়ার মহারাজা এক দুর্গম অরণ্য মধ্যে শিকার করিতে গিয়া দীর্ঘকায় ব্যাঘ্র হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে একজন সহচর ছিল তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, শুনিলাম সে নাকি রাজার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিল। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।"

প্রিয়জনের অমঙ্গলের ভাবনাই সর্ব্বাগ্রে হয়। প্রমদা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে সম্বাদপত্র লইয়া মাতার কাছে দৌড়িয়া গেল। মোক্ষদা পাঠ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং সেই অশুভ সম্বাদ বিপ্রদাসের নিকট গিয়া জানাইলেন। বিপ্রদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন কিন্তু সময়োচিত শান্ত্বনা প্রদান করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

প্রমদা আর দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার চক্ষে আকাশ পৃথিবী সমস্তই ঘুরিতে লাগিল। সে আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া পড়িল। চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যে কত পরিতাপ করিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণ যখন দুঃখে শোকে অত্যন্ত কাতর হয় তখন রোদন বিলাপে অনেক ফল আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন "বৃথা রোদনে কি ফল ?" যে যাহাই বলুগ, আমি বলি রোদনে ফল আছে ; যে শোকের রোদন নাই সে শোক কৃতান্তের প্রধান অনুচর। প্রমদা

অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, দুঃখের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে বিধাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। "জগদীশ! অবলার অপরাধ মার্জনা করিও, তোমার ধন তুমি লইয়াছ আমার তাহাতে কাঁদিবার অধিকার নাই আমি জানি, কিন্তু কি করি, মন কিছুতেই বুঝেনা, কোন কথাই শুনিতে চাহেনা, এ অপরাধ—অবলার দুর্ব্বলতাজনিত এ অপরাধ—ক্ষমা কর্ত্তেই হবে। এ দুঃখ—এ অশ্রুজল—আর কেহই দেখিতে পাইবে না। মনে মনে ভালবেসেছিলেম মনে মনেই এ যাতনা সহ্য কর্‌বো, পাপ জগতের কাছে কিছুই জানাব না; তুমি অন্তর্যামী, অন্তর তোমার কাছে লুকাইয়া রাখিবার নয়, সবলই [illegible], পাছে অপরাধ লও এই জন্যই তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি।' প্রমদা আবার কতক্ষণ নীরবে কাঁদিল।

সে দিন দিনমান বাটীর সকলের এক রূপ অনাহারে চলিয়া গেল। রাত্রি আসিল; দুঃখের রজনী দুঃখে দুঃখেই কাটিয়া গেল। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে প্রমদা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেখিল যেন আপনাদের চিরপরিচিতা সৌন্দর্য্যপূর্ণা পৃথিবী হইতে কোন অপরিচিত বিভীষিকাময় জগতে নীতা হইয়াছে, পরিজনদিগকে দেখিয়া ভাবিল ইহাদের সকলকেই ত দেখিয়াছি কিন্তু এদের মুখে আজ এত মলিনভাব মাখান কেন? এ দেশে এরা কবে আসিল? পরে সূর্য্যোদয় হইলে প্রমদা দেখিল সূর্য্যের তেজও মলিন। প্রকৃতি মলিনা। প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া প্রমদার গাত্রে লাগিল, সে ভাবিল অলক্ষ্যে কে যেন তাহার অঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। কালের কঠিন শাসনে যাহার হৃদয়-কক্ষের সুখপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় সে যে জগৎসংসারকে অন্ধকারময় দেখিবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যার হৃদয়ে আঁধার তার চক্ষে সকলই আঁধার। প্রমদা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "আজ এ ভ্রম কেন হচ্চে? চিরপরিচিত স্থানকে যেন অপরিচিত ব'লে বোধ হচ্চে, অনেকদিনের পর পরিচিত লোককে দেখিলে যেমন মনে হয় আজ স্বজনগণকে দেখিয়া সেইরূপ মনে হচ্চে, বোধ হচ্চে যেন সকলেই আর একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে প্রফুল্লতা নাই, কেবলই যেন হাহাকার—কেবলই বিষাদ! হা! এরূপ কেন হল! এ সকল কি বাস্তবিক ঘটনা? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এক জগৎ কি অন্য এক জগতে সহসা পরিণত হ'ল?—হায়! সকলকেই দেখ্‌তে পাচ্চি, কেবল আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব কুমুদকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা।—" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া আসিল এবং পবিত্র প্রণয়-খনির গর্ভ হইতে প্রাণ ধুইয়া অজস্র অশ্রুমুক্তা পতিত হইতে লাগিল।

জগতে ধনী হও বা দুঃখী হও, সুখী হও বা অসুখী হও, সময় সমানরূপে সকলের সেবা করিবে। সুখীকে সুখ ভোগ করাইবার জন্য দুই দিন কখন

এক দিন হবেনা, দুঃখীকে দুঃখ সহ্য করাইবার জন্য এক দিন কখন দুই দিন হবেনা; তবে যে সুখের দিন শীঘ্র যায়, ও দুঃখের দিন যেন যেতে চায়না, সে কেবল মনের ভ্রান্তি মাত্র। প্রমদা ভাবে দিন যেন আর যেতে চায়না!

মনের সহিত শরীরের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ! মন ও শরীর যেন দুটী যমজ সহোদর। একটী ভাল থাকিলে আর একটী থাকে ভাল, একটী অসুস্থ হইলে আর একটী অসুস্থ হইয়া পড়ে। প্রমদার মন অসুস্থ সুতরাং দিনে দিনে তাহার শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। বিপ্রদাস ও মোক্ষদা তাহার তদবস্থা দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং কন্যার বিবাহ দিলে বোধ হয় এ মনোভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই মনে করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-রত্ন সম্প্রদান করিবার জন্য যত্নবান হইলেন।

নবমী।

১

বহুদিন পরে পুনঃ উঠে আজি মনে,
প্রিয়া সনে চন্দ্রমাকিরণে;
এই নবমীর নিশি, পরাণ গলায়ে হাসি,
গিয়েছে সেদিন, ভাসি মিশেছে স্বপনে,
সে স্বপন ফুরাল জীবনে।

২

উন্মত্ত মধুর আশে ললনা আননে,
ভ্রান্তমন মোহিনীকাননে;
নারীর হাসির আশে, একমনে রুদ্ধশ্বাসে,
"রমণীয় নিশি কত বঞ্চেছি রোদনে,
গিয়েছে সে দিন আজ মিশেছে স্বপনে।

৩

বিগত বান্ধবগণে পড়ে আজি মনে,
কত কথা দূর স্মৃতি সনে,
শতধারে মুক্তদ্বারে,প্রীতি-বারি ধারা ঝরে,
এই নবমীর নিশি মিশাবে স্বপনে,
উৎসব নীরব যথা দেবী বিসর্জ্জনে।

৪

নবমী যামিনী কোলে জাগে আজি মনে,
প্রতিমা বদনে,
দেখেছি দেখেছি হাসি, সে হাসি মা ভালবাসি,
অভয়া গো অভাগারে রেখো মা চরণে,
পুনঃ যেন যায় দিন কিশোর স্বপনে।

কি অহিতাচার!

যে সাধারণের যত হিত করে, তাহার উপর তত পীড়ন মনে করিলে অবাক হইতে হয়। স্বার্থপরতা কি ভয়ঙ্কর বিষ! আপন সুখের উদ্দেশে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেও মনুষ্য কুণ্ঠিত নহে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে "ভাল করিলে ভাল হয়, মন্দ করিলে মন্দ হয়।" অব্যভিচারে সর্ব্বত্র তা কই দেখিতে পাই? ঘোড়া বেচারা নির্ব্বোধ পশু, অনেক জন্তু অপেক্ষা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে, যখন উহার বন্ধন মুক্ত হয় তখন যদি বিজনপ্রদেশে গিয়া স্বাভাবিক খাদ্য ঘাস খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করে তা হলে আর নীচ মনুষ্যের অধীন থাকিয়া অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ছোলার লোভে বেচারার কাছোলা—লাঠীর চোটে গায়ে চর্ম্ম নাই, উঠিলে শুইতে পারে না, শুইলে আর উঠিতে পারে না। বহন করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িতেছে, গাড়িবান তাহার সেই মর্ম্মচ্ছেদকরী যন্ত্রণা মনে না করিয়া বলে যে ঘোড়া বজ্জাতি করিতেছে। বেচারা বনে চরে খায়, কোন বিষয়ে অপরাধী নহে, সাধ্য সত্তে প্রাণপণে উপার্জ্জন করিয়া দেয়, একদিন অশক্ত হওয়ায় বহন করিতে কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইলে সে বজ্জাতি করিল আর পীড়াদায়ক নরাধম ভদ্র থাকিলেন। কি অহিতাচার! ঘোড়ার উপর ত এই ব্যবহার। আবার গোরুর প্রতি কি ব্যবহার চলিতেছে তাহা আলোচনা করিলে আরও চমকিত হইতে হইবে। বাছুর অবধি দেখা যাউক। আমরা গোরুর দুধ খাইয়া থাকি। প্রথমতঃদুধে কার কতদূর অধিকার তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। মনে করিতে হইবে যে আপন আপন অধিকার লঙ্ঘন করিয়া অন্যের সত্তেহাত বাড়াইলে বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা দণ্ড বিধিতে দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, সুতরাং দণ্ডবিধি আইন খানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া অধিকার বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। দুধে চারিজন প্রকৃত অধিকারী। প্রথম অধিকারী গোরুর বাছুর, দ্বিতীয় অধিকারী দুগ্ধপোষ্য বালক (যাবৎ দন্ত পংক্তির সংস্থান হয় নাই), তৃতীয় অধিকারী গলিতদন্ত প্রাচীন, চতুর্থ অধিকারী রোগ বশতঃ শীর্ণকায় ব্যক্তি। এই চারিজনের প্রচুর পরিমাণে পরিতোষের পর যে কিছু উদ্বৃত্তভাগ থাকে তাহা খাইলে তত অধিকার ভেদ দেখা যায় না। একজনের প্রাণ রক্ষা আর একজনের কিঞ্চিৎ সুখের সহিত অধিক ইতর বিশেষ। কিন্তু কয়জন এইরূপ অধিকার বিচার করিয়া থাকে? আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বৎসের পরিতোষের পর যে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাওয়া যায় তদুৎপন্ন ঘৃত যজ্ঞে প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের ভাব ছিল! এখন

প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চনা করিলে কি দণ্ড উচিত তাহা ভদ্র লোকেরা বিবেচনা করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। গোরু কি কি রূপে সাধারণের হিত করিতেছে দেখা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির দ্বারা যে হিত পাওয়া যায় তন্মধ্যে দুগ্ধ সর্ব্বপ্রধান। আমরা মাতৃস্তন্য পানের সময় অবধি এবং স্তন্য ত্যাগের পর হইতেই গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেছি। বিবেচনা করিলে উহারা মাতৃস্থানীয় হইল এজন্য মা ভগবতী বলিয়া থাকি। ভগবতী, এই সম্মান সূচক বিশেষণটী গোরু ব্যতীত আর কোন পশুকে দিতে ইচ্ছা হয় নাই। উচ্চ শ্রেণীর দেবীদিগের বিশেষণ শব্দ পশুকে দেওয়া অসামান্য ভক্তির লক্ষণ। দুধে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহা সকলেরই বিদিত আছে। ছানা ক্ষীর ঘৃত ও দুধে যতপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোন গ্রন্থকার পৃথক পৃথক রূপে যদি সমস্ত জীবন লেখেন তথাপি শেষ হয় কি না সন্দেহ। এমন কি সঘৃত না হইলে প্রায় খাবার দ্রব্য খাইতে নিষেধ আছে। অপিচ গোরুর বিষ্ঠা মূত্র পর্য্যন্ত আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। গোমূত্রে বিকারী রোগীকে সদ্য নীরোগ হইতে দেখিয়াছি। গোরুর পাঁচটা লইয়া পঞ্চগোব্য হয়। পঞ্চ বৈড়াল্যের বা পঞ্চ শার্গাল্যের কথাত কেহ কখন কহে না। মরণের পরেও উহাদের হাড় চামড়া বিবিধ প্রকার উপকার সাধন করিতেছে। এমত হিতকারী জন্তুর সেবা করা যে যথার্থই ধর্ম্ম সাধন তাহাতে ভুল নাই। এখন সেবা শব্দের অর্থগত কিছু বৈষম্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ গো সেবা করিতেন, অর্থাৎ উত্তম খাদ্য দিয়া উত্তম স্থানে রাখিয়া সেবা করিতেন, এখন তাহার পরিবর্ত্তে গোরুকে আহার করিয়া গো-সেবা হইতেছে। যেমন প্রভুর অন্ন সেবা হউক, জল সেবা হউক, বলিলে অন্ন জল আহার করাই বুঝায়, এখন সেবা শব্দ প্রায় সেই অর্থেই ব্যবহার হইয়া উঠিতেছে। পাঠকগণ এই সামান্য কথায় অবহেলা না করিয়া কিঞ্চিৎ অবধান সহযোগে পড়িলে যদি কিছু শুভ দৃষ্টি হয় তবে অবশ্যই প্রার্থনা সফল হইতে পারে। আর একটী কথা বিবেচনা করিবেন। গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোলোকেই থাকিতে ভাল বাসিতেন, ভূলোক (নির্জ্জীব জগৎ) ভবলোক (সজীব জগৎ) জনলোক পূর্ব্ব উভয় লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপোলোক অর্থাৎ যাঁহারা নিয়মিত ব্যবহারে দোষসম্পর্ক শূন্য তাঁহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইরূপে যত লোকের গণনা হইয়াছে গোলোক তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। যাহা কিছু অবলোকন করি যদি লোক শব্দে সে সকলকেই বুঝায় তবে কুকুর লোক, বিড়াল লোক, গো-লোক সকলই এক তাৎপর্য্যবাচক শব্দ। তবে গোলোকে আহারের ভারি সুবিধা ভাবিয়া কৃষ্ণ গোলোকে বাস করিতেন। এখন আমাদেরও যেন যাবজ্জীবন ঐ লোকেই বাস হয়। রেখে.

খেলে অনেকদিন চলে, মেরে খেলে একদিনেই ফুরয়ে যায়। একাল পর্য্যন্ত কতপ্রকার কলের সৃষ্টি হইল কিন্তু দুধের কৈ একটী কলত কেহ করিতে পারিলেন না। খৈল, বিচালি, ঘাস প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য গোরু-কলে ফেলে দিলে কি সুন্দর দ্রব্য পাওয়া যায়! এমন কল আর কোথাও দেখিনা। বিশেষ অনুরোধ যেন এই কলে আঘাত না হয়। যেমন জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানী, মান থাকিলে মানী, তেমন কল থাকিলে কলী কেনই বা না হইবে? অতএব কলীদিগের অধিকার কালকেই কলিকাল ভাবা অসঙ্গত নহে। কলীদিগের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যেন এই কলে আঘাত না হয়।

স্ত্রীজাতির হিত অপেক্ষা কোন অংশে পুরুষদের হিত ন্যূন নয়। জল দেয় বলিয়া জলদ, বল দেয় বলিয়া বলদ। মধ্যে মধ্যে স্মরণ হয় যে, যে যত হিত করে সে তত মার খায়। কলিকাতা সহরের ইট, কাঠ, চূণ, পাতর প্রভৃতি প্রায় এমন দ্রব্য মনে হয়না যাহাতে বলদ একবার কাঁধ দেয় না, সমস্ত বাণিজ্য সামগ্রী এক দেশ হতে দেশান্তরে বহিতেছে। কেবল তা নয়, আমরা এমত খাদ্য দ্রব্য প্রায় দেখিনা যাহার উৎপত্তি সময়ে বলদ বল দেয় নাই। কিছু ক্রটী হইলে যে লাঠি তার পিঠে পড়ে তা মনে হলে কান্না আসে। শেয়াল মানুষের হিত করে না ব'লে লাঠির প্রহার হতে বেঁচে গেল। বোধ হয় এই দৃষ্টি হতেই হংসীর স্বর্ণাণ্ড প্রসবের গল্প রচিত হয়ে থাকবে। "একটী হংসী প্রতিদিন এক একটী স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব কর্‌ত; স্বার্থপর প্রভু ভাব্‌লেন অনেক দিনে অনেক অণ্ড প্রাপ্তি অপেক্ষা উহার পেট চিরিয়া সমস্ত ডিমগুলি পেলে আর অধিককাল সইয়ে থাকতে হয় না, এই ভাবিয়া হংসীর উদর বিদীর্ণ করে ফেলে লাভের শেষ কর্‌লেন"। উৎকট প্রহারে কত বলদ মরেছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ অসাধ্য ব্যাপার। এই ত একপ্রকার ঘোড়ার ও গোরুর উপর অত্যাচার।

মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার দেখিলে ইহাদের মনুষ্য বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয় না। মনুষ্যের উপর যে সকল উৎপাত আছে তাহা দুই অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। জল-প্লাবন, প্রচণ্ড বায়ু-বেগ, উৎকট রৌদ্র, সময়ে সময়ে খাদ্য দ্রব্যের অভাব নিবন্ধন দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ, শেয়াল কুকুর সাপ বাঘ কুমীর প্রভৃতি পশু দংশন এবং আর আর যতপ্রকার দৈব দুর্ঘটনা মনে আসিতে পারে সে সমস্ত ধরিয়া মানুষের যত ক্লেশের সম্ভাবনা আছে তাহা একদিকে, আর মনুষ্যের উপর মনুষ্য যত প্রকার পীড়া দিয়া থাকে তাহা অন্য দিকে ধরিয়া, মোট ষোল আনা দুঃখের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পীড়াই বা কি পরিমাণে সংঘটিত হয় এবং নরাধম কৃত নরের পীড়াই বা কত, তাহার একটা কালি করিলে দেখা যায় শেষোক্ত পীড়া বার আনার ন্যূন নহে; বিতর্ক স্থলে কেহ কেহ এগার আনা সাড়ে এগার আনা রকম অনুমান করেন, কেহ বা দয়া করিয়া

তের আনা সাড়ে তের আনা বলেন, তবে দুই চারি পয়সার হ্রাসবৃদ্ধি বড় একটা ধর্ত্তব্য নহে। কেবল দর্শনমাত্রে যাহার কষ্টি করিতে হয় দর্শনশাস্ত্রে যাহার যে রূপ ব্যুৎপত্তি থাকে সে তদনুসারে অবধারণ করিতে পারে তাতে বড় যায় আসে না। ফলতঃ বার আনা ধরিয়া দিলে বোধ হয় কাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মনুষ্য স্বার্থ সাধন উদ্দেশে যে পরিমাণ অহিতাচার করিয়াছে ও করিতেছে ভাবিলে ইহাদিগকে সভ্য বলা লজ্জার বিষয়। ভা শব্দে জ্ঞান জ্যোতি বুঝায়। প্রতিভা, প্রভা, আভা একার্থ বাচী শব্দ। ভা সম্পন্ন সজ্জন সংহতিকে সভা বলা যায়। সেই সমাজে যে সকল ভদ্র লোক উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগকে সভ্য বলিলে সভ্য শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য রক্ষা পায়, নচেৎ কেবল পরিষ্কৃত মূল্যবান পরিচ্ছদ দেখিলেই ওরূপ সম্মান সূচক শব্দ প্রয়োগকর্ত্তার অধোগতি হয়।

"তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে।
মধ্যস্থাঃ পরকীয়কার্য্য কুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে॥
তেঽমী মানুষরাক্ষসা নিঘ্নন্তি পরহিতং যে স্বার্থতঃ।
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

স্বার্থের বাধা ঘটিলেও পরমঙ্গলের যাহারা ঘটকতা করেন তাঁহারা সৎপুরুষ (ঊর্দ্ধভূত), স্বার্থের বিঘ্ন না হয় এ দৃষ্টিতে যাঁহারা অন্যের মঙ্গলে রত তাঁহারা মধ্যস্থ. (মধ্যভূত), স্বার্থোদ্দেশে রাক্ষসেরা অপরের অহিতাচার করিয়া থাকে তাহারা অধম অধোভূত, লোকে অদ্ভুত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর পর তিনজনকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু নিরর্থক যে অন্যের অহিতাচার করে সে কোন্ শ্রেণীর লোক জানা যায় না।

একটা গল্প না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। সন্নিহিত স্থানের কোন লোকের একটা গোরু বিক্রয়ের কথা শুনিয়া অন্য গ্রামের কোন লোক তাহা ক্রয় করিতে আইসে। প্রকাশ্য পথের ধারে আমরা অনেকে বসিয়া ধূমপান করিতেছি। ক্রেতা চাসা টাকা আনিতে আপন বাড়ী যাওয়ার সময় আমাদের কাছে বসিয়া কলিকাটা চাহিয়া লইয়া তামাক টানিতে টানিতে আমাদের মধ্যের কোন ব্যক্তিকে গোরুটা ক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ করে, সেই কোন লোক তাহার মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু স্বর ভঙ্গিতে "তা তত দোষের নয়, তুই বড় ঠকবিনে" বলিয়া চুপ করিলেন। বিস্তর অনুনয়ের পর বলিলেন "শুনিতে পাই গোরুটা কি রোগে মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যায়"। ক্রেতা ঐ কথা শুনিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। নিজের ইষ্ট নাই অন্যের অনিষ্ট হইলেই আনন্দ হয়, ইহা অনিষ্টকারী লোকের বিশেষ উন্নতাবস্থা বলিতে হইবে।

চাসার উপর সকলেরই সমান

দৌরাত্ম্য। প্রধান লোক হইতে সামান্য গোমস্তা পর্য্যন্ত কেহই উহাদের দুঃখে কাতর নহে। জমীদার, পত্তনীদার, দর পত্তনীদার ছেপত্তনীদার, ইজারদার, দর ইজারদার, নাএব, গোমস্তা, প্রভৃতি কর্ম্মচারী এবং পুলিষের মহাত্মারা যে কোনরূপে হউক প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে কাহার প্রায় কুণ্ঠিত ভাব দেখা যায় না। কোন কোন জমীদারের প্রজা-পীড়ন শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নূতন প্রকারের গালি ও পীড়নের নূতন রূপ মধ্যে মধ্যে সৃষ্টি করিয়া অনেক নাএব জমীদারের নিকট প্রশংসা লাভ করে। এদেশের প্রজারা কত পাপই করিয়াছিল! আর কতকাল অসহ্য যা-তনা ভোগ করিবে! নীলের অত্যাচার কথঞ্চিৎ কমিয়াছে কিন্তু কোন কোন দুরাচার জমীদারের পীড়ন কিছুমাত্র কমে নাই।

যদি কৃষিজীবী লোকেরা একভাব-লম্বনপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য আপনাদের প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া চাস কর্ম্মে বিরত হয়, তবে কোথায় বা জমীদারের তাকিয়ায় হেলান দিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, কোথায় উকিল মোক্তারের লোক বঞ্চনকর বাগাড়ম্বর, কোথায় স্বর্ণ বণিকের সোণা চুরি, কোথায় ধর্ম্মের বেশধারী কপটাচারী, এজেলা, জয়রাধে কৃষ্ণ, ও গুরু গিরি এবং কোথায় বা রাজ শাসন বিমুক্ত অজ্ঞ ডাক্তার বাবুর প্রাণী বধের নীচ ব্যবসায়? কে কোথায় কি ভাবে থাকেন? দেখা যাইতে পারে যে ধাতুময় কাষ্ঠময় কার্পাস ও পশুলোমে প্রস্তুত সূত্র ময় বস্তু রাশিতে কতক্ষণ জীবন রক্ষা হয়? ঘরে অন্ন না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময়। সেই অন্নের উৎপত্তি বিষয়ে অন্ততঃ উৎপত্তির সাহায্য পক্ষে যাহারা যত্নযুক্ত থাকে,তাহারাই সংসারের আদরের পাত্র। যখন ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে কত গুলি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ জীবন ব্যতীত সক-লেরই উৎপন্ন বস্তুর উপভোগ দ্বারা জীবন রক্ষা পাইতেছে, তখন ইহাও স্থির সি-দ্ধান্ত বলা যাইতে পারে যে সেই জীবন রক্ষার উপযোগী বস্তুর উৎপত্তি পক্ষে যে চেষ্টা যত্ন ও আয়োজন তাহাই সর্ব্বো-পরি প্রধান কর্ম্ম, তবে উহাতে শ্রম ক-রিতে হয় বলিয়া প্রবৃত্তি হয় না। শ্রম করিতে না হয় অথচ সুখে আহার চলে এই ইচ্ছাই সমস্ত ধূর্ত্ততার প্রসূতি। পীড়ন না করিয়া ঐ ইচ্ছা সম্পন্ন হইলে যথার্থই বুদ্ধির কার্য্য বটে কিন্তু সাধারণতঃ তাহা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইক্ষুদণ্ড পীড়নে গুড় পাওয়া যাইতে পারে, তিল পীড়নে তৈল পাওয়া যাইতে পারে, ইক্ষু তিল উভয়ের মধ্যে পীড়নের যাতনা অনুভব করিতে পারে এমত কোন লক্ষণ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গুড়ের ন্যায় লাভ লোভ বশতঃ সর্ব্বত্র সমভাবে পীড়ন কতদূর সঙ্গত? চাসার উপর যে উৎকট পীড়ন দেখা যায় তাহাতে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে এমত লোক, পীড়ক ব্যতীত অল্প। চাসা খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া দেয়। সে নিঃস্বার্থভাবে উৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করে নাই বটে কিন্তু

কাহার কোন অনিষ্ট পক্ষে চেষ্টান্বিত না হইয়া জীবন রক্ষার প্রধান কর্ম্মে উদ্যোগী সে চাসা, হীন, ছোট লোক হইল আর ছলে বলে কৌশলে সর্ব্বনাশ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে বড় লোক সভ্য, ধার্ম্মিক হইলেন। যে যত ছোট লোকের কর্ম্ম (নীচ কর্ম্ম) করিতে পারে সে তত বড় লোক হয় ইহা ভাবিলে কি মনে হয়? আমি দেখিতেছি বড় লোক হওয়া অতি অল্পায়াস সাধ্য সহজ ব্যাপার, যতপ্রকার নিন্দিত কর্ম্ম আছে তাহা সাধন করিতে যদি সঙ্কোচ উপস্থিত না হয়, দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্য, বিশ্বাস ঘাতকতা কোন কর্ম্মেই যদি অ রুচি নিবন্ধন বিরাগ না থাকে তবে বড় লোক হওয়া দীর্ঘকালের কর্ম্ম নহে। পাঁটার ভ্যা শুনিয়া দয়া হইলে মাংস খাওয়া কঠিন। সদুপায়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। যদিও কেবলমাত্র উৎপাদন কার্য্য ব্যতীত সংসারের হিত জনক অনেক কর্ম্ম আছে যে তাহাতেও অনেকের ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক, কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে হিত জনক কার্য্যে যিনি রত থাকিয়া আপন হিত সাধন করিয়া থাকেন, তিনি মাতার মণি শিরোধার্য্য আর যদি কাহাকেও আপন ইষ্টের উদ্দেশে সাধারণের অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত থাকিতে দেখা যায় তবে শীঘ্র শীঘ্র ভিড় ভাঙ্গিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয় কি না?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম। গিরিশ বাবু যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহা আমাদের পূর্ব্বেই জ্ঞান ছিল এবং এই "আনন্দ রহো' তাহার পরিচয় স্থল। এই নাটক খানির সংযোগস্থল, ব্যাপ্যকাল ও চরিত্রাবলী সকল গুলিই মহৎ এবং তাহাদের সংঘটন ও সম্পাদন অতীব উপযুক্ত ও উৎকৃষ্টরূপে সাধন করা হইয়াছে। সুচতুর বিচক্ষণ আকবরসাহ ভারতবর্ষ জয় করিয়া রাজপুত দস্যু ভয় হইতে নিস্তার পাইয়া যে কালে স্বীয় রাজত্বের আভ্যন্তরীক বন্দোবস্তে ব্যাপৃত সেই সময় এই নাটকের ব্যাপ্যকাল। ভারতে অমরাবতী তুল্যা দিল্লী নগরী ও বীরপ্রসবিণী আরাবল্লা পর্ব্বতশ্রেণী ইহার সংযোগ স্থল। মোগল-গৌরব আকবরসাহ রাজপুতশ্রেষ্ঠ রাণাপ্রতাপ, মহাবল সেলিম, রাজপুতকলঙ্ক মোগলসাম্রাজ্যস্তম্ভ মানসিং, স্বদেশানুরাগী মারাণ সিং, অদ্ভুতচরিত্র বেতাল, এই সমুদয় নাটকের প্রধান কার্য্যকারী। তাঁহার গঠিত স্ত্রী চরিত্র গুলিও নূতন এবং স্বাভাবিক।

আকবরসাহ কোন মন্ত্রবলে এই বিস্তীর্ণ

ভারতবর্ষ ও দুর্গম আফগান দেশপরাজয় করিয়া বিপুল রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা এই নাটক হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি। ঐ মন্ত্রটি অতি পরিশুদ্ধ না হইলেও যে তাহার অদ্ভুত শক্তি আছে তাহার প্রমাণ আধুনিক ইতিহাসেও ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আবার সেই মহামন্ত্র যে স্বদেশানুরাগরূপ বর্ম্মভেদ করিতে অক্ষম তাহার পরিচয় কবি রাজপুতবংশাবতংস, অকুতোভয়, মূর্ত্তিমান দেশানুরাগস্বরূপ রাণাপ্রতাপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি মানসিং চরিত্রে একটী আশ্চর্য্য সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন—অন্যায় কার্য্যজনিত প্রতিফল ইহজন্মে ভোগ হয়। সদর্পে সম্রাটপ্রসাদ ভোগ করিয়াও মহারাজ মানসিংকে এক দিবস কার্ডিন্যাল উল্‌জের ন্যায় আত্মগ্লানি করিতে হইয়াছিল। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে যখন তিনি নারাণসিংকে বলিলেন "লহরিমোহন! অধিক তিরস্কার বাহুল্য" তখন যে তাঁহার হৃদয় পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল তাহা কবি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।

সম্রাটপুত্র সেলিম অন্তঃপুরে সতত স্ত্রীঅনুরত হইলেও যে তিনি ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাটের উপযুক্ত ছিলেন তাহা সুচতুর কবি আকবরের প্রমুখাৎ স্বীকার করাইয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আকবারসাহ স্বগত বলেন "যাক্ রাজপুতানার ভয় এক রকম গেল, দুই তিনটা যুদ্ধ মাত্র সেলিমই করুণ বা আমিই করি।" ইহা দ্বারা যুবরাজের ক্ষমতা ও বিক্রমের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী সম্রাটের সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে। বীরবর নারাণসিংহ দ্বারা কবি দুইটী উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন; প্রথমতঃ রাজপুত চরিত্রের সাধারণ চিত্র অঙ্কন ও তাহাদের হৃদয়ে মহারাণার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন; দ্বিতীয়তঃ মহারাণার গৌরব বৃদ্ধি করণ। উৎকৃষ্ট কবিগণ সময়ে সময়ে রং না দিয়া কেবলমাত্র অঙ্কপাত দ্বারা তাহাদিগের মানসপুত্তলি চিত্রিত করিতে ভালবাসেন। গিরিশ বাবুও বোধ হয় এই পুস্তকে মহারাণার সেইরূপ একখানি চিত্র নারাণসিংহের হস্তে ধারণ করাইয়াছেন। মহারাণার সম্পূর্ণ ছবি দিতে হইলে একখানি কেন দশখানি কাব্যেও ফুরায় না এবং তথাপি ও সাধারণ রাজপুত চরিত্র চিত্রিত করার অভাব থাকে। আমাদের বোধ হয় এই দুইটী অভাবই পূরণের নিমিত্ত গিরিশ বাবু নারাণসিং চরিত্র চিত্রনে এতাধিক প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতে যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক পাঠ করিতে করিতে আমাদের ইহাও মনে হয় যে স্বজাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যে ব্যক্তি যত সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান, হউক না কেন, স্বদেশানুরাগী জাত্যাভিমানী একজন সামান্য ব্যক্তির নিকটও সে একদিন অপদস্থ হইতে পারে।

কবি বেতাল বা আনন্দ রহো চরিত্রে একটী অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই

চরিত্রটী সম্পূর্ণরূপ দেশী, ইহাতে বৈদেশিক ভাবের ছায়ামাত্রও নাই। ইনি সর্বত্যাগী, পরোপকারব্রতী, স্বীয় মন্ত্র সিদ্ধ, সুতরাং ইঁহার ক্ষমতাও অসীম। ইঁহার স্বীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতি অতুল বিশ্বাস, সুতরাং কোন কার্য্যে ভীত ও বিফল নন। আধুনিক দার্শনিকেরা যাহাকে আধ্যাত্মিক শক্তি বা Psychic force নামে একটী মানসিক ক্ষমতার গণ্ডগোল করিয়া রাখিয়াছেন, গিরিশ বাবু বোধ হয় সেই শক্তির অবতার স্বরূপ তাঁহার বেতাল সৃজন করিলেন এইরূপ একটী ক্ষমতা যে মনুষ্যমাত্রেরই জন্মিতে পারে ইতিপূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যেও সেরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল এবং তাহাই বোধ করি কবিকৃত বেতালের বীজ। ঈশ্বর এ জগতে তাঁহার নিয়ম পালন হেতু অনেক ব্যক্তি দ্বারা অনেক রূপ কার্য্য সাধিত করিয়া থাকেন এবং তাহার গূঢ় বিচার করা মনুষ্যের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি কতরূপ অদ্ভুত কৌশলে সম্পাদিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া উঠা অতীব দুঃসাধ্য। এই সূত্রটী আশ্রয় করিয়া পার্নেল্ হারমিট্ রচনা করেন, মিল্‌টনেও অনেক স্থলে এই সূত্রের আভাস পাওয়া যায়, সেক্সপিয়র ব্যাস বাল্মিকাদি মহাকবিগণ এই ভাবের স্থানে স্থানে পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের বৈতাল দ্বারা কবি সেই ঈশ্বর নিয়ম-পালন বিধি প্রচার করিবার নিমিত্তই এই অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই সৃষ্টি যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও পরিপাটী সৃষ্টি তাহা কে অস্বীকার করিবে বেতাল সকলের উপকারার্থে অগ্রসর হইয়াও বিধির বিপাকে আকবরের পাত্রে বিষ প্রদান করিলেন এবং তাহাতেও ঈশ্বর-নিয়ম রক্ষা করিলেন।

স্ত্রীচরিত্রাবলীর মধ্যে কানুন একটী চমৎকার সৃষ্টি। যমুনা ও রাণামহিষীর চরিত্রে রাজপুতবীরাঙ্গনাদিগের চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। "স্ত্রীজাতির ছলই বল," কবি এই কথার সার্থকতা হেতু লহনার সৃজন করিলেন। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে লহনা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন "আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি করে করে এনে ঠিকটি করি আর কোথায় যায়"। লহনার আশা অতীব উচ্চ; আকবর, সেলিম, নারাণ, এমন কি তাঁহার পিতাকে পর্য্যন্ত স্বীয় ছলে আবদ্ধ করিয়া আপন যথেচ্ছাচারিণী লালসাতৃপ্তি করিবার জন্য সে সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত; কোন বিষয়ে প্রতিরোধ সহ্য করিতে অক্ষম, সুতরাং অচিরে রুগ্নশয্যায় শায়িনী। ক্ষুদ্র স্ত্রীদেহে এতাধিক মানসিক বেগ ধারণ করা অসম্ভব বিধায় তাহার মনোবিকার এবং কবি সেই মনোবিকার অতি সুন্দর ও পরিপাটিরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার পিতৃহত্যার সহায়তা করার কারণ স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ দূরীকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি গণারিল্ অথবা ম্যাক্‌বেথ্ মহিষীর ন্যায় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুরা না হইয়াও অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাস্তবিক আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কবি প্রতি পৃষ্ঠায় এতাদৃশ সূক্ষ্ম দর্শনের, কল্পনার, মানবহৃদয় জ্ঞানের ও ঘটনাবলী সংযোজনের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে আমরা তাঁহার প্রশংসার উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইলাম না। এই পুস্তকের দোষ ঘটনাবলীর গাদাগাদি এবং দুই তিনটী গল্প একত্রে জড়িত। ঈদৃশ ঘটনাবলীর গণ্ডগোলে আমরা নায়ক নায়িকার দর্শন সুস্পষ্টভাবে পাই না। একবার অনুমান করি আকবর ইহার নায়ক এবং লহনা ইহার নায়িকা, আবার বোধ হয় নারাণসিং নায়ক এবং যমুনা তাহার নায়িকা, আবার কখন এরূপও সন্দেহ উপস্থিত হয় বা বেতাল ও কানুন ইহার নায়ক ও নায়িকা।

আকবর ও লহনা নায়ক নায়িকা হইলে আলঙ্কারিক গুণ অনেক বর্ত্তে এবং রাজা রাজড়ার দ্বারা গল্পেরও অধিক জমাট হয় বটে কিন্তু নাটকের সম্পূর্ণতা হয়না, বিশেষতঃ বেতাল চরিত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়না। তিনি গাঁজার কোলকে ফেলিয়া দিয়া "ওদিকে একি দেখ্‌চ, দেখ্‌তে গেলে অনেক দেখ্‌তে হবে। বল আনন্দ রহো, আনন্দ রহো।" এই সকল কার্য্য ও বাক্যে তাহার নিজ পরিচয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ সকল ব্যাপার আকবরের বিষ পানের অনেক পর। নারায়ণ সিংহ ও যমুনা নাটকের নায়ক নায়িকা ধার্য্য করিলে আলঙ্কারিক কতকগুলি দোষ ঘটিলেও নাটকের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং বেতাল চরিত্রের পূরণ হয়। আর একজন বিশুদ্ধ দেশানুরাগী ব্যক্তি একখানি নাটকের নায়ক হওয়া অসম্ভবনীয়। যমুনা রাজরাণী বা রাজকন্যা না হইলেও যাঁহার হৃদয় ও প্রাণ এতাধিক বিকশিত ও উচ্চতা প্রাপ্ত যে তিনি নিম্নলিখিত গানে তাঁহার নাট্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন যথা:—

নেচে নেচে চল, মা শ্যামা দুজনে তোর সঙ্গে যাব।
দেখব রাঙ্গা চরণ দুটি বাজবে নূপুর শুনতে পাব।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাকবো শ্যামা অভয়ারে,
ওমা ব'ল ধরে চলে, মা বলে মা প্রাণ জুড়াব।

এই চরিত্র কুটীরবাসিনী হইলেও নাটকের অনুপযুক্তা নায়িকা নয়। বেতালকে নায়ক স্থির করিতে হইলে তাঁহার উপযুক্ত নায়িকা কানুন ব্যতীত আর কে হইবে। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই "আনন্দ রহো আনন্দ রহো" রবে নাটক শেষ করিলেন। কবির এই দোষটী তাঁহার গুণের ন্যায় অদ্ভুত। এ দোষটীতে নায়ক কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইলেও পাঠককে গল্পের ও কার্য্যের স্রোতে টানিয়া লইয়া যায় এবং পরে তাঁহার প্রাণে গভীর ভাবের উদয় করে ও উজ্জ্বল ভাবে পুস্তকের নীতি ভাগ প্রদর্শন করে। ঈশ্বর আনন্দময় এবং তাঁহারি সৃষ্টিতে আনন্দ বিতরণ করিতে সযত্ন সুতরাং সংসারে আনন্দ রব চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত অথচ সেই রবে সৃষ্টির পালন ও লয় উভয় নিয়মই রক্ষা হইতেছে এবং "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" তাহা প্রকাশ করিতেছে।

আনন্দরহে সন্নিবেশিত গীতগুলি ভক্তি ও করুণা রস পূর্ণ এবং পাঠ কালে আমাদিগের পুরাতন কবিদিগকে মনে পড়ে। আনন্দরহোর ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, মধুর, ও স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত গভীর, এবং বেগবতী। গিরিশ বাবু দীর্ঘজীবী হউন এবং মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

বিজয়া ।

১

মাতুয়ারা জ্ঞানহারা পরাণ আমার,
টলে চলে দোলে অনিবার ;
হর্ষ শোচ সম্মিলনে, কি ভাব উদয় মনে,
কখন কি ছিল প্রাণে মমতার ধার,
আজি কেন অনর্গল বহে অশ্রুধার ।

২

দিন যায় দিন নাহি রয়,
কতভাবে কত কথা কত লোকে কয় ;
সংসার সাগরে ভাসে, মত্ত মন অভিলাষে,
নাহি জানে অভিলাষ সকলি ফুরায়,
কে তুমি, কোথায় যাও, কিবা আকাঙ্ক্ষায়।

৩

শক্তির প্রভাবে চলে সংসার প্রবীণ,
কে জানে এ প্রবীণ বা ক্ষীণ ;
আমি মত্ত, তুমি মত্ত, না জানি কি আছে তত্ত্ব,
তত্ত্বহীন সাধ নহে, তত্ত্বেরি বিহীন,
বহে কাল, বয়ে যায় দিন ।

৪

কত কথা আজ মম উদয় স্মরণে,
সে স্মরণ ভাসে মাত্র মনে ;
পুলকে প্রমদা সনে, ছিনু কভু কাননে,
না হবে সে দিন কে বা ভেবেছিল কবে,
যত্নের রতন ফেলে যাও অযতনে ।

৫

উদয় এ ভাব আজি দশমীর দিনে,
মত্ত প্রাণ বদ্ধ করি ঋণে ;
দেখ চেয়ে একবার, ভূচর সংসার তার
চর্চ্চার সময়ে চর্চ্চা শোভিত প্রবীণে,
আজি অসহায় তুমি শক্তির বিহীনে ।

পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় প্রকরণের মীমাংসা ।

কোন সংসারবিরাগী পুরুষের হস্তে এতৎপ্রবন্ধ পতিত হইলে তিনি পাঠ করিয়া এইরূপ উক্তি করিতে পারেন "প্রবন্ধ-প্রণেতার কি ভ্রম ! কোন বিষয় বিশেষের প্রতি লোভ করিয়া তদর্জ্জনার্থে শ্রম করিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাস দ্বারা শ্রমকে স্বভাবে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই প্রবন্ধ প্রণেতার উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহার পরিণাম কীদৃশ অনিষ্টকর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি

দৃষ্টি থাকিলে প্রবন্ধ-প্রণেতা বুঝিতে পারিতেন। এরূপ অভ্যাস দ্বারা আত্মা কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শরীর পরিগ্রহ দ্বতে সংসার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইবেন, তাঁহার উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না; অতএব হে ভ্রান্তজীব! আত্মাকে এরূপ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিওনা। যদি পারলৌকিক মঙ্গল কামনা থাকে, কর্ম্ম ত্যাগ কর। সংসার বিসর্জ্জন দিয়া পরমেশগুণগানে প্রবৃত্ত হও। শ্রমের অভাব বশতঃ ইহ অসার শরীর রোগগ্রস্ত হউক বা বিনষ্ট হউক তাহাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কি? এ শরীব তোমার গৃহ নহে, কারাগার মাত্র। তোমার সমুদয় অমঙ্গল এই শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার প্রতি প্রণয়াবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য।" এতদুত্তরে আমি তাঁহাকে বিদিত করিতেছি, হে ধর্ম্মানুরাগী সন্ন্যাসী! তুমি এক ভাগ ত্যাগ করিবার আয়াসে নরবুদ্ধির দুর্ব্বলতা বশতঃ অপর ভাগে নিপতিত হইয়াছ। জগদীশ্বরের কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায়ে দীক্ষিত হওয়া উচিত, যেহেতু আমাদিগের তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তুমি তাহা ত্যাগ করিয়া স্বীয় তর্ক ও যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়াছ, তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার পরীক্ষাহীন মীমাংসা অবিশ্বাস্য। তোমার হৃৎসম্ভূত রচনা সুকৌশলসম্পন্ন বটে কিন্তু ব্যবহার্য্য নহে। উর্ণনাভের জাল সম্যকরূপে তাহার উপমেয় বটে। বিশ্বসংসারে সকলেই কার্য্যশীল এবং নরশরীর কার্য্যোপযোগীতার সহিত বিরচিত, ইহা দেখিয়া, এমন প্রমাণ ত্যাগ করিয়া, শ্রম দ্বারা আত্মার অনিষ্ট হয় অথবা শ্রম ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে, কুটিল তর্কের এরূপ মীমাংসায় কিরূপে বিশ্বস্ত হইতেছ। ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি ইহাতে হাসিয়া কহিতে পারেন "তোমাব কি ভ্রান্তি! কি স্থূল বুদ্ধি! ইহা সত্য, সংসারময় শ্রমশীল, নরশরীর শ্রমোপযোগীতার সহিত বিরচিত ইহাও সত্য, কিন্তু জ্ঞাত নহ যে এসমস্ত ঈশ্বরের কার্য্য নহে এসকল অঘটঘটন পটীয়সী মায়ার কার্য্য।" ইহাতে আমার এই মাত্র উত্তর "হে বিজ্ঞ বৈদান্তিক! আমরা একমাত্র সজীব ঈশ্বরবাদী, সৃষ্টি কার্য্যের তিনিই একমাত্র কর্ত্তা ইহাই সংস্কার, তাঁহাব সহযোগীর সংবাদ জ্ঞাত নহি।"

যাহা হউক এতদ্দ্বারা তৃতীয় প্রকরণের সম্যক মীমাংসা সাধন হয় নাই, তৃতীয় প্রকরণের মর্ম্ম এই পারলৌকিক সুখের নিমিত্তও শ্রমেব আবশ্যক, আমি দুইটি গর্ভ প্রকরণে বিভাগ করিয়া এই প্রকরণের মীমাংসা করিব।

প্রথম গর্ভ প্রকরণ এই শ্রমের পরিত্যাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি গুরুতর পাপ সুতরাং পারলৌকিক সুখের শত্রু।

এতৎভাগের আলোচনার্থ অগ্রে পাপের প্রকৃতি নিরূপণ করা উচিত। কেহ কেহ কহেন "পুণ্যাং পরোপকারায় পাপঞ্চ পর পীড়নে—" এরূপ লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ দায়ক নহে। পরোপকার পুণ্য ও পরপীড়ন পাপ তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই আত্মহত্যা পাপ কি না? এরূপ লক্ষণে তাহাকে পাপ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যায়না অথচ জনসমাজ একবাক্যে

তাহাকে পাপাজ্ঞিধান প্রদান করিতেছে। স্বরূপতঃ জগদীশ্বরের নিয়মানুসারী কার্য্য পুণ্য ও তাঁহার নিয়মের বিপরীত কার্য্যই পাপ। ভৌতিক জগৎ শাসনার্থে তাঁহার যে কতকগুলি নিয়ম আছে তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তাঁহার নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহার অস্তিত্বও উপলব্ধি হইয়া ঐ উভয় প্রকার নিয়মের জ্ঞান দ্বারাই সংসার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। লোকে অগ্নি ও ক্রোধ প্রভৃতি উভয়কেই ব্যবহারে তুল্য সতর্কতা প্রকাশ করে। যদিও বিশ্বনিয়ন্তার সেই উভয় প্রকার নিয়ম অসীম এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সম্যকরূপে সংগৃহীত হইবার নহে তথাচ আমাদিগের পক্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক তৎপরিমাণে জ্ঞাত হইবার তিনি উপায় বিধান করিয়াছেন। অনেকানেক কারণবশতঃ সেই সমস্ত উপায় সত্ত্বেও আমরা সেই মঙ্গলনিয়মের জ্ঞানার্জনে বঞ্চিত হইয়া থাকি, এস্থলে তৎসমুদয়ের আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। অতএব ঈশ্বরনিয়মকে যদি পাপ পুণ্যের পরীক্ষা স্থল বলিয়া মানিতে হয় তবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে স্থূলরূপে পাপ ও পুণ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে: যথা পুণ্যের এই দুই শ্রেণী নিষিদ্ধ কর্ম্মের ত্যাগ ও বিহিত কার্য্যের সাধন; পাপের দুই শ্রেণী এই, নিষিদ্ধ কর্ম্মের সাধন, বিহিত কার্য্যের ত্যাগ। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত শ্রমের ত্যাগ কোন্ শ্রেণীর পাপ মধ্যে পরিগণিত। শ্রম ত্যাগের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের সাধন হয় না, নিষিদ্ধ বিহিত উভয় কার্য্যের সাধনেই শ্রমের আবশ্যক, অতএব ইহা প্রথম শ্রেণীর পাপ নহে; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপ অর্থাৎ বিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের মীমাংসায় যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা তোমার বোধগম্য হইয়াছে যে শ্রমশীলতা জীবমাত্রের বিশেষতঃ মানব জাতির পক্ষে ঈশ্বরের নিয়ম সুতরাং তাহা অর্থাৎ শ্রম না করিলে আমাদিগের মতে বিহিত কার্য্যের ত্যাগ বস্তুতঃ পাপ সিদ্ধ হইল। মনুষ্যের কায়িক রচনার প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ যাবৎ শ্রমের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; তাহার অন্তররচনা যেরূপ তাহাতে কল্যাণ লাভার্থে শ্রমের আবশ্যক কি না এক্ষণে তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। মনুষ্যের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে মহা মহা গুণ সমূহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ নিকর তোমার গোচর হইবে। তাহাদিগের প্রকৃতি এরূপ যে ইহ সংসারে তাহারা ফলিত হইবার নহে কিন্তু ইহ সংসার তৎসমুদয়ের অঙ্কুরিত হইবার ও পরিচালনের প্রয়োজনীয় বলপ্রাপ্ত হইবার স্থান বটে। আমি সহজে এতদ্বিষয় তোমার বোধগম করিতেছি। বিবেচনা কর, ন্যায়পরতা একটি ধর্ম্ম, ইহা বিধাতা সকল মনুষ্যকেই প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সে ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ কিরূপ অবস্থাযুক্ত? পূর্ণাবস্থার নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই পূর্ণ ন্যায়পরতা প্রকাশ করিতে কোন ব্যক্তিকেই দেখা যায় না। শিক্ষা বিধান, সংসর্গ ও চালনাদির দ্বারা তাহাকে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত করিবার আবশ্যক। সুতরাং স্বভাবসিদ্ধ অবস্থায় সে গুণকে বীজ বলাই যুক্তিসিদ্ধ, শিক্ষা বিধা-

নাদি তাহার পক্ষে জলসেচন কৃষ্ণ খননাদি কার্য্যের ন্যায়। শিক্ষা বিধানাদির ব্যতিক্রম বশতঃ কোন কোন ব্যক্তিতে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দূরে থাকুক, শিম্পেশিতের ন্যায় অনুভূত হয় এবং পরস্পর ব্যক্তি বৃন্দের মধ্যে ইহার পরিমাণের বিশেষ তারতম্য অত্যন্তিকে লক্ষিত হইয়া থাকে। আনুপূর্ব্বীক ইতিবৃত্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বর্ত্তমান সমাজ অবস্থা সুধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে এই ন্যায়পরতা ধর্ম্ম ইহ সংসারের উপযোগী নহে, অথচ ব্যবহার্য্য বটে। ধন মান প্রভৃতি ইহলৌকিক সম্পত্তির বর্দ্ধন এতদ্বারা সাধিত হওয়া দূরে থাকুক ঐ ধর্ম্ম দ্বারা তৎসমুদয়ের বিশেষ খর্ব্বতা ঘটনা হওয়ার উদাহরণের অভাব নাই। কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে ইহ সংসার ঐ ধর্ম্মের ব্যবহার ও পরিচালনের সম্যক উপযুক্ত স্থল, যেহেতু প্রথমতঃ ইহাতে অন্যায়াচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ত সংঘটিত হইতেছে সুতরাং ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ন্যায়পরতা পরিচালনের উপলক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শক্তিই স্বামীত্বের কারণ, যে সংসারের প্রচলিত সংস্কার এরূপ তাহার ন্যায়পরতা পরিচালনের স্থান আর কোথায়? যে জল দান করিতে চাহে, মরুভূমিই তাহার সে ধর্ম্মচর্চ্চার উপযুক্ত প্রদেশ। দ্বিতীয়তঃ ইহ সংসার প্রলোভন ভূমি, আশুপ্রিয় প্রমোদ নিচয় ইহার সর্ব্বত্র হইতে ইন্দ্রিয় বর্গকে আকর্ষণ করিতেছে সুতরাং যে কেহ যে পরিমাণে ন্যায়পরতা ধর্ম্ম এস্থানে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাকে তদনুযায়ী পরিমাণে ঐ সমস্ত প্রলোভন যা ইহ সাংসারিক সুখ হইতে বিরত থাকার আবশ্যক। এক ভাগে প্রচুর পরিমাণে চালনার উপলক্ষ অন্যভাগে প্রচুর পরিমাণে চালনার প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। যেখানে ফলবান হইবেন। বীজ কেবল এরূপ অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে বপিত হইয়াছে তাহা নহে, অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হওয়ার পক্ষেও মহা মহা ব্যাঘাৎ বিরাজিত। কিন্তু এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় যদি জীবিত থাকিয়া যত্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় তবে তাহার আর ধ্বংশ নাই। তুমি এই দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পার যে ইহ সংসার এতদ্বারা কিরূপে ন্যায়পরতা চালনার উপযুক্ত, ইহার প্রলোভন তাহার প্রতিকূল দেখিতেছি। স্বাস্থ্য অথবা কায়িক সুখের কামনায় লোকে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে, সেই ব্যায়ামে শরীরকে সহস্র প্রকার আশু বেদনাপ্রদ ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত করিতে হয়। কোমল পর্য্যঙ্ক ব্যায়াম চর্চ্চার স্থান নহে কঠিন মৃত্তিকাই তাহার উপযুক্ত স্থান। বেগবতী নদীই কর্ণধারণ বিদ্যায় পটুতা লাভ করিবার স্থান, বেগ বিহীনা নদীতে শিক্ষিত যে কর্ণধার তাহার প্রতি বিশ্বাস করা যায় না। এতৎ উদাহরণে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে স্থান প্রতিবন্ধকসংকুল তাহাই চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অতএব মনুষ্যের উৎকৃষ্ট গুণ নিকর ইহ সংসারের উপযোগী না হইলেও যে ব্যবহার্য্য বটে তাহাতে সংশয় নাই। উদাহরণার্থে কেবল একমাত্র ন্যায়পরতাকে অবলম্বন করা হইয়াছে, বিবেচনা করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবে মনুষ্যের সমুদয় উৎকৃষ্ট

বৃত্তিই তদনুরূপ প্রকৃতির। তৎসমুদয়ের সহিত ইহ সংসারের বিরোধ দেখিয়াই পণ্ডিতেরা সংসারকে পরীক্ষা স্থল রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

একণে বিবেচনা কর যখন মনুষ্যের ঐ ধর্ম্মচয় ইহ জীবন যাপনার্থে কিছুমাত্র সহায়তা করিতেছেনা বরঞ্চ বৈরীভাবাপন্ন এবং যখন বিধাতার সৃষ্টিতে কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছুই লক্ষ্য হয় না, তখন ঐ সকল গুণ যে নিষ্প্রয়োজনে প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যায় না। যদি কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত না হয় তবে অদ্য হউক বা শতাব্দ পরেই হউক তাহারা অবশ্যই ফলিত হইবে। মিসরের অতি প্রাচীন কালীন সার সংসর্গে ধান্যাদির বীজ প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতেরা পরীক্ষার্থে বপন করিয়াছেন এবং তাহারা অঙ্কুরিত ও ফলিত হইয়াছে। বীজের এরূপ প্রকৃতি দেখিয়া কে বলিতে পারে যে যেহেতু পূর্ব্বোক্ত অন্তর্বীজ এইক্ষণে ফলিত হইতেছে না অতএব তাহা কখনই ফলিত হইবে না। মনুষ্য অবশ্যই কখন এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে যখন ইহলোকে নিষ্প্রয়োজনীয় ঐসকল গুণ তাহার পক্ষে নিতান্ত সর্ব্বদা ব্যবহারের বস্তু হইয়া উঠিবে। ক্ষুৎপিপাসা বোধ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তাহার পক্ষে একণে যেরূপ উপকারজনক ঐ সকল গুণও সময়ান্তরে তাহার অস্তিত্ব বা জীবনের পক্ষে তদ্রূপ উপকারক হইয়া উঠিবে ইহাই অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু একণে পরিচালনার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত না করিলে তখন কিরূপে কোথা হইতে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? হয়ত পরিচালিত হইয়া যেস্থানে ফলিত হইবে সেস্থানের প্রকৃতি এরূপ যে তথায় অঙ্কুরিত হয়না। অনেকানেক উদ্ভিজ্জ পরিচর্য্যার বিষয় জ্ঞাত হইলে এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইবে না। অতএব সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ থাকিলে একণে তাহাদিগের পরিচালনা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা আশান্বিত সে অবস্থা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। একণে বিবেচনা কর মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বৃত্তিনিকর কিরূপে অঙ্কুরিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। পর্ব্বত গহ্বরস্থ ধ্যানপরায়ণ কোন সন্ন্যাসী ও সংসারী ইহার মধ্যে দয়া ন্যায়পরতাদি পরিচালনের অধিক উপলক্ষ কোনজন প্রাপ্ত হইতে পারে? দয়ার পরিচালনা অর্থাৎ দীনের দুঃখ মোচন, ন্যায়পরতা অর্থাৎ পীড়নের প্রতিকার, এ সকল সন্ন্যাসীর দ্বারা সংসাধিত হইবার নহে, সংসারীই এতৎ কার্য্য সাধনের উপযুক্ত পাত্র এবং বিপুল শ্রম অর্থাৎ স্বীয় জীবন ধারণ আবশ্যকের অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন করিতে হয়। অতএব ইহলৌকিক সুখ সাধন অপেক্ষা পারলৌকিক সুখের অধিকারী হইতে অধিক শ্রমের আবশ্যক। তদর্থে অসন বসন অর্জন করিয়া তদতিরিক্ত শ্রমের আবশ্যক এবং সে শ্রম অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টদায়ক যেহেতু তাহাতে আশু প্রয়োজনের উত্তেজনা নাই।

একণে তোমার মনে অন্য একটি সংশয়ের উদয় হইবার সম্ভাবনা। যাহারা সমুদয় সংসারসুখবিবর্জ্জিত হইয়া পরমেশপদে আত্ম নিবেদন করিয়াছে এরূপ পর্ব্বত গহ্বরস্থ যোগী অপেক্ষা পারলৌকিক সুখে কি

সংসারীর অধিক অধিকার? দয়া ও ন্যায়পরতা চালনের অধিক উপলক্ষ প্রাপ্ত হয়না সত্য কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পাপের সহিত তাহার সংস্রব নাই। বিষয় বিশেষে বিহিত কার্য্য সাধনে তাঁহার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হউক কিন্তু নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান তাহার কখনই নাই। দুঃখ মোচন করিবার উপলক্ষ সে প্রাপ্ত না হউক কিন্তু তাহা হইতে কেহ দুঃখও প্রাপ্ত হয়না। বিশেষতঃ দিবানিশি ঈশ্বর স্মরণ জন্য তাহার যে মহাপুণ্য তাহা গৃহীর নাই বলিলেই হয় অতএব পারলৌকিক সুখে যোগী অপেক্ষা গৃহীর আশা কিরূপে বলবতী বলা যাইতে পারে?

এতদুত্তরে প্রথমে আমার প্রতিপ্রশ্ন এই নিষিদ্ধ কার্য্যের ত্যাগ ও বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ইহারা উভয়েই পুণ্য কিন্তু কোন শ্রেণী উৎকৃষ্ট? ইহার মীমাংসা এইরূপে বিবেচনা করিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে নিষ্পন্ন হইবে। এক ব্যক্তি কোন জনকেই দুঃখ প্রদান করে না, কোন ব্যক্তিই বলিতে পারে না যে তাহা হইতে সে অপকার প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু উক্ত ব্যক্তির দ্বারা কেহ কখন উপকারও প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার সংস্কার এই যে বিধাতা সকলকেই কর পদ প্রদান করিয়াছেন অতএব একে অর্জ্জন করিয়া কি কারণ অন্যকে তাহার ফল বিতরণ করিবে। অপর এক ব্যক্তি অন্যের পীড়ন কার্য্য হইতে বিরত কেবল এরূপ নহে আপন সাধ্যানুসারে দীনের দুঃখ মোচনেও তৎপর। অন্ন সঙ্কট থাকিতে তাহার গৃহ হইতে ক্ষুধাতুর বঞ্চিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়না। এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের অধিক প্রিয় পাত্র? শেষোক্ত জন তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিবেচনা করিতে হইলে স্বরূপতঃ দীনের দুঃখ মোচনই ধর্ম্ম পীড়ন হইতে বিরত থাকা তাহার পূর্ব্বাভ্যাস মাত্র। অতএব নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না, ইহা সরল মনে ভাবিয়া দেখিলেই তোমার সংস্কার সংযত হইবে।

বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া কেবল ঈশ্বরের নাম স্মরণ দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ হয়না, এবিষয়ে আমার যুক্তি যাহা তাহা তোমাকে বিদিত করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জগৎ কার্য্যের বিচার দ্বারাই ঈশ্বরাভিপ্রায় নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মনুষ্যের কায়িক মানসিক রচনা প্রকৃতির বিবেচনা করিলে এরূপ প্রতীত হয়না যে বিহিত বা কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন হইয়া তাঁহার নাম স্মরণ বা গুণ গান দ্বারা কেহ তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারে। শরীর শ্রমোপযোগী, মনও শ্রমোপযোগীরূপে বিরচিত। শরীর করপদ সম্পন্ন, মন সমাজ লিপ্সা স্নেহ প্রণয় দয়াদিবিশিষ্ট। রসনা, কেবল তাঁহার নাম গ্রহণ নহে, দীনের হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিবারও শক্তি বিশিষ্ট; চক্ষু, কেবল মুদ্রিত করিবার দান নহে, বিকশিত করিয়া বাহ্য জগতেও তাঁহার কৃপা লাভের উপলক্ষ লক্ষ্য করিবার ও দীনের দুঃখে অশ্রুপাত করিবার দান বটে; কর, কেবল রসনা কত বার তাঁহার নাম উচ্চারণ করিল তাহার সাক্ষী হইবার নহে, পীড়িতের চক্ষুজল মোচন করিতেও সক্ষম। ইহা দেখিয়া কে সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে ঈশ্বরের এসমস্ত দানের ব্যবহার না

করিয়া কেবল এক ঈশ্বর নাম স্মরণ দ্বারা জীব তাঁহার কৃপা পাত্র হইতে পারে? সেরূপ হইলে তিনি তাহাকে এরূপ স্নেহ দয়া সমাজ শিল্পাদি কখনই প্রদান করিতেন না, যেহেতু যে জীবের পক্ষে যাহা প্রয়োজন নাই তিনি তাহা সে জীবকে কখনই প্রদান করেন না এবং ইহা যুক্তি ও পরীক্ষা সিদ্ধ বটে। ব্যক্তির কার্য্যের দোষ গুণের প্রতি অবধান না করিয়া কেবল স্তুতিবাদ বশতঃ যাহারা কৃপা প্রকাশ করে এরূপ মনুষ্যগণকেও নির্ব্বোধ চাটুপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি, অতএব ঈশ্বরে সেরূপ প্রকৃতি কিরূপে আরোপ করিব? আমার বিবেচনায় এরূপ সংস্কারাপন্ন হওয়াও পাপের কার্য্য। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে ঈশ্বর উপাসনায় কিছুমাত্র ফল নাই। ঈশ্বর করুন এরূপ সংস্কার কোন কালেই যেন আমার বা কোন মনুষ্যের অন্তরে স্থান না পায়। সমুদয় কর্ত্তব্য সাধনা তাঁহার উপাসনা মূলক। উপাসনা বিমুখ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্তরূপে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছে? ঈশ্বর উপাসনার ন্যায় নর-জীবনের প্রয়োজনীয় উপকারী ও সুখকর পদার্থ আর নাই। ইহাই পীড়িত নর-আত্মার পথ্য ঔষধি ও কোমল পর্য্যঙ্ক। আমার মন্তব্য এই যে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কেবল তাঁহার নাম স্মরণ দ্বারা গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া কেবল স্তুতিবাদ দ্বারা ন্যায়বান ভূপতির নিকট নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

স্থির বিবেচনায় প্রতীত হইবে ইহ জীবনের সমুদয় কার্য্যই ঈশ্বর উপাসনা, তাঁহার নিয়মানুসারী সকল কার্য্যই তাঁহার উপাসনা। প্রজাগণকে পৃথকরূপে স্তুতি গান করিতে হয়না, রাজার ব্যবস্থাকে শুভ মানিয়া কৃতজ্ঞতা সহ তৎপালন দ্বারাই রাজ ভক্তি প্রকাশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ন্যায়বান রাজার তাহাতেই সন্তোষ লাভ হয়, চাটুপ্রিয়রাই চাটুপ্রিয়। যাহার আহার ব্যবহার সকল কার্য্যই ঈশ্বরের নিয়মানুসারীরূপে নিষ্পন্ন হয়, বলিতে হইবে সে সর্ব্বদাই উপাসনা করিতেছে। তাহার ঈশ্বর ও সংসার পৃথক নহে। যেহেতু ত্রুটিশীল মানবে তাহা সম্ভব হয়না, এই নিমিত্তই কৃতকার্য্যের অপরাধ ক্ষমা ও উদ্দেশ্য কার্য্যে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনায় বিরলে তাঁহার পৃথক উপাসনার আবশ্যক। মহাত্মা চৈতন্যের এতৎ বাক্য কীদৃশ সারবান তাহা বর্ণনাতীত।

ভক্তির বিচ্ছেদ কভু ভক্ত হৃদে নয়।
ভক্তিতে জীবিত থাকে ভক্ত মহাশয়॥
ভক্তি প্রকাশের জন্য নির্ণিত সময়।
ভণ্ড তাপসের সদা আছেত নিশ্চয়॥

চৈতন্য গীতা। ৩ অধ্যায়। ২৯॥

যথার্থরূপ ঈশ্বর উপাসনার পক্ষে কর্ত্তব্য সাধন কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা খৃষ্টের বদন বিনির্গত এতৎবাক্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা তোমার বোধগম্য হইতে পারিবে।

"যখন বেদী সমীপে উপহার লইয়া যাইবে, তখন তোমার ভ্রাতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ এরূপ স্মরণ হয় উপহার রাখিয়া অগ্রে যাইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়া আইস, পরে উপহার প্রদান করিবে।"

সংসারীর পারলৌকিক সুখের আশা যে অধিক বলবতী ইহা কেবল আমি বলিতেছি না। আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা ঋষিদিগেরও সেই মত এবং তদ্ধেতুই তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমকে সকলাশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "কেবল জ্ঞান অথবা কেবল সন্ন্যাস দ্বারা মুক্তি সংসাধিত হয়না" সুতরাং উপনিষদের মতে জ্ঞান ও সন্ন্যাস মুক্তির পক্ষে উভয়ের আবশ্যক। এই সন্ন্যাস শব্দ যে সংসার ত্যাগ নহে তাহা ঋষিগণের গ্রন্থ বিশেষ প্রণিধান সহ পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে। বিষয়াসক্তি ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। বিষয়কে সত্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শুভপ্রদ বোধে ঈশ্বর ত্যাগে কায় মনে তদনুবর্ত্তী হওয়ার নামই বিষয়াসক্তি, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাস শব্দে তদ্রূপ বিষয়াসক্তি ত্যাগই উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের এতদ্বাক্য পাঠ দ্বারা তাহা সর্ব্বাঙ্গীনরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনঃ।
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ।"

এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট হউক কিন্তু সমগ্ররূপে কোন্ গৃহস্থ তাহার সমুদয় নিয়ম পালন করিতে পারে? ইহা নিতান্ত শোচনীয় বটে কিন্তু ব্যবহার দোষে বস্তু দূষ্য হয় না। অজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা দোষে কোন রোগী নিহত হয় বলিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র নিন্দনীয় হইতে পারে না। তোমার বোধসুলভের লিখিত সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মশীল সংসারী সম্বন্ধে উপমাস্থলে একটি উপাখ্যান বলিতেছি।

কোন রাজার সৈন্যেরা বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল, তন্মধ্যে একভাগ কিরূপে জয় লাভ হইবে, বিপক্ষের বলাবল কিরূপ, তাহা নিরূপণ না করিয়াই সমরে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ জয় লাভার্থে স্বীয় শক্ত্যনুসারে চেষ্টার ত্রুটি করিল না, তাহারা সহযোগীগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিত, কেহ কেহ বা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া কেবল মহার্ঘদ্রব্যাদি আহরণার্থেই ব্যস্ত হইল। রাজ সৈন্যের একভাগ এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন কারণে দুরবস্থার সহিত পরাজিত হইল। অপর ভাগ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। তাহারা দূর হইতে দেখিল বিপক্ষেরা সমধিক বল সম্পন্ন এবং আপনাদিগের দলেও তাদৃশ ঐক্যতা নাই অতএব জয় লাভ হইবে না ইহা জানিয়া আর বৃথা বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইল না যেখানে বিপক্ষ গমন করিতে পারিবে না এরূপ স্থানে লুক্কায়িত হইল। রাজা এই সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার সমুদয় সৈন্যকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের কার্য্যের বিচার করিলেন। কেহই তাঁহার কার্য্য সাধনে সক্ষম হয় নাই সত্য, তথাচ যাহারা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শক্ত্যনুসারে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা শক্তির স্বল্পতা বশতই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই একারণ তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম। যাহারা উজ্জ্বল বস্তুচয় আহরণেই ব্যগ্র হইয়াছিল তাহাদিগকে কহিলেন "রে লোভ পরতন্ত্রেরা! তোরা লোভ বশতঃ আমার কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছিস, তোরা কার্য্য

নহিস কৃতকার্য্য হইলে আমি কিরূপ পুরস্কার প্রদান করিতাম। অতএব তোরা ক্ষমা প্রাপ্ত হইবি না।” অবশেষে যাহারা সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় নাই তাহাদিগের প্রতি কোপ চক্ষে চাহিয়া কহিলেন “রে কৃতঘ্নেরা! আমি সশস্ত্রে উত্তম অশ্বে আরোহণ করাইয়া তোদের প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার কি ব্যবহার করিয়াছিস? তোরা ভীরুতা কৃতঘ্নতা ও অলসদোষদুষ্ট। যাহা কৃতকার্য্য হইতে বিমুখ করে তোদের এরূপ বুদ্ধিকে ধিক্। অতএব তোদিগের সম্বন্ধে ক্ষমা শব্দও উচ্চারিত হইতে পারে না। তোরা কারাগারে গমন কর।”

সরলতায় পরিণত করিলে বুঝিতে পারিবে যে পৃথিবীই সমরক্ষেত্র, পাপই বিপক্ষ, মনুষ্য বৃন্দই সৈন্য; যাহারা সংসারী তাহারাই সমরপরায়ণ ভাগ, তন্মধ্যে যাহারা সাধ্যানুসারে ধর্ম্মার্জ্জনে চেষ্টা করিয়া কারণ বশতঃ পাপলিপ্ত হয় তাহারা এক দল এবং ঈশ্বর বিস্মৃত বিষয়াসক্ত লুটপরায়ণেরা অন্য দল। যাহারা বিশেষ বিবেচনা বশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলনা সৈন্যের সেই ভাগ মনুষ্যের মধ্যে সন্ন্যাসীরা এবং এতৎ উপাখ্যানের ভূপতি স্বয়ং জগদীশ। প্রত্যেক ভাগের প্রতি যেরূপ বিচারাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে স্বরূপতঃ ঈশ্বর বদন হইতে তদ্রূপ আদেশ নির্গত হইবে কি না তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। আমাদিগের নরযুক্তিতে যেরূপ সম্ভব হয় তাহাই প্রকটিত হইল।

অতএব শ্রমের বর্জ্জন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাপ তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে বোধকরি তুমিও সংস্কারাপন্ন হইয়াছ। পাপ সিদ্ধ হইলে এতদ্দ্বারা পারলৌকিক মঙ্গলের যে অনিষ্ট হইবে ইহাতে আর সংশয় কি। সংসারী ব্যক্তির কি রূপে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য প্রাচীন ঋষিগণের গ্রন্থে তাহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারিবে। আমি বাল্যকালে কোন পদ্য প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক ভাবে এতৎ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম তোমার অবগতির নিমিত্ত তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিপদে বিষাদে ক্ষোভে ধরা ছাড়ে যারা।
ক্ষমায় না যোগী হয় নিরাশায় তারা॥
ধরাকার্য্য রণক্ষেত্রে হেরে রিপু অরি।
যে ছেড়ে পলায় তারে প্রশংসা না করি॥
ধরণী এ কর্ম্ম ভূমি চেতাত্মা কর্ম্মীর।
কর্ম্ম হেতু কর পদ সম্পন্ন শরীর॥
ভ্রান্তমতি করেনা যে ব্যবহার তার।
চরমে পরম কোপে পড়ে বিধাতার॥
সর্ব্বদা উদ্যোগী হবে কর্ত্তব্যসাধনে।
কিন্তু প্রমত্ততা আশা ভয় বিসর্জ্জনে॥
পদ্মদল গত জল মিশেও না মিশে।
হেন যে সংসারী যোগী ক্ষোভ তার কিসে
কর্ম্ম হীন জন তুল্য হীন জীবগণে।
জীবন তাহার মৌন-দ্বন্দ্ব ধাতা সনে॥

তৃতীয় প্রকরণ দুই অংশে বিভাগ করিয়াছিলাম। তাহার প্রথমাংশ অর্থাৎ শ্রমের বর্জন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাপ ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয়াংশ প্রকটিত করিতেছি। আমার মন্তব্য দ্বিতীয়াংশ এই সমুদয় ধর্ম্ম অর্জনের কারণ শ্রমের আবশ্যক প্রথমাংশের সহিত ইহার বিশেষ নৈকট

আছে বটে কিন্তু উভয়ের এক মর্ম্ম নহে। প্রথমাংশে কেবল মাত্র শ্রমের বর্জনকে পাপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এক্ষণে পুণ্যের অর্জনে শ্রমের আকশ্যকতা প্রমাণিত করিতে হইবে। আলস্যাক্রান্তজন পাপী ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এক্ষণে পুণ্যবান ব্যক্তি যে শ্রমশীল ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়।

তোমার স্মরণ আছে যে ইতিপূর্ব্বে পুণ্যকে দুইশ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে: (১) নিষিদ্ধ কর্ম্মেরত্যাগ (২) বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান। এই উভয় প্রকার পুণ্য সঞ্চয়ার্থেই শ্রমের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইবে।

তোমার ইহা অবিদিত নাই পরপীড়ন, অপহরণ, বিশ্বাসঘাতন, মিথ্যাবচন ইত্যাদি দ্বারা ইহ সংসারে যেরূপ অনায়াসে সম্পত্তি সংগ্রহ হয় তত অনায়াসে যথাযুক্ত শ্রমদ্বারা সংগ্রহ ঘটনা হয়না। সম্পত্তি ব্যতীতও ইহ জীবন যাপন করা যায়না সুতরাং হয় যথাযুক্ত শ্রম দ্বারা নাহয় পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্যায় উপায় দ্বারা অবশ্যই সম্পত্তি উপার্জন করিতে হইবে। কিন্তু অন্যায় উপায় যাহারা অবলম্বনে অনিচ্ছু অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর পুণ্য সঞ্চয় করিতে চাহে সুতরাং তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রম করিতে হয়। সম্পত্তি সঞ্চয়ের দুই পথের মধ্যে পাপের পথ আশু সুখজনক, পুণ্যের পথ ক্লেশ সংকুল। অতএব প্রথম শ্রেণীর পুণ্যার্জন-করা যে শ্রমের অবলম্বন ব্যতীত ঘটনা হয় না ইহা বলিবার আর অপেক্ষা কি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্য অর্থাৎ বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে শ্রমের আবশ্যক ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারিবে। বৃদ্ধ পিতা মাতার, শিশুসন্তানের, বনিতার, দাস দাসী বর্গের পালন, মিত্রের সহায়তা অথবা পরোপকার অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধীয় পীড়িতের পরিত্রাণ, দীন ব্যক্তিকে দান ইত্যাদি এসমস্তের কোন্ কার্য্য বিনাশ্রমে নিষ্পন্ন হইতে পারে? তুমি ভাবিতেছ পিতা মাতা সন্তান ও দাস দাসীর পালন কিরূপে পুণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, ইহারা যদিও পুণ্যহয় তথাচ পরোপকারের সহিত এক শ্রেণী ভুক্ত হইবার উপযুক্ত নহে। আমি তোমাকে বিদিত করিতেছি পৃথিবীতে অনেক এরূপ ব্যক্তি আছে যাহারা পরোপকার না করিতে পারিলে তৎগতিকে পাপ যুক্ত হয় না। কিন্তু পিতা মাতা সন্তানাদি পরিজনগণের পালন সকলের পক্ষেই অত্যজ্য কার্য্য। তাহা না করিলেই পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। নিশ্চিত জানিবে আত্ম শরীর ভিন্ন যে কিছু অপর উদ্দেশে সাধিত হয় তাহাই বদান্যতা এবং পিতা পুত্রাদির পালনও সেই বদান্যতা চর্চার প্রথম প্রধান ও অত্যজ্য স্থল। পাছে মনুষ্য ইন্দ্রিয় সুখাবিষ্ট হইয়া অপরের সুখসাধনে উদাসীন থাকিয়া একেবারেই বদান্যতার কার্য্যে বঞ্চিত হয় একারণ জন্ম সম্বন্ধ দ্বারা জগদীশ সকলকেই অত্যজ্যভাবে বদান্যতায় বাধিত রাখিয়াছেন। যিনি পিতা মাতার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই জন্ম দ্বারাই তিনি স্বীয় পিতা মাতার পালন কার্য্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, যিনি দার পরিগ্রহ করিয়াছেন তিনি বিবাহ দিবস হইতে আমরণ সেই বনিতার সমুদয় ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া-

ছেন, যিনি পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন তিনি সেই পুত্রের লালন পালন শিক্ষা ও সংস্কার বিধান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। স্বীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের উপলক্ষ করিয়া যিনি সেই সমস্ত কার্য্য সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রটী করেন তাঁহার পাপ নিতান্ত গুরুতর। যাহার সন্তানগণ ক্ষুধায় কাতর, যাহার বনিতা উপবাসখিন্না; যাহার পিতা মাতা অভাব-পীড়িত, সে ব্যক্তি শক্তি স্বত্ত্বে যদি স্বীয় কায়িক সুখের লালসায় শয্যাশায়ী থাকে, শ্রম নাকরে, তবে তাহার অথবা যে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অর্জ্জিতার্থ স্বীয় কায়িক সুখ সাধনে বিন্যস্ত করে, এরূপ ব্যক্তির পাপের পরিমাণ বর্ণনাতীত। এসকলকে বঞ্চিত করিয়া যিনি উদাসীন বক্তির দুঃখ মোচনে তৎপর, তিনি মনে করিতে পারেন আমি মহৎপুণ্যের সঞ্চয় করিতেছি কিন্তু বস্তুতঃ তাহা তাঁহার ভ্রমমাত্র। তাঁহার সে কার্য্য ঈশ্বরানুমোদিত নহে। ভৃত্য আপনার পদের কার্য্যে ক্রটী করিয়া প্রভুর অন্য কার্য্য সাধন দ্বারা কৃপাপাত্র হইতে পারেনা। প্রতি পরিবারের অর্জনক্ষম ব্যক্তি তৎগত অক্ষম গণের পালন কার্য্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। এরূপ কার্য্যভার কিরূপ গুরুতব প্রকৃতির এবং শক্তি স্বত্বে তাহার ক্রটী জগদীশের কিরূপ কোপোদ্দীপক তাহা সরল মনে বিবেচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা এই মর্ম্মে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার দিগের এতাদৃশ অভিপ্রায় যে স্বীয় পরিজন

" অন্যকার্য্য শতংকুর্য্যাৎ ভরণীয়া প্রযত্নতঃ"

এবং এই কারণেই ইহা কথিত হইয়া থাকে যে নিজ গৃহই বদান্যতার আরম্ভ ভূমি। পিতা মাতা বাল্যকালে যথোচিত রূপে পালন করিয়াছিলেন কি না, বনিতা যথোচিত অনুগতা কিনা, সন্তানেরা ইতঃপর পালন প্রতিশোধ করিবে কি না, পরিজন পালন কার্য্যে এসকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কেবল ফলের হানি মাত্র। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সাধন কর, ফলপ্রদাতা বুঝিয়াই তাহার ফল প্রদান করিবেন, তাঁহাব বিবেচনার ক্রটী নাই।

আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে স্বীয় পরিজনগণের প্রতিপালন হইলেই ধর্ম্মের চরম সাধন হইল, আর উদাসীন ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থে যত্ন করিবার আবশ্যক নাই তাহা নহে। পরিবারের পালন বদান্যতার অগ্রিম অংশ ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। পরিবার পালনে নিয়োগান্তেও যিনি অতিরিক্ত বল, বিদ্যা, বিভব আপনার অধিকারে দেখিতে পাইবেন তিনি উদাসীন উপযুক্ত পাত্রের উপকারার্থে তৎসমুদয়ের চালনা করিবেন, নাকরিলে তাঁহার পাপও গুরুতর। যখন কোনজনকে তাঁহার প্রয়োজনের অধিক সম্পত্তি প্রদান করা হয় তখন সম্পত্তিদাতা প্রকারান্তরে তাঁহাকে বলিয়া থাকেন এই সম্পত্তি তোমার নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিলাম না, বিশ্বাসী পাত্র জানিয়া তোমার নিকট স্থাপিত করিলাম মাত্র, সময়ে সময়ে আমি ইহার অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত

তোমার নিকট লোক প্রেরণ করিব; আমার নামকরিয়া চাহিলে তুমি তাহাকে ইহার অংশ প্রদান করিবে। অনতিবিলম্বে জনৈক অন্ধ আসিয়া জগদীশ্বরের নাম করিয়া প্রার্থনা করিল। সম্পত্তিশালী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল না যে এ সম্পত্তিস্থাপিতার লোক; কাতরতা দেখিয়া মনে করিল এ যাচক মাত্র। ভাবিল ইহার নিদর্শন পত্র নাই। দেখিলনা যে তাহার মুদিত নয়নযুগলই সে নিদর্শন পত্র। অন্ধ বিতাড়িত হইয়া প্রস্থান করিল, সম্পত্তিশালী স্থাপিত অর্থ স্বীয় সুখে বিন্যস্ত করিলেন; অথবা কোষগত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার নামের পার্শ্বে সম্পত্তিস্থাপিতা "বিশ্বাস ঘাতক" লিখিয়া রাখিলেন। বিচারকালে সে কি দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে কে বলিতে পারে? এস্থলে আরও একটী বিষয় তোমাকে বিদিত করিতেছি। স্বীয় পরিজন গণের ভরণপোষণাতিরিক্ত পরোপকারের উপযুক্ত সম্পত্তি যদি তোমার না থাকে তথাচ পরোপকার চর্চ্চার উপায় তোমার রহিয়াছে। সে উপায় কি, নিম্নোদ্ধৃত কবিবাক্য দ্বারা তোমায় জ্ঞাত করিতেছি।

"প্রশস্ত বদান্য ঋজু আত্মা ছিল তাঁর,
পুরস্কার দিল ধাতা প্রশস্ত তেমন;
দিতেন দীনেরে সবে ধন অশ্রুধার,
দিলা ধাতা বাঞ্ছিত বান্ধব একজন।"

অতএব নিষিদ্ধ কর্ম্মের ত্যাগ ও বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এই উভয় প্রকার কার্য্য দ্বারাই লোকে পারলৌকিক সুখের আশা করিয়া থাকে কিন্তু তদুভয়ই যে শ্রমসাধ্য তাহা যথোচিতরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে সুতরাং শ্রমই যে স্বর্গের সোপান ইহা আর পৃথক করিয়া বলিবার, আবশ্যক নাই। ইহাতে আমার অনুমান হয় যাহারা আলস্যাক্রান্ত তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বস্ত নহে। যদিও বিশ্বাস থাকে তবে তাহা সজীব ঈশ্বরের বিশ্বাস নহে। যে ঈশ্বরের নিয়ম আছে, যিনি তদনুসারে সংসার শাসনার্থে কার্য্যানুরূপ দণ্ড পুরস্কার বিধান করেন, তাঁহার অস্তিত্বে প্রত্যয়াপন্ন হইলে কিরূপে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহস হইতে পারে? বাইবেলের এতৎবাক্য নিতান্ত পরীক্ষা সঙ্গত বটে :—

"দুর্জনেরা মনে মনে কহে যে ঈশ্বর নাই। এমন কেহই নাই যে পাপ করে না॥"

আলস্যাক্রান্ত ব্যক্তি পাপী এবং পুণ্যবান ব্যক্তি শ্রমশীল ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এরূপ মনে করিও না যে শ্রমশীল ব্যক্তি মাত্রেই পুণ্যবান। অনেকে বিফলে শ্রম করে অনেকের শ্রম হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। অতএব শ্রমশীল ব্যক্তিকে পুণ্যবান উপাধি প্রদানের অগ্রে দেখিবে শ্রম করিয়া শক্ত্যনুসারে সে কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন করিতেছে কি না।

শ্রমের আবশ্যকতা ও উপকারিতা ইহ ও পর লোক সম্বন্ধে প্রদর্শিত করিতে যে তিনটী প্রকরণ বিন্যস্ত হইয়াছিল সাধ্যানুসারে তদন্তর্গত মত প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অসন বসন অর্জন দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে তাহাতে শ্রমের আবশ্যক,

অসন বসনাদি আহরণ সঞ্চিত থাকিলেও স্বাস্থ্য রক্ষার কারণ শ্রমের আবশ্যক, ইহ জীবনের সুখ প্রচুর সম্পত্তি বিদ্যা মান অর্জন করিতে শ্রমের আবশ্যক, সৌভাগ্য বশতঃ বিনাশ্রমে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইলে উপভোগার্থে শ্রমের আবশ্যক। এসমস্ত তোমার উন্নত চিত্তকে আকর্ষণ করিতে না পারে, ইহ সংসারকে ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া ইহার কিছুরই অভিলাষী না হও, ইহ মাংসময় শরীর বিগলিত হইলেও তুমি ব্যথিত না হও, কেবল একমাত্র পারলৌকিক সুখই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তথাচ তদর্থে তোমাকে শ্রম করিতে হইবে। কোন ধ্যান পূজার প্রতি নির্ভর করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। এসমস্ত বিষয় তোমার হৃদয় সংযত করিতে সাধ্যানুসারে যত্নের ত্রুটি করি নাই। পারলৌকিক সুখ সাধনার্থে শ্রমের উপকারিতা প্রদর্শনার্থে আমি এস্থলে বাইবেলের একটি মহাবাক্য উদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

"দন্তের পক্ষে সেরকা যেরূপ, চক্ষের পক্ষে ধূম যেরূপ, আলস্যাক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদিগের প্রেরকগণের পক্ষেও তদ্রূপ।"

সবিস্তারে শ্রমের আবশ্যকতা ও উপকারিতা আমি যাহা প্রকটিত করিয়াছি তাহার আনুপূর্ব্বিক সমুদয় মর্ম্ম বিখ্যাত সার উইলিয়ম জোনস ক্ষুদ্র কবিতাতে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই অনুবাদ দ্বারা বিদিত করিতেছি তুমি সর্ব্বদাই এই কবিতাটি স্মরণ রাখিবে :—

মাতৃ অঙ্কে শুয়ে নব প্রসূত যখন।
হেসেছে সকলে, তুমি করেছ রোদন॥
হেন ভাবে কাট কাল আইলে মরণ।
তুমি শুয়ে হাসিবে কান্দিবে সবজন॥

আমার বিবেচনায় প্রবন্ধ সমাধা হইয়াছে। তুমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মানুসারী হইলে আমি নিতান্ত আপ্যায়িত হইব এবং ইতঃপর অন্যান্য বিষয়ে আমার অভিপ্রায় তোমাকে বিদিত করিবার শ্রম পরমাহ্লাদ সহ স্বীকার করিব নচেৎ ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের ফল কি।

"নাদ্রব্যে নিহিতা কচিৎ ক্রিয়া ফলবতীভবেৎ
নব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বক॥"

চরমে পরমেশকে ধন্যবাদ। তিনি আমাকে এতৎ প্রবন্ধ প্রণয়নে আনুপূর্ব্বিক সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা তুমি এতৎপাঠে উপকার প্রাপ্ত হও।

এতদুপলক্ষে ঈশ্বর ও ইহ সংসারস্থ মনুষ্য গণের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ আমার বুদ্ধিতে উদয় হয়, তাহা তোমাকে বিদিত করিতেছি। তুমি দেখিয়াছ একখণ্ড সংকীর্ণ ভূমিতে উদ্যানপাল বিবিধ প্রকার উদ্ভিজ্জের বীজ বপন করে, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নিজ নিজ জাত্যনুসারে পল্লবাদি প্রসব করে কিন্তু সে সমস্ত উদ্ভিজ্জ তথায় চিরদিন থাকিবার অভিপ্রায়ে বপিত হয় নাই। পরিচালিত হইবার ক্লেশ সহিতে পারে এরূপ বলিষ্ঠ হইলেই যথা ঋতুতে যথাস্থানে পরিচালিত হইয়া থাকে। উদ্যানপাল নির্ব্বিশেষে সকলকেই পালন করিয়া থাকে কিন্তু কীট

বা অপরাপর কারণে যাহারা এরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় যে তাহাদিগের ফলের প্রত্যাশা রহিত হইয়া যায়, উদ্যানপাল তাহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারে এবং তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। নিজ শ্রমের বিফলতাদি ভাবিয়া তাহার হৃদয় করুণাবিষ্ট হইলে হইতে পারে, কিন্তু তন্নিমিত্ত সে নিষ্ফল বা মন্দ ফল যাহার, তাহাকে রাখিতে পারে না, যেহেতু তাহার কার্য্য উদ্দেশ্যযুক্ত, সে ফলের কামনায় বপন করিয়াছে। সে আপনার কার্য্য প্রণালী ভঙ্গ করিতে পারে না। তুমি বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে, এই পৃথিবী সেই সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড, মনুষ্যই বিবিধপ্রকার উদ্ভিজ্জ এবং স্বয়ং বিশ্বপালই উদ্যানপাল। ইতিপূর্ব্বে মনুষ্যের উৎকৃষ্ট গুণের প্রাকৃতিক বীজ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার আলোচনা দ্বারা জীব ঈশ্বরের এতন্ন্যায় সম্বন্ধ যে যুক্তির সঙ্গত তাহা প্রতীয়মান হইবে। অতএব উৎপাটিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়কে সর্ব্বদা স্মৃতি সংযত রাখিবে। তাঁহার উদ্দেশ্য ফল উৎপাদনে যত্নশীল হও। সে উদ্দেশ্য ফল তাঁহার নিয়ম পালন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাঁহার করুণা যদিও অসীম, কিন্তু নির্ব্বিশেষ। উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত উভয়ের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিলে সে করুণার নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষা পায় না। সকলে তুল্য কৃপা অবিবেকের কার্য্য, ঈশ্বরে তাহা সম্ভব হয় না। অতএব উদ্যানপালের ব্যবহার দেখিয়া তুমি আর কেবলমাত্র তাঁহার করুণায় নির্ভর করিও না। তাঁহার আদেশ পালনে কর্ম্মশীল হও। শক্তির অভাব বশতঃ তাহাতে ক্রটী হয়, সকাতরে তাঁহার করুণাবলম্বন কর। আমাদিগের পদে পদে ক্রটী, সুতরাং উদ্ধার পক্ষে তাঁহার করুণা ভিন্ন অন্য গতি নাই। ইহা জ্ঞাত থাকিয়াও কহিতেছি কেবলমাত্র করুণায় বিশ্বস্ত হইও না। কার্য্যের ক্রটি অকৃত্রিম অনুতাপ যোগে ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য বটে, কিন্তু কর্‌ৎ প্রদাদি ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বুঝি বিশিষ্ট জীব কিরূপে অকার্য্যের বা অলসের ক্ষমা করুণা হইতে আশা করিতে পারে? অতএব অকপটে তাঁহার সহায়তা চাহিয়া প্রাণপণে নিয়ম পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হও, কার্য্যের গৌরব তাঁহার সাহায্যমূলক জানিয়া গর্ব্বশূন্য হও।

—০—

আজি।

১

তিন-দশ পূর্ণ কায় অতীত যৌবন।
তিন-দশ পূর্ণ কায়,
জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সন্মিলন।

২

প্রেম নয় প্রাণ আশা ভরসা এখন।
কমনীয় কান্তি কায়,
আর কি রহিবে হায়,
আর কি মিলাবে নারী নয়নে নয়ন!

৩

করুক রূপের নিন্দা রূপ নাই যার।
বিদ্যা বুদ্ধি মান ধন,
সংসারের আভরণ,
সৌন্দর্য্যে কেবলই হেরি কর বিধাতার।

৪

মাতৃকোলে স্তন পান, পিতৃ অলিঙ্গন,
সহোদর সহোদরা,
মুখ যার দুঃখহরা,
শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন!

৫

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,—
যৌবনে ঢালিয়ে কায়,
পেয়েছিনু প্রমদায়,
ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন!

৬

কেহ কহে এ প্রণয় চাতুরী কেবল।
হৃদয়ে হৃদয় মিলি,
নয়নে নয়ন খেলি,
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাহি উপমার স্থল।

৭

কেহ কহে চিরস্থায়ী নহে এ যৌবন,
স্থায়ী নহে যেই ধন,
তাহে কিবা প্রয়োজন?
রাখ হে প্রবীণ তব প্রবোধ বচন।

৮

একদিন পূর্ণ শশী হাসায় গগণ,
ক্ষণমাত্র ফুলরাশি,
বিকাশে মধুর হাসি,
তবে কেন ফুল, শশী, আদর ভাজন?

৯

অতীত যৌবন, হায় অতীত যৌবন!
কাজ কি বিন্যাস কেশে,
কাজ কি বিনোদ বেশে,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কাচে কিবা প্রয়োজন!

মনোবিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

আজি বঙ্গ বিধবার কাল তিথি একাদশী। প্রত্যহ দিন যায় আসে আবার যায় আবার আসে, বিধবা, দিগের নৈদাঘ একাদশী শীঘ্র আসে বটে কিন্তু সহজে ফুরায় না। নৈদাঘ একাদশীতে একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার চিত্র আজি পাঠক সমীপে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবী রৌদ্রে ছম ছম্ করিতেছে, সূর্য্য রুদ্র মূর্ত্তিধারণ করিয়া চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টিকরিতেছে, বায়ু সেই অনল শিখা হৃদয়ে ধারণ করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নব পল্লবিত বৃক্ষসকল দারুণ রৌদ্র তাপে নুইয়া পড়িতেছে, পক্ষিগণ বৃক্ষের ছায়ায়, বসিয়া ক্লান্ত কলেবরে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া নির্জ্জীব হইয়া বসিয়া আছে, রৌদ্রের দাপটে মাটি ফাটিয়া উঠিতেছে, জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পৃথিবী যেন চারি দিক হইতে জল জল করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ঐ দেখ একটা কুক্কুর লোল জিহ্বা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে ছায়াভিমুখে আসিতেছে, আর এক একবার উদ্ভ্রান্ত ভাবে পানীয় জলের জন্য চারি দিকে শূন্য দৃষ্টিতে দেখিতেছে, পৃথিবীর চিরাভ্যস্ত নিয়মানুসারে উহারও আশায় নৈরশ্য মিশাইয়া গেল।

একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকা ভুমি শয্যায় নির্জ্জীব হইয়া শুইয়া আছে; বালিকার জননী করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া সজলনয়নে বালিকার মুখপানে চাহিয়া আছে, আর এক একবার স্বীয় অঞ্চলে চক্ষের জল মুছাইয়া পাখা লইয়া ব্যজন করিতেছে; একজন প্রতিবাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল; বালিকার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাহার নিকটে বসিয়া শীতল কোমল কর পল্লবদ্বয় বালিকার সর্ব্ব গাত্রে বুলাইতে লাগিল, বালিকা তখনও অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে; আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়িতেছে, চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে—বালিকা নিস্পন্দ। সহসা বালিকার মোহ ভঙ্গ হইল, চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক চারিদিক চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা আর কত বেলা আছে, আজিকার দিন কি ফুরাবে না?" এইমাত্র বলিয়াই বালিকা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আবার চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে ছটফট্ করিতে লাগিল, তৃষ্ণায় ছাতি শুকাইয়া যাইতে লাগিল—বালিকা পুনরপি বলিয়া উঠিল—"মা! সে একাদশীতে আমার শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই; আজ আমার সর্ব্বশরীর জড়সড় হইয়া আসিতেছে, এবং শিথিল হইয়া পড়িতেছি কেন?" এই বলিতে বলিতে বালিকার আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় জলভারে স্পন্দিত হইতে লাগিল,

সেই বালিকার জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। বালিকার মাতা তখন স্বীয় অঞ্চলে মুখাবৃত করিয়া নীরবে রোদন করিতেছে; চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজিয়া গেল; উভয়েরই বাক্‌শক্তি রহিত। বালিকা আবার বলিয়া উঠিল—"মা! এত বেলা হইল কৈ তুমিত আহার করিলে না? মা! তুই আমার সামনে বসিয়া আহার কর না মা, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি।" বালিকার জননী এতক্ষণ নীরব ছিলেন কিন্তু আর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"বাছা তুমি এখনও বাসিমুখে জল দাও নাই, আমি তোর জননী হইয়া কেমন করিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া আহার করিয়া আমি থাকিব!" বালিকা এলাইয়া পড়িল, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় শিবনেত্র হইল, জননী তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া একটি পাত্র করিয়া সুশীতল জল আনিয়া বালিকার মুখে চক্ষে পুনঃ পুনঃ ছিটাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বালিকা কোন বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া মুখব্যাদান করিল, জননী বালিকার মুখে জল দিতে পারিল না, কেন না একাদশীর দিন "যে বিধবার মুখে জল দেয় সে নরকস্থ হয়—" সুতরাং সেই ভয়ে জননী ইচ্ছা স্বত্বেও বিরত হইলেন। তখন বালিকা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"মা প্রাণ যায়, আর কিছু চাইনা, এক ঘটি ঠাণ্ডা জল দে মা,—প্রাণ ভরিয়া গলায় ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি, দে, মা—বুক ফেটে গেল, আর পারিনা; পরের জন্য যে আমায় এত সহিতে হবে আগে জানিতে পারিলে এ পাপ সমাজের মুখে ভস্ম প্রদান করিয়া এ জীবন সেই দিনেই বিসর্জন করিতে পারিতাম।" বলিতে বলিতে বালিকার স্বর এড়াইয়া পড়িল, হস্তের অঙ্গুলি গুলি মৃদু মন্দ কাঁপিতে লাগিল, মুখখানি ক্রমে আরক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। মানসরোবরে যেন স্বর্ণ নলিনী এলাইয়া পড়িয়া আছে, যেন মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চালনে সেই শুষ্ক নলিনী পত্রদল নড়িতেছে। বালিকাকে তদবস্থ দেখিয়া, তাহার জননী ও পরিবারবর্গ সকলে নীরবে রোদন করিতে লাগিল—মনে করিতে লাগিল পাপ সমাজের কি অত্যাচার! কি ভয়ানক শাসন! প্রাণীর মৃত্যু একদিন, কিন্তু বিধবার মৃত্যু প্রতিদিন। তাহারা দিনে দিনে ক্ষয় পাইতেছে, পলে পলে মৃত্যুর মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা বালিকার মোহ ভঙ্গ হইল, সে বলিয়া উঠিল "জগদীশ! আর কতদিন এই পৃথিবীতে অসহ্য সংসার জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া, বায়ুবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় এই যন্ত্রণাপূর্ণ নরকে পড়িয়া থাকিতে হইবে! আর কতদিন এ নয়ন হইতে অনবরত বারিধারা পড়িতে থাকিবে! আর কতদিন নিরাশ্রয় পথিককে মোহের কুহেলিকা জালে আবদ্ধ রাখিয়া বেগবান অন্ধ অশ্বের ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইবে! সকল জ্বালা সহ্য হয়, পরমেশ! হৃদয়ের জ্বালা আর সহ্য হয় না। অনাথবন্ধো! যদি এ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে নিরন্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বেড়াইলাম, তবে আমাকে কেন সৃজন করিলে? যদি তোমার আমাকে

সৃজন করিয়া কোন উদ্দেশ্য সফল করিবার ইচ্ছা থাকে কেন তবে আমাকে হৃদয়শূন্য অন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিলে না? আর এক পোড়া কল্পনা! কি পাপ! কল্পনা যখন যে ভাবে থাকে আমাদের হৃদয়খানাও ছায়ার ন্যায় ঠিক সেই ভাবেই থাকে। হরি হরি! মনের হাসি মনে উঠিয়া আবার মনেই বিলীন হইয়া যায় কিন্তু কল্পনার হাসি সহজে মিশায় না; হয়ত সেই মনের হাসির জিনিসটিকে অতিরঞ্জিত করিয়া চক্ষের পরদায় পরদায় ধরিতে থাকে। উঃ! সে কি ভয়ানক চিত্র! সেই চিত্র মনে পড়িলে প্রাণ তখনি ছোট হইয়া পড়ে, হৃদয় তখনি বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুমন্ত মেঘখণ্ডের ন্যায় হৃদয়াকাশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে থাকে। আর কেন কাঁদি? যখন জগৎ ক্রন্দনের পবিত্রতা দেখিতে কি অনুভব করিতে পারিল না, যখন মানুষে নিজের দুঃখের গভীরতা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তখন আমার—বিধবার—দুঃখের প্রতি কে দৃষ্টিপাত করিবে? হা সংসার! তুমিই ধন্য! তুমি তোমার গরলাধারে অনন্ত পৃথিবীকে নিক্ষেপ করিয়া গরলময় করিয়া ফেলিলে কিন্তু আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইলাম তথাপিও আমার হৃদয়ের একটি কথাও বুঝিতে পারিলে না? পৃথিবী তোমার ছলনায় ভুলিল কিন্তু বিধবাদিগের হৃদয় বিদারক যন্ত্রণায় কেহ ভুলিয়াও দেখিল না! লোকে আমার জীবনের ইতিহাস চাহে—এ জীবন সিপাহী যুদ্ধ বৈত নয়—কেবল এক দিকেরই জয়। যেমন শত্রুর জয় হইলেও প্রবল দলের লোকেরা সে জয়কে জয় বলেনা আমারও জীবনেরও তাহাই।"

একটী কথা।

আমি কে? আমার জীবনই বা কিসের? এতদিন আমার কথা জগতের নিকট ব্যক্ত করিব কি না ভাবিয়াছিলাম কিন্তু কেন যে ভাবিয়াছিলাম তাহা বুঝি নাই। আমি জানি আমার এই একটি কথা শুনিবার ঘুমন্ত শ্রোতা আছে বটে কিন্তু শ্রোতা পাই নাই বলিয়া কথা প্রসঙ্গে গল্প ছলে আমার সঙ্গিদিগকে (বিজন প্রান্তরস্থিত বৃক্ষদিগের) আমার জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস শুনাইতে আরম্ভ করিতে না করিতেই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিত, আমার কথা ফেলিয়া আমাকে ফেলিয়া দুলিতে থাকিত। মনে করিয়াছিলাম বৃদ্ধ গ্রীসিয়ান অন্ধ কবি হোমারের ন্যায় একটি একতারা লইয়া পথে পথে গাইয়া বেড়াইব কিন্তু যে জন্য জনকল্লোল পরিত্যাগ করিয়া গহন বন আশ্রয় করিয়াছি সেই কারণেই পূর্ব্বোক্ত আশাও পরিত্যাগ কবিয়াছিয়লাম; সুতরাং এতদিন আশা পূর্ণ হয় নাই। আজ শ্রোতা পাইয়াছি, সুতরাং গল্প বলিব। আমার শ্রোতা সমালোচনার ধার বড় ধারে না। জগতের নিকট নিন্দার পাত্রী হইতে হইবেনা বলিয়াই আজি জগতে আমার ইতিহাস প্রকাশিত হইল। আমার ইতিহাস এই—এই প্রাণীপরিপূর্ণ গোলমালভরা নগরের প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ পর্ণ কুটীরে আমার বাস। আমি সংসারী নই কেন না আমি বিধবা; আমার সংসার নাই। আমি আর কাহাকে বলে, স্নেহ কাহাকে বলে,

কাহাকে বলে, তাহা জানিনা, বস্তুতঃ তাহাদের কথাই কেবল কর্ণে শুনিযাছি, কখন তাহাদেব সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, কেন না আমাব স্বামী নাই কে আমাকে আদব কবিবে? আমাব বন্ধু নাই কে আমাকে স্নেহ কবিবে? আমাব বিভব নাই কে আমাকে যত্ন কবিবে? আমি এই অনন্ত সংসাব সাগবে শুষ্ক তৃণবৎ, দুবন্ত তবঙ্গেব গাযে ভাসিতেছি, উঠিতেছি, পডিতেছি, আবাব একেলাই ভাসিয়া ভাসিযা চলিযা যাইতেছি। এদেহেব পুষ্টি কেবল ভিক্ষাব—ভিক্ষাই আমাব উপজীবিকা, ভিক্ষা ভিন্ন এদেহ ধাবণেব আব দ্বিতীয় উপায নাই। এক মুষ্টি অন্নেব জন্য আমাব পর্ণ কুটীর ত্যাগ কবিলেই আমি পৃথিবীব নানা প্রকাব লোক দেখিতে পাই, তাহাদেব কাহাকেও দেখিযা আমি হাসিযা ফেলি, আবাব কাহাবও জন্য এহৃদয গলিযা যায, এনযন হইতে অনববত বাষ্পবাবি বিগলিত হইতে থাকে, যতখানি পাবি হৃদয়েব আশা পূর্ণ কবিযা কাঁদি, কিছু আহার্য্য পাইলেই আমাব কুটীবে ফিবিযা আসি, ফিবিযা আসিযাই আমি যাহা দেখিযাছি সেই সব গুলি অবিকল লিখিযা বাখি, এই রূপে আমাব সময় শীঘ্র যায ও শীঘ্র আসে। আমি এখন একক—আমার উপবে ধমকাইবাব, আব কেহ নাই—আমি খুব স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীন হইযাও স্বাধীনতাব সুখ উপভোগ কবিতে পারিনা। আমাব বোধহয় সদাই যেন আমার মন উদাস হইয়া আছে, আমার মন হু হু করিতেছে। ভিক্ষার জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই কিন্তু আমি কে, আমি কেমন আছি, তাহা কেহ এক দিনও জিজ্ঞাসা করিল না সুতবাং আমাব কুটীবেব বিজনতা, আমার মনেব বিজনতা, কখনই ভঙ্গ হয নাই। আমি কত হাসি কত কাঁদি তাহা কেহ জানেনা। মনেকবিযা ছিলাম সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্জ্জন আশ্রমে আমাব শান্তি লাভ হইবে, মনে কবিযাছিলাম যখন সম্পর্কপাশ ছিন্ন কবিযা নগব প্রান্তবে পর্ণ কুটীব আশ্রয কবিযাছি, তখন আমাব মনেব উদ্বেগ থাকিবে না। যখন আমি মোহেব অধীন নহি তখন আমাব কিসেব যাতনা? যখন মাযায় বদ্ধ নই তখন কেন না হৃদয শান্তি লাভ কবিবে? যখন আমি অপবিমিত স্বাধীন হইব তখন আমাব সকল যাতনাই দূব হইবে; কিন্তু এ অপবিমিত স্বাধীনতাতেই বা সুখ কি? তখন বুঝিতে পাবিনাই অপবিমিত কিছুই ভাল নহে। অপবিমিত স্বাধীনতাতে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয, রাজ্য ছাবখাব হইযা যায়, ব্রহ্মাণ্ড উলট পালট হইযা পড়ে। পবাধীনতাব কঠোব শাসন ছেদ কবিয়াই একেবাবে এ দূব স্বাধীনতাতে বিপদে না পডিযা সুখানুভব কবা বড সহজ ব্যাপাব নহে।

মনুষ্য মোহে পডিযা পবাধীন। পবাধীনতাই প্রাণীপক্ষে বড় ক্লেশকব বস্তু। কিন্তু মনুষ্য যে মোহে পডিযা বাযুবিতাড়িত শুষ্ক পত্রেব ন্যায় উডিযা বেডায় সে মোহ কিসেব? সে কেবল কল্পনাব মোহ বইত নয়। কাব্যজগতেব এক জন দেবতা বলিয়াছেন বটে যে কবি, প্রণয়ী, আর উন্মাদ ইহারাই কল্পনাপ্রধান। এই পৃথিবী যেমন আকর্ষণ শক্তির

দ্বারা পরিচালিত, প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য জগতও সেই কল্পনা দ্বারা পরিচালিত। কোন অসভ্য জাতি যখন আপনাদিগের দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া তদগত চিত্তে মঙ্গল কামনায় ধরাশায়ী হইয়া বরভিক্ষা করে, আমরা বিজয়া দশমী দিনে উমার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগের চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় লইয়া যখন ঘরে ফিরিয়া আসি, আধুনিক ব্রাহ্মেরা ঈষা, পল,চৈতন্য, নানক, একমেবাদ্বিতীয়ং ভাবিয়া যখন তন্ময় হইয়া পড়ে, খ্রীষ্টানেরা যখন কুমারীতনয় যিশুখৃষ্টকে স্বকৃত শতসহস্র পাপ রাশি বহন করিতে বলে, মুসলমানেরা যখন মহম্মদের উপাসনা করিতে করিতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া যায়, তাহাকি কল্পনার মোহ নহে? কল্পনার মহান প্রভাব শুদ্ধ এখানেই আবদ্ধ থাকেনা আমরা যে কেবল কল্পনার প্রভাবে সমগ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু-নিচয়কে সুন্দর দেখি তাহা নহে, শুদ্ধ যে আমরা কল্পনার প্রভাবে মনকে উন্মত্ত করিয়া দিয়া মন হইতে যাবতীয় বিঘ্ন দূর করিয়া ফেলি তাহা নহে, আমরা যে কেবল শ্মশানে থাকিয়া নন্দন কাননের সুখ ভোগ করি তাহা নহে, ইহাতে আমরা যাবতীয় বস্তুর সৌন্দর্য্যের সারাংশ লইয়া উদাসিনী, কত বিজয়, কত দামিনী, কত আয়েষা, কত প্রতাপ, কত কুন্দনন্দিনী স্বজন করি তাহার সংখ্যা নাই।

স্বীকার করি কল্পনা যেমন সুখের আবার তেমনি দুঃখের। যে কল্পনা প্রভাবে আমরা শ্মশানকে বৈজয়ন্ত ধাম বলিয়া মনে করি, আবার সেই কল্পনা প্রভাবেই সেই অমরাবতীকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারি। যে কল্পনা প্রভাবে দেব সদৃশ মানব মুখে বীণা বাজিতেছে, কর্ণ শীতল করিতেছে, আবার সেই কল্পনা প্রভাবে সেই দেব সদৃশ মানব মুখ হইত শ্রুতিকঠোর জঘন্য ধ্বনিও নির্গত হইতেছে।

কিন্তু প্রকৃত কথা সে দোষ কল্পনার নহে সে আমাদেরই দোষ। আমাদের শিক্ষানুযায়ী, আমাদের হৃদয়ের উদার শক্তি অনুযায়ী কল্পনাকে আমরা স্বাধীন, সংযত, অনুগত করিব; কল্পনাই আমাদের কার্য্যে প্রবর্ত্তনা দিবে; আমাদের উৎসাহিত করিবে।

কল্পনার তারতম্যানুযায়ী আমাদের সুখের তারতম্য হইয়া থাকে। এই অনন্ত পৃথিবী আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, যাবতীয় সৌন্দর্য্যের জন্মভূমি আমাদের নিকট মুক্তদ্বার রহিয়াছে। যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত না হইত, যদি আমরা চিরকাল অর্দ্ধ নিদ্রিত অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় কল্পনার চক্ষে সকলবস্তু দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলেই ইহার কোন রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতামনা, কোন শোভাই আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম না। অনন্ত সমুদ্র বিন্দু বিন্দু জলরাশির সমষ্টি বইত আর কিছুই নয়, বহু বিস্তীর্ণা পৃথিবী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি বইত আর কিছুই নহে, তবে কেন পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয় গলিয়া যায়, নদী বা সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে?

মনুষ্য হৃদয়ে যদি কল্পনা না থাকিত তাহা হইলে কে আর সেক্সপিয়রের মতন পল্লবের মুখ হইতে অস্ফুট হৃদয়ানন্দকারী সঙ্গীত শুনিতে পাইত? প্রবহমান নদী বক্ষে কে আজ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, তবে কে আজ জড় পদার্থ হইতে উপদেশ লাভ করিতে সক্ষম হইত?"

It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of Paradise,
* * * *
The light clear element which the isle wears,
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers,
And falls upon the eyelids like faint sleep,
And from the moss violets and Jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain,
Till you might faint with that delicious pain.

কল্পনার প্রভাবে আমরা সকল বস্তুকেই আপনার উপভোগের মত করিয়া লইতে সক্ষম হই। শেলির কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি কবি মনে মনে সেই দ্বীপটিকে উপভোগ না করিলে এরূপ বর্ণনা অসম্ভব।

যাক্ ওকথা এখন থাক— আমার হৃদয়ে কি জানি কি হয়, ঈশ্বর বলিতে পারেন, কিন্তু আমার হৃদয় কাঁদে। মনের একটা অসহায় অবস্থা অসন্তোষ, অতৃপ্তি, একটা অত্যন্ত নিরাশ্রয় ভাব, ভূতের মতন, এ হৃদয়ের শূন্য ঘরে হা হা করিয়া বেড়ায়। দুই প্রহর রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, একলা নিস্তব্ধ হইয়া পর্ণ কুটীরের দ্বারে অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে রৌদ্রের পানে চাহিয়া থাকি, কিম্বা যখন চন্দ্রকিরণ সাগরোর্ম্মি মরুভূমি পর্ব্বত প্লাবিত করিয়া পৃথিবীর বুকে গড়াইতে থাকে, যখন পৃথিবী নিদ্রিত হয়, যখন স্বীয় পর্ণকুটীর মধ্যে আমার তৃণশয্যায় সুধাংশু অংশু পড়ে, তখন এই হৃদয়ে নিরাশ্রয় অসহায় ভাব যেন স্বভাবতই আপনি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তোমাকে বলিতে কি আমার হৃদয়ে সেই পূর্ব্বকার ভাব যেন কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া বুক ফাটিতে থাকে, তখন ইচ্ছা করে এমন একজন লোক পাই যাহাকে প্রাণের সকল কথা ঢালিয়া দিতে পারি, কিন্তু আবার তখনই মনে হয় আমার বলিবার কথা ত কিছুই নাই তবে কেন লোক খুঁজি। এক এক সময়ে মনটা সহসা হাহাকার করিয়া উঠে, যেন শতসহস্র নিরাশা তরঙ্গে মনটা উঠিতেছে পড়িতেছে, আবার তখন মনে হয় একটা হৃদয়ের লোক পাইলে প্রাণের জটিল বিশৃঙ্খল ভাবের জটিল গ্রন্থি গুলি একে একে খুলিয়া পরিষ্কার করাইয়া লই। আমি কষ্ট পাইতেছি তথাচ তাহার কারণ স্বয়ং বুঝিতে পারিতেছি না, অপরকে কিরূপে বুঝাইব, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আর কি হইতে পারে! বিধবার কষ্ট যদিও কেহ বুঝে তথাপি সে অনুভব করিতে পারে না—কারণ তাহাদের কল্পনা বড় দুষ্ট সহজে সোজা পথে চলিতে চাহে না। এ সংসারে খুৎ ধরিতে চেষ্টা করিলে

বিস্তর পাওয়া যায় সুতরাং সকলেরই একটা-না-একটা আছেই, তাহাই লইয়া অল্প বুদ্ধি লোকগুলা ক্রমাগত নাড়া চাড়া করে, কিন্তু আসল কথা এই তাহাদের দুঃখের একটা আলাহিদা বাড়ি ঘর নাই এই জন্যই সে ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়। এই অনধিকার প্রবেশের জন্য সে ভাল মুখে আতিথ্য পায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া দুঃখ যাহাকে ভরণপোষণ করিতে হয়, তাহার কি দুঃখ! নারীজন্ম বড় সুখের, কিন্তু বাঙ্গালীর পাপ সমাজ। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই পরিবারস্থ সমস্ত লোক বিমর্ষ হইয়া গেল, একটা ঘোরতর দুঃখের গোলযোগ পড়িয়া গেল, যেন সেই কন্যার পিতা মাতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আমি সমাজে থাকিয়াও সমাজ হইতে বিচ্যুত, তথাপি ক্রমে ক্রমে যতদূর পারি সমাজের আমার জীবনের সহিত ঐক্য করিয়া সমাজের চিত্র প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিব। আমরা স্ত্রীলোক, স্বভাবতই লজ্জাশীলা, কিন্তু অশুভক্ষণেই বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষার চর্চ্চা হইয়াছে; পূর্ব্বে পশুদিগের ন্যায় আমাদের কল্পনাও জড় পদার্থের ন্যায় এক স্থানেই পড়িয়া ঘুমাইত উঠিতে চাহিত না, কিন্তু এক্ষণে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমরা এখন ভাবিতে পারি, সে ভাবনার একটি মূল হইতে সমাজ চিত্রিত করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র কল্পনা হইতে একটী বিধবা সৃষ্টি করিয়াছি, সে কাঁদিতেছে—

কহিছে কাতর স্বরে—করুণ বচনে—
সজল নয়নে চাহি উচ্চ নীলাম্বরে,
করিয়াছি কোন পাপ নবীন জীবনে?
করিয়াছি কোন ধর্ম্ম পূরব জনমে?
পুজিয়াছি কোন দেবে—দয়ার সাগরে—
দুঃখিনী সহিছে তাই জীবন জ্বালায়?
দুঃখিনী করিলে যদি জনমের তরে,
কি কাজ জীবনে নাথ! কি সুখ তাহায়?
দাও নাথ! দাও তবে দাও হে বিদায়,
পাইবে দুঃখের স্রোতে আবার আমায়!
পরমেশ! কেন তবে সৃজিলে আমারে?—
সৃজিলে যদ্যপি, কেন করিলে দুঃখিনী?—
দুঃখিনী করিলে যদি আমারে ধরায়,
জীবনের শেষ অঙ্ক কেন না তখনি
দেখাইলে? ফুরাইত নবীন জীবনে,
শোক তাপ বিষ জ্বালা বিষম দংশন,
ফুরাইত অশ্রু জল দুঃখিনী নয়নে,
ফুরাইত জীবলীলা—নবীন কানন,
কাঁপিল অধর দুটি—ললাট বদন
ভাসাইয়া গণ্ডস্থল ঝরিল নয়ন।
আর কত কাল দেব চাপায়ে পাষাণে
নবীন বুকেতে মম—থাকিব জগতে।
একাদশ বর্ষ হতে দারুণ দহনে
জ্বলিতেছে বাড়বাগ্নি হৃদয় পরতে,
আর কতকাল নাথ ঝরিবে নয়ন,
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে—কাঁদিব বিজনে!
কি কাজ দেবেন্দ্র! তবে ধরিয়া জীবন
যাইগে গহনবনে ত্যজিতে পরাণ।
ভস্ম হ'ল হৃদিপিণ্ড—ধবম আগার—
পরকালে জানি নাই কি হবে আমার!
ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন ভিতরে
কাঁদিগে মনের সুখে পাদপের মূলে,
বলিগে জগতময় প্রতি ঘরে ঘরে,
বৈধবী সুন্দর লিপি দেখরে সকলে।

কেন পিত ! অভাগীরে—স্নেহের কন্যায়—
রেখেছ বাঁধিয়া মোরে দুঃখের সংসারে,
ভাসাইয়া দাও শুষ্ক পত্রের মতন,
অথবা
ডুবে যাক ভাঙ্গা তরী অকুল পাথারে।

—o—

প্রণয়-বিপ্লব।

৮

বৈদ্যনাথ অতি পবিত্র স্থান। এখানে দেবাদিদেব ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। ভগবৎ-চরণ দর্শন মানসে কত দেশ হইতে কত সাধু এখানে আসিয়া থাকেন এবং অসাধ্য ব্যাধি প্রপীড়িত কত ব্যক্তি ব্যাধির কঠিন হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দেবাদিদেব বৈদ্যনাথের চরণে আসিয়া আশ্রয় লয়। বিশ্বাসে সাধু লোকের চিত্ত বৈদ্যনাথ দর্শনে পুলকিত হয়, বিশ্বাসে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে। বিশ্বাস কি পরম পদার্থ! বিশ্বাসে রতি, বিশ্বাসে মতি, বিশ্বাসে ভক্তি, বিশ্বাসে ভাব, বিশ্বাসে প্রেম, অবশেষে বিশ্বাসে মুক্তি। এমন বিশ্বাস যার হৃদয়ে নাই তার হৃদয় ভীষণ তমসাচ্ছন্ন, তার জীবন অতি কষ্টকর; তার আশা নাই, ভরসা নাই, দাঁড়াইবার স্থল নাই, সে জীবন্মৃত। আর বিশ্বাসীর হৃদয়ে বিশ্বাস-নেত্রে একবার নিরীক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে তথায় পরমানন্দ জ্যোতিঃ নিয়ত প্রতিভাষিত রহিয়াছে, প্রফুল্ল কুসুম-সদৃশ চির প্রফুল্লতা সতত হাস্যমুখে খেলা করিতেছে, এবং পূর্ণ হর্ষের সুধাময় স্রোত উল্লাসোর্ম্মি বক্ষে বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। এ জগতে বিশ্বাসের তুল্য আর কিছুই নাই। বুদ্ধি, বল, বীরত্ব, বিজয়, সকলই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যিনি যে পরিমাণে বিশ্বাসী তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য। পাঠক ! বৈদ্যনাথ অতদূর যাইয়া কাজ নাই, তোমার বাটীর নিকটস্থ তারকনাথের প্রতি একবার লক্ষ্য কর। সর্ব্বচিকিৎসাকৌশল যে অসাধ্য রোগ সকল আরোগ্য করণে পরাঙ্মুখ, তদ্রোগাক্রান্ত মরণোন্মুখ শত শত ব্যক্তি দেশ দেশান্তরে থাকিয়া তারকনাথের নামে কেশ নখ ধারণ করতঃ যে অব্যাহতি পায় ইহার কারণ কি ? কেশ নখ কিছু উপাদেয় দ্রব্য নয় যে দেবাদিদেব তারকনাথ প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া তাহাতে তৃপ্ত হয়েন। তবে বিশ্বাস বই ইহার গূঢ় সন্ধান

আর কি হইতে পারে? দেখ সমরক্ষেত্রে এক সহস্র মাত্র সেনা সহস্র সহস্র সৈন্য-দলকে পরাভব করিয়াছে—কোন্ বলে? বিশ্বাস।

শিবরাত্রি। আজ বৈদ্যনাথে মহা-মহোৎসব মেলা। নানা দেশ হইতে নানা রকমের লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসী সাধু ব্যক্তিদিগের সমাগমই অধিক। চতুর্দ্দিক "হর হর হর হর শিব শিব শিব শিব মহাদেব মহাদেব" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আজ এখানে প্রায় সকলেই উপবাসী। সন্ধ্যা হইল। দিবা ভাগে যাত্রীগণ ইতস্ততঃ ছিল, এক্ষণে আরাত্রিক দর্শনার্থ সকলে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। মন্দিরমধ্যে মহা জনতা। সকলেরই মুখে গাল বাদ্য, বম্ বম্ হর হর শব্দ। আরতি শেষ হইল। সকলে ত্র্যম্বক-পাদমূলে প্রণাম করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। মন্দির এখন প্রায় জনশূন্য। একধারে একটী তপস্বিনী বসিয়া যপ করিতেছেন। প্রায় এক প্রহর কাল রাত্রি পরে যপ সাঙ্গ হইল। তপ-স্বিনী আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার জন্য "শিব শিব" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। পূজারি মোহন্ত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "চলিলে মা?" তপ-স্বিনী প্রণামোদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া "হাঁ বাবা চলিলাম" বলিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন; যেমন অবতরণ করিবেন, সহসা দেখিতে পাইলেন, সো-পানাবলির নিম্নে একজন অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ মোহন্ত মহারাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া সম্বাদ দিলেন। মোহন্ত আসিয়া অচেতন ব্যক্তি-কে মন্দিরোপরি উঠাইয়া লইয়া গেলেন এবং ঈষৎ হাস্যমুখে তপস্বিনীকে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্বিনীর আর আশ্রমে যাওয়া হইল না; কমণ্ডলুতে জল ছিল, মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করায় অচেতন ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হইল। চৈতন্য লাভ করিয়াই দেখিল, অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না, গৈরিক বস্ত্র পরিধানা, পূর্ণ যৌবনা এক রমণী প্রতিমা উপবিষ্টা! সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল এবং নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস হইল না বলিয়াই যেন তাহাদিগকে পুনর্মুদ্রিত করিল, ক্ষণকাল পরে আবার চাহিল আবার সেইরূপ দেখিল। এবার আর নয়ন মুদ্রিত না করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। আহ্লা-দিত হৃদয়ে তপস্বিনী মোহন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বাবা, অচেতন ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।" মোহন্ত মহারাজের কিছু যপ বাকি ছিল, অল্পক্ষণ পরেই যপ সাঙ্গ হইল, শিব শিব নাম উচ্চারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া চেতনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! কেমন সুস্থ হইয়াছ?" চেতনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অতি কষ্টে করযোড়ে উত্তর করিল "মহারাজ! আপনার কৃপায় কিছু সুস্থ হইয়াছি, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।" মোহন্ত

পুনরপি হাস্যমুখে বলিলেন "ভয় নাই, আর ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাক, এখনই সব শান্তি হইবে।" অতঃপর তপস্বিনীকে শান্তি জল আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন, শান্তি জল আনীত হইলে একবার সেই জলের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া তিনবার আতুরের চক্ষে ও মুখমণ্ডলে প্রদান করিলেন। ইহাতে আতুরের সম্পূর্ণ চৈতন্যোদয় হইল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। ক্ষণ কাল পরে মোহন্ত তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! দেখ দেখি চিনিতে পার কি?" আতুর অনেকক্ষণ মোহন্তের মুখের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে পদযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল "প্রভো! কোন অপরাধে এ দাসকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন? আপনার শ্রীচরণদর্শনলোলুপ হয়ে যে কত দেশ পর্য্যটন করেছি, এ শরীরের উপর যে কত ক্লেশভার বহন করেছি, তা আর এ পাদপদ্মে কি নিবেদন করব, ভগবান ভবানীপতি বিলক্ষণ অবগত আছেন।"

মোহন্ত। বৎস! তোমায় পরিত্যাগ করি নাই, তোমার জন্য আমি সর্ব্বদাই চিন্তিত।

আতুর। মহারাজ! আমার প্রতি আপনার অত্যন্ত কৃপা, নতুবা সেই ভীষণ শার্দ্দূলের করালকবল হইতে আপনি আমার উদ্ধার করিবেন কেন?

মো। বিপন্নজনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই আমা দের কার্য্য। তুমি এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ?

আ। আপনার অন্বেষণে। মহাভাগ! আপনি কি মন্ত্রবলে আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করেছেন আমি জানি না, কিন্তু আমার প্রাণ আপনার নিকট ভিন্ন আর কোথাও থাকিতে চাহে না।

মো। শরযূতীরে তোমায় যে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলাম তা তোমার স্মরণ আছে ত?

আ। আছে।

মো। সেই যোগ অভ্যাস কর, আমায় আর কি প্রয়োজন?

আ। আমার প্রাণ এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি আরও কিছু শিক্ষা করিতে চাহি।

মো। তোমরা সংসারী, যাহা শিখাইয়াছি তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। অতঃপর অধিক আর সংসারী ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। যখন সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিতে পারিবে তখন আমার কাছে আসিও, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।

আ। মহারাজ! আমার আবার সংসার কি? জগতে আমার কেহই নাই। বিচারমার্গে দর্শন করুন আমি উদাসীন বই আর কি?

মো। বৎস! তুমি বালক। এখনও পর্য্যন্ত তোমার রিপুবশ, ইন্দ্রিয় দমন, কিছুই হয় নাই; উদাসীন হওয়া মুখের কথা নহে; বিলাসবাসনা, ভোগ সুখ কামনা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে; বালক তুমি, তোমাতে কি এখন সে সব সম্ভব হয়?

আ। যদি অনুমতি করেন তবে আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়া অবশিষ্ট জীবন সার্থক করি। সাধু সঙ্গেই লোক সাধু হইয়া থাকে। এই সময় হইতে আপনার চরণ সেবা করিলে আমার মনোবৃত্তি সকল সংশোধিত হইয়া আসিবে, কালে আপনার প্রসাদে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিব।

মো। তোমার সাধুপ্রবৃত্তির সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, সময়ে সকলই হইবে।

আ। আপনার যেরূপ অভিরুচি।—মহারাজ! ইনি কে?

মো। দেখিতেছ ত উনি একজন তপস্বিনী।

আ। মহারাজ!—

মো। বুঝিয়াছি। উঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, উনি আপনিই সমস্ত বলিবেন।

আ। ভগবতি! আপনি কে?

তপস্বিনী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিলেন "আমার পূর্ব্বপরিচয় আপনি অবগত হইয়া কি করিবেন? অধুনা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি তাহা আমার অবস্থা দেখিয়া আপনি জানিতে পারিতেছেন। আপনার সাক্ষাৎকার লাভে ও আপনার সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম, দেবাদিদেব মহাদেব আপনার মঙ্গল করুন।"

আতুর তপস্বিনীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রির পূজার সময় আগতপ্রায়। মোহন্ত চেলাদিগকে আহ্বান করিয়া পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সময় সমুপস্থিত হইল, মোহন্ত পুনরায় পূজায় বসিলেন। তপস্বিনী রাত্রির আধিক্যপ্রযুক্ত আশ্রমে না যাইয়া মন্দিরের একধারে একখানি কুশাসন বিক্ষিপ্ত করতঃ আবার যপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক আতুর ক্ষণকাল আবার বিশ্রাম করিতে লাগিল।

যথা সময়ে যপ পূজা সমাপন হইল। মোহন্ত, তপস্বিনী ও আগন্তুকের কপালে হোমের ফোঁটা দিলেন এবং সকলে আবার একত্রে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল আবার কথোপকথন হইতে লাগিল। আগন্তুক কিছু উপদেশবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য মোহন্তের নিকট প্রার্থনা করিল। মোহন্ত কহিলেন "বৎস! উপদেশবাক্য আর নূতন কি বলিব—আপনার ন্যায় সকলকে দেখিও তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। ধনী বলিয়াই সমাদর আর দরিদ্র বলিয়াই উপেক্ষা করিও না, বরং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে অধিক আদর করিও, দরিদ্রকে সমাদর করিলে পরমেশ্বরকে সমাদর করা হয়। কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিওনা, কাহারও নিমিত্ত মন্দকামনা করিও না। অতিথি সেবা গৃহস্থের পরমধর্ম্ম, তাহাতেই মহাদেবের সেবা হয়। দুর্গম অরণ্যে যেমন সিংহ ব্যাঘ্র হস্তি শৃগাল সর্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জন্তু বাস করে, আমাদের হৃদয়-অরণ্যেও সেইরূপ। সিংহের দর্প, ব্যাঘ্রের তেজঃ, হস্তির মত্ততা, শৃগালের

ধূর্ত্ততা, সর্পের খলতা, কার না অন্তরে আছে? এরাই মানুষের সর্ব্বনাশের মূল, ইহাদের কদাচ পোষণ করিও না, তাহা হইলে বলিষ্ঠ হইয়া ইহারা অধিকতর বেগে তোমায় আক্রমণ করিবে, তখন তাহাদের কঠিন আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে, অতএব, বৎস, ইহাদের হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও। এ সংসার বিঘ্ন বিপদ সঙ্কুল; সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া যদি কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, যদি কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে দেবতাদের প্রতি কটূক্তি বা দোষারোপ করিও না, তাঁহাদের অপার মহিমার অন্ত এপর্য্যন্ত কেহই পায় নাই। আর অধিক কথা কি বলিব, আমার প্রথম কথাটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও, আবার বলি, সকলকেই ভালবাসিও। যে যোগ শিক্ষা দিয়াছি তাহা অভ্যাস করিতে ত্রুটী করিও না।"

আগন্তুক মোহন্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীচরণপঙ্কজরেণু শিরে ধারণ করিল এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল। এইরূপ পূজা যপ ও কথোপকথনে সমস্ত রাত্রি প্রায় অতিবাহিত হইয়া আসিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে।

আগন্তুক তপস্বিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

তপস্বিনী। প্রায় এক মাস হইবে আমি এখানে আসিয়াছি।

আগন্তুক। ইহার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন?

তপ। আমি একস্থানে স্থায়ী নহি, তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াই, যেখানে সাধুসঙ্গ পাই সেই খানেই কিছুকাল বাস করি।

আ। ইহার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন?

ত। শ্রীবৃন্দাবনে।

আ। ইহার পরে কোথায় যাইবেন?

ত। বলিতে পারি না।—যেখানে মন যাবে সেই খানেই যাইব।

আ। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু সাহস হইতেছে না, আপনি যদি কৃপা করিয়া ভরসা দেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

ত। কি বলুন?

আ। এত অল্প বয়সে এ ব্রতে ব্রতী হইবার কারণ কি?—আপনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন কেন? আপনার পতি——

ত। পতি থাকিলে এ কঠোর ব্রত কেন অবলম্বন করব? তা হলে ত পতি পদ সেবা করেই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ কর্‌তাম!—অনেক দুঃখে এ ব্রত অবলম্বন করেছি।—নিরস্ত হউন্, পূর্ব্বস্মৃতি আর জাগাইবেন না, এ অবস্থায় আমি সব ভুলে আছি।

আগন্তুক অপ্রতিভ হইল এবং তপস্বিনীর পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উদ্দেশে যেমন হস্তদ্বয় বিস্তার করিবে, তপস্বিনী পদদ্বয় অপসৃত করিয়া লইলেন এবং আগন্তুকের অঙ্গুলীতে একটী নামাঙ্কিত সুদৃশ্য অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। নামটী কি দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূ

হল জন্মিল—বলিলেন "আপনি অপ্রতিভ মনে করিবেন না, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই।—আপনার অঙ্গুরীয়টী অতি সুন্দর!"

অঙ্গুরীর নামে আগন্তুক শিহরিয়া উঠিল। অনেক দিনের পর তার যেন চমক হইল—একটা ভয়ানক যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল। অঙ্গুরীয়ে অঙ্কিত নামটী যত পাঠ করিতে লাগিল ততই তাহার মন বিচলিত ও নয়ন জলে পরিপূরিত হইতে লাগিল।

তপস্বিনী আগন্তুকের ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সহসা ভাবান্তর দেখিতেছি কেন?"

আগন্তুক বলিলেন "ভগবতি! পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে হৃদয় যে যন্ত্রণানলে জ্বলিয়া উঠে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি, আপনার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

ত। কেন আপনি আবার ওকথার উত্থাপন করিতেছেন? আমি কিছুই মনে করি নাই।

আ। ভগবতি! অঙ্গুরীয়টী দর্শন করিবার জন্য আপনার কৌতূহল হইয়াছে, এই নিন্ দর্শন করুন, আপনার করকমল স্পর্শে অঙ্গুরীয় পবিত্র হউক্।

তপস্বিনী অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোকের নাম তদুপরি অঙ্কিত রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন "এ নাম কি আপনার?—এ যে কোন স্ত্রীলোকের নাম বলিয়া বোধ হইতেছে?"

আগন্তুক দুঃখিতান্তঃকরণে করযোড়ে উত্তর করিল "এ হতভাগ্যের নাম কুমুদনাথ। যাঁহার নাম অঙ্কিত দেখিতেছেন উহাঁদেরই বাটীতে আমি বাল্যকালে প্রতিপালিত। উনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসেন, ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ ঐ অঙ্গুরীয়টী আমায় প্রদান করিয়াছেন। যে দিন অবধি গুরুদেব মোহন্ত মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছি, সেই দিন অবধি জানি না কি মোহ মন্ত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি; আজি যেন আমার চমক হইল, পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ হইতেছে, আর এখানে এক দণ্ডও থাকিতে মন চাহিতেছে না।"

অতঃপর কুমুদনাথ পূর্ব্ব ঘটনা সকল সংক্ষেপে তপস্বিনীর নিকট বর্ণন করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃস্নান ও যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি কার্য্য সমাপন করিয়া গুরুদেবের চরণ বন্দনা করতঃ তপস্বিনীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বৈদ্যনাথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুচতুর পাঠক! তপস্বিনীকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন? তপস্বিনী আমাদের পান্না ব্যতীত আর কেহই নহে।

৯

বৈদ্যনাথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুমুদ ভাবিল "কোথায় যাই?" এক দিকে প্রভুভক্তি ও অপরদিকে মোহিনী শক্তি তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইল, কিন্তু ক্ষণকাল বিবেচনার পর স্থির করিল—বেতিয়ায় একবার

যাওয়া আবশ্যক'; সুতরাং বেতিয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল; বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য। যথাকালে বেতিয়ায় পঁহুছিল—দেখিল রাজধানী মহোৎসবে পরিপূর্ণ। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে উৎসবের উপলক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল "জান না? আজ মহারাজের জন্ম দিন।" আহ্লাদিত অন্তঃকরণে কুমুদনাথ রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল রাজবাটীর চতুর্দ্দিক দেবদারুপত্রে সুসজ্জিত, মধ্যে মধ্যে লাল নীল শ্বেত পীত প্রভৃতি নানা রঙ্গের পতাকা সকল উড্ডীন রহিয়াছে, প্রাসাদের সৌধবক্ষে স্তরে স্তরে সজ্জিত দীপমালা জ্যোতির্ম্ময়ী মণিমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইচ্ছা করিলে কুমুদনাথ আরও কত কি দেখিতে পারিত, কিন্তু পথ পর্য্যটন শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সুতরাং সে সকল শোভা তাহার তৎকালে তাদৃশ আনন্দবর্দ্ধন করে নাই। রাজবাটীতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। কুমুদনাথের এখন আর সে অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য নাই, রাজ অমাত্যের ন্যায় এখন আর সে মহামূল্য বেশভূষাও নাই; রুক্ষ কেশ, দরিদ্র বেশ, দেখিয়া প্রহরীরা প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। লজ্জায় ঘৃণায় কুমুদনাথের অন্তঃকরণে অত্যন্ত অভিমান হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে অভিমান বিলুপ্ত হইয়া গেল, ভাবিল "কার উপরেই বা অভিমান করি? আজ প্রায় এক বৎসরের পর প্রত্যাগমন করিয়াছি, সে বর্ণ নাই, সে বেশ নাই, কেনই বা ইহারা আমায় চিনিতে পারিবে? ইহাদের সহিত বাক্য ব্যয় করা বৃথা, মহারাজের নিকট সম্বাদ পাঠানই শ্রেয়ঃ, তাদৃশ অনুগ্রহ কি একেবারেই বিস্মৃত হইবেন?" জমাদারকে ডাকাইয়া মহারাজের নিকট আরজি করিব বলিয়া একখণ্ড কাগজ ও লিখন সামগ্রী সকল আনয়ন করিতে অনুনয় করিল। জমাদার, নূতন "লোক," গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু অনুনয় শুনিয়া তাহার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। লিখন সামগ্রী সকল আনীত হইলে কুমুদ সংক্ষেপে লিখিয়া দিল 'মহারাজ! আজি প্রায় এক বৎসরের পর কুমুদনাথ আবার রাজবাটীতে উপস্থিত, রাজদ্বারে দণ্ডায়মান, অনুমতি হইলে সমীপবর্ত্তী হইয়া রাজপদ বন্দনা করে।' রাজা কুমুদনাথের নাম ও তদীয় হস্তাক্ষর দর্শনে চমৎকৃত হইলেন (কারণ কুমুদনাথের অদৃশ্য হইবার পর হইতে বেতিয়ার সকলেরই বিশ্বাস যে তিনি মহারাজের সহিত শিকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন) এবং তৎক্ষণাৎ জমাদারকে আদেশ দিলেন "অতি সম্ভ্রমের সহিত লইয়া আইস।" আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে জমাদার কুমুদনাথকে সাতিশয় সম্মানের সহিত রাজসমীপে উপস্থিত করিয়া দিল। কুমুদনাথ সম্মুখীন হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলে তিনি সমাদরে আলিঙ্গন দিলেন। রাজবাটীর সকল লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কুমুদনাথ সকলের সহিত যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিয়া রাজাজ্ঞাক্রমে বিশ্রামার্থ পুস্তকাগারে প্রস্থান করিল।

নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে জন্মদিনের সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাত হইল। কুমুদনাথ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং একে একে প্রাতঃকৃত্য সকল সমাধা করিয়া পুনরায় পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন যত্নবিরহে পুস্তকগুলির অবস্থা অতিশয় কদর্য্য হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের চিরকালই এই দুর্দ্দশা! লক্ষ্মী সরস্বতীর এ দলাদলি আর ঘুচিল না! বহুমূল্য পুস্তক সকল যৎসামান্য যত্ন অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে ইহাতে কুমুদনাথ দুঃখিত হইলেন, মনে করিলেন অদ্যই পুস্তকাগারের পঙ্কোদ্ধার করিব, কিন্তু সেদিন আর কিছুই হইল না; কারণ বিগত দিবসের উৎসব উপলক্ষে সাতিশয় পরিশ্রম বশতঃ লোক জন সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, পুস্তকাবলী হইতে একখানি পুস্তক বাছিয়া লইয়া পাঠ করিবার মানসে বেত্রাসনোপবি উপবেশন করিলেন;—ভাল লাগিল না—অন্তঃকরণ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। শূন্য মনে শূন্য পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পরে শান্তির নিমিত্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া আপন হৃদয়কমলাসনে কুমুদ নাথ ভগবানের চরণকমল প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রমত্ত মনকে প্রকৃতস্থ করা কথার কথা নয়। মনের উপর ততদূর আধিপত্য যার আছে সে দেবতা। মধুপানে উল্লসিত হইবার জন্য কুমুদনাথের মন-ভ্রমর কমলাকান্তের চরণকমলোপরি ক্ষণকাল বসিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই চটুলা চিন্তা আসিয়া হৃদয়কমলের বৃন্তটি ধরিয়া নাড়িল, কাজেই তদুপরিস্থিত ভগবৎচরণকমলটী নড়িয়া উঠিল, সুতরাং মনভ্রমরের আর মধুপান করা হইল না, চঞ্চল হইয়া কমলের চতুর্দ্দিকে উড়িতে লাগিল—আর বসিল না। কুমুদ ভাবিল "হৃদয়! এত চঞ্চল কেন হও, যা হবার তা হবেই, এতদিন যে মন্ত্রে ভুলে ছিলে, আর কিছুদিন সেই মন্ত্রে ভুলে থাকতে পার না? শীঘ্রই ত যাব, শীঘ্রইত আবার দেখব—সে বিষয়ে কেন মিছে সন্দেহ কচ্চ?" এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় সম্বাদ আসিল 'রাজা ডাকিতেছেন।' পুস্তকখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কুমুদনাথ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজসন্নিধানে পঁহুছিবামাত্র রাজা সমাদরে আপনার নিকট উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমুদ! গতরাত্রে বিশ্রামের কোন ব্যাঘাৎ হয় নাই?"

কুমুদ। আজ্ঞা না—নিদ্রার কোন প্রতিবন্ধক হয় নাই।

রাজা। তোমায় যে আবার দেখিব এ আশা মনে ছিলনা। আমরা সকলেই মনে করেছিলেম যে তুমি নিশ্চয়ই কোন হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়ে থাকবে, কিন্তু তোমায় আবাব দেখে পরম আহ্লাদিত হলেম।

কু। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—মহারাজের অনুগ্রহ।

রা। অদ্যই বর্দ্ধমানে পত্র প্রেরণ করা আবশ্যক। বিপ্রদাস বাবু না জানি কতই আনন্দিত হবেন!

কু। মহারাজ! বর্দ্ধমানে পত্র পাঠাইবার আবশ্যক নাই, অনুমতি করুন,

আমি স্বয়ং যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।

রা।—তোমার যেরূপ শরীরের অবস্থা তাতে তুমি যে আবার কোন কষ্ট এখন সহ্য করিতে পারিবে এমন ত বোধ হয় না। কিছুদিন বিশ্রাম কর, শরীর কিছু সুস্থ হলেই বর্দ্ধমান যাত্রা করিও।—এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি?

কু। অনেকদিন দেখি নাই, এ জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হায়! যদি পক্ষীর মত পক্ষ থাকিত!—

রা। কুমুদ! অন্ততঃ দুই চারি দিন থাক।—কিছু সুস্থ হও। এ অবস্থায় আমিই বা কেমন করে তোমায় ছেড়ে দিব।

কু। রাজাজ্ঞার বিপরীতাচরণ করিতে কখনই পারিব না—মহারাজের যেরূপ আদেশ।—মহারাজ! এতদিনের মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে কি কোন পত্রাদি আইসে নাই?

রা। আসিয়াছিল। তোমার দুর্ঘটনার বিষয় বিপ্রদাস বাবু কোন সম্বাদ পত্রে পাঠ করে আমাকে এক পত্র লিখেছিলেন।

কু। মহারাজ! প্রত্যুত্তর কি দিয়েছিলেন?

রা। বাস্তবিক যা ঘটেছিল তাই প্রত্যুত্তরে লিখেছিলাম।

কু। তার পর আর কোন পত্র আসে নাই?

রা। স্মরণ হয় না—বোধ হয়—না। ভাল কুমুদ, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

কু। মহারাজ! এতদিন কোথায় ছিলাম সে কথা এক কথায় বলিবার নয়। কত দেশই পর্য্যটন করেছি, কত কষ্টই সহ্য করেছি! বোধ হয় অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে তাই সে সকল কঠোর কষ্টেতেও জীবন বিনষ্ট হয় নাই।

রা। কুমুদ! তোমার প্রকৃতি অতি ধীর, হিতাহিত বিচার শক্তি যথেষ্ট তোমাতে আছে, তাই সকল ক্লেশ সহ্য করিতে তুমি সক্ষম। বিপদের সময় যে ব্যক্তি মঙ্গলামঙ্গল বিচার করে শুভ পথ আশ্রয় করে, বিপদ তার নিকটেই আসিতে পারে না।—যা হোক্, কোথায় ছিলে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে—

কু। যে আজ্ঞা—সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিতেছি। যে দিন মহারাজের সহিত শিকার করিতে যাই সে দিন আপনার স্মরণ আছে?

রা। বিলক্ষণ আছে। সাক্ষাৎ শমনের মুখে পড়িয়াছিলাম, তোমা হেন অমাত্যকে হারাইয়াছিলাম, সে দিন সহজে বিস্মৃত হব?

কু। সাক্ষাৎ শমনের মুখে পড়িয়াছিলেন?

রা। তোমার স্মরণ আছে দুই জনে একত্রে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করি, তার পর শিকারের অন্বেষণে দুইজনে পৃথক হইয়া পড়িলাম?

কু। মহারাজ! কিছুই ভুলি নাই।

রা। পৃথক হইবার কিছুকাল পরেই কিছুদূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম একটি ঝোপের মধ্যে এক দীর্ঘকায় ব্যাঘ্র নিদ্রা যাইতেছে। শিকার দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল, কিন্তু একাকী বলিয়া বিপদেরও আশঙ্কা হইতে লাগিল। নিকটে,

একটী অত্যুচ্চ বৃক্ষ ছিল, তদুপরি আরোহণ করিলাম এবং আমার নিকট যে বন্দুক ও দুইটী পিস্তল ছিল তাহাদের বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সকল গুলিই সুপ্রস্তুত আছে। ঝোপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি প্রক্ষেপ করিলাম। ব্যাঘ্র চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং হুঙ্কার করিতে করিতে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে আমায় দেখিতে পাইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিল। আমি বৃক্ষের উপর হইতে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিতে করিতে যখন নিস্তেজ ও কাতর হইয়া পড়িল তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার উপক্রম করিল। কুমুদ, যদি নিম্নে থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার হস্তে মরিতাম। তেমন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় ব্যাঘ্র আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। কত যে গুলির আঘাত সহিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। মনে করিলাম নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এইবার দুই একটী গুলির আঘাত লাগিলেই মরিবে; কিন্তু তখন দেখিলাম নিকটে দুইটীর অধিক গুলি নাই। মনে বড় ভয় হইল। যদি সেই দুইটী গুলি বিফল হয়, যদি ব্যাঘ্র না মরে বা পলায়, তবেই সমূহ বিপদ। অদৃষ্টে যা থাকে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এক গুলি নিক্ষেপ করিলাম, গুলি ব্যাঘ্রের গাত্রে লাগিলনা বটে কিন্তু তাহাতে ভীত হইয়া সে দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, ইষ্টদেবকে কোটী কোটী নমস্কার করিলাম, পরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অরণ্য মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইয়া আসিলাম। অনতিদূরে শিবির মধ্যে অনুচরবর্গ আমাদের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল; কিন্তু দেখিলাম তুমি তখনও তথায় পঁহুছ নাই। গভীর আরাবে তূর্য্যধ্বনি করিলাম, কোন ফল হইল না। মহা দুর্ভাবনা হইল, প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা, কেহই সে দুর্গম অরণ্যে সে সময়ে প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইল না। সকলেই বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিলাম। পর দিবস হইতে বিস্তর অনুসন্ধান লইলাম, কিন্তু কোথাও তোমায় সন্ধান পাইলাম না, সকলেই নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল, কেবল একজন অরণ্য মধ্য হইতে তোমার তীর ও ধনু কুড়াইয়া আনিয়াছিল।—কুমুদ, তার পর কোথায় গেলে এখন বল।

কু। মহারাজ! আমিও রাজসন্নিধান হইতে পৃথক হইয়া কিছু দূর যাইতে যাইতে দেখিয়াছিলাম একটী হরিণী দুইটী শাবক লইয়া স্তনপান করাইতেছে। শাবক দুইটীকে ধরিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কিন্তু তাহাদের মাতার জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তূণীরে অনেক শর ছিল, মনে করিলাম আজি শরশিক্ষার পরীক্ষা করি, কিন্তু শরাসনে শরসন্ধান করিয়া যেমন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিব, অমনি সে এমন করিয়া আমার প্রতি

"হায়। এই ভবে
চিরস্থায়ী কে কোথায় কবে।
আশাময়ী আশা কবি, চাহ প্রজাপতি ধবি,
প্রজাপতি কোথায় পলায়।
যাক কিছুদিন, হবে শোভাহীন,
তুমিও এ গোলাপেব প্রায়।"

বঙ্গবীর চরিত এবং অকাল উন্নতি। এই দুইখানি পুস্তকই একজনেব প্রণীত। প্রথমোক্ত পুস্তকে বঙ্গেব অসামান্য বীব, উদাবচেতা, খ্যাতনামা স্বর্গীয বামদাস বাবুর জীবনচবিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীযোক্ত পুস্তকে আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজেব বিষয লিখিত হইযাছে। গ্রন্থকাবেব বর্ণিত বিষয দুইটী যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাব আব সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে বর্ণিতবিষয়েব গৌবব সম্পাদনার্থে বিস্তর চেষ্টা পাইযাছেন, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইল। কিন্তু বঙ্গবীব চবিত পাঠ কবিযা বোধ হইল যে, গ্রন্থকাবেব এই প্রথম উদ্যম; বচনাব অনেক স্থলে বচয়িতার মনোগত ভাব ব্যক্ত হয নাই, এবং পূর্ব্ব বাক্যেব সহিত পবস্থিত বাক্যেব অর্থের সঙ্গতি হয় নাই। কোন কোন স্থলে এমনি স্বকপোলকল্পিত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ কবিয়াছেন যে, তাহাদ্বাবা অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। যাহা হউক রাজেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে বোধ হয়, আর কেহ বঙ্গীয় বীরের জীবন বৃত্তান্ত লিখেন নাই; ইনিই ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক, এ জন্য গ্রন্থকার আমাদিগের নিকট অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। অকাল উন্নতি নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকিলেও ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাব কোন কোন স্থলে বচনাব মাধুর্য্যও লক্ষিত হইল। তিনি এই পুস্তকে যাহা যাহা বর্ণন কবিয়াছেন, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে তাহাব সকলই বর্ত্তমান। সমাজেব যেরূপ অবস্থা তিনি তাহাই যথাযথ বর্ণন কবিযাছেন। এই পুস্তকদ্বাবা বঙ্গবাসীদিগেব বিশেষরূপ উপকাব সাধিত হইতে পাবে। আমবা আশা কবি গ্রন্থকাব পুনবায অধিকতব উৎসাহেব সহিত এরূপ সাধারণ হিতকব প্রবন্ধ লিখিতে যত্নশীল থাকিবেন। তবে গ্রন্থকাবেব নিকট আমাদেব এই অনুরোধ যে, যেন তিনি বচনার প্রতি একটু লক্ষ্য বাখেন, তাহা হইলেই প্রবন্ধ গুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দব হইবে। ভাষাব দোষ থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট বিষযও পাঠ কবিতে বিবক্তি বোধ হয।

কাব্য-হার। পদ্যময সন্দর্ভ। শ্রীবেণোযাবী লাল গোস্বামী প্রণীত। এই পুস্তকেব কবিতাগুলিব ভাব স্থানে স্থানে অতি সুন্দব হইযাছে। ইহাব ভাষা অতি প্রাঞ্জল। গ্রন্থখানি পাঠ কবিলে চিত্ত বিনোদন হইবাব সম্ভাবনা।

বিজন-সংগীত। (কাব্য।) শ্রীযদুনাথ পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রকৃত কবিত্বেব সৌন্দর্য্য যদিও ইহাতে নাই তথাচ অনেকগুলি কবিতা মিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

শ্মশানে-মিলন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের শেষাংশ লইয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিষয়টী যেমন উত্তম, রচনা তাদৃশ হয় নাই।

———০———

বিশ্বাসী। মাসিক পত্র—১ম ভাগ—২য় সংখ্যা—এই পত্রখানি উন্নত ব্রাহ্ম-দিগের একটী মুখ স্বরূপ। নববিধান সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের ও ক্রোনিক্ল বিবরণ যাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাতে আমাদিগের মতভেদ থাকিলেও ঐগুলি [illegible] লেখকদিগের [illegible] পরিচয় প্রদান করে না। [illegible] করিতে হইবে। উপস্থিত সংখ্যার "মহাত্মা রাজা [illegible]," "সাধন [illegible]" ইত্যাদি প্রবন্ধ সকল উত্তম লেখা হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি বিশ্বাসী চিরজীবী হইয়া আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হউন।

———০———

কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার তৃতীয় বাৎসরিক অধিষ্ঠান পত্র। ১২৮৮ সাল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পালন, পুনরুদ্দীপন, ও প্রচার এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

———০———

রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক বিবরণ। আমরা এই বিবরণটী পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। মফঃস্বলের স্থানে স্থানে এরূপ পুস্তকালয় সকল স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা সম্পাদক ও সভ্যগণকে তাঁহাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করি।

রাবণবধ। শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীত হইলাম। গিরিশ বাবুর কবিত্ব শক্তি বা প্রতিভার প্রতি যাহাদিগের এখন পর্য্যন্ত দ্বৈধ আছে তাঁহারা বোধ হয় রাবণবধ পাঠ করিয়া তাহা দূর করিবেন। রামায়ণ কিম্বা মহাভারত হইতে কোন বিষয় লিখিতে হইলে কবির কতকগুলিন সুযোগ এবং ব্যাঘাত আছে—তাঁহাকে নায়কনায়িকাদির নিমিত্ত বা গল্পবন্ধের জন্য কল্পনার বিশেষ চালনা করিতে না হইতে পারে কিন্তু আবার চর্ব্বিত চর্ব্বণ নূতনাকারে আদরণীয় করা ও তাহা নব্য-সম্প্রদায়ের প্রিয় ক[illegible]ান্ত অল্প ক্ষমতা বা প্রতিভার কার্য্য নহে। আপাততঃ বঙ্গ সমাজ ও ভাষা যেরূপ পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ তাহাতে রামায়ণ মহাভারত আশ্রয়ে উচ্চ অঙ্গের কাব্য লেখা ও তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পুরাতন সময়ের [illegible] ছবি এই কালে মূর্ত্তিমান করা অতীব দুরূহ কার্য্য এবং সেই কার্য্য যাঁহা কর্ত্তৃক সফল হইবে তিনি জাতীয় শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে সন্দেহ নাই। গিরিশ [illegible] রাবণ-বধ দ্বারা সেই কীর্ত্তি স্থাপন দ্বারা মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং "গিরিশ বঙ্গের ভূষণ" এই বাক্যের সার্থকতা" প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় উচ্চ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য সকল কি প্রকার পরিচ্ছদে প্রকাশ হওয়া

উচিত তিনি তাহা দেখাইতে এই নাটকে আয়াস করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রদত্ত বেশ যে অতি সুন্দর ও উপযুক্ত তাহা আমরা স্বীকার করি। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি এই পরিচ্ছদ আবিষ্কার করিতে সাহস করেন নাই বা সন্ধান পায়েন নাই। গদ্য যে উচ্চ অঙ্গের নাটকের প্রকৃত বেশ নহে তাহা উপরোক্ত কবিদ্বয় বুঝিতে পারিয়াও উপযুক্ত অমৃতাক্ষর ছন্দে তাঁহাদিগের দৃশ্য কাব্য প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। দীনবন্ধু লীলাবতীকে মাইকেলাদর্শ অমৃতাক্ষর ছন্দে ভূষিত করিলেও তাহার লীলার বঙ্গ সমাজে আদর হইল না। কারণ মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ দৃশ্যকাব্যে খাটে না। শ্রীমধুসূদন তাহার কৃষ্ণাকে এরূপ বেশেই বঙ্গরঙ্গালয়ে বাহির করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপ করিতেন যে বঙ্গ সমাজে অমৃতাক্ষর ছন্দের তাদৃশ আদর হয় নাই যে তদনুরূপ ছন্দে নাটক লেখা যায়। নাটক করিতে যেরূপ পরিপূর্ণ হওয়া কর্তব্য তাহা তদনুযায়ী অভিনয়ের উপযোগী হওয়াও উচিত। একারণ আমাদিগের বোধ হয় শ্রেষ্ঠ দৃশ্যকাব্য সকলের এরূপ ভাষা হওয়া প্রয়োজন যে তাহাতে কবিত্ব শক্তির সমুচিত স্থান পায় ও সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের উপযুক্ত হয়। রাবণ বধ অমৃতাক্ষর ছন্দে গঠিত বটে কিন্তু যতি বিভাগ এরূপ নিয়মে রাখা হইয়াছে যে অভিনেতার মানসিক আবেগের সহিত তাহার বিশেষ মিলন হয় এবং সকল স্থানেই এরূপ বলা যায় যে তাহাতে কথাবার্ত্তা অবাধে চলিতে পারে। স্লেগেল (Schlegel) মহোদয় সেক্ষপীয়রের (Shakspear's) ছন্দ সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহার অনেকাংশ রাবণবধে প্রযোজিত হইতে পারে।—Shakspear's Iambics are highly harmonious and full sounding, always varied and suitable to the subject, and at one time they are distinguished for ease and rapidity, at another they move along with ponderous energy. They never fall out of dialogical character, which may always be traced even in the continued discourses of individuals, excepting when they run into the lyrical. They are a complete model of the dramatic use of this species of verse, * * * * Even the irregularities of Shakespear's versification are expressive: a broken off verse, or a sudden change of rhythm is in unison with the progress of the thought or the entrance of another disposition of mind. *He was merely enabled by the verse to render the poetical elevation audible, but he claimed in it the utmost possible freedom.*"

রাবণবধের ছন্দে প্রায় উপরোক্ত সকল গুণগুলিনই লক্ষিত হয়। আবার মিত্রাক্ষর ছন্দ যে নাটকের অঙ্গ নহে তাহা বলা বাহুল্য। নাট্যকার স্বভাব শিল্প এরূপ [illegible]ভাব সহিত মিশাইবেন যে দুইটী মিলিলেও উভয়েরই চিহ্ন থাকে অথচ হঠাৎ অবিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই কারণ গান স্তব প্রভৃতি কতকগুলিন বস্তু যাহাদিগের অনেকটা জীবনী মিলের উপর নির্ভর করে সেই গুলি ভিন্ন উচ্চরস

বিবরণে মিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রহণ করা অন্যায্য ও নিন্দনীয়। ড্রাইডেন (Dryden) প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ মিত্রাক্ষর ছন্দে উচ্চরসাশ্রিত নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না এবং ড্রাইডেন স্বয়ং প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে ট্র্যাজিডি (Tragedy) মিত্রাক্ষর ছন্দে (Rhyme) গঠিত হইতে পারে না। (১) আবার জারমন পণ্ডিত স্লেগেল ঐরূপ আভাষ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন অতি সুমধুর সঙ্গীত হইলেই দৃশ্যকাব্যের প্রাণ পায়না। (২)

জনসন ও স্লেগেলের অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ছন্দ সম্বন্ধে একমত দেখ যাইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যের জীবনী কেবলমাত্র যতি নির্ণয়, আবার সেই যতি প্রচলিত নিয়মে না রাখিয়া সুশ্রাব্য করা অতীব সুকঠিন। আমাদিগের কবি তাঁহার রাবণবধ দৃশ্য কাব্যের অনুরোধে সেই অদ্ভুত ব্যাপার সৌকার্য্যকুশল করিয়া আপনার ও ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গদ্যে যেমন অনুপ্রাশ সময়ে সময়ে অতি সুন্দর বোধ হয় সেইরূপ এই কাব্যের মধ্যে মধ্যে শব্দের মিল দ্বারা কবি তাঁহার ভাষা অতি মধুর করিয়াছেন পরন্তু সেই মধুরতা স্থানে স্থানে অনুপযুক্ত বোধ হয়। আবার চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী হনুমানের কথোপকথনে কেবল বারম্বার মিলের ঠেস দিয়া ভাষা ও রস রক্ষা করা ভাল হয় নাই। ঐটি কবি অন্য কোন ছন্দে কিম্বা গদ্যে লিখিলে বোধ হয় রসোদ্দীপন অধিকতর হইতে পারিত। আমাদিগের বোধ হয় গিরিশ বাবু নাট্যাচার্য্য না হইলে এইরূপ অভিনয় কুশল ছন্দ আবি-

(১) "The practice of making tragedies in rhyme was introduced soon after the restoration, as it seems by the Earl of Orrery, in compliance with the opinion of Charles the Secend, who had formed his taste by the French theatre; and Dryden, who wrote and made no difficulty of declaring that he wrote only to please, and who perhaps knew that by his dexterity of versification he was more likely to excel others in rhyme than without it, very readily adopted his master's preference. He therefore made rhyming tragedies, till, by the prevalence of manifest propriety he seems to have grown ashamed of making them any longer." Johnson's life of Dryden.

(২) "There is a species of poetry capable of producing a soft emotion in a mind tuned to solitary contemplation as the gentle breezes draw forth accordant sounds from an Æolian harp. However excellent this poetry may be in itself, without some other accompaniment its tone is lost on the stage. The melting *harmonica* is not calculated to regulate the march of an army, and kindle its military enthusiasm. For this we must have piercing instruments, but above all a decided rhythmus, to quicken the pulsation and give a more rapid motion to the senses. The grand requisite in a drama is to make this rhythmus visible in its progress."

কার করিতে সক্ষম হইতেন না। মধুসূদন রঙ্গালয় বিহীন হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা থাকিলেও তিনি কার্য্যগৃহশূন্য রসায়নবিদের ন্যায় মনের সাধ মনেই নিবাইয়া ছিলেন। গিরিশ বাবুর সেই সুযোগ থাকায় তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন।

রাবণবধ কোন আদর্শের দৃশ্য কাব্য প্রশ্ন হইলে বিশেষ গণ্ডগোলে পতিত হইতে হয়। আমাদিগের বোধ হয় ঐ খানি গ্রীক, ফরাসিস, ইংরাজি কিম্বা সংস্কৃত আদর্শমত না হইয়া উহার পরিচ্ছদের ন্যায় ঐ খানি "বাঙ্গালার" নাটক হইয়াছে। আমাদিগের মতে প্রাচীন প্রতিষ্ঠালভ্য কোন একটী শ্রেণীর নাটক না হইলে যে, তাহা উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্য না হইতে পাবে এমন নহে। যে গ্রন্থ কবিত্বে পবিপূর্ণ অথচ অভিনয়ের উপযুক্ত, প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীভুক্ত না হইলেও তাহাকে দৃশ্য কাব্য স্বীকার করিতে হইবে। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে নাটকাশ্রিত ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক কার্য্যস্রোতের বিপর্য্যয় না ঘটায়। উন্নত্যুন্মুখ সমাজে ও ভাষায় নূতন শ্রেণীর দৃশ্য কাব্যের উদয় হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী। (৩)

রাবণ বধে ঐ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় সুতরাং উহা উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্য; আর কোন প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর অনুগামী নহে অতএব উহা "বাঙ্গালার" দৃশ্য কাব্য। এই কাব্যে পুরাতন ভক্তি ও ভাবের অক্ষয় মূরতি প্রত্যেক স্থলে লক্ষিত হয়। রাম, লক্ষণ, রাবণ, মন্দোদরী, নিকষা, সীতা প্রভৃতি চিত্র অঙ্কনে কবি প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রাবণবধ পাঠ করিতে করিতে আমরা ত্রেতাযুগের আর্য্য ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। আধুনিক বাঙ্গলার বিমিশ্র ভাব সকল ঐকালে আমাদিগের প্রাণে স্থান পায় না। এই কাব্য খানি সকল রসপূর্ণ। তন্মধ্যে বীর, করুণা, রৌদ্র, অদ্ভুত প্রভৃতি রসের বিশেষ উদ্দীপন করা হইয়াছে। পুস্তক খুলিবামাত্র মাতাব প্রতি লঙ্কেশ্বরের উত্তর পাঠ করিলে আমাদিগের হৃদয় বীর ও করুণা রসে পরিপূর্ণ হয় এবং ক্রমে যত কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করি ততই ঐ রসদ্বয় অন্যান্য রসের সহযোগে হৃদয়কে পরিপ্লুত করে। শ্রীরামচন্দ্র মানুষাকারে ব্রহ্মসনাতন মূর্ত্তি, আবার তিনি এই নাটকের নায়ক। কবি শ্রীরামচন্দ্রের সেই নরদুর্ল্লভ প্রতিমা এরূপ ভক্তি ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে এই হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধী কালেও তাহা পাঠ করিলে প্রাণে দেবভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, অথচ তাঁহার দুঃখে ও সুখে আমরা হৃদয়বেগে

(৩) "That the stage of a people who, in its foundation and formation, neither knew nor wished to know anything of foreign models will possess many peculiarities, and not only deviate from but even exhibit a striking contrast to, the theatres of other nations who had a common model for imitation before their eyes, may be very easily supposed, and we should only be astonished were it otherwise." Schlegel.

সহানুভূতি করিতে বাধ্য হই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোনও রসের এই কাব্যে অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহার বিশেষ বিকাশ স্থল উদ্ধৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক হয়। সংক্ষেপে এইরূপ নবরস বিভূষিত দৃশ্য কাব্য বাঙ্গলা ভাষায় বিরল।

উপসংহার কালে আমরা স্বীকার করি যে এই রাবণবধ নামক উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যে প্রথম শ্রেণীর কবির ন্যায় চিন্তা শক্তি ও কল্পনার অভাব নাই। ইহাতে ভক্তিস্রোত অতীব বেগবান; এবং সূক্ষ্মদর্শী ও সুনিপুণ শিল্পী হস্তেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সময়োপযোগী। একজনের মুখের কথা অন্যের বলিয়া ভ্রম হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই কাব্যের নায়ক নায়িকাগণ যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাদিগের মুখনির্গত ভাষাও সম্যক্ প্রকারে তাহার অনুরূপ। বিভীষণের ভ্রাতৃবিলাপ এবং মন্দোদরীর যুদ্ধ প্রবৃত্তিবোধক বাক্য গুলি ও তাঁহার পতি-মৃত্যু বিলাপ ইত্যাদি গুলিন মনুষ্য প্রাণের সাধারণ আবেগ হইলেও কবি তাহা এরূপ সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ বাক্য সমুদায় এ সংসারে আর কাহারও মুখে শোভা পায় না।

এই পাশ্চাত্য ভাব জর্জ্জরিত দেশে রাবণ বধের ন্যায় কাব্য পাঠ করা বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

স্বপ্ন-উন্মত্ততা।

পাগল মন।

১

ভাঙ্গিয়াছে অভাগার সুখদ স্বপন,
ছিঁড়িয়াছে জীবনের নবীন বন্ধন;
ত্রিদিব মদিরা স্রোত ঢালিয়া অন্তরে,
হৃদয়ের চন্দ্র সূর্য্য গিয়াছে প্রান্তরে।
কল্পনার চারু নেত্র,
মানস হৃদয় ক্ষেত্র,
হৃদয়ের প্রতি কক্ষে ঢালিয়া তামস।
নিসর্গ নবীন তন্ত্রী করিয়া পরশ।
পাষাণ চাপায়ে বুকে,
নবীন কল্পনা মুখে,
প্রদীপ্ত হৃদয়-বহ্নি বাড়ব অনলে,
ঢাকিয়া রেখেছে যারে অনন্ত অতলে
প্রীতির পরাগ মাখা,
শারদের পূর্ণ রাকা,
অমিয়া মাখান সেই মানস মোহিনী,
মানস সরস মাঝে স্বর্ণ সরোজিনী।

২

"কোথা যাও দিনমণি! পশ্চিম গগনে,
রঞ্জিত আরক্ত রাগে জলদ তোরণে।
দাঁড়াও নলিনীনাথ,
করি তোমা প্রণিপাত,
এ জীবনে এই মম শেষ দরশন
দেবতা বাঞ্ছিত তব বাতুল চরণ?
পূরব তোরণ মাঝে,
বালার্ক সিন্দূর সাজে,
কালি যবে উঠিবেক গগন তোরণে,
বিদারি জলদ-বক্ষ সুনীল গগনে
দেখিবে শ্মশানে দেহ,
আশার সুবর্ণ গেহ,
পুড়িতেছে ধূ ধূ করি যমুনা সৈকতে,
এ দেহ আহুতি দিব হুর্মেদ সঙ্কতে।

৩

যমুনে!
এসেছি তোমার তীরে এ জ্বালা নিবাতে,
প্রাণের কবচখানি আজি লো পুড়াতে।
এ যন্ত্রণা ভুর্বিসহ,
জ্বলে প্রাণ অহরহ,
পারি না পারি না বহ্নি হৃদয়ে পুষিতে,
নিশ্চয় ভুলিব ইহা পারি না সহিতে।
বজ্র বহ্নি সার ভাগ,
কালি মাখা সেই দাগ,
প্রাণের এ উল্কা পিণ্ড যাউক নিবিয়া।
অনন্ত গরল কুণ্ড দাও লোপাইয়া॥
নীরবে মুদিয়া আঁখি,
চিরদিন মুগ্ধ থাকি,
শান্তির সুবর্ণ রাজ্যে—দারুণ সংসার,
পারি না ঢালিছে বিষ যন্ত্রণা অপার।

৪

নদি লো!
চলেছ অনন্ত গতি সাগর সঙ্গমে
তুলিয়া লহরিমালা প্রকাশি মরমে—
কব দুটো মন কথা,
প্রকাশি মরম ব্যথা,
দাঁড়াও লো প্রবাহিণী! কর না গমন,
দুঃখের একটি উর্ম্মি কর নিবারণ।
উঠিছে তোমার বক্ষে,
তরল রজত বক্ষে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা—শৃঙ্গের আকার
হইতেছে ক্রমে ক্রমে নীরবে সঞ্চার,
আমারো হৃদয় কক্ষে,
যন্ত্রণা নিলয় বক্ষে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ বীচি নীরবে সঞ্চার,
কি হইবে অতঃপর, জননি, আমার?

৫

হায়!
দেখিতেছি এক দৃষ্টে—অতৃপ্ত অন্তর,
কুমুদ শয্যায় কেন পূর্ণ শশধর,
যতন রক্ষিত অঙ্গ,
লাবণ্য তরঙ্গ ভঙ্গ,
দেখিতেছি এক দৃষ্টে প্রেম সরোবর
এই দেখি এই নাই প্রাণ ছুঁয়ে যায়॥
ছড়ায়ে পড়েছে কেশ,
এলো থেলো সেই বেশ,
ফুটিয়ে অধরে হাসি অধরে মিশায়।
বিহ্বলা ত্রিদিব বালা প্রীতি তপস্যায়॥
চোকের উপরে রাখি,
নয়নে নয়নে রাখি
কি যেন মিশায় বুকে রক্ত পরিধায়
প্রতপ্ত শোণিত ছুটে শিরায় শিরায়;

আবদ্ধ কিরণ মালা,
যেন করে ফুল খেলা,
চন্দ্রমা হাসিছে অঙ্গে কাঞ্চন ছটায়,
আরক্ত অধর দুটি কাঁপিছে নিদ্রায়,
ভাবের উচ্ছ্বাস মালা ক্ষণেকে মিশায়।

৬

প্রেয়সি রে!
হা অভিমানিনি! চির আদরের ধন!
ছড়া'ওনা আজ হতে সহস্র কিরণ;
ঘুমাও প্রকৃতি কোলে চির-উদাসিনী,
উঠিও না জাগিও না হৃদয়-নলিনী!
তোমারে লইয়া বুকে,
রজনী গিয়াছে সুখে,
গেল সে মুহূর্ত্ত যদি যাক্ সমুদয়,
নিঠুর কালের গর্ভে হউক বিলয়।
ছিনু তবে কি আশায়,
তৃষিত চাতক প্রায়,
কে জানে মানব ভাগ্য এত অন্ধকার!
গেল সে মুহূর্ত্ত যদি পাবো না কি আর?
ছাড়িয়া সংসার আশা,
সংসারের ভালবাসা,
চলিলাম প্রিয়তমে সেই গিরি দেশে,
শান্তির সুবর্ণ রাজ্য হাসে চারু বেশে।

৭

স্মৃতি লো!
কি লয়ে পরাণ থাকে পুড়িয়া শ্মশানে?
জান তুমি এই খানে উন্মত্ত যৌবনে,
জ্ঞান হারা অহর্নিশ,
ঢালিয়াছি মহাবিষ,
মহাবিষ!—হা সংসার,—অমৃতে গরল!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে তরল অনল!
ক্ষণে আলো অন্ধকারে
হাসাত কাঁদাত মোরে,
তবুও ঢালিত প্রাণে কিরণ শীতল,
হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষ করিয়া উজ্জ্বল।
সে হাসাতে সে কাঁদাতে
কত সুখ মাখা তাতে,
পুণ্যের পবিত্র সেই স্বপন সরল
অতি স্বচ্ছ করুণার নির্ঝর নির্ম্মল!

৮

দেখনাক প্রিয়তমে সংসার শ্মশান,
নির্ম্মানুষ জীব সবে পিশাচ পরাণ;
নহে এ সুখের ঠাঁই,
—হৃদয়ে মমতা নাই—
পুড়ে যাক পাপ নর—যাক সমুদয়,
কালের অনন্ত গর্ভে হউক বিলয়,
পুড়ে যা পুড়ে যা ধরা,
থাক্ হক বসুন্ধরা,
পুড়ে যাক কমলার অমিত ভাণ্ডার,
ভস্ম হক দগ্ধ হক সমাজ সংসার।
চাহি না দেখিতে আর,
নিবু নিবু সে অঙ্গার,
পারি না সহিতে প্রাণে এত অত্যাচার,
তথাপি পাগল মন ঘুমাল আবার।

——oo——

আলস্য ও তাহার অপকারিতা।

—০:+:০—

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত।

পরিশ্রমের আবশ্যকতা ও উপকারিতা পূর্ব্বের প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে; আলস্য কিরূপ অপকারক তাহাই প্রকটিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিষয়। শ্রমের উপকারিতার প্রতীতিদ্বারা যদিও আলস্যের অপকারিতা সিদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু কীদৃশ অপকারক সম্যকরূপে তাহা নিরূপিত হয় নাই। শ্রম হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় আলস্য যদি কেবল তৎসমুদয়ে বঞ্চিত করিয়া ক্ষান্ত হইত তবে আলস্যজন্য অপকারের আর পৃথক্ আলোচনার আবশ্যক হইত না। আলস্য স্বাস্থ্যের শত্রু, জীবিকার বিঘ্ন, উপভোগের বঞ্চক, ধর্ম্মার্জ্জনের প্রতিবন্ধক: এ সমস্ত প্রথম প্রবন্ধ হইতে তুমি অপরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছ। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলস্য হইতে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপকারের উৎপত্তি হয় তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য।

সর্ব্বাগ্রে আলস্যের স্বরূপ ও প্রকৃতির বিষয় বিচার করা উচিত। প্রথম প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, সচল সজীবের ও অচলত্ব জড়ের প্রধান লক্ষণ। শ্রমশীলতা সচলত্বের এবং আলস্য অচলত্বের আত্মজ। এক্ষণে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে আলস্য শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শরীর হইতে যে শ্রম প্রভবিত হয় সে কেবল আত্মার প্রভাব বশতঃ, তাহার চালন আত্মার চালনমাত্র। ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়া শরীর শ্রমধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই; তদ্দ্বারা আত্মার শ্রমধর্ম্ম প্রচারের উপযোগী হইয়াছেমাত্র। আত্মা তাহাকে ত্যাগ করিলে, ইন্দ্রিয় স্বত্ত্বেও সে স্বীয় জড়জাতীয় অলসত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব স্থির জানিবে আলস্য অন্নদাদির কায়সহজ মহান অকল্যাণ, এবং কামজাত কামাদি দোষের ন্যায় তাহারও দমন পক্ষে সাধু ব্যক্তিরা যত্ন করিয়া থাকেন, যেহেতু আত্মার ধর্ম্মের যে উন্নতি তাহাই মনুষ্যের সত্য উন্নতি। দেহ ধর্ম্মের উন্নতি স্বরূপতঃ নরের পক্ষে অবনতিমাত্র।

যাহা উক্ত হইল তাহা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞানচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে প্রতি প্রত্যক্ষ মনুষ্য একটি বিগ্রহ গৃহ। আত্মা ও শরীরের পরস্পর সমর নরজাতির সর্ব্বজনেই প্রত্যক্ষ হইবে। আত্মা শরীরকে শ্রমধর্ম্মাক্রান্ত, শরীর আত্মাকে আলস্যাক্রান্ত করিতে অনুক্ষণ স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতেছে। এই বিগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন।

(১) কোথাও আত্মার জয়

(২) কোথাও দেহের জয়।

(৩) কোথাও পর্য্যায়ক্রমে কখন আত্মার কখন বা দেহের জয়।

(৪) কোথাও বা তৃতীয় পক্ষের যোজকতায় উভয়ের সন্ধিসম্বন্ধন দেখিতে পাইবে।

(১) যে ব্যক্তির আত্মা বলবান দেখিতে পাইবে তাহার দেহ পরাজিত হইয়া অনুক্ষণ আত্মার আদেশ পালন করিতেছে। নিতান্ত অবসন্ন দেখিলেই আত্মা তাহাকে অনুমতি প্রদান করে। এইরূপ জয়শীল আত্মা যাহার, তাহাকে আমরা শ্রমশীল বলিয়া থাকি।

(২) যাহার আত্মা দুর্ব্বল দেখিতে পাইবে তাহার শরীর আত্মাকে অলসকলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ দেহ গৌরবের পাত্র নিষ্কর্ম্মা নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৩) কোন কোন ব্যক্তিকে পর্য্যায়ক্রমে শ্রমশীল ও আলস্যাক্রান্ত ভাবাপন্ন পুনঃ পুনঃ দেখিয়া তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যায়।

(৪) শরীর ও আত্মার কলহের সুযোগে অনেকানেক স্থানে স্বয়ং পাপ মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধন করে। ঐরূপ সন্ধিতে দেহ শ্রম করিতে স্বীকার করে কিন্তু এরূপ কার্য্যে—যাহাতে আত্মার উপকার না হয় অথবা অপকার হয়।

এই চারি প্রকার বিভাগমধ্যে কেবল প্রথম বিভাগ ব্যতীত অপর তিন প্রকার আলস্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লক্ষণ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলস্য সম্বন্ধে আমার মনের ভাব সম্যকরূপে এরূপ বিভাগদ্বারা তোমার বোধায়ত্ত হইবে না। সম্যকরূপে তাহা বিদিত হইতে পারিলে বুঝিতে পারিবে অনেক ব্যস্ত ব্যক্তিরাও বস্তুতঃ আলস্য দোষ দুষ্ট। যত প্রকারে আলস্য বিভক্ত হইতে পারে সবিস্তারে ও সরলে তৎ বিন্যাস মতে প্রত্যেকের অশুভ যেরূপ তাঁহা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

(১) নিষ্কর্ম্ম। (২) নিস্তেজ কর্ম্ম। (৩) নিষ্ফল কর্ম্ম। (৪) অনিষ্পন্ন কর্ম্ম। (৫) অচির কর্ম্ম। (৬) নিষিদ্ধ কর্ম্ম। (৭) হতাশ বৈরাগ্য।

(১) নিতান্ত শরীর রক্ষার্থে যে সকল আবশ্যক, যাঁহারা তদ্ভিন্ন আর কোন কার্য্যই করেন না তাঁহারাই এই প্রথম প্রকার আলস্যাক্রান্ত। অন্নের চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ, প্রয়োজন বশতঃ কদাচিৎ দুই এক পদ ভ্রমণ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করেন না, এরূপ ব্যক্তি বোধ করি তোমারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সূক্ষ্ম বিবেচনাদ্বারা এই প্রকারের ব্যক্তিরা দুই পরিবারে বিভক্ত হইতে পারে। কর্ম্মবিরাগী ও দীর্ঘসূত্রী।

কিঞ্চিৎ দূরে জল ও জলপাত্র থাকিতেও যাঁহারা অন্যের আগমন প্রতীক্ষায় পিপাসার পীড়ন সহ্য করেন, কিঞ্চিৎ দূরে নদী ও সরোবরে যাইবার ভয়ে যাহারা অস্নান জন্য গ্লানি বহন করেন, কর প্রসারণ মতে বস্ত্রাহরণের কষ্টের কারণ যাঁহারা শিতকম্পিত কায় আকুঞ্চিত করেন, তাঁহারাই কর্ম্মবিরাগী। কর্ম্মের প্রতি ইঁহাদিগের এরূপ বিরাগ যে যদি স্বর্গ ক্রোশমাত্র ব্যবধান হইত তথাচ চরণ চালনাদ্বারা ইঁহারা তথায় গমন করিতেন না। এরূপ স্বভাব

কোন ব্যক্তির পক্ষে, স্বভাবসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সংসর্গ ও শিক্ষা কিম্বা অন্য কোন প্রকারের অভ্যাস, এরূপ স্বভাব প্রাপ্তির কারণরূপে অনুমিত হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা নিতান্ত অভাবসঙ্কুল, যাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান নাই, তাঁহাদিগের মধ্যেও এরূপ স্বভাবের অবস্থিতি লক্ষিত হয়। প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চিত থাকিলেও শ্রমের অভাবে যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকটিত করা হইয়াছে, এক্ষণে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে নিঃস্বগণের পক্ষে এরূপ দূষ্য অভ্যাস কিরূপ কষ্টপ্রদ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে এরূপ অভ্যাস উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন কারণ যাহাই হউক চরমে সকলেরই এক বিষয়ে সমতা লক্ষিত হয়। ইহলৌকিক সুখ সম্বন্ধে সেরূপ সকল ব্যক্তিই কুসংস্কার বিশিষ্ট। শরীর অচালন সুখের কারণ তাঁহাদিগের সকলেরই মনের এই ভাব। যদিও কেহ সুখে অন্য ভাব প্রকাশ করেন তাহা মৌখিক মাত্র। ভ্রমণ অপেক্ষা দণ্ডায়ন, দণ্ডায়ন অপেক্ষা উপবেশন, উপবেশন অপেক্ষা শয়ন, শয়নাপেক্ষা নিদ্রা অধিক সুখময়, তাঁহাদিগের অন্তর্গত জ্ঞান এইরূপ। ধনী বা দরিদ্র অবস্থা যেরূপ হউক এরূপ ব্যক্তিগণের জীবন যেরূপ যন্ত্রণাপ্রদ তাহা বর্ণনাতীত। সাত্বিক শরীর ইন্দ্রিয় সম্পন্ন অবস্থায় যতদূর জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এই দুরভ্যাস দ্বারা তাহার পরিমাণ পূর্ণরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। কেবল আপনারাই দুঃখের ভাজন হয়েন এরূপ নহে যাহারা তাঁহাদিগের সংসর্গে বাস করে তাহারাও সুখী হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তিগণ কুপুত্র, কুপিতা, কুস্বামী কুমিত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জন্মভূমিও দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ অন্ধ আতুরাদির সংখ্যা স্মরণ রাখিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে সকল দেশেই উপার্জ্জনাক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা নিষ্কর্ম্ম ভোক্তার সংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন: ইহাতে সবলশরীর পুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইলে অর্জ্জকের সংখ্যার হ্রাস সহকারে ভোক্তার সংখ্যার বর্দ্ধনবশতঃ যে দেশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সংশয় কি? অস্মদ্দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অপরাপরের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান কারণ, কিন্তু এস্থলে তাহার আলোচনার আবশ্যক নাই। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা কখনই কাহারও উপকার হয় না অথচ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে ইহাঁরা উপকারের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। অধিক দুঃখের বিষয় অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা ইহাঁরা সমধিক অপরাধ গ্রহণ পরায়ণ। ইহাদিগের সেবার সামান্য কোন ত্রুটী হইলেও স্বভাব ও পাত্রানুসারে অপরিমিত ক্ষোভ বা কোপ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং সমুদয় ব্যক্তিকেই নিষ্ঠুর অথবা কর্ত্তব্যবিমুখ বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাদিগের চিত্তরঞ্জন বিষয়ে নিরপরাধে কৃতকার্য্য হইতে পারে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। ভাব দেখিয়া বোধ হয় যেন এইরূপ সংস্কার সম্পন্ন যে সচলাচল সমুদয়

পৃথিবী তাঁহাদিগের উপভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারা কেবল পৃথিবীর উপভোগের নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহারা পৃথিবীর উপভোগে সম্যক্‌রূপে প্রবঞ্চিত।

এই প্রকারের কোন কোন ব্যক্তি বিভবশালী হইলে নির্ব্বোধগণের নিকট নিরীহ ও শিষ্ট উপাধিতে বিখ্যাত হইয়া থাকেন কিন্তু স্বরূপতঃ তদ্বিপরীত। যদ্যপি শ্রম দ্বারা সাধন না করিতে হয়, তবে ইহাঁরা কোনপ্রকার কুকর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। প্রত্যুত ইহাঁদিগের অন্তরের সহজাত ধর্ম্মসংস্কার কিম্বা অন্য কোন গুণ কখনই বর্দ্ধিত বা স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ চালনার অভাব। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সংস্কার বা অন্য কোন গুণ যে তাঁহাদিগের আছে তাহার প্রমাণ কি? কার্য্যে পরিণত না দেখিয়া কেবল প্রতি ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইলে পৃথিবীর সকলকেই ধার্ম্মিক ও সকলকেই গুণবান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম সংস্কার বা গুণ থাকিলেই বা কি উপকার? তাহা সিন্ধুতলস্থ মনির ন্যায় কেবল ক্ষোভ উদ্দীপক মাত্র। এরূপ ব্যক্তির আহারে প্রতি গ্রাসে পাপ সঞ্চয় হইতে থাকে, যেহেতু তাহা তাহার অর্জ্জিত নহে, যেহেতু যাহাদিগের হইতে সেই আহার উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রত্যুপকার করিতেছেন না। অতএব তাহার ধর্ম্ম সংস্কার কোথায়? কে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে? প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বিখ্যাত সিকন্দর ভারতবর্ষে আগত হইয়া এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখিয়াছিলেন যাহাদিগের একটি এই নিয়ম ছিল যে আহার প্রস্তুত হইলে আচার্য্যেরা ছাত্রগণের তদ্দিবসীয় কার্য্যের বৃত্তান্ত একে একে জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ কহিত আমি মধ্যস্থ হইয়া গ্রামস্থ দুই ব্যক্তির বিবাদ ভঞ্জন মতে সন্ধি স্থাপন করিয়াছি, কেহ কহিত আমি শাস্ত্রের এই নিগূঢ়ার্থ নিষ্ক্রান্ত করিয়াছি, কেহ কহিত আমি আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি। যাহারা কোন কৃতকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে না পারিত তাহারা তিরস্কৃত হইয়া কার্য্য করিতে নিষ্ক্রান্ত হইত, অন্যান্য সকলে ভোজনে উপবেশন করিত। এই নিয়ম সংসারে পরিগৃহীত হইলে কীদৃশ শুভজনক হয় তাহা সত্বর অনুভূত হইতে পারে। যদিও সংসারে এ নিয়ম প্রচলিত নাই তথাচ গোপনে আত্মমনে প্রতিব্যক্তিকেই এরূপ নিয়ম পারয়ণ হওয়া উচিত। ভোজনের পূর্ব্বে আপনি আপনার আচার্য্য স্বরূপে আপনাকে প্রশ্ন করিয়া ও উত্তর দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া ভোজন করা উচিত। যিনি কৃতকার্য্যের প্রশ্নে উত্তর করিতে অক্ষম হইয়াও আহার করেন তাঁহার সে আহার তস্করী বা অন্যায় অপহরণের তুল্য অতএব তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কার কোথায়?

আলস্যাক্রান্ত ব্যক্তি যে পাপী তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপ দুই প্রকার বিহিত কার্য্যের ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান। নিজ প্রাকৃতিক গুণাদির অপরিচালন বশতঃ আলস্যাক্রান্ত জন

বিহিত কার্য্যের ত্যাগ বিষয়ে পাপী ইহা তৎপ্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণে নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়েও তাহার পাপ সপ্রমাণিত করিতেছি।

পণ্ডিতেরা এক মত হইয়া নিরূপিত করিয়াছেন যে কোন কার্য্য বিশেষ স্বয়ং পাপ পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আততায়ী ব্যক্তিকে নিহত করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। মন বা কার্য্যের অভিসন্ধি অনুসারে কার্য্য নিন্দিত বা প্রশংসিত হওয়া উচিত। ইহার ব্যাখ্যার্থে কোন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত কহেন যদি কোন অন্ধ ভিক্ষুককে আহত করিবার মানসে তৎপ্রতি সুবর্ণ মুদ্রা আমি নিক্ষেপ করি এবং সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হয় তাহাতে কি আমার তৎকার্য্য বদান্যতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা এই কারণে কায়িক বাচিক ও মানসিক এই তিন শ্রেণীতে পাপকে বিভাগ করিয়াছেন। ফলতঃ তুমি বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে মনই পাপের উৎস, তথা হইতে সে প্রবাহিত হইয়া অন্যত্র স্বীয় প্রভাব প্রকটিত করিতে পারুক বা না পারুক স্বীয়স্থানে তাহার অবস্থিতির অভাব নাই। যে ব্যক্তি হত্যা করে, যে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, যে হত্যা করিবার কামনা করে, ইহারা তিনজনেই পাপী। দুরভিসন্ধি ফলিত করিবার ক্ষমতা ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকের তারতম্য ইহাদিগের বিভিন্নতার কারণমাত্র। ইহা স্মরণ রাখিয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরায়ণ কি না। শরীর স্বীয় জড় ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মশূন্য হউক কিন্তু নরের আত্মা বা মন কখনই কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। সাগরের জল অন্তরীক্ষের বায়ু কখন কখন স্থির হইয়া থাকে কিন্তু নরের মন কখনই স্থির হইবার নহে: হয় শরীরের সহিত কার্য্য করিবে না হয় শরীরকে আয়ত্তাধীন করিতে না পারিয়া নিঃসহায়ে স্বীয় স্বভাব ও শক্ত্যানুযায়ী কার্য্যে নিবিষ্ট হইবে, হয় কার্য্যে না হয় অভিসন্ধিতে সে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত না রাখিলে সে আপনার প্রিয়কার্য্য উদ্ভাবন করিয়া লইবে। স্বভাবতঃ মনের প্রিয়কার্য্য কিরূপ? বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে রোগীর পক্ষে কুপথ্য যেরূপ। যাহা তাহার শ্রেয়ঃ তাহাতে স্বভাবতঃ তাহার রুচি হয় না, যাহা তাহার প্রেয়ঃ তাহা তাহার কল্যাণজনক নহে। পিতা মাতা আচার্য্যের শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রাদির শিক্ষা রাজ শাসন সংসারে এতৎ সমস্তের প্রয়োজনের কারণ অনুসন্ধান করিলে নরের মন যে পীড়িত ও স্বভাবতঃ কুপথ্যাভিলাষী তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষ বিশেষ নিষ্কর্ম্ম সময়ে স্বীয় মনের অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে কর্ম্মশূন্য অবস্থায় চিত্ত কিরূপ পিশাচভাব প্রাপ্ত হয়। সমুদয় প্রচ্ছন্ন দুরভিপ্রায়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, সকল প্রকার বৈরিতা বিদ্বেষ প্রতিহিংসা একে একে জাগরিত হইয়া উঠে। সে সময়ে অন্তরে যাহা যাহা

উদিত হয় অকপটে অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে আর মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। কর্ম্মশূন্য ব্যক্তি নিষ্কর্ম্ম শরীরে কত কুলবালার সতীত্ব ধ্বংশ কত কুলটার সম্ভোগ কত লোকের শিরশ্ছেদন সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে। আমরা তাহার সে সকল কার্য্য দেখিতে পাই না সত্য, যেহেতু আমাদিগের শারীরিক চক্ষুদ্বারা আমরা শারীরিক কার্য্যই লক্ষ্য করিয়া তাহারই স্মরণ রাখি কিন্তু যাহার চক্ষু আত্মাময় তিনি আত্মার ঐসকল কার্য্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন, স্মরণও রাখিতে-ছেন এবং শারীরিক কার্য্যের যেরূপ বিচার করিবেন এ সকল অশরীরী কার্য্যেরও তদ্রূপ বিচার করিবেন। ইহারা মনের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না সে কেবল জগদীশ্বরের কল্যাণময় নিয়মাধীন ইহাদিগের অক্ষমতাবশত, কিন্তু তজ্জন্য তাহার দণ্ডের নিষ্কৃতি নাই। পার্থিব রাজশাসনে তস্কর স্বীয় কার্য্যে ধৃত হইলে দণ্ডিত হইয়া থাকে কিন্তু স্বর্গীয় রাজশাসন প্রণালী উন্নত প্রকৃতির। অভি-সন্ধিমাত্রে চৌর বিধৃত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হয় যে হেতু সে স্থানের বিচারে প্রমাণের আবশ্যক হয় না; বিচারপতি স্বয়ং প্রতি-জনের হৃদয়ে বাস করিয়া কার্য্যের সাক্ষী হইতেছেন। অতএব দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত না হইলে পাপের উৎপত্তি হয় না তুমি এরূপ সংস্কারকে কখন অন্তরে স্থান দিবে না। কার্য্যে ফলিত হওয়া দুরভি-সন্ধির উৎপত্তি নহে, প্রসবমাত্র। প্রতি ব্যক্তিই অবকাশ কালে অন্তরে ফলিতরূপে দুরভিসন্ধির আলোচনা করিয়া থাকেন আমার ইহা উদ্দেশ্য নহে। অবকাশ কাল কিরূপে যাপিত করিতে হয় যাঁহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা অবকাশ হইতে মহা মহা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। তাহা জ্ঞাত না থাকিলেও কর্ম্ম-শীল ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় কৃতকার্য্যের আলোচনা ও ভাবীকার্য্যের জল্পনাদ্বারা অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এরূপ অবকাশ যাপনও অপেক্ষাকৃত উত্তম। কিন্তু এ উভয় প্রকারেই আলস্যাক্রান্ত জন বঞ্চিত অবকাশ যাপনের নিয়ম সে জ্ঞাত নহে যেহেতু দুইটী কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী কাল যে অবকাশ তাহার শব্দের স্বরূপার্থ যাহার বোধ নাই সে কিরূপে তাহার প্রকৃতি বোধ সহকারে তৎ সম্বন্ধীয় নিয়ম জ্ঞাত হইবে? এবং কৃতকার্য্যের আলো-চনা বা ভাবীকার্য্যের জল্পনা তাহার পক্ষে আকাশকুসুমবৎ অলীক, সুতরাং তাহার অন্তরে অবিরামে সাগরতরঙ্গ মালার ন্যায় কেবল একে একে (মনের স্বতঃসিদ্ধ বিকৃত-ভাব বশতঃ) দুরভিপ্রায় সমূহ সমুদ্ভুত হইতেছে, এবং সে জ্ঞাত নহে যে তৎপ্রত্যেক কামনাই কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে ও প্রতিকামনাই তাহার দণ্ডের হেতু নিদান হইয়া রহিতেছে। এক্ষণে বোধ করি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে কর্ম্মশূন্যজন বিহিত কার্য্যের ত্যাগ বশতঃ পাপী কেবল এরূপ নহে, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য পাপও তাহাতে অজ্ঞাতভাবে অর্শিতেছে। এতদ্ভিন্ন আলস্যবাচিক কায়িক পাপেরও উপযোগী। আলস্যাক্রান্ত ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য্যে

আদেশ কর যাহা সে মিথ্যা বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে তুমি দেখিতে পাইবে শরীর নিশ্চল রাখিবার সে সুযোগ সে কখনই ত্যাগ করিবে না। তাহার জীবনধারণের নিমিত্ত যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বিনা শ্রমে তাহা অর্জন করিবার উপযুক্ত কোন অসৎবৃত্তি পাইলে সে কখনই বিরত হইবে না। সে লোকের ও ঈশ্বরের ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছে, কেবল শরীর চালনার ভয়ই তাহার সম্বন্ধে প্রভবিতমাত্র। অতএব যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে পারে তাহাকে কর্ম্মশূন্যভাবে কালযাপন করিতে দেখিলে বোধ করি ইতঃপর তুমি তাহাকে নিরীহ ভালমানুষ ইত্যাদি উপাধি আর প্রদান করিবে না।

যে শারীরিক সুখের কামনায় লোকে কর্ম্মত্যাগ করে যদি তাহাও আলস্যাক্রান্ত ব্যক্তিরা লাভ করিতে পারিত তথাচ পূর্ব্বোক্ত পাপরাশির কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ স্বীকার করিতাম। তাহাদিগের ভাগে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। কর্ম্মশূন্য শরীর ক্রমশঃ বলশূন্য হইয়া পড়ে। রোগ-পেচকেরা শূন্যমঠেরভাবে সে শরীরে একে একে আসিয়া নিবাস নির্ম্মাণ করে। তাহাদিগের শরীরের গ্লানি এরূপ জটিল যে জিজ্ঞাসা করিলে কখন কখন তাহা বর্ণন করিতে পারে না। কেবল শরীর-প্রকৃতি-বিজ্ঞ যে ভিষক তিনি কখনই তাঁহাদিগকে] স্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারিবেন না। আরবাখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে কোন রাজা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, বিজ্ঞ বিজ্ঞ বৈদ্যগণ দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া তাহার রোগ শান্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে জনৈক গ্রীকবৈদ্য তাঁহার সভায় আগত হইয়া নিদান নিরূপণ মতে রাজাকে অরোগী করিতে অঙ্গীকার করিলেন। দুইটি কাষ্ঠের মুদ্গর প্রস্তুতমতে রাজাকে অর্পণ করিয়া কহিলেন আমি ইহার গর্ত্তে মহৌষধি সমস্ত বিন্যস্ত করিয়াছি, মুদ্গার সঞ্চালন সহকারে তাহার প্রভাব শরীরগত হইয়া স্বেদ উৎপাদন হইবে এবং প্রতিদিন এইরূপ চর্চ্চাদ্বারা অল্পকালমধ্যে রোগ অপনীত হইবে। অল্পকালমধ্যেই তদ্দ্বারা রোগ নিঃশেষিত হইল। নরচরিত্রবিৎ এই ভিষক রাজার রোগ কায়িকশ্রমের অভাব জন্য বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধ বিধান করিয়াছিলেন। মুদ্গর সঞ্চালনে যে ঔষধির প্রভাব রাজার শরীরগত হইয়াছিল সে ঔষধি শ্রম ভিন্ন অন্য নহে কিন্তু সরলে সে সরল ব্যবস্থা করিলে রাজার তাহাতে অনুরাগ হইত না। এক্ষণেও অনেক এরূপ ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে শ্রম করিলে নিশ্চিত তাহাদিগের পীড়া আরোগ্য হইবে ইহা বলিলে তাহারা অবজ্ঞা করিবেমাত্র অথচ বৈদ্যের উপাসনা বারম্বার নিরর্থক হইলেও তাহাতেই অনুরাগ। বালকের পাঠোপযোগী একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী গ্রন্থেও এতন্মর্ম্মের একটি ইতিহাস দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডের জনৈক চিকিৎসক উদরাময় রোগের চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একদা ঐ রোগার্ত্ত জনেক তাঁহার নিকট ব্যবস্থার কারণ আগত হইলে তিনি কথোপকথন

যোগে আত হইলেন ঐ ব্যক্তি বিভব সম্পন্ন তাহার কায়িক শ্রম কিছুই নাই। বৈদ্য অপরাহ্নকালে তাহাকে নিজ শকটে লইয়া বায়ু সেবনার্থে নির্গত হইলেন। প্রায় তিনক্রোশ অতিবাহিত করিয়া বৈদ্য ছলক্রমে অশ্বকশা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিভবশালী রোগীকে তাহা আহরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তদর্থে যেমাত্র তিনি ভূতলস্থ হইয়াছেন বৈদ্য তৎক্ষণাৎ শকট ধাবিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত বদনে রোগীকে কহিলেন পদব্রজে আলয়ে গমন কর, আহারের উপযুক্ত ক্ষুধার সঞ্চার হইবে। ঐ রোগে পীড়িত অপর কোন ব্যক্তি লণ্ডন নগরের জনৈক কোপন প্রকৃতি অথচ সুচিকিৎসকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় এই উত্তর পাইয়াছিলেন চারি আনায় দিন যাপন করিবে এবং সেই চারি আনা স্বয়ং উপার্জন করিবে। এতৎ কঠোর ব্যবস্থার প্রথম ভাগে মিতাচারের এবং শেষ ভাগে শ্রমের আদেশমাত্র। দুঃখেরবিষয় বর্ত্তমানকালীন অনেক চিকিৎসকেরা উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াও অনেক স্থলে এরূপ ব্যবস্থা করেন না। নির্ব্বোধ রোগীরা উচিত মূল্য প্রদান করিবে না ইহাই এরূপ কপটতার একমাত্র কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব যাহার লোভে সমুদয় বিসর্জ্জিত হয় আলস্য হইতে সে কায়িক সুখও লাভ হয় না।

ইহলৌকিক সুখসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ কুসংস্কারের অপনয়ন ইহাদিগের প্রকৃত চিকিৎসা। উপদেশ দ্বারা সে সংস্কার অপনীত হইবার নহে যেহেতু উপদেশ অপেক্ষা অভ্যাস বলবান্। লৌহদ্বারা লৌহ ছেদন, কণ্টকদ্বারা কণ্টক অপসারণের ন্যায় অভ্যাসদ্বারা অভ্যাস দূর করিতে হইবে। কখন প্রমোদ কখন প্রয়োজন উপলক্ষে ক্রমে ক্রমে শ্রমশীল হইলে দুরভ্যাস দূর হইয়া স্বভাবে সঞ্চরিত হইবে।

যাহাদিগের দীর্ঘসূত্রী আখ্যানে পৃথক করা হইয়াছে এক্ষণে সেই অপর প্রকার নিষ্কর্ম্মীগণের বিষয় বিবেচ্য। এই প্রকারের ব্যক্তিরা শ্রমের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন না। সুখ দুঃখ যে কর্ম্ম মূলক সে বিষয়ে ইহাদিগের প্রত্যয় আছে কিন্তু বিলম্ব যে কার্য্যের বৈরী ইহাতে তাহাদিগের বিশ্বাস শিথিল। অদ্য যে বল বুদ্ধি আছে কল্যও সেই বল বুদ্ধি থাকিবে, যাহা মনে করিলে এইক্ষণে করিতে পারি পরক্ষণেও মনে করিলে তাহা করিতে পারিব, এইরূপ সংস্কারমুগ্ধ হইয়া যাহারা আপনাদিগকে কার্য্যের সর্ব্বক্ষণিক প্রভু জ্ঞান করিয়া থাকে তাহারাই দীর্ঘসূত্রী। কার্য্যের নিরূপণ উপায় অবধারণ হইয়াছে তবে কার্য্য নিষ্পন্নের আর অপেক্ষা কি? এই বিবেচনায় দীর্ঘসূত্রী প্রতি দিন সূর্য্যকে উদিত ও অস্তমিত হইতে দেখিতে থাকে কিন্তু কোন দিনের সূর্য্যই তাহার নিষ্পন্ন ক্রিয়ার সাক্ষী নহেন। প্রভাত ও প্রদোষের সূর্য্য তাহার সম্বন্ধে যে কৌতুকী কালের ব্যঙ্গ ব্যঞ্জক মুখচ্ছবি ইহা দীর্ঘসূত্রীর বোধগম্য হয় না। অদ্য যে বল বুদ্ধি আছে কল্য তাহাই থাকিবে তাহার এ সংস্কারের প্রত্যয় কি? তিনি ঘটনাধীন

জীব, পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর অধিবাসী, ইহা কি স্মরণ হয় না? তাঁহার নয়ন কি ভবিষ্যতের তিমিরভেদসক্ষম? কালের প্রভাব তিনি বিদিত নহেন? মনে করিলে কি সকল ঋতুকে বসন্তে পরিণত করিতে পারেন? প্রকৃতির কেশ কি তাঁহার করধৃত, যে দিকে ইচ্ছা করিবেন সেই দিকেই পরিচালিত করিতে পারিবেন? হে ভ্রান্ত জীব! হে উন্নতশির কীট! এরূপ সগর্ব্ব পাপসংস্কার পরিহার কর। তোমার স্বীয় বলবুদ্ধির স্থায়ীত্ব না হয় স্বীকার করিলাম তথাচ বিলম্ব তোমার কার্য্যের বৈরী হইবে। বন্ধুতায় নির্ভর করিয়া যাহার সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে অদ্য নিঃসন্দিগ্ধ রহিয়াছ, সে আগামী কল্য তোমার শত্রু হইতে পারে, আগত কল্য সে দেশান্তর—লোকান্তর গমন করিতে পারে, আগত কল্য সে সাহায্য করিবার শক্তিহীন হইতে পারে, তোমা অপেক্ষা প্রিয়জন সে সাহায্যের প্রার্থনা করিতে পারে, অতএব আগামী কল্য সে সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে? অতএব যদি কার্য্যের উপকার লাভ করিতে চাও, তবে কেবল উপায় নিরূপণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না, কার্য্য নিষ্পাদনে অগৌণে যত্নশীল হও। মনোগত আবাস চিত্রিত করিয়া কেহ তাহাতে বাস করিতে পারে না, নির্ম্মাণ করার আবশ্যক। ভবিষ্যতের প্রতি কখনই নির্ভর করিওনা, তাহার প্রকৃতি অনিশ্চিত। রামায়ণে শ্রীরামের প্রতি সমরশায়ী রাবণের উপদেশ স্মরণ কর। শুভ কার্য্যের সংকল্প অন্তরে উদয় হইলেই তাহা সম্পাদনে যত্নশীল হও।

———o———

সূর্য্য।

——o:+:o——

পূর্ণকলা শশধর সমুজ্জ্বল পূর্ণিমার রজনীই বা আনন্দদায়িনী কেন? আর বিরলনক্ষত্র বিগতচন্দ্র শর্ব্বরীই বা মনোহারিণী নহে কেন? দিবাকরদীপ্ত দিবস উৎসাহপূর্ণ স্ফূর্ত্তিময় আর মেঘসঙ্কুল অবিরলবৃষ্টি দিবসেই বা চিত্তমালিন্য ও শরীর জড়তা বোধ হয় কেন? আলোক ও অন্ধকার দীপ্তি ও তদভাবই ইহার মূল কারণ। মানব হৃদয় স্বভাবতই আলোকের পক্ষপাতী। পরমেশ্বর এই পৃথিবী মানব জীবন ধারণোপযোগী করিবার নিমিত্তই প্রথম আলোক সৃষ্টি করেন, এবং

এইজন্যই কবিকুলতিলক মিল্‌টন প্যারাডাইজ্ লষ্টের তৃতীয় স্বর্গের অবতারণায় আলোকের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন ;—

"Hail holy light! offspring of heaven first born
Or of the eternal coeternal beam,
May I express thee unblamed!'

স্বর্গ সর্ব্বপ্রকার সুখদায়ী হইলেও বিশেষতঃ আলোকের জন্য ও নরক বিভীষিকা পূর্ণ হইলেও প্রধানতঃ অন্ধকারের জন্য যথাক্রমে ঈপ্সিত ও ত্যজ্য। মৃত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে স্বর্গ বর্ণনায় একস্থলে লিখিয়াছেন ,—

পশ্চিম দ্বার, দেখ রঘুমণি,
হিরণ্ময়, এ সুদেশে হীরক নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে স্বর্ণ বৃক্ষ মূলে,
মরকত পত্র ছত্র দীর্ঘ শিরোপরি
কনক আসনে বসি

স্বর্গের প্রত্যেক দ্বারে প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক বৃক্ষমূলে প্রত্যেক বৃক্ষশিরে আলোক বিরাজিত, এবং এই আলোকই স্বর্গ সুখ অধিকতর সুখদায়ক করে। আলোক হীন হইলে স্বর্গের এতাদৃশ গৌরব থাকিত না। উপরি উক্ত বর্ণনার সহিত নরক বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে আলোকময় হইলে নরক এতাধিক ভয়াবহ হইত না :—

"কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতমকূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী"——

"অন্ধকারময় পুরী উঠিছে চৌদিকে আর্ত্তনাদ"

এই দুই শ্লোক এবং নরকবাসীদিগের দুঃখ বর্ণনা পাঠ করিলেই স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে আলোকাভাবই নরকবাসীদিগের কার্য্যের নিদানীভূত কারণ।

"কোথা তুমি দিনমণি ? তুমি নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে দেব ?"

আলোক বর্ণনকালে আমরা মিল্‌টনের নিজ অন্ধতা নিবন্ধন মর্ম্মভেদী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

Light the prime work of God to me is extinct,
And all her various objects of delight
Annulled, which might in part my grief have eased
Inferior to the vilest now become
Of man or worm, the vilest here excel me.

* * * *

O dark dark dark, amid the blaze of moon
Irrecoverably dark, total eclipse
without all hope day
O first created beam and thou great word
"Let there be light and light was over all"
Why am I thus bereaved thy prime decree.

উপরোক্ত কয়েক পংক্তিতে আলোকের জীবন্ত সারবত্ব ও মহত্ব লক্ষণ জাজ্জ্বল্যমান। আলোক আমাদের যে কি উপকারী বোধ হয় বুদ্ধিমান ভাবুকের অগোচর নাই।

এই জগদ্ব্যাপী হৃদয়ানন্দদায়ক আলোকের মূল কি এবং কোন কোন নিয়মেরই বা আজ্ঞাধীন ইহা জানিতে কাহার না কৌতু-

জল হয়? বলা বাহুল্য যে রশ্মিমান অংশুমালীই প্রধান আলোকাকর, কেবল আলোক কেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় এই দিবাকরই তাহাদের মূলীভূত কারণ। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের বেগ ও গতি ইহা হইতে জন্মিতেছে। সূর্য্যই সকল প্রকার শক্তির মূল এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে সকলেরই আদি, এমন কি ইহাই পৃথিবীর জীবন স্বরূপ

"The sun is the life of the earth."

এবং এইজন্যই আধুনিক পণ্ডিতেরা সূর্য্যকে আদি শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্য না থাকিলে সঞ্চরমান বায়ু থাকিত না, মেঘ হইতনা, রিষ্টিনাশিনী বৃষ্টি বলিয়া কোন পদার্থের নাম পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইত না। কৃষক জমী খনন ও বীজ বপন করিয়া বৃষ্টি ও সূর্য্য রশ্মির প্রতীক্ষা করে কিন্তু বৃষ্টিইবা কোথা হইতে আসিল ও সূর্য্যরশ্মিই বা কিরূপে বৃক্ষোৎপাদনে সক্ষম হইল একথা কখন কি কাহার মনে উদয় হয়? কিরূপেই বা ক্রমান্বয়ে দিন-রাত্রি হইতেছে, "পালাক্রমে ছয় ঋতুর উদয়" হইতেছে, ঝড় বৃষ্টির তারতম্য হইতেছে, একথা কখন কি কাহার মনে উদয় হয়? শিল্পী অগ্নি প্রভাবে জল বাষ্প করিয়া আপনার কল চালাইতেছে, সেকি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছে যে সূর্য্যই তাহার জীবনোপায়ের একমাত্র নিদান?

পুরাকালে যখন সভ্যতার প্রাধান্য হয় নাই, মূর্খ ও অসভ্য জাতিরা সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত। এমন কি আলোক ও অগ্নি উপাসনাই প্রায় সকল ধর্ম্মেরই মূল। একালেও অগ্নি উপাসক যথেষ্ট দেখা যায়। শুনিয়াছি অতি প্রাচীন কালে কোন যুদ্ধের সময় সূর্য্যের গ্রহণ হওয়াতে কোন অসম্ভাবনীয় বিপদাশঙ্কায় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। একালেও দুই এক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যারেগো (Arago) সূর্য্য গ্রহণের পূর্ণ গ্রাস বর্ণনা কালে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী লিখিয়াছিলেন। 'ব্যাস আল্‌প্‌ পর্ব্বতের নিকটস্থ কোন গ্রামে এক দরিদ্র বালক মেষপাল চরাইতেছিল। হঠাৎ বিনামেঘে সূর্য্যের তেজ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসায় ঐ বালক অত্যন্ত ভীত হইল। কিন্তু যখন সূর্য্য সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া অন্ধকার হইল তখন সে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভয়ে চীৎকার আর্ত্তনাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য পুনরুদয় হওয়াতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "ও বিমল সূর্য্য" ("O beam Souleon")' উপরোক্ত ঘটনা হওয়াতে প্রাচীন পৌত্তলিকতায় ও সূর্য্যের ঈশ্বরত্ব জ্ঞানের বীজ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। যদি একদিন এই সর্ব্বনিদানীভূত বিমানপটলগ প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর দশা কি হইবে? ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, অন্তর অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে! তখন এই পৃথিবী, এই স্বভাব, জগদীশ্বরের অনন্ত লীলা স্থান, মরুভূমি রূপে পর্য্যবসিত হইবে সন্দেহ নাই। এত উপকারী সূর্য্য কি এবং কোথা হইতেই বা ইহার উপকারিত্ব শক্তি আসিল, জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, আমরা

যথা সাধ্য সেই কৌতূহল নিবারণে প্রয়াস করিব।

সূর্য্য কি এবং কোন কোন পদার্থেই বা নির্ম্মিত, এবিষয় নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা ইহার কতকগুলি গুণ বর্ণনা করিব। বিজ্ঞানালোক প্রাচীন কুসংস্কার-তামস বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্রাদির ঈশ্বরত্ব জ্ঞান ছলে তাহাদের অস্তিত্ব অন্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। "রাহু কেতু" ছায়া মাত্র নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বতন মত পরিত্যাগ করিয়া অধুনাতন পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে যে সমুদয় মহৎ মহৎ মত আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই অবলম্বন করিলাম। যতপ্রকার আলোকাকর আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় সূর্য্যই প্রোজ্জ্বল এবং ইহারই কিরণ প্রভাবে দ্রব্যাদি আলোকিত হয় একথা বলিবার আবশ্যক নাই।

তবে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইহাও সাংসারিক নিয়মের বশীভূত। ইহার তেজ সকল সময়ে সমান থাকেনা। প্রাতঃকালে সূর্য্যরশ্মি শীতল, মধ্যাহ্নকালে খরতর, গ্রীষ্ম কালে যেরূপ প্রচণ্ড শীতকালে তদ্রূপ নহে। আবার মেঘাবৃত দিবসে একরূপ, বিনামেঘে অন্যরূপ! অতএব দেখা যাইতেছে যে সময় ও কালভেদে আলোকের প্রাখর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

দুই শত বৎসর অবধি ঐ প্রাখর্য্য নিরূপণে চেষ্টা হইতেছে এবং যদিও ফল বিষয়ে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় তত্রাপি কৃত্রিম আলোক অপেক্ষা এই নৈসর্গিক আলোকের তেজ কত অধিক সহজেই বোধগম্য হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই প্রাখর্য্যের পরিমাণ কি? দুইপ্রকারে ইহা পরিমেয়। প্রথমতঃ "দীপ্তিদান শক্তি" Illuminating power অর্থাৎ কোন একটী কৃত্রিম আলোককে এক(Unit নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদপেক্ষা কোন পদার্থ সূর্য্যালোকে কত অধিক উজ্জ্বলিত হয় তাহার পরিমাণ। দ্বিতীয়তঃ আন্তরিক জ্যোতি Intrinsic brilliancy. এই দুই শক্তির বিভিন্নতা উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। মনেকর ষোলটী প্রজ্বলিত বাতি এবং একটী গ্যাসের আলো কোন পদার্থ হইতে সম দূরে আছে এবং দেখা গেল যে উক্ত দ্রব্য ষোলটী বাতির আলোকদ্বারা যেরূপ আলোকিত হয়, গ্যাসের আলোকটীদ্বারাও তদ্রূপ হয়। এস্থলে আমরা বলিতে পারি যে গ্যাসের দীপ্তিদান শক্তি ১৬গুণ। যেরূপ স্বর্ণ জল অপেক্ষা ১৯গুণ ভারি বলিলে এরূপ বুঝাইবে না যে ১সের স্বর্ণ ১সের জল অপেক্ষা ১৯গুণ ভারি, কিন্তু যে পাত্রে ১সের জল ধরিতে পারে সেই পাত্রে স্বর্ণ গলাইয়া ঢালিলে ১৯সের ধরিতে পারে: এস্থলে আমরা পাত্রটী বজায় রাখিলাম এবং জলকে এক ধরিলাম।

সেরূপ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে আমরা দূরত্ব সমান রাখিয়াছি এবং বাতির আলোককে এক ধরিয়াছি। আবার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে একটী বাতি জ্বালাইয়া কোন পদার্থ হইতে কিয়দ্দূরে রাখা যায় এবং গ্যাসটী তদপেক্ষা চারিগুণ দূরে রাখা যায় তাহা হইলে উভয়দ্বারাই উক্ত পদার্থ

সমভাবে আলোকিত হইবে। এস্থলে জানা গেল সমদূরে যাহার ষোলগুণ তেজ ছিল, ৪গুণ দূরে তাহার ষোলগুণ তেজ হ্রাস হইল। তদ্রূপ ৩গুণ দূরে ৯গুণ ও ৫গুণ দূরে ২৫গুণ হ্রাস হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে দূরত্ব যত বৃদ্ধি হয় দীপ্তিদান শক্তি তাহার বর্গ অনুসারে হ্রাস হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে দীপ্তিদান শক্তি আমরা বাতি বা গ্যাস বা অন্য কোন আলোকানুসারে অর্থাৎ ঐ আলোককে এক ধরিয়া সূর্য্যালোক প্রাখর্য্য অথবা ইহার দীপ্তিদান শক্তি নির্ণয় করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ আন্তরিক জ্যোতি যদি সূর্য্যের উপরি ভাগ হইতে বাতির আলোর শিষের পরিমাণ কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া উভয়কেই সমদূরে রাখিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করি এই উভয়ের মধ্যে কোনটী অধিক উজ্জ্বল এবং কত পরিমাণেই বা উজ্জ্বলতর। সেই পরিমাণই আন্তরিক জ্যোতি। একটী জ্বলন্ত প্রদীপের নিকট একটী বাতি জ্বালাইলে হয়ত প্রদীপটীর অস্তিত্ব অনুমান হইবে না কারণ বাতির আলোর উজ্জ্বলতা প্রদীপের আলোর উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অধিক কিন্তু ঐ দুই আলো এমত ভাবে রাখা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা কোন বস্তু সম ভাবে আলোকিত হইতে পারে। ইহাতেই লক্ষিত হইতেছে যে দীপ্তিদান শক্তি ও জ্যোতি স্বতন্ত্র।

খ্রীঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে ময়োলাইকস্ (Maurolicus) অজো (Auzont) হিউগেনস্ (Huygens) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সূর্য্যালোক প্রাখর্য্য পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে বোগার (Bouger) প্রমাণ করেন যে ১১৬৬৪ বাতির আলোকদ্বারা এক হস্ত দূরে অথবা ৬২১৭৭ বাতি এক মিটার (Metre) প্রায় সার্দ্ধ হস্ত দূরে * কোন দ্রব্য যেরূপ উজ্জ্বলিত হয়, বেলা ৮।৯ টার সময় সূর্য্যালোকেও সেই বস্তু তদ্রূপ উজ্জ্বলিত হইবে। আমরা জানি যে দূরত্ব যত বৃদ্ধি হয় দীপ্তিদান শক্তি তাহার বর্গানুসারে হ্রাস প্রাপ্তি হয়। এই নিয়মানুসারে আড়াই হস্ত দূরস্থিত এক বাতির আলোকের অপেক্ষা সূর্য্যালোক তেজ ৭৫২০০ গুণ অধিক।

উলষ্টন (Wolluston) ১৭৯৯ খ্রীঃঅব্দের মে ও জুন মাসে কেমেরা অবস্কিউরার (ফটোগ্রাফ লইবার যন্ত্রের) এক ছিদ্রদ্বারা একটী সূক্ষ্ম সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করাইয়া প্রাখর্য্য নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনার সহিত বোগারের গণনার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। উলষ্টনের মতে এক ফুট দূরে ৫৫৬৩ বাতির আলোর অথবা আড়াই হস্ত দূরে ৫৯৮৮২ বাতির আলোর তেজ সূর্য্যালোকের সমান। অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা কোন পদার্থ সমভাবে দীপ্তি হয়। গণনা সূক্ষ্ম ও ঠিক না হইবার কি বিশেষ কারণ আছে। সূর্য্য কিরণ মেঘাবৃত দিবস

* Bouger found that the sun when 31°, above the horizon, and with a clear sky, lighted up the screem as 116,64 candles would have done at a distance of 0·43 of a metre, that is, like 62!,77 candles at the distance of one metre (3½ ft. English).

অপেক্ষা পরিষ্কার দিবসে খরতর, সকলেই বিদিত আছেন সুতরাং বায়ুতে জলবাষ্পের তারতম্যানুসারে রশ্মি তেজের হ্রাস বৃদ্ধি হইবেক এবং পণ্ডিতবর্গের গণনার অনৈক্য হওয়া বিচিত্র নহে।

বিজ্ঞানের কি বিচিত্র মহিমা! বিজ্ঞান প্রভাবে আমরা অন্ধকার গুহা কৃত্রিম আলোক দ্বারা সূর্য্যালোকবৎ প্রদীপ্ত করিতে পারি। কলিকাতা সহর বাসী অনেকেই ইলেক্‌ট্রিক্‌লাইট(Electric light) দেখিয়াছেন। ম্যাগ্‌নিসিয়ম (Magnesium) ধাতুনির্ম্মিত তার জ্বালাইলে সূর্য্যালোকের ন্যায় নির্ম্মল ও প্রখর আলোক হয়।

আমরা এতাবৎকাল সূর্য্যের দীপ্তি করা শক্তির কথা লিখিলাম। আন্তরিক জ্যোতির বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ্‌ অ্যারেগে (Arago) বলেন সূর্য্যজ্যোতি বৃত্তি 'অপেক্ষা ৩২৭০৪ গুণ অধিক। কিন্তু বোগারের মতে উহা ১৮৬৪০০ এবং উলষ্টনের মতে ১৭৯১৩০ গুণ। এক্ষণে দেখা যাউক বায়ু এবং সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ কি?

বিমানপথে ধাবিত হইয়া পৃথিবীর উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, এবং তাহারই কিরণের সহিত আমরা পুর্ব্বোক্ত তুলনা করিয়াছি। কিন্তু বিমানপথ শূন্য নহে, বায়ু পরিপূর্ণ। আবার বায়ুসকল সকল সময়ে পরিষ্কার থাকে না, ইহাতে জলবাষ্প ও ধূলাকণাদি থাকে। সুতরাং সূর্য্যালোকের কিয়দংশ বিমানপথে শোষিত হইয়া বিলীন হয় এবং সূর্য্য যত নিম্নে থাকে প্রস্তরশ্মির পরিমাণ ততই বৃদ্ধি হয়। আমরা নিম্নে বোগারের গণনায় তালিকা দিলাম।

সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সূর্য্য যতদূর ভ্রমণ করেন তাহা ৯০ অংশে বিভক্ত এক একটীকে অংশ (Degree) বলে। জলবাষ্প বা অন্য বিমানপথে বায়ু কোন সূর্য্যকিরণ শোষক পদার্থ না থাকিলে যদি তাহার তেজ ১০০০০ দশ সহস্র হইত, তাহা হইলে ঐ বায়ুর জন্য ৯০ অংশ উর্দ্ধে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে—৮১২৩

৫০ অংশ	৭৬২৪
৩০ অংশ	৬৬১৩
২০ অংশ	৫৪৭৪
১০ অংশ	৩১৪৯
৫ অংশ	১২০১
৪ অংশ	৮০২
৩ অংশ	৪৫৪
২ অংশ	১৯২
১ অংশ	৪৭
০ অংশ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে	৬

উপরি লিখিত তালিকা হইতে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে মধ্যাহ্নকালে প্রাতঃকাল অপেক্ষা সূর্য্যের রশ্মি ১৩৫৪ গুণ খরতর। আবার জলবাষ্প মেঘ কুজ্ঝটিকাদি নিবন্ধন বায়ুর এই শোষকতা শক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ।

মনোবিকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক এক সময়ে মনটা সহসা হাহাকার করিয়া উঠে, যেন শত-সহস্র নিরাশা তরঙ্গে মনখানা উঠিতেছে পড়িতেছে; সেটা যে কেন হয় তাহা এতাবৎ বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় পূর্ব্ব জন্ম হইতে যখন ইহ জন্মে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখন তাড়াতাড়িতে, কি জানি কেমন করিয়া অথবা ভ্রমবশতঃ পূর্ব্ব জীবনের কোন একটা দুঃখের, কোন একটা অত্যন্ত নৈরাশ্যের, কোন একটা ভয়ানক অতৃপ্তির ভগ্নাংশ আমাদের সহিত আসিয়াছিল। এখন দুষ্ট কল্পনা সেই আধখানা দেখিয়া তাহার সমস্ত মূর্ত্তি খানি আমাদের সম্মুখে অঙ্কিত করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সহসা একটা বংশীধ্বনি হয়; তাহার কথা নাই, আকার নাই, অন্য কিছুই নাই, কেবল স্বর; সে স্বর এই নিভৃত পর্ণকুটীরে শুইয়া অতৃপ্ত অন্তরে অনেকবার শুনিয়াছি; এতদিন তাহার রাগিণী বুঝিতে পারি নাই, সে রাগিণী—পুরবী; বোধ করি সেই বাঁশরির মুখাগ্রভাগ পূর্ব্বজন্মের দিকে স্থাপিত; কারণ এ জীবনের কোন একটা অতীত ঘটনার প্রেতাত্মা বসিয়া বসিয়া সুর সুরে মিলাইয়া পূর্ব্ব জীবনের "পুরবী" রাগিণী বাজাইতেছে। অনেকে তাঁহাদিগের নিজের কষ্টের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, হয়ত তাহার কোন কারণ নাই; তাঁহারা যাহাকে তাহার প্রকৃত কারণ মনে করেন, হয়ত তাহা তাঁহাদের মন ভুলাইবার ওজরমাত্র; তাঁহাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থারই কষ্ট পাওয়া; ঘটনা তাহার উপলক্ষ মাত্র। তাঁহাদের জীবনে দুঃখের ঘটনা তাঁহাদের দুঃখের কারণ নহে, দুঃখের আশ্রয়। ঘটনার জমী ফুঁড়িয়া গাছের মত তাঁহাদের দুঃখ ভিতর হইতে উঠে নাই, তেমন একটা সুবিধামত ঘটনা দেখিলেই অমনি তাঁহাদের দুঃখ তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া তাঁহার উপর দখল করিয়া বসে ও ক্রমে আস্তে আস্তে তাহার পরওয়ানা বাহির করে। তাঁহাদের দুঃখের একটা কারণ খণ্ডন করিয়া বা বুঝাইয়া সরাইয়া দাও, তাঁহারা তথাচ আর একটা কারণ বাহির করিতে মাথা কুটাকুটি করিবেন তথাপিও পূর্ব্ব কারণের ন্যায় স্থায়ী একটা কারণও দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের দুঃখ একটা ঘটনার দ্বার হইতে তাড়া খাইলে আর একটা ঘটনার উপর গিয়া পড়ে। ঐরূপ

লোকের কথা একটা বলি—তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে, প্রণয়িনী তাঁহাদের ভালবাসেন, তথাপি তাহার প্রতি খুটি নাটি লইয়া তাঁহারা সদাই দুঃখিত হইবেন। তাঁহাদের তখন একটা কারণ জুটে—বলেন, আজ চলিয়া যাইবার সময় সে আমার নিকট হইতে সাড়ে তিন ফুট তফাৎ দিয়া গেল কেন, আর চারি ইঞ্চি কাছে আসিলে কি হানি হইত? চারি ইঞ্চি কাছ দিয়া গেলেই যে, তাঁহাদের সকল যন্ত্রণা দূরে যাইত—সেটা কতদূর উন্মাদের কথা! আসল কথা কোনরূপে তাঁহারা তাঁহাদের প্রণয়িনীর ভালবাসায় অল্প অবিশ্বাস করিতে চান; তাহা না করিলেই বা তাঁহাদের দুঃখের দিন কিরূপে যায়। প্রাণ কাঁদিতেছে কিন্তু কাঁদেন কাহার দোহাই দিয়া? হয়ত তাঁহাদের হৃদয়ে একটা ক্ষমতা, একটা প্রতিভা নিহত আছে কিন্তু ঘটনার বিড়ম্বনায় তাহার পূর্ণবিকাশ হইতেছেনা, তাহা ফুটিয়াও ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না; তাহারা মাথা তুলিয়া তুলিতে পারিতেছে না। তাঁহারা যে মধ্যে মধ্যে মনের ভিতর হইতে একটা গভীর শব্দ—যে শব্দ শুনিয়া প্রাণ এলাইয়া পড়ে, হৃদয়ের রক্তরাশি অধিকতর তরল হইয়া যায়, সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়ে—এই গভীর খালি খালি শব্দ শুনিতে পান; হৃদয় পিঞ্জরের দ্বারে কে যেন নিরন্তর পদাঘাত করিতেছে মনে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন দূর হইতে এক আর্ত্তনাদ এক দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহাদের কাণে আসে, তাহার কারণ কি? সে কারারুদ্ধ ক্ষমতার কারণ অধীরতা বই আর কিছুই নহে। তাঁহাদের মনে হয় একটা কাজ করিব কিন্তু তাহা করা হইল না! সে কাজ কি, আর কেন তাহা সম্পন্ন করা হইলনা তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পান না। একটা কি ভয়ানক জিনিস যেন নিরন্তর তাঁহাদের বুকের মধ্যে বসিয়া দিন রাত নিশ্বাস ফেলিতেছে; তাঁহাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যেন কাহার জন্য তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে।

বাঁচিয়াছি! তাঁহাদের ন্যায়, এই আমার অপরিমিত স্বাধীনতাতে, এই অপার দুঃখ রাশির মধ্যে আমার মনে সেরূপ অসহায় অবস্থা, অসন্তোষ, অতৃপ্তি একটা অত্যন্ত নিরাশ্রয় ভাব অত করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না! সে অবস্থায় হঠাৎ তাঁহাদের দেখিলেই মনে হয় কত সহস্র নিরাশা, অতৃপ্তি, কত সহস্র যন্ত্রণায় তাঁহাদের প্রাণটা হাহাকার করিতেছে। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে তাঁহাদের এক কালীন প্রশান্ত মনে কে ক্ষুদ্রীকৃত করিয়া আনিতেছে; সেইজন্যই একটা হৃদয়ের লোক পাইলে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মনের জটিল বিশৃঙ্খল ভাবের গ্রন্থিগুলা একে একে খুলিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দেখান কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পান তাঁহাদের এমন একটীও যন্ত্রণা নাই, এমন একটীও নিরাশা নাই, যাহার জন্য তাঁহাদের বুক ফাটিতে পারে; এমন একটীও কথা নাই যাহা আর একজনের কাছে দুই দণ্ড ধরিয়া বলিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা করে এমন একটা জিনিস পান যে টাকা উপলক্ষ

করিয়া কেবল অন্যের কাছে নহে, নিজের কাছেও দুই দণ্ড ধরিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁহারা মনে করেন আমরা এত দূর কষ্ট পাইতেছি যে তাহা অন্যের নিকট অথবা স্বয়ংও বুঝাইতে বা বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কষ্ট আর কি হইতে পারে! আবার এক রকম লোক আছে তাহারা কষ্ট বুঝিতে পারে তথাপি তাহা অনুভব করিতে পারে না। এই পৃথিবীতে সকলেই "গোলাম চোর" খেলার ন্যায় একবার না একবার গোলাম (অর্থাৎ তাহার কার্য্যে খুঁৎ আছে) হইয়াছেন; সুতরাং সংসারে খুঁৎ ধরিতে গেলে অজস্র পাওয়া যায়; একটা না একটা সর্ব্বদাই হাতে থাকেই এবং তাহারা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করিতে থাকে, তাহা লইয়াই তাদের দুঃখ হয়, তাহাদের সকলপ্রকার যন্ত্রণা হয়; এমন সৃষ্টিছাড়া দুঃখ, যাহাকে দিবারাত্র হৃদয়ে ধারণ করিতে হইতেছে, তাহাদের দুঃখ কি ভয়ানক! তাদের জীবন কি অসার! তাহারা নিজেও সুখী হয় না, তাহাদের আপনার লোকদিগেরও মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী করিতে পারে না। যাহাদের তাহারা অধিক পরিমাণে প্রাণের সহিত ভালবাসে, যাহাদের প্রতি তাহারা তাহাদিগের প্রাণের সকল মমতা ভালবাসা ঢালিয়া দেয়, তাহাদেরই তাহারা অধিক পরিমাণে পোড়ায়, তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্র কথায় অভিমান করে, প্রতি পদে তাহাদের ভালবাসায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে। ক্রমেই তাহার ফল কার্য্যে পরিণত হয়; ক্রমেই সত্যসত্যই তাহাদের ভালবাসা চলিয়া যায়। ইহাদের ভালবাসা প্রায় ইংরাজদিগের ন্যায় অস্থায়ী সাময়িক, ক্রমেই স্থান পরিবর্ত্তন করে; ইহাদের হস্তে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিতে নাই। ইহারা দুঃখের ঘটনা অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখে ও বাড়াইয়া বলে। ইহারা অতি সামান্য কারণ লইয়া অত্যন্ত ঘোরতর হা হুতাশ করে; যাহা শুনিলে সহসা মনে হয় নাজানি কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে; তখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়; সেই তাদৃশ ভয়ানক লৌকিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃত কারণ আমরা জানিতে পারি না। মূল কারণ এই যে, যে সামান্য কারণ লইয়া তাহারা দুঃখ করিতে থাকে তাহা যদি তাহাদের প্রকৃত দুঃখের কারণ হইত, তাহারা এত দুঃখ করিত না। দুঃখের সম্বন্ধেও যেমন সুখের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। যখন একটা সুখের কারণ ঘটে তাহারা সেটাকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করিয়া দেখে ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে; এইরূপ একটানা দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে একটা সামান্য আশ্রয় এমন কি একটা তৃণ পাইলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে; একটা কিছু দেখিতে পাইলেই অমনি তাড়াতাড়ি আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া মনে করে, এইবার বুঝি এই একটানা স্রোত হইতে কিনারায় উঠিলাম। সে বালির কিনারা! যতই দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিতে চেষ্টা করা যায় ততই সেই শিথিল বালুকা খসিয়া পড়ে, কিছুতেই আঁকড়িয়া ধরা

যায় না। এইরূপ তাহারা সুখ দুঃখের কারণ উভয়ই বাড়াইয়া থাকে"।

তাহাদের সমস্ত জীবন আত্মপ্রতারণা করিয়াই কাটাইতে হয়। তাহারা "যে জানিয়া শুনিয়া নিজে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করে তাহা নহে; তাহাদের মন তাহাদের নিজের অল্পদূর প্রসারিত দৃষ্টিযুক্তচক্ষে নিজে ধূলা দেয়; ইহাতে তাহাদের কোন হাত নাই, তাহারা জানিতেও পারে না; তাহাদের সমস্ত জীবন একটা মহা ভুলেই কাটিয়া যায়। সেই ভুল লইয়া তাহারা কাঁদে; সেই ভুল লইয়া তাহারা হাসে, সেই ভুলই তাহাদের মনের ক্রীড়া; সেই ভুলই তাহাদের জীবনদেবতা, সেই ভুলই তাহাদের মনের আহার, সেই ভুলের উপরেই তাহাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত; সেই ভুল লইয়াই তাহাদের জীবনের সারাংশ অতিবাহিত হইতেছে। তাহারা বলে -

"ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল দোষে চপল সে জন।
অধীর হৃদয় বুঝি, শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা —
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে
বুঝিতে পারিনি তাহা যৌবন কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়,
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়,
তবে সত্যবলে কিছু নাই এ ধরায়,
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস,
হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া করিত প্রকাশ,
সে কি কপটতাময়? কখন কখন নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস?
ওকথা বোল না তারে, সে কভু কপট নারে,
আমার কপাল দোষে চপল সেজন,
প্রেমমরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনারি মন।"

অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতে হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে তাহারা ভালবাসিতেছে। তাহারা মনে করে এই ভালবাসা পাওয়ার অভাবেই তাহাদের যত কষ্ট; এই ভালবাসা পাইলেই তাহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। ভালবাসিবার একটু অবসর পাইলেই ইহারা মনের আবেগে আহ্লাদে তাড়াতাড়ি মনেরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকল ইচ্ছার প্রস্রবণী খুলিয়া দেয়; অন্যের হৃদয়ে যে ভালবাসা টুকু জন্মিয়াছিল তাহাও একেবারে ধৌত করিয়া কোথায় ভাসাইয়া দেয়। এইরূপে তাহারা যত দিন ভালবাসা না পায় ততদিন তাহাদের মন এক রকমে ব্যাপৃত থাকে; কিন্তু ভালবাসা পাইলেই তাহাদের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে যে, এখনও সেই সর্ব্বগ্রাসী অভাব বিকট বদন বিস্তার করিয়া বুকের উপর বসিয়া আছে। তাহারা মনে করে আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহাদের দোষেই আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না; তাহারা মনে করে যদি এইরূপ না করিত তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম ও কোন কথা কহিবার থাকিত না; যাহাদের ভালবাসা ইহারা অনুগ্রহ মনে করে তাহাদের ভালবাসা পাইলেই বা তাহাদের ভালবাসি বলিয়াই তাহারা

সুখী। যথার্থ যাহাদের ভালবাসিলে ইহাদের সুখ হইবে তাহাদের ইহারা ভালবাসিতে পারে না। সন্ধ্যা বেলা যখন একলা নির্জ্জনে বসিয়া উদাস হইয়া অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে থাকে তখন কেহই ইহাদের দোসর হয় না; কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের পাশে বসিয়া সান্ত্বনা দেয় না। যখন নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সমস্ত পৃথিবী হাসিতেছে, চন্দ্রকিরণে হাসিতেছে, তখন কি এমন একটি হৃদয়ও কি নাই যাহারা ইহাদের জন্য এক বিন্দু, এক বিন্দুমাত্রও অশ্রু বিসর্জ্জন করে?

আর একপ্রকার লোক আছে তাহারা দুঃখ বড় ভালবাসে। যদি তাহারা নন্দন-কাননে অপার আনন্দরাশির মধ্যেও বর্দ্ধিত হয় তথাপিও তাহারা নিজ অবস্থা ভুলিয়া দুঃখ করে; নিজের প্রকৃত অবস্থা অন্যকে কোনপ্রকারে জানিতে দেয় না। যখন তাহারা আহ্লাদ-আমোদে উন্মত্ত, তখন যদি কেহ তাহাদিগকে বলে যে তোমরা বড়সুখী তখনি তাহারা তাহাদের মনের প্রকৃত অবস্থাকে ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠে—

যদিও বা ত্যজি বিবাদের আশা,
যখন গভীর রাতি,
হাসি আলাপেতে থাকি নিমগন
আমোদ প্রমোদে মাতি,
তবুও সে ভগ্ন প্রাসাদের মত
লতায় পাতায় পোরা
বাহিরেতে তার হরিত নবীন
ভিতরেতে ভাঙ্গা চোরা।

একরূপ লোকের সুখ সংসারে নাই, ইহারা ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়াছে, ভগ্ন হৃদয় লইয়া বর্দ্ধিত হইয়া ভগ্ন হৃদয় লইয়া জীবন ত্যাগ করে; এমন ভগ্ন হৃদয়ের সুখ পৃথিবীতে নাই, স্বর্গেও নাই। আমার দুঃখ তাহাদের মতন নহে। তাহাদের দুঃখ হইতে আমার দুঃখ অনেক প্রভেদ, তাহাদের দুঃখ কাল্পনিক, আমার দুঃখ আন্তরিক। তাহারা সংসার লইয়া কাঁদে আমি সংসার হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, আমার সহস্র জ্বালা বুকের উপর নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে তাহাদের এক জ্বালা (বিশ্বাসের অথবা ভ্রমের জ্বালা) মনে রহিয়াছে। তাহারা কাঁদে

আশার সুবর্ণ সিন্ধু,
হৃদয় গগন ইন্দু,
হৃদয় জুড়ান ধন—প্রেম পারাবার,
অমলিন অনাঘ্রাত,
রজত কৌমুদী স্নাত,
প্রাণের জীবন্ত মণি লাবণ্যের হার;
প্রেয়সি আমার!
ছাড়িয়ে এসেছি তো'মা দূর দেশান্তরে,
হৃদি বলিদান দিয়ে,
প্রাণ রত্ন বিসর্জ্জিয়ে,
জীবনের সুখ-ছবি ডুবায়ে সাগরে।
কেন—হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
তুলিতেছে বারে বারে,
শারদ বাসন্তী শোভা কলঙ্ক বিহীন?
সেই সরলতা ময়,
কুটীরের কুবলয়,
প্রীতি মাখা স্থির দৃষ্টি নয়ন নলিন?
কেন—চিত্ত স্রোত পারাবার,
উচ্ছ্বাসিত অনিবার,

হৃদয়ে উঠিছে কেন অক্ষুন্ন তুফান ?
কেন সদা—চিন্তার তরঙ্গ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়,
ভেঙ্গে যায় জীবনের সুখের কানন ?
কল্পনা বিমল জলে,
প্রতিবিম্ব পলে পলে,
দীপ্ত ভাস্কু ভাঙ্গা রশ্মি নবীন কিরণ
উঠিতেছে ভাসিতেছে হৃদয়ে আমার ?

এইরূপ দুঃখেই তাহাদের প্রাণ দগ্ধ হয়; ছিন্ন ভিন্ন হৃদয় লইয়া তাহারা কিছুদিন পৃথিবীতে থাকে, তৎপরে সংসার-লীলা সম্বরণ করে। তাহাদের জীবন উদ্দেশ্যরহিত অসার জড় পদার্থ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ লোকের কথার জন্য "মনোবিকার" নহে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণ প্রায়।

১

আমি যে কাতর প্রাণে সে কি তাহা জানে?
যদি জানে, সে কি তায় ব্যথা পায় প্রাণে ?
যে জন না ফিরে চায়,
মূঢ় মন তারে চায়,
কি বিপদ-গত ধাতা করিলে আমায়,
বাঁধি মন বালির সে বাঁধ বাঁধা প্রায়।

২

সে আগ্রহ, সে ব্যগ্রতা, যতন, তোষণ,
সকলি চাতুরি আমি কি জানি তখন!
সরল প্রেমেতে মন
করিয়াছি সমর্পণ,
এবে চিত অবারিত প্রবাহিত তায়,—
জলনিধি অভিমুখে নদীগতি প্রায়।

৩

কোথা বিদ্যা কোথা বুদ্ধি হা কোথায় জ্ঞান!
এসো এসো এ বিপদে কর পরিত্রাণ।
তোমা সবে সযতনে,
সেবিয়াছি কায়মনে,
কোন উপকার আমি লভিলাম তায়,
পলাইলে সবে ফেলে কাতর দশায় ?

৪

হে মন! মহত্ত্ব গুণ হারালে কেমনে ?
উঠ উঠ অতি লাজ এমন পতনে,
ধৈর্য্য যষ্টি করে ধরি,
এ ক্ষীণতা পরিহরি,
মহাজন পথে মন কর বিচরণ,
স্বপনে না জানি হবে তোমার এমন!

৫

হায় হায় বৃথা যত্ন বৃথা নিবারণ,
হৃদয় ব্যথায় করে হৃদি বিদারণ,
নাই কোন পাপ আশা,
চায় মাত্র ভালবাসা,
কেন তবে ধর্ম্ম ভয়ে ভীত হবে মন ?
ভালবাসা পাপ হেন কোথায় লিখন ?

৬

অপূর্ব্বরচনা মুখ নিরখিব তার,
নিরখিব ওষ্ঠপুটে হাসির সঞ্চার,
বসিব সে বসে যথা,
শুনিব মধুর কথা,
কাটিব সময়, তারে তুষিতে যতনে,
নিরখিব নৃত্য লোল বিশাল নয়নে।

৭

বহুজনে দেখে তারে দোষ নাই তায়,
কেবল কি দেখা দিতে নিষেধ আমায়?
কথা কয় অন্য সনে,
দোষ মম আলাপনে?
এত দিন এসবে না দোষ ছিল হায়,
মূল কথা এখন না মন আর চায়।

৮

ধিক্ মন শতধিক্ দিই হে তোমায়,
এমন ভুলিলে তুমি নারীর ছলায়?
প'ড়োনি কি শাস্ত্রে তুমি,
নারী অবিশ্বাস ভূমি,
কপটতা-পেটিকা মায়ার নিকেতন,
প্রয়োজন যায় তার সেই প্রিয়জন।

৯

কতমত কব পরে উপদেশ দান,
নিজ কার্য্য কালে মন হারাইলে জ্ঞান?
গুরুভাবে ভাবে যারা,
ছি, ছি, কি বলিবে তারা,
হেন ব্যবহার তব সমুচিত নয়,
না থাকে অধর্ম্ম আছে অপযশ ভয়।

১০

অস্ত্রাঘাত অঙ্গে কভু না লেগেছে যার,
ক্ষত চিহ্ন দেখে হাসি পেতে পারে তায়,
গভীর গভীর অতি,
হয়েছে অস্ত্রের গতি,
অস্থি ভেদি মর্জ্জা মাঝে পশিয়াছে ধার,
সাধ্য নাই এ বেদনা বারিতে আমার!

১১

হাস্য মুখ লোক, রক্তনেত্র বিধাতার,
বিকট নরকানল হৃদে আপনার,
তবুতো অবোধ মতি,
ছাড়ে না আপন গতি,
আমি কি করিতে হায় পারি প্রতিকার!
কি করিবে রোগী ঘোর উদয় বিকার!

১২

আমি কি স্বেচ্ছায় লই আপন যাতনা,
ইচ্ছায় কি চায় কেহ লোকের গঞ্জনা?
আমি কি কামনা করি,
ধর্ম্ম পথ পরিহরি,
ইচ্ছাসুখে কেহ কি কাঁদিতে কভু চায়?
কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণপ্রায়!

পিপীলিকার প্রতি উন্মাদের উক্তি।

ওহে! দাঁড়াও, দাঁড়াও; একটা কথা বলিব শুনিবে কি?—তোমরা শশব্যস্তে সারগাঁথিয়া কোথায় চলিয়াছ ভাই? এমনি অপূর্ব্ব ঐক্যতা, এমন একাগ্র অধ্যবসায় কোথায় শিখিলে, কোথায় পাইলে? একবার দাঁড়ালেও না, একবার কথাগুলি —আমার মনের কথাগুলি শুনিলেও না? তোমাদের দোষ দিতে পারি না— জীবলোক মধ্যে এটী তোমাদের বর্ণগত প্রকৃতি। এক্ষণে স্বকার্য্য উদ্ধারে নিরত; কার্য্য সমাধা না হইলে, কাহারও কোন কথা শুনিবে না— কাহারও নিকট প্রকৃত কথা ভাঙ্গিয়া বলিবে না। যাও, যাও— সাধ মিটাইয়া চলিয়া যাও; আমার কথা আমি বলিতে ছাড়িব না। ওহো! বুঝি বাছি আর বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না;

—কোথায় সুমিষ্টের সন্ধান পাইয়াছ—তাই—এত উৎসাহ—এত দ্রুতগতি—এত আমার কথায় অনাস্থা! যদি কণামাত্র মধু তোমাদের সম্মুখে রাখিতে পারিতাম, যদি তোমরা একবার তাহার সন্ধান পাইয়া রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হইতে—তাহা হইলে কি আর চলিয়া যাইতে মন উঠিত? —তোমাদের এই গুণটী বেশ আছে! অতল-ধরণী-গর্ভে, উত্তুঙ্গ-গিরি-শিখরে অথবা শত-সহস্র-যোজন-বিস্তৃত সমুদ্র-পারেও যদি সুমধুর সন্ধান পাও, তোমরা সেই ভোগ্য বস্তুর সঞ্চয়-মানসে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া, প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, অকুতোভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার উদ্দেশে ধাবমান হও। তোমরা বহুরূপী—জলে, স্থলে ও শূন্যে সর্ব্বত্রই তোমাদের গতিবিধি! পক্ষোদ্ভেদ হইলেই আকাশে উড়িতে একান্ত উৎসুক হও—জলে ভাসিতে হইলে বৃক্ষ পত্রাদিকে নৌকারূপে পরিণত কর। তোমাদের কৌশলকে বলিহারি যাই!—অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কেমন ধীরে ধীরে আসিয়া গাত্রে সুকোমল কর-সঞ্চালনে অতুল সুখে দেহ কণ্টকিত করিয়া দাও—আর যখন দেখ যে মধু নাই কি মধু লাভের প্রত্যাশা নাই, তখন কেমন কুট্ করে হুল ফুটাইয়া দাও—দংশনের চোটে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে, বিবিধ অঙ্গভঙ্গি পরিপূর্ণ রহস্যজনক তাণ্ডবের ঘোরঘটা পড়িয়া যায়! তোমরা অপমান সহ্য করিতে পার না—একথা মানি। কিন্তু যখন কেহ অনবধান বশতঃ তোমাদের ক্রোধরূপে দলিত বা উত্তেজিত করে, তখনও ত তোমাদের ক্রোধের সীমা থাকেনা?—সেই নিরপরাধ হতভাগ্যের নিস্তার নাই—তোমরা যে যেখানে থাক, সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ বাহির কর? লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে তৈল তোমাদের বিষ-ক্ষয়ের মহৌষধ, তৈল দিতে পারিলেই তোমরা জড়সড়-তোমরা নিস্তেজ; কিন্তু তাহা মর্দ্দন করিলেও সম্পূর্ণ বিষের শান্তি হয় না, কেবল পীড়িত ব্যক্তির অঙ্গ তৈলাক্ত হয় মাত্র! তোমরা মনুষ্য নও, নতুবা নিরপরাধের প্রতি কি তোমাদের এরূপ অমানুষিক আচরণ হইত—তোমাদের বাসস্থান ভূগর্ভনিখাতে কি বৃক্ষ কোটরে হইত? একটা কথা এই সময়ে মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা রাক্ষস না বানর? কেহ বলে তোমরা লিলিপটীয় রাক্ষস কেননা তোমাদের আহারে বিচার নাই, সময় বুঝিয়া গো মনুষ্য মেষ পক্ষী ইত্যাদি যাহা পাও তাহাই ভক্ষণ কর—সুরস পাইলেই—মুখে ভাল লাগিলেই হইল। আবার কেহ বলে তোমরা খর্ব্বাকৃতি বানর —কেননা তোমরা অনায়াসে বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতে পার—রম্ভাদি ফল খাইতে অতিশয় ভালবাস। আমার একথা বিশ্বাস হয় না যেহেতু তোমরা লাঙ্গুলহীন তবে উভয়জাতির ভিন্ন ভিন্ন গুণ যে কিয়ৎ পরিমাণে একাধারে সন্নিবেশিত—এ কথা স্বীকার করি। আমি তোমাদের সমাজগত একটী উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাই—উন্নতি কি অবনতি ঠিক বলিতে পারি না, লোকে

বলে, শুনিতে পাই যে সেটী সভ্যতার সোপান—স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই প্রথাটী তোমাদের সমাজের প্রচলিত থাকাতে তোমাদের বিশেষ উপকার দর্শে কি?—আমি ত দেখিতে পাই তোমরা নানা বিষয়ে নানারূপে স্ত্রীগণের সাহায্য প্রাপ্ত হও। দেখ যেন এ প্রথা কদাচ বঞ্চিত হয়না—সাবধান—সাবধান—নতুবা ভয়ানক গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিবে কি? তোমর ভাই। ধাওয়া পিপীলিকাগুলিকে দেখিতে পারনা কেন—তোমাদের নিকটে আসিতে দাও না কেন? উভয়েই একজন মহাপুরুষ সৃষ্ট: ভ্রাতৃবোধ না করিয়া তাহাদের পর ভাবিয়া সমীপবর্ত্তী হইলেই তর্জ্জন করিয়া উঠ—তাহাদের তাড়াইয়া তাহাদেরই প্রিয়বস্তু অনায়াসে ভোগ কর—ইহা ন্যায় বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ। তোমাদের একরূপ প্রবৃত্তি কেন?—বুঝিয়াছি তাহারা ক্ষীণবল ও বিষহীন, তাই তাহাদিগের উপর তোমাদের এত অত্যাচার। ঐ যা:—ইতিমধ্যে সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কার কথা কেই বা শুনে! ভাল পুনরায় যদি সাক্ষাৎ হয়, প্রশ্নোত্তর না শুনিয়া ছাড়িব না।

—০—

সংসার চিন্তা।

এই বিস্তীর্ণ সংসারক্ষেত্রে এক সময়ে কতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটিতেছে। তুমি হাসিতেছ, শ্যাম কাঁদিতেছে। আমি স্বজন সহবাসে অতুল সুখভোগ করিতেছি, তুমি প্রিয়বিয়োগে বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তা সাগরের এক একটী ঊর্ম্মি গণনা করিতেছ। আমি পুত্র মুখ দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইলাম, তুমি একমাত্র পুত্র শোকে দুঃখের অতল আবর্ত্তে নিমগ্ন হইতেছ। কিন্তু কে কাহার খোঁজ রাখে? আমার আহ্লাদের অংশ তুমি পাইতেছ না, তোমার শোকের অংশ আমি লইতেছি না। যে যার আপন উল্লাসে হাসিতেছে, আপন শোকে কাঁদিতেছে, আপন ভাবনাই ভাবিতেছে।—কে একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দেখিতে আসিতেছে যে আমি কি ভাবিতেছি? কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়াছে?

এহৃদয়ে চিন্তা কিসের? সংসারের?—সংসার কি? তাহার পরিণামই বা কি? তাহা আমিও যেরূপ জানি তুমিও সেইরূপ জান। তুমি আমি যেরূপ জানি তদপেক্ষা আর কেহই জানেনা। কেবল এই চিন্তাতেই মনখানি মগ্ন হইতেছে। এই চিন্তা—যাহার শয্যায় আরামে সুখ নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই, আহারে তৃপ্তি নাই, বিহারে আরাম নাই—এমন চিন্তা কিসের জন্য? লোকে অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া থাকে; ইহাও কি আমার সেই চিন্তা? অর্থ কি? তাহার জন্য আবার চিন্তা কি? অর্থ লইয়া পৃথিবীতে কি হইবে? বুঝিয়াছি; এ পৃথিবীতে—এ অর্থলোলুপ সংসারে অর্থ লইয়াই সব; অর্থের জন্যই আত্মীয়তা, অর্থের জন্যই সোহাগ, অর্থেই সুখ, অর্থেই স্বচ্ছন্দ। অর্থ দ্বারা বন্ধুতা আত্মীয়তা সমস্ত ক্রয় করা যায়। তাই অর্থ লইয়াই বুঝি সংসার?

আমার এ চিন্তা কিসের? তাহা কে বুঝে? তাহা যদি আর কেহ বুঝিত, এই সংসারে—অন্ধ সংসারে—যদি একজনও পিশাচী চিন্তার নরক আবাসে—আমার মনোমধ্যে—একবার প্রবেশকরিয়া দেখিতে ইচ্ছাও করিত, তাহা হইলে কি আমি রাত্রি নাই দিন নাই সময় নাই অসময় নাই কেবলই এইরূপ বসিয়া বসিয়া এই ভাবনাই ভাবিতাম? এ বিস্তীর্ণ সংসারে সকলে স্বার্থ লইয়াই বিব্রত। আমার এমনই বিপদ যে জীবন পর্য্যন্ত সংশয়। তুমি কি ভ্রমেও একবার আমার জন্য ভাবিয়া থাক?—আমার বিপদে বিপদ

বোধ কর? আমায় বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা পাও? আজ আহারাভাবে আমার নাসিকাগত প্রাণ, তুমি ভুলিয়াও কি মুষ্টিমিত আহার্য্য দিয়াও আমার প্রাণ রক্ষার প্রয়াস পাইবে? আজ আমার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে তুমি অনায়াসে জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছ, চক্ষু চাহিয়াও মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছ, সামান্য অকিঞ্চিৎকর সুখের অনুরোধে প্রচুর অর্থ অপব্যয় করিতেছ তথাপি আমায় এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, আমার জীবন রক্ষার জন্যও কি তোমার বিপুল রত্নাদির অংশ দিয়া থাক? এ সংসার শ্মশান স্বার্থান্বেষী পিশাচগণের স্বার্থাভিনয়ের রঙ্গস্থলমাত্র। ইহারই চিন্তায়—এই পোড়া সংসারচিন্তাতেই আমি পাগল। ইহারই জন্য আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছি। এই সংসার চিন্তার অনুরোধে পরম কারুণিক পরমেশতত্ত্ব একবার ভ্রমেও ভাবিনা—ভাবিতে চাইনা। কি আশ্চর্য্য! মন! এ অসার চিন্তা দূর কর। আর সংসারচিন্তা করিব না।

না, এ পোড়া মন আমার কথা শুনিল না; পাগল ঘোড়া কখন চালকের বশবর্ত্তী হয় না। আমার মনও বুঝি তাই? নতুবা আবার কেন সেই যন্ত্রণাময় নরকের পূর্ণ চিত্র আমার সম্মুখে ধরিতেছে? আবার কেন সেই জ্বলন্ত সংসার চিন্তায় আমারে দগ্ধ করিতেছে? বুঝিলাম এ চিন্তা হইতে অব্যাহতি নাই। আমি যত মনে করি অসার সংসারের ভাবনা আর ভাবিব না ততই যেন আমার অজ্ঞাতসারে সেই সংসারচিন্তা আসিয়া মনকে—এই অল্প পরিসর কক্ষটীকে—অধিকার করে। এ চিন্তা এ কক্ষ হইতে অন্তরিত করে এমন সাধ্য এমন ক্ষমতা কি কাহারও নাই?

এ পৃথিবীতে বিশ্বাস কাহাকেও নাই। যখন মনকেই বিশ্বাস নাই, মন যখন আমার কথা শুনেনা, সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দিয়া কোথায় পলাইয়া যায়, তখন আর এ সংসারে কাহাকে বিশ্বাস? আজ তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর, কত লোকে বিশ্বাসের ছদ্মবেশে আসিয়া তোমার প্রিয়পাত্র তোমার বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করিতেছে, তুমি নির্ব্বোধ, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিলে; তাহারা সুযোগ পাইবামাত্র কাল তোমার সর্ব্বনাশ করিল, তোমায় পথের ভিখারী করিল। আজ যে রাজা কাল সে ভিখারী, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র, আজ যে স্বাধীন কাল সে পরাধীন হইতেছে কিসের জন্য? কেবল বিশ্বাস বিক্রয়—বিশ্বাসঘাতকতারই জন্য।

দূর হউক ছাই, এ অত্যাচার আর সহ্য হয়না! এ সংসারে অত্যাচার ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই? মন! আমি তোমার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী, তবে আমার হৃদয় যাহাতে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যায় তুমি তাহাই কর কেন?—সেই সংসার চিন্তাতেই তুমি এত ব্যস্ত কেন?—না তোমারই বা দোষ কি? যে পাপ সংসারের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—যেখানে তোমার বাস অত্যাচার সেখানে রাজা, রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারিতা। আমি নির্ধন তুমি ধনবান্, আমি দুর্ব্বল তুমি প্রতাপশালী, আমি অসহায় তুমি সহায়সম্পত্তিশালী, আমি প্রজা তুমি রাজা, আমি কোনমতে তোমার সমকক্ষ নই; তাই বলিয়া তুমি আমার উপর অত্যাচার করিবে? তুমি একবার ভ্রমেও ভাবনা যে তোমার আত্মা তোমার প্রাণের যত মূল্য আমার আত্মা আমার প্রাণের মূল্যও তদপেক্ষা ন্যূন নহে? তোমার রক্তবিন্দুর তোমার অস্থিমাত্রের যত মূল্য আমারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে? তবে তুমি আমার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার কেন করিবে?

মন! চল, এই বেলা ফিরিয়া যাই। অর্থ লোলুপগণের ঘৃণিত পাপাচরণ, স্বার্থান্বেষীদিগের পাষাণহৃদয়, বিশ্বাসঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরিকা ও অত্যাচারীর বিষদংশনের ঘোর বিভীষিকাময় দৃশ্য—এসংসার—এনরককুণ্ড আর দেখিতে চাইনা।

আলস্য ও তাহার অপকারিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যদি ইহাও হয় যে অব্যাঘাতে সংকল্পিত কার্য্য সকল সময়েই সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তথাচ প্রতি কার্য্যই অবিলম্বে নিষ্পাদন করা উচিত। যে ভৃত্যকে বহু কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে, সে উপস্থিত কার্য্য অতি সত্বর নিষ্পন্ন করিতে উদ্যোগী হয়, যেহেতু সে তদ্দ্বারা অবশিষ্ট অন্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমিও আপনাকে ভৃত্য বলিয়া জ্ঞাত হও, প্রভু অনেক কার্য্যের ভার তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন, তুমি তাহার একমাত্রের সংকল্প মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কিরূপে প্রভুর সন্তোষ ভাজন হইবে ও কিরূপে তাঁহার ভরণ পোষণ লাভ করিবে। এসমস্ত ইহ সংসারের প্রত্যক্ষ নীতি, ইহা অবলম্বন না করিলেই দুঃখের ভাজন হইতে হইবে। এতৎবিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রীগণের একটী গুপ্ত সংস্কার আছে, অন্যান্য পাপ সংস্কারের ন্যায় তাহা সমাজে বলিবার উপযুক্ত নহে। তাঁহারা মনে করেন নরের কর্ত্তব্য কার্য্য যদিও প্রচুর কিন্তু তাহা ব্যগ্র হইয়া নিষ্পন্ন করিবার প্রয়োজন কি? নরের জীবনও শত বৎসর নিতান্ত সংকীর্ণ নহে। কি আশ্চর্য্য! জনমণ্ডলী এক বাক্যে যাহার সংকীর্ণতার কারণ বিলাপ করিয়া থাকে, দীর্ঘসূত্রী স্বীয় [illegible]ভ্যাসের পোষকতার কারণ সেই নরের আয়ুকেও মনে মনে দীর্ঘ ব[illegible] বিশ্বাস করেন। আলস্য তাঁহার কর্ণে যাহা বলে তিনি তাহাই প্রত্যয় করেন, তাহার নিষেধ পালন করেন কাহারও নিকট তাহার সত্যাসত্যের প্রশ্ন করেন না। তিনি স্মরণ করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন স্বয়ং দীর্ঘসূত্রীও সময়ে সময়ে জীবনের সংকীর্ণতার চিন্তায় দীর্ঘকায় ত্যাগ করিয়াছেন। নরের আয়ু অতি দীর্ঘ হইলেও শতাব্দাধিক অনুমান সঙ্গত নহে। দিন গণনায় সে শত বৎসর দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে কিন্তু নরের কর্ত্তব্য কার্য্যের তুলনায় তাহা নিতান্ত অল্প। যদি প্রতিদিন এক এক [illegible] কার্য্য নিঃশেষিত করা যায় তথাচ শতবৎসর কালের মধ্যে সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবার নহে। তবে সে দীর্ঘ আয়ুতে কিরূপে নির্ভর করা যায়? বিশেষতঃ সেই শত বৎসর পূর্ণ আয়ু আমি লাভ করিব, একথা নিঃসংশয়ে কে বলিতে পারে? [illegible] ক্ষীণ প্রদীপ প্রতি ফুৎকারে নির্ব্বাণ [illegible] হইতে পারে, ঝটিকা মধ্যে [illegible] ত্বের বিশ্বাস কি? আহা[illegible] ভ্রমণের প্রতি পাদবিক্ষেপে [illegible] অবস্থিত থাকিতে পারে। যদি [illegible] প্রমাণ বিরুদ্ধে ইহাও স্বীকৃত হয় যে প্রতি ব্যক্তিই শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিবে তাহাতেই বা কি হইতে পারে? বাল্যে[illegible] জড়তা, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতাতেই [illegible] ত্রিশ বৎসর পর্য্যাপ্ত হয়, পরে অ[illegible] কাল হইতে রোগ নিদ্রা আহার স্নানা-

দিতে যাঁহা অধিকার করে তাহা পরিত্যক্ত হইলে সূক্ষ্ম দর্শনে নরের পরমায়ু দশ বৎসরের অধিক আর লক্ষিত হইবে না। অতএব হে শতাব্দিবাদিন্! তোমার ভ্রম সংশোধন কর। আয়ু সম্বন্ধে তুমি অব্দ শব্দ ত্যাগ কর, ক্ষণবাদী হও, যেইক্ষণ জীবিত রহিয়াছ সেইক্ষণই তোমার পরমায়ু, তদতিরিক্ত কালে নিরাশ হইবার আবশ্যক নাই কিন্তু নির্ভর করিওনা। যে কর্তব্য কার্য্য সাধনের সময় তুমি প্রাপ্ত হইবে না তাহার অকরণ কারণ তুমি দোষ ভাজন হইবে না, কিন্তু সময় পাইয়া যে কর্তব্য সাধন করিবে না, তাহার কারণ নিশ্চয় বিচারিত হইবে। অতএব কর্তব্য কার্য্যের বাহুল্য, জীবনের কার্য্যক্ষম কালের স্বল্পতা, প্রতিক্ষণ মৃত্যুর সম্ভাবনা, কার্য্যের সুযোগ সমূহের অনিশ্চিততা, এসকল যিনি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তিনি কখনই কার্য্য নিষ্পাদনে কাল গৌণ করিবেন না।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে অনেক কার্য্য সম্পাদনার্থে কাল প্রতীক্ষার আবশ্যক হয়। যাহা এক্ষণে চেষ্টিত হইলে ফলপ্রদ হইবে না তাহা পরক্ষণে হইতে পারে, যে বীজ বিদ্যমান ঋতুতে বপিত হইলে বিনষ্ট হইবে আগামী ঋতুতে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে; কিন্তু এই সুযোগ প্রতীক্ষার সহিত দীর্ঘসূত্রতা দোষের বিস্তর বিভিন্নতা। সুযোগ প্রতীক্ষা কার্য্যসাধনের চেষ্টা বিশেষ, দীর্ঘসূত্রতা একপ্রকার কার্য্যের বিস্মৃতি। সুযোগ প্রতীক্ষা বিবেচনা হইতে উৎপন্ন, দীর্ঘসূত্রতা আলস্যের অপত্য। যিনি সুযোগ প্রতীক্ষা করেন, তিনি কার্য্যের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকের প্রতিকার করেন, যিনি গতিক্রিয়া করেন তিনি কার্য্যের সুযোগ সমূহে বঞ্চিত হইতে থাকেন। সুযোগ অনুসন্ধানকারীর অন্তরে অনিষ্পন্ন ক্রিয়ার অনুরাগ আশাযোগে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, দিন দিন দীর্ঘসূত্রীর কার্য্য লালসা শিথিল হইতে থাকে। অতএব চাতুরী সহকারে যদিও দীর্ঘসূত্রকে সুযোগপ্রতীক্ষারূপে কেহ অন্যের নিকট প্রতীয়মান করে করুক, তাহাতে তাহার স্বীয় চিত্ত অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তির বিচার সন্তুষ্ট হইবে না। নিতান্ত সুযোগ প্রতীক্ষাও আলস্য ভিন্ন অন্য নহে। যে প্রতিবন্ধক এক্ষণে যত্ন দ্বারা অতিক্রম করা যাইবে না সময়ান্তরে তাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নিশ্চিত হইলে তদর্থে কালযাপন করা সুযোগানুসন্ধান বটে, কিন্তু যে কার্য্যের প্রতিবন্ধক যত্ন দ্বারা সম্প্রতি দূরীভূত হইতে পারে, তাহার কারণ কালযাপন আলস্য ভিন্ন আর কি? যিনি কিছুমাত্র আয়াস বিনা কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিলাষে কাল প্রতীক্ষা করেন, তিনি স্রোত বেগে নদী শুষ্ক হইলে পদব্রজে পার হইবার লালসাবিশিষ্ট পান্থের ন্যায় ব্যবহার করেন। সংসারে কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ অনায়াসে নিষ্পাদন হইবার নহে: অতএব যে কার্য্যের প্রতিবন্ধক সম্প্রতি যত্নে অপনীত হইতে পারে তদর্থে আর কালবিলম্ব করিবে না, অগৌণে তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইবে।

সংকল্পিত কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি একটী প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় তোমাকে

বিদিত করিতেছি। দূর হইতে সকল বস্তুই পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হয় কেবল উদ্দেশ্য কার্য্যই দূর হইতে পরিমাণাপেক্ষা বিপুল বলিয়া বোধ হয়। তুমি যত তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে বুঝিতে পারিবে যেরূপ অনুমিত হইয়াছিল সে তাদৃশ বিশাল নহে। যাহা পূর্ব্বে বিপুলায়তন বোধ হইয়াছিল, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে সে করপুটগত হইবে। এই ভ্রমের বিষয় তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

এক্ষণে অন্য প্রকার আলস্যের বিষয় বিবেচ্য। তুমি দেখিয়া থাকিবে নিষ্কর্ম্মা অথবা দীর্ঘসূত্রী নহে, বরঞ্চ অপেক্ষাকৃত অধিককাল কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তথাচ সে সকল ব্যক্তিকে লোকে আলস্যাক্রান্ত বলে। অন্যের এক দিবসের কার্য্য তাহারা দশ দিবসে করিবে অন্যের এক দিবসের পথ দশ দিবসে পর্য্যটন করিবে। শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ যে সকল ব্যক্তির এরূপ অবস্থা, তাহারা অবশ্যই ক্ষমার পাত্র, কিন্তু শক্তি স্বত্ত্বে যাহাদিগের কার্য্যের বেগ এরূপ শিথিল তাহারা অলস অপবাদ হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? ইহাদিগের কার্য্যের প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা কার্য্যের পরিচালক নহে, কার্য্যই ইহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। ইহারা পর্য্যটন পরায়ণ বটে, কিন্তু কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনার্থে পর্য্যটন করিতেছে তাহা প্রতীয়মান হয়না। কার্য্যের চরম দর্শনের যে এক স্বাভাবিক অনুরাগ তাহা এ প্রকারের ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ কি? আমার দর্শন ও বুদ্ধিতে এই মীমাংসা হয় যে কারণ বশতঃ অনিচ্ছা সহকারে ফলহীন কার্য্য মন্দভাবে নিষ্পন্ন করিতে করিতে দীর্ঘ চর্চ্চা অভ্যাসে পরিণত হয়, পরে সে অভ্যাস ফলজনক কার্য্য নিষ্পাদনেও প্রভবিত হইতে থাকে। প্রত্যুত যে কোন কারণ হইতে এরূপ অভ্যাস উদ্ভূত হউক ইহা আলস্যের ভাবান্তর মাত্র। যে ব্যক্তি শরীর পরিচালিত করে না ও যে ব্যক্তি উচিত বেগে পরিচালিত করে না, ইহাদিগের যে বিভিন্নতা সে মাত্রাগতমাত্র। কর্ম্ম হইতে দুই প্রকার শারীরিক সুখ লাভ হইয়া থাকে, একপ্রকার অঙ্গচালন জন্য, অপর প্রকার যথোচিত চালনান্তে বিরামজাত। কর্ম্মের এই উভয় প্রকারের সুখই এরূপ কর্ম্মীগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, যে কিছু অরুচি সহকারে নিষ্পাদিত হয় তাহার উপকার লাভ হয় না, অরুচির আহারে শরীর পুষ্ট হয় না। কথিত ব্যক্তিগণের অঙ্গচালনা অরুচি বা অনিচ্ছা সহকারে নির্ব্বাহিত হয় সুতরাং তাহার উপকার যে কায়িক স্ফূর্ত্তি তাহাও তাঁহাদিগের লাভ হয় না, দ্বিতীয় বিরামের সুখ আস্বাদন করিবার সুযোগ তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন না, যেহেতু তাঁহাদিগের কার্য্য কথনই নিঃশেষ হয় না। এক কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার অগ্রে অপর কার্য্যের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। দন্ত ধাবন করিতে তাঁহাদিগের স্নানের, স্নান করিতে আহারের, আহার করিতে শয়নের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং বিরাম কোথায়? খরতর মরণও ভাল,

অস্মদ্দেশীয় এতৎপ্রবাদ বাক্য বোধকরি তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমাদিগের আলোচ্য দুরভ্যাসের নিন্দাসূচক এরূপ ন্যায়সঙ্গত সুরচিত বাক্য প্রায় আর দ্বিতীয় শ্রুত হয় না। বস্তুতঃ মরিবার সময়ে কাল বিলম্ব করাও নিন্দনীয় হইয়া থাকে, যদিও সে কার্য্যে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্তৃত্ব নাই বটে। দীর্ঘকালীন হইলে এরূপ আলস্যের প্রতিকার দুঃসাধ্য। যাহাদিগের বয়ঃভানু অপরাহ্ণগত, তাহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ অভ্যাস নিতান্ত দুস্ত্যজ্য হইয়া উঠে, যেহেতু মন্দ অভ্যাস বয়সের মন্দতা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে থাকে। এতৎদ্বারা ইহাও বোধগম্য হইবে যে,স্থবিরাবস্থায় হেয়তার একটি প্রধান কারণ যে বেগ মান্দ্য, বর্ণিত ব্যক্তিরা আপন ইচ্ছায় তাহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব অভ্যাসের প্রভাব অকথ্য। যাহা উক্ত হইল তদ্দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে একবার এরূপ অভ্যাসের বশীভূত হইলে আর তাহাকে ত্যাগ করা যায় না। কি যুবা কি প্রাচীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে ত্যাগ করিতে পারেন না এরূপ দুরভ্যাস প্রায় লক্ষ্য হয় না এবং সান্নিধ্য ও দূরবর্ত্তী সমুদয় অনিষ্টের স্বরূপ সংস্কার দুরভ্যাস বর্জনের প্রতিজ্ঞার একমাত্র নিদান। আলোচ্য দুরভ্যাস দুস্ত্যজ্য বটে কিন্তু অত্যজ্য নহে।

এস্থলে আনুষঙ্গিক ভাবে অপর একটী দূষ্য বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। নরবুদ্ধি একপ্রকার অশুভ পরিহার করিতে অপর প্রকার অশুভ গ্রস্ত হইয়া থাকে। তুমি দেখিয়া থাকিবে কেহ কেহ কার্য্যকালে নিতান্ত ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়ে, তদ্দ্বারা হয় কার্য্যসম্পন্ন হয় না, অথবা যথাকালে সম্পন্ন হয়না,কিম্বা যথাকালে সম্পন্ন হইলেও সুচারুতার সহিত সমাপ্ত হয় না। এক হইতে শতাবধি অঙ্ক গণনার কালমধ্যে একটি সামান্যায়তন মোদক ভক্ষণের কৌতুকাবহ পণ অস্মদ্দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে লক্ষ্য হয় প্রতিজ্ঞারূঢ় ভক্ষয়িতা প্রায় পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কার্য্যপ্রকৃতিবিৎ কোন সুচতুর ব্যক্তি যে এরূপ ক্রীড়ার প্রণেতা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ণিতকাল মধ্যে মোদক ভক্ষণ অসম্ভাবিত কার্য্য নহে, নিরূপিতকালের ক্রমিক সংকীর্ণতায় সমনস্ক হইয়া ভক্ষয়িতা বিশেষ ব্যস্ত হওয়াতেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারে না। কার্য্যকালে এরূপ অশুভ ব্যস্ততার সামান্যতঃ তিনটি কারণ অনুভূত হয়। প্রথম কারণ অপটুতা। যিনি যে কার্য্যে অভিজ্ঞ ও দক্ষ নহেন, সে কার্য্য নিষ্পাদনকালে তাঁহার নিকট অতিশয় গুরুতর ও আয়াসসাধ্য রূপে প্রতীত হইয়া থাকে এবং তাহার প্রতিপদে স্বভাবতই তিনি ত্রুটির শঙ্কা করেন; সুতরাং প্রচুর ব্যস্ততার সঞ্চার হইয়া মহা অনিষ্টের উদ্ভব করে। যাহারা কার্য্য করিবার সাধারণ নিয়ম সমূহ জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগকে অপরিচিত কার্য্য নিষ্পন্ন কালে এই ব্যস্ততা বিভ্রাটগ্রস্ত হইতে হয় না, কিন্তু অন্যের পক্ষে অভিনব কার্য্য নিষ্পাদনের ব্যস্ততা ও তাহার মন্দ ফল অপরিহার্য্য। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে কার্য্য করিবার সময়ে ব্যস্ততা কেবল

কষ্টের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে এবং যাহার যে কার্য্য সাধনে কষ্ট বোধ হইতে থাকে তাহার দ্বারা সে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে নিষ্পন্ন হইবার নহে। কার্য্যের মাধুর্য্য অভ্যাসসম্ভূত অনায়াস হইতে উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় কারণ দূষ্য লজ্জা। এরূপ অনেক ব্যক্তি লক্ষিত হয় যে যাহাদিগের জীবনের প্রধান বিভ্রাট একমাত্র অন্যায় লজ্জা। তাহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সাহস সকলই প্রগাঢ় লজ্জাবরণে বিজড়িত। সে সমস্ত লোক লক্ষ্য ও ফলদায়ক হয় না। আমি এরূপ ব্যক্তি দেখিয়াছি যে অপরিচিত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সহসা স্বীয় নাম স্মরণ করিতে পারে না। অভিনব ব্যক্তির পরীক্ষায় কোন কোন বালক আশু মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে কিন্তু হয়ত সেই বালক প্রশংসিত অপর বালককে গোপনে অধ্যাপনে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তিরা আপনাদিগের ও সাধারণের সামর্থের পরিমাণ বিশেষরূপে বিদিত নহে। কার্য্যে পটুতা থাকিলেও ইহারা নিষ্পাদনকালে আপনাদিগকে সম্যকরূপ অক্ষম জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রতি পদে পদেই ত্রুটীর কল্পনা উদয় হয়, এবং চিন্তা প্রভাবে আকর্ষিত হইয়া অবশেষে ত্রুটিও দরশন দান করেন। এই অনিষ্টকর লজ্জার প্রকৃতি তুমি ইংলণ্ডীয় কবি কাউপরের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবে। আমার মন্তব্য এরূপ নহে যে প্রতি ব্যক্তিই সকল কার্য্যে আপনাকে সক্ষম জ্ঞান করিবে। কোন ব্যক্তি যাহাতে সক্ষম সে কার্য্যে আপনাকে অহেতু অক্ষম জ্ঞান করিয়া অবসন্ন হইবে না, ইহাই আমার হৃদয়ের ভাব। স্বীয় দৈর্ঘ্যাতিরিক্ত জলে কাহারই অবতরণ উচিত নহে কিন্তু কটি পরিমিত জলে নিমগ্ন হইয়া মরিবার আশঙ্কা ত্যাগ করাও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তৃতীয় কারণ ভ্রমাত্মক গর্ব্ব। দ্রুত কার্য্য সম্পাদন করা একটি গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু তাহাই কার্য্যের একমাত্র সমুদয় ও প্রধান গৌরব নহে। সুচারু সম্পন্নতাই কার্য্যের প্রধান প্রশংসার কারণ এবং তাহার সহিত ত্বরিৎ সম্পাদনের সংযোগ আদরণীয় বটে। চারু সম্পন্নতা ব্যতীত কেবল মাত্র ত্বরিত্ব কিরূপ,কেহ পাঠ করিতে পারে না এরূপ কদর্য্য ত্বরিৎ লিপি যেরূপ। তথাচ অনেকেই কেবলমাত্র ত্বরিৎ নিষ্পাদনের পক্ষপাতী: সুতরাং তাহাদিগের ব্যস্ততার কারণ সেই ভ্রমাত্মক গর্ব্ব। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাঁরা আপনাদিগের কৃতকার্য্যে বারম্বার লজ্জা প্রাপ্ত হয়েন তথাচ শিক্ষা লাভ করেন না।

চতুর্থ কারণ আলস্য। ইতিপূর্ব্বে কার্য্যের মন্দবেগকে আলস্যরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যস্ততার কারণের মধ্যে আলস্যের উল্লেখ দেখিয়া অসংলগ্ন হইল, আশু তোমার এরূপ সংস্কার হইতে পারে। বিবেচনা কর, কোন উদ্দেশ্য প্রমোদে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অচিন্ত্য কোন কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলে অগত্যা কিরূপে তাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। নিতান্ত বিরক্তির সহিত যত সত্বর যে ভাবে হউক সমাধা মতে নিবৃত্তি লাভ করিতে হয়। অতএব

কার্য্যের বিরক্তি হইতে যে ব্যস্ততার সঞ্চার হয় ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছ, কিন্তু অপর কারণের অভাবে কার্য্যে যে বিরক্তি বোধ হয় তাহার নাম আলস্য ভিন্ন আর কি? অনেক ব্যক্তি তোমার লক্ষ্যগোচর হইবে যে প্রয়োজনানুরোধে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে হয় কিন্তু তাহাদিগের অন্তরের অভিলাষ অন্যরূপ। অন্তর্গত আলস্যের সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্তি লালসায় তাহারা সকল কার্য্যই অসীম ব্যস্ততার সহিত নিষ্পাদন করে, এবং সেই ব্যস্ততাবশতঃই তাহাদিগের কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় না: অতএব এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে মন্দবেগ ও ব্যস্ততা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত উভয় দোষই এক আলস্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

ব্যস্ততা ও শৈথিল্য উভয়ই নিন্দনীয় জ্ঞাত হইয়া তোমার মনে চিন্তা হইতে পারে তবে কি কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য ইহার উভয়ের মধ্যভাগে ব্যবস্থিত। কার্য্য নিষ্পাদনে অহেতু কাল গৌণ করিবে না, প্রয়োজনাপেক্ষা ন্যূনকাল মধ্যে কার্য্য সমাধার প্রয়াস পাইবে না। এতৎবিষয়ের বিস্তার প্রবন্ধান্তরে প্রকটিত করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি আলস্যের অবস্থাবিশেষ যে নিষ্ফল কর্ম্ম তৎবিষয়ই আলোচ্য।

নিষ্ফল কর্ম্ম দুইপ্রকার। প্রথম যে সকল কার্য্য স্বভাবতঃ নিষ্ফল। এরূপ অনেক ক্রিয়া আছে যাহারা বন্ধ্যা। সে সকল কার্য্যের সম্পাদনে কালযাপন ভিন্ন অন্য লাভ নাই। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিলে তাহাকে কালযাপন বলা যায় না, কালঘাতন মাত্র। যাহারা আত্মার স্বাভাবিক শ্রমশীলতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে নাই অথচ কতকগুলি কার্য্য যে নরের নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাও জ্ঞাত নহে, অথবা জ্ঞাত থাকিলেও তাহার মহিমা অজ্ঞাত, একপ ভাবের ব্যক্তিরাই কথিত প্রকার আলস্যের বশম্বদ। তাহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা নিষ্কর্ম্ম বটে কিন্তু যেহেতু নিষ্কর্ম্মে কালযাপন করিতে হইলে বিশেষ গ্লানি বোধ হয় তজ্জন্য তাহারা এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে যাহার ফলাফলে কিছুমাত্র লাভালাভ নাই সুতরাং তাহার সম্পাদনে রীতিমত শ্রমের ও চিত্তনিবেশেরও আবশ্যক হয় না। যখন ইচ্ছা হয় তখনই তাহা হইতে বিরত হওয়া যাইতে পারে, যে প্রকরণে ইচ্ছা হয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক সফল বা বিফল হইবে না। কোন উদ্দেশ্য ফলের অভাবে সে সকল কার্য্য কিরূপে সফল হইতে পারে? পক্ষান্তরে কাল ঘাতন তাহাদিগের যে ফল তাহার অন্যথাও পাবেনা। "ব'সে ব'সে কি করি জেঠাকে গঙ্গাযাত্রা করি" অস্মদ্দেশের এতৎ প্রবাদ বাক্য এই প্রকার ব্যক্তি গণের পক্ষেই প্রযোজ্য। আমি বর্ণিত প্রকার আলস্যের আশ্চর্য্য উদাহরণ দেখিয়াছি। অখণ্ড বস্ত্রকে নিষ্প্রয়োজনে খণ্ডিত করিয়া সূচিদ্বারা তাহার সংযোগ সাধন, গৃহের ব্যবহার্য্য এক দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর রূপে বিরচন, উত্তম দ্রব্যকে আরও উত্তম করিবার ছলে তাহার ধ্বংস সম্পাদন, ইত্যাদি কার্য্যে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতে কোন কোন ব্যক্তিকে

দেখিয়াছি। সমনস্ক ভাবে কুসুম দাম গাঁথিয়া বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র খণ্ডে অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া, মার্জ্জার শাবকের অঙ্গে বিন্যাস ও বস্ত্রদ্বারা তাহার চক্ষুবন্ধন এবং তাহাকে নানাস্থানে স্থাপন ইত্যাদি ক্রীড়া দ্বারা পঞ্চশতের পর পাবস্থ ব্যক্তিকে আমি প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘটিকা কাল অতিবাহিত করিতে দেখিযাছি, এবং সেব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে নির্ব্বোধ অভিধানেরও যোগ্য নহে। পাশা সতরঞ্চ তাস ইত্যাদিতে বহুতর বিজ্ঞ ব্যক্তিও যে বহুতর সময় ধ্বংস করিয়া থাকেন ইহা তুমিও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অভ্যাস বশতঃ এইসমস্ত নিস্প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যক্তিগণের যেরূপ আসক্তি ও আগ্রহ জন্মে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কোন ইংলণ্ডীয় গ্রন্থে পাঠকরিয়াছি যে জনেক মেষপালক অবকাশ কালে দীর্ঘ চর্চ্চাদ্বারা এরূপ অভ্যাস করিয়াছিল যে চারি পাঁচটী অণ্ড একত্রে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পতিত হইবার পূর্ব্বে করতল দ্বারা ধারণ করিতে পারিত। অতিত্বরিৎ বেগে ক্রমিক এইরূপ করাতেও কদাচ কোন অণ্ড হস্তচ্যুত বা ভগ্ন হইতনা। গ্রন্থকার এতদুপলক্ষে কহেন যে এই ব্যক্তির এতৎকার্য্যে যেরূপ সমনস্কতা ও যেরূপ দীর্ঘানুশীলন প্রকাশ পায় তাহা গণিত বিদ্যায় পরিচালিত হইলে তাহাকে আরকিমিডিসের তুল্যতা প্রদান করিতে পারিত। অতএব এরূপ নিষ্ফল কর্ম্মে মহান নরচিত্তবৃত্তি ক্ষয় করা কিরূপ শোচনীয় বিষয়! যে নরবৃত্তি যথাযুক্ত রূপে যথাবিহিত বিষয়ে পরিচালিত হইলে ভূত ভবিষ্যতের অধিপতি হইতে পাবে তাহাব এরূপ ব্যবহার কিরূপ বিড়ম্বনা! তুমি পূর্ব্বোক্ত মেষপালকের দীনাবস্থার উপলক্ষে বলিতে পার, অপেক্ষাকৃত শুভকার্য্যে চিত্ত নিয়োগ করিবার যাহাদিগের উপায় নাই, যাহাদিগের গ্রন্থ ও গুরুসঙ্গতিনাই, তাহারা কি করিবে? আমি এতদুপলক্ষে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি একান্ত ইচ্ছার নামই উপায়। বিখ্যাত ফর্গসনও অতিদরিদ্র মেষপালক ছিলেন। তুমি জীবন বৃত্তান্তাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা, সহায়াভাব, এমনকি বধিরতা ও অন্ধতা ইহারাও মহতী বাসনা স্বত্তে মহৎ কার্য্য সাধনের অপরিহার্য্য প্রতিবন্ধক নহে। মৃগীরোগগ্রস্ত রোমীয় কয়সর ভুবন জয় করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্প্রয়োজন কার্য্য সমূহের অনুকূলে অনেকের এইরূপ সংস্কার যে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া অবকাশকালে অথবা আশু প্রয়োজনীয় কোন, কর্ত্তব্য উপস্থিত না থাকিলে এরূপ চিত্তবিনোদন কার্য্যে কাল হরণ করা নিন্দার বিষয় নহে। এতৎ বিরুদ্ধে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্য্য কাহাকে বলে? অর্থার্জনার্থে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ের কার্য্য সমাধা হইলেই কি কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ হইল? তোমার আত্মীয় বান্ধবের মধ্যে অথবা পল্লীতে কাহারও কোন বিপদ যদ্যপি উপস্থিত হইয়া থাকে, পরিজন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কাহারও কোন প্রার্থনার ঋণ যদ্যপি পরিশোধ না করিয়া থাক, তবে কেবল স্বীয় ব্যবসার কার্য্য নিষ্পাদন দ্বারা কিরূপে ভাবিবে যে দৈনন্দিন কার্য্যের শেষ হইয়াছে?

তাহা নাহউক তোমার আত্মা আছে, তাহাকে উদ্ধার ও উন্নত করিতে হইবে ইহাকি বিশ্বাস হয়? যদ্যপি হয়, তবে ইহ লৌকিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইতে যখন অবকাশ লাভ করিবে তখন নির্জনে তাঁহার শরণাগত হও যিনি সেই আত্মার আত্মা,মহা-মুভবগণের গ্রন্থ লইয়া উপবিষ্ট হও কিরূপে সেই আত্মা সুখসম্ভোগে অধিকারী হইবে, অবকাশ কালে তাহার উপদেশ গ্রহণ কর। যদ্যপি আত্মায় বিশ্বাস না থাকে, জ্ঞানের অভিলাষী না হও, আপন পরিজন ও মিত্র বর্গের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ কর, তাহাতে তাহারা সুখবোধ করিবে সুতরাং তাহাও অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিতনাই অথবা কর্ত্তব্য কার্য্য নিঃশেষে সমাধা হইয়াছে যাহাদিগের এরূপ সংস্কার তাহারা কর্ত্তব্য কার্য্যের আয়তন অবগত নহে। যাহার সীমানাই তাহাকে তাহারা করপুট মণ্ডিত করিতে চাহে। যদ্যপি এরূপ আপত্তিহয় শ্রমদ্বারা পূর্ব্বেই যাহার শরীর অবসন্ন হইয়া রহিয়াছে অবকাশ কালে সে কিরূপে শ্রম সহকারে অন্য কর্ত্তব্য সমাধা করিবে? কর্ত্তব্য কার্য্যের এরূপ অবিরাম প্রকৃতি হইলে বিধাতার নিয়ম নিষ্ঠুর অপবাদের যোগ্যহয়। অনেকের দৈনন্দিন শ্রমের পরিমাণ ক্লান্তিজনক বটে কিন্তু সকলের নহে। অনেকের পক্ষে ক্লান্তি কেবল আলস্যের অবলম্বন মাত্র। বিখ্যাত ইরাশমস অশ্বারোহণে সুন্দর রাজ্য সমূহ পর্য্যটন করিতে করিতে বিপুল গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রোম সম্রাট কয়সর অনেকানেক দেশ জয় কার্য্যে বিব্রত থাকিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকাভিধেয় গ্রন্থ রচনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্সের জীবন বৃত্তান্ত পাঠকরিতে আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। এইসকল ব্যক্তির ন্যায় আয়াস সাধ্য ব্যবসায় সকলের নহে তথাচ ইহাঁরা কখন ক্লান্তির আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। স্বরূপতঃযাঁহারা দৈনন্দিন শ্রমে অবসন্ন হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদন হয় অথচ নিষ্ফল নহে এরূপ কর্ম্মটুকি সংসারে কিছুই-নাই? যদিনাথাকে তবে বিশুদ্ধ সমীর সঞ্চার স্থানে বসিয়া প্রকৃতির শোভা বিলোকন করুন, মধুর সমীর হিল্লোলে ক্লান্তি অপনীত হইবে,প্রকৃতির পর্য্যালোচনায় অন্তরে স্বতঃই মহাভাব সমূহ, অভাবপক্ষে আনন্দের উদয় হইবে। ক্লান্তির উপলক্ষ করিয়া যে সকল ক্রীড়া কৌতুক অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহারা অধিকাংশও ক্লান্তিকর। তাহা হইতে বায়ু-সেবন পরিজন ও মিত্র সম্ভাষণ এবং অনেক সরল গ্রন্থের অধ্যয়ন অধিকতর আরামপ্রদ অথচ উপকারক। এরূপ ক্রীড়া কৌতুক পরায়ণেরা কহিয়া থাকেন যে এসমস্ত নির্দ্দোষ আমোদ। নির্দ্দোষ সত্য, কিন্তু নির্গুণও বটে। বিচক্ষণ ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত আডিসন কহিয়াছেন যে অনিষ্টজনক নহে কেবল যাহার এই মাত্র প্রশংসা সেসকল ক্রীড়া যে জীব জ্ঞানবান তাহার উপযোগী নহে। এসকল ক্রীড়া ক্ষতিজনক নহে ক্ষতির প্রকৃতি বিদিত থাকিলে এরূপ বলা যায়না। ভাবী উপকারের বঞ্চনা ও বিদ্যমান ভোগের চ্যুতি এ উভয়ই ক্ষতি এবং

এরূপ ক্রীড়া কৌতুকে কালহরণ করাতে প্রথম প্রকারের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় কিনা সকল সরল বুদ্ধির দ্বারাই তাহার মীমাংসা হইতে পারিবে। অত্র নীতি বাক্য স্মরণ রাখা অতি কর্ত্তব্য। "কেহ কেহ কার্য্যকে প্রমোদে পরিণত, কেহ কেহ প্রমোদকে কার্য্যে পরিণত করিয়াথাকে। কর্ত্তব্য কার্য্যের অসীমত্ব ও ভাবী কালের অনিশ্চিতত্বে বিশ্বাস উৎপাদন এবং কুসঙ্গ পরিহার, এরূপ কালাপব্যয় রোগের একমাত্র ঔষধ: অতএব এরূপ রোগ কোন সুজনের দৃষ্টিগোচর হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে তাহাকে চিকিৎসা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য।

এক্ষণে অপর প্রকার অলসের প্রতি লক্ষ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা নিয়ত কার্য্য পরায়ণ অথচ গণনাকালে যাহাদিগের একটি মাত্র কার্য্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়না। এরূপ ঘটনার কারণ এই যে তাঁহাদিগের হস্তে কখনই কোন কার্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়না। কখন শাস্ত্র কখন শস্ত্র কখন শিল্প বা সঙ্গীত ইত্যাদির পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিতে আমি অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি কিন্তু ইহার কিছুতেই তাঁহারা সম্ভাবিত রূপ পটুতা লাভ করিতে পারেন নাই। অনেকে এক ব্যবসায় হইতে পুনঃ পুনঃ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন দ্বারাই জন্ম বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তথাচ অর্থসঞ্চয়ে সক্ষম হইলেন না এরূপ লক্ষ্য হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যথানিয়মে একমাত্র সংকল্পিত বিষয়ে নিযুক্ত থাকিলে যথাকালে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কেবল একমাত্র পরিবর্ত্তন লালসাই ইহাদিগের সকল আপদের আকর। এরূপ কার্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রদর্শিত করিয়া থাকেন কিন্তু স্বরূপতঃমনের অপরাজয় অর্থাৎ ধৈর্য্যগুণের অভাবই এরূপ ব্যবহারের মূলকারণ। বর্ণিত ব্যক্তিগণকেও দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমভাগের কার্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ কেবল কৌতূহল। তাঁহারা সকল কার্য্যই কৌতূহল বশতঃ আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং যাবৎ তাহা পরিতৃপ্ত না হয় তাবৎ বিশেষ আগ্রহের সহিত সকল বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকেন কিন্তু যে মাত্র অভিনব কার্য্যান্তর সম্বন্ধীয় কৌতূহলের সঞ্চার অন্তরিত হয়, সেই সময় হইতেই পূর্ব্বকার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের এরূপ ব্যবহারের কারণকেবল অধ্যবসায়ের অভাব। কার্য্যের আলোচনায় যে মাত্র কোন প্রতিবন্ধক অথবা যাহাতে বিশেষ শ্রমের আবশ্যক এরূপ কিছু উপস্থিত হয় সেইমাত্র তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য যাহা সুখসাধ্য বোধ হয় তাহাতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সংসারে বিনা কষ্টে বিনা আয়াসে সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কার্য্য প্রায় লক্ষ্য হয় না, সুতরাং প্রথম কার্য্য পরিবর্জনের কারণ রূপান্তরে দ্বিতীয় কার্য্যে দ্বিতীয় কার্য্য ত্যাগের কারণ তৃতীয় কার্য্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এইরূপে কোন কার্য্যই সমাধা করা হয় না। অস্তরস্থ কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এরূপ উভয়প্রকার

ব্যক্তির কার্য্য ফলতঃ তুল্য। ফলতঃ উভয়েরই কার্য্য বিফল হয়। আবরণহীন ভিত্তি চতুষ্টয় যেরূপ আগার শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, ইহাদিগের আংশিক চেষ্টাও তদ্রূপ কার্য্যরূপে পরিগণিত হইবার নহে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশন ও কার্য্যসাধনজন্য সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতার এই যে প্রধান লক্ষণ, ইহারা তাহাতে বঞ্চিত সুতরাং ইহাদিগকে আলস্যরাজ্য ভুক্ত করা অন্যায় হয় নাই। যাহারা কষ্টের ভয়ে সম্যকরূপে কার্য্য ত্যাগ করে তাহাদিগের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত পরস্পর অবিরোধী, কেবল কার্য্যের সাধনা যে কায়িক মানসিক সুখ তাহাকে দুঃখ জ্ঞান করার যে ভ্রম তাহাই তাহাদিগের আপত্তির বীজ। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিগণের ব্যবহার কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শরীর মন সঞ্চালন করিতেছেন কিন্তু কখনই তাহাহইতে উপকার প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহারা চিরকাল প্রসব দশাপন্ন কিন্তু পুত্রমুখ বিলোকনের সুখলাভে সক্ষম হইলেন না। অনেকানেক ব্যক্তি কথোপকথন উপলক্ষে স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় বিবিধ ব্যবসায় অবলম্বনের, তাহার কিছুতেই ফললাভ না হওয়ার, বিষয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষোভ করিয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ফললাভ না হওয়ার কারণ তাহাদের বর্ণনার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। অধৈর্য্যমূলক অস্থৈর্য্যই কৃতকার্য্য না হওয়ার কারণ। কি দুঃখের বিষয় তাহারা স্থানে স্থানে যে সকল বালুকা মুষ্টি বিক্ষিপ্ত করে তাহা একস্থানে ব্যবস্থিত হইলে পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত হইয়া জনগণের নয়নাকর্ষণ করিত। এরূপ ব্যক্তিগণের কথিত শোচনীয় অবস্থা সংশোধনের প্রকৃত উপায় কি?—আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তম উদাহরণ ও সংসর্গ এবং অবস্থা বিশেষে পুরস্কারের উত্তেজনা ভিন্ন অন্য উপযুক্ত উপায় দেখিতে পাইনা।

অচির কর্ম্ম।

অচির কর্ম্ম আলস্য মধ্যে পরিগৃহীত দেখিয়া আশু আপত্তি উঠিতে পারে যে কোন ব্যক্তিই সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেনা। নবশরীর ও মন উভয়ই ক্লান্তি কর্ত্তৃক আক্রমণীয় অতএব অচির কর্ম্ম আলস্যাক্রান্ত হইলে ইহ জগতে সকলেই আলস্যাক্রান্ত।

অল্পমাত্র বিবেচনা করিলে এ ভ্রম অপনীত হইবে। বিশ্রাম দ্বারা শরীর রক্ষা ক্লান্তি হরণ আহার নিদ্রা ইত্যাদিও কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকলপ্রকার কর্ত্তব্যই কর্ম্ম, দেশ কালপাত্র বিশেষে সেই সমস্ত কর্ত্তব্যের বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচিত হয়। যাহা এক প্রদেশে সর্ব্বাগ্রে করণীয় কার্য্য, তাহা অন্য দেশে আপেক্ষিক বিলম্বে করিলেও ক্ষতি হয়না যথা স্নানক্রিয়া উষ্ণ ও শীতল দেশ সম্বন্ধে। এইরূপে রোগ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশ্রাম, ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে সঙ্গীতালোচনা, কাল ও পাত্র বিষয়ে কর্ত্তব্য বিশেষের প্রাধান্যের উদাহরণ।

কোন কোন ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে যে তাঁহারা কিছুদিন যথোচিত বা তদধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া থাকেন, তদন্তে কিছুদিন নিতান্ত কর্ম্মশূন্য।

তাঁহারা এইরূপেপর্য্যায়ক্রমে আলস্য ও কার্য্য উভয়েরই সেবা করিয়া থাকেন। এই প্রকৃতির ব্যক্তিরাই স্বরূপতঃ অত্র প্রবন্ধে অচিরকর্ম্মা পদবাচ্য। যাঁহারা শরীর বা মনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কিছুদিন কার্য্য চর্চ্চা করিয়া ক্লান্তিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা অবশ্যই নিন্দনীয় নহেন। তদ্ভিন্ন এরূপ অভ্যাস নিতান্ত দূষণীয়। তদ্রূপ ব্যক্তির কার্য্যকাল কর্ত্তব্য সাধনে সমাপ্ত হইলেও তাহা হইতে বিশেষ ফললাভ হয়না। শিক্ষা বা অর্জন উভয় বিষয়ে সকল কার্য্যেরই পটুতা দীর্ঘ চর্চ্চা দ্বারা লাভ করিতে হয়, এবং চর্চ্চা অপ্রতিহত না হইলে দীর্ঘ বলা যায়না, তাহার প্রতি অংশ একত্রে গ্রথিত হয়না সুতরাং দীর্ঘতা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি ছয় মাস যথানিয়মে অধ্যয়ন করিয়া তদন্তে অন্য ছয় মাস আর গ্রন্থের সম্পর্ক রাখেনা সে ব্যক্তি কখনই পণ্ডিত হইবে না। বিচ্ছেদকাল কার্য্যে সমাপ্ত হইলে যে উপকার লাভ হইত ঈদৃশ ব্যবহার নিমিত্ত কেবল সেই উপকারে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা নহে, কার্য্যকালে প্রচুর শ্রমে যাহা আয়ত্ব হইয়াছিল তাহা বা অভাব পক্ষে তাহার অংশ স্মৃতি হইতে বিচ্ছেদকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। "শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং" এই মহা নীতি বাক্য পরীক্ষা কর্ত্তৃক গৃহীত বটে। শাস্ত্র চর্চ্চার উপলক্ষে যাহা [illegible] আর আর সকল কার্য্যের সম্বন্ধেও তাহা সংলগ্ন যোগ্য। ছয় মাস স্বীয় ব্যবসায়ে মনোযোগী থাকিয়া যে বণিক অন্য ছয় মাস তৎপ্রতি অনাসক্ত হয় তাহার বাণিজ্যও কখন ফলপ্রদ হইবে না। অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যের ফল ভোগ করিতে চাহেন তাঁহার এরূপ অভ্যাস হইতে আপনাকে রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কার্য্য।

আলোচিত দুরভ্যাস সুক্ষ্মরূপে দেখিলে অনেক ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আপন আপন অত্যাজ্য ব্যবসায়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহার্থে যে শ্রম প্রত্যহ আবশ্যক তাহা সম্পাদন হইলে প্রচুর অবকাশ কাল স্বত্বেও অস্মদ্দেশীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি অন্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনে বর্ণিত কার্য্যও আলস্যের পর্য্যায়িক প্রভুত্ব লক্ষিতব্য বটে। কেহ কেহ স্বীয় অবকাশ কালকে অতি সংকীর্ণ বোধ করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন, (স্বরূপতঃ অনেকের অবকাশ অতি অল্প বটে) কিন্তু যখন ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইউরোপীয়া কোন রাজ্ঞীর সহচরী, স্বীয় কর্ত্রীর সেবা হইতে কৌশলে প্রতিদিন ১৫ মিনিট কাল অপহরণ করিয়া তাহার ফল স্বরূপে বিপুল গ্রন্থচয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখন আর কোন ব্যক্তির অবকাশ সংকীর্ণতার আপত্তি গ্রাহ্য যোগ্য বোধ হয়না। অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকগণের অবকাশ কালের অব্যবহার অথবা কুব্যবহার মহোন্নতি পথের যে কিরূপ কণ্টক হইয়া রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে অন্তরে বিপুল [illegible] উদয় হয়।

এরূপ ব্যবহার যে আলস্যমূলক তাহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; আলস্যের রাজত্ব যা

হউক, সাময়িক আক্রমণ বটে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মশূন্য, তাহাদিগকে অনেকে কর্ম্মে অক্ষম বলিয়া বোধ করিতে পারে, কিন্তু ঈদৃশ ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া স্বীয় দোষাবরণের সকল উপায়ে বঞ্চিত হয়েনমাত্র। সম্পূর্ণ কর্ম্ম শূন্যেরা হেয়,ইহারা নিন্দনীয়, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদমাত্র।

এরূপ অভ্যাস কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে? যাহাদিগের সহিত এক সময়ে এককার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, অপ্রতিহত চর্চ্চার দ্বারা তাহারা কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার চিন্তা এরোগের অতি মহান ঔষধ। তাহারা অগ্রে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিয়াছে করুক কিন্তু সময় এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে অন্য কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যত্ন দ্বারা এখনও ঔৎকর্ষ্য লাভ হইতে পারে: অতএব উদ্যোগী হও।

যতপ্রকার আলস্যের আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে এইপ্রকার আলস্যের সীমা বিশেষ বিস্তৃত। আমাদিগের অধিকাংশের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যে ইহার প্রভূত প্রভাব, অতএব বিশেষ অবধানের সহিত ইহার পরিহারের প্রয়োজন। যাঁহারা এইপ্রকার আলস্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন, নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, তাঁহারা উন্নত পদ লাভ করিবেন। পর্ব্বত রেণুর, শতাব্দি ক্ষণের, সমষ্টি মাত্র, ইহা সংস্কার সংযত রাখিয়া প্রাত্যহিক অল্পক্ষণ সৎকার্য্যে নিয়োগ করিলে কালে অবশ্যই মহাফল লাভ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

সম্প্রতি নিষিদ্ধকর্ম্মসংজ্ঞক আলস্যের বিষয় আলোচ্য। নিষিদ্ধ কর্ম্মীরা কর্ম্মশূন্য নহে, বরঞ্চ তাহাদিগের অবকাশ কাল নাই বলিলেই হয়: কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য দেখিলে ইচ্ছা হয় মনুষ্যের পশুর ন্যায় কেবল প্রয়োজন সম্পাদন বুদ্ধির অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা না থাকিত। হায়! কোথায় কার্য্যের দ্বারা ইহ পারলৌকিক সুখ লাভ হইবে, তদ্বিপরীত কোথায় কার্য্য কর্তৃক জীবন অসীম দুঃখের ভাণ্ডার হয়! হে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশূন্য জন! নিষিদ্ধ কর্ম্মীর তুলনায় যে তোমার এতাদৃশ নিন্দা করিয়াছি তুমিও ধন্য! হে অচল বৃক্ষপর্ব্বতাদি! তোমরা এরূপ মনুষ্যকে দেখিয়া আপনাপন অবস্থার অনুরাগী হও। তোমাদিগের কীদৃশ সুখের কারণ নিষিদ্ধ কর্ম্মীর জীবন দেখিয়া অনুভব কর।

এরূপ দীর্ঘ বক্তৃতার অগ্রে নিষিদ্ধ কর্ম্মী কে তাহার নিরূপণ করা উচিত ছিল। কখন নিষিদ্ধ কার্য্য করে নাই এরূপ ব্যক্তি এজগতে নাই। সেবাকার্য্যে বিদ্যাশিক্ষায়, বাণিজ্যে, রাজকার্য্যে, এমন কি ধর্ম্মযাজনায়, সকল ব্যবসায়ের ব্যক্তি কর্তৃক অল্প বা অধিক পরিমাণে নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইতেছে সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্মীর পূর্ণ সীমা দেখিতে হইলে আমরা সকলেই তদন্তর্গত, সকলেই পাপী। কিন্তু যখন পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে

তখন তাহার তাদৃশ পূর্ণযতনে লক্ষ্য করা হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্মকে স্বীয় ব্যবসায় রূপে পরিগ্রহ করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা অন্য কার্য্যের অনুকূলস্থানে নিষিদ্ধ কার্য্যের আলোচনা করেনা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ কার্য্যই যাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহারাই এস্থলে নিষিদ্ধকর্ম্মীপদবাচ্য। আশু বিবেচনা হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি প্রায় নাই, যেহেতু দস্যুও অর্থার্জন কারণ হত্যা করিয়া থাকে। নিষ্প্রয়োজনে কে কোথায় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে? যদিও নরকার্য্য প্রয়োজন বর্জিত হইতে পারে না, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য, ব্যক্তি-গণের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, তাহারা নিষ্প্রয়োজনেই নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুগামী। এরূপ নিষিদ্ধকর্ম্মীর সংখ্যা সমাজের উচ্চশ্রেণীতেই প্রচুর, তাহাদিগের হইতে সংক্রামকভাবে মধ্যশ্রেণীতেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বাধম শ্রেণীতে অতি বিরল। এই প্রকারের ব্যক্তিরা আপনাদিগকে প্রমোদ পরায়ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের ব্যবহারে হইয়া প্রমোদ শব্দটিও সংসর্গ দোষে অতিশয় হেয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রমোদ স্বর্গ-নিবাসী, কখন কখন সাধু সমাগম কারণ মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহার পরায়ণ সে নরকগ্রস্ত, স্বীয় রাজ্য বর্দ্ধনার্থে কখন কখন মর্ত্ত্যের স্থানে স্থানে বল প্রকাশ করে। হায় মৃগনাভি ও ছুছুন্দরীর গন্ধে যে প্রভেদ, স্বরূপ প্রমোদ ও তাহাদের পিশাচ ব্যবহারের মধ্যগত প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিক। জীবন যাপনার্থে অর্থাৎ অশনবসন অর্জনার্থে যাহাদিগকে শ্রম করিতে হয়না, যাহারা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, তাহারা নবজীবনের মহান উদ্দেশ্য যে কি তাহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে প্রায় নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া থাকে। অবকাশ বা কর্ম্মশূন্যতা যে দুরভিসন্ধির জনক ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন, কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত না রাখিলে মন স্বতঃ সিদ্ধ চঞ্চলতা বশতঃ অসংখ্য প্রকার দুরভিলাষের উদ্ভাবন করিবে। বর্ণিত ধনীগণের এইপ্রকার জাত দুরভি-লাষানল কুসঙ্গপবনবেগে বিশেষ প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। প্রয়োজনাধিক সম্পত্তি কুসঙ্গীগণ প্রমোদাভিধেয় কুকার্য্যসাধন মূলক দান বলিয়া তাহাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করে, তাহারাও তাহাতে বিশ্বাস করে। সেমতে সমাজের মহোপকার সাধন করা যাহার উদ্দেশ্য, সেই সম্পত্তি, সেই উদ্দেশ্য সাধন দূরে থকুক, স্বীয় স্বামীর সুখ ও অনেকস্থলে জীবন সংহারক হইয়া উঠে। সুরাপান বেশ্যাসক্তি এই ভ্রমপ্রমাদের আশু অঙ্কুর, কালে শাখা প্রশাখা প্রসারণ মতে পাপবৃক্ষ বিপুলায়তন লাভ করে, অপযশ ইহার কুসুম, রোগ অনুতাপ ও অকালমৃত্যু ইহার বিবিধ ফল। অস্ম-দ্দেশের কোন কোন ধনীসন্তানের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে অনেকেরই হৃদয় করুণাবিষ্ট হইবে। হে জগদীশ! তোমাকে বিস্মৃত হইয়া ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিলেও যে সুখী হওয়া যায়না, এই ধনী সন্তানেরাই তার প্রধান নিদর্শন। বিপথগামী, এই প্রমোদাভিলাষীরা প্রতিপদে মৃত্যুর

নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহাদিগের প্রতি গ্রাসের অন্ন বিষাক্ত। হায় ইহাদিগের প্রতি কার্য্যের মধ্যে পুরাণোক্ত পরীক্ষিতের বদরিকান্তর্গত মৃত্যুতক্ষক গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে, দুঃখের বিষয়, যে তাহাদিগকে অবগত করিতে যায় সে উপহাস প্রাপ্ত হয়! তটস্থ ক্ষয়িতমূল শাখীর স্থায়িত্বে আশা আছে, তথাচ ইহাদিগের জীবনের স্থায়িত্বে ভরসা নাই। কিন্তু এরূপ অকাল মৃত্যুও অপেক্ষাকৃত অল্প শোককর। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা স্বাস্থ্য সম্পত্তি সমাজবেদনায় বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকে তাহারা পাপের দণ্ড ভোগের ইহলৌকিক চরম দৃষ্টান্ত।

এই হতভাগ্য পুরুষগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কুসঙ্গ যে কিরূপ দুঃখসূচক তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত। যদিও বর্ণিতরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মীর সংখ্যা ধনী শ্রেণীতেই অধিক, কিন্তু কখন কখন মধ্যশ্রেণী ও কদাচিৎ তৃতীয় শ্রেণীতেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসর্গ দোষই যে এরূপ অধঃস্থার অনুপযোগী দোষের একমাত্র কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

আলস্য হইতেই যে এরূপ নিষিদ্ধ কার্য্যের উদ্ভব হয় তাহা বোধ করা সুকঠিন নহে। অনেকানেক ধনী পুরুষগণ হইতে অতীত ও বর্ত্তমান কালে মহা মহা শুভকার্য্য সংসাধিত হইয়াছে ইহা তাহারা জ্ঞাত আছে, এবং ঐ সকল পুরুষের ন্যায় যশস্বী হইতে যে তাহাদিগের ইচ্ছা হয়না এরূপ অনুমানও সঙ্গত নহে। সেই সকল শুভকার্য্য সাধনের উপায়ও তাহাদিগের আয়ত্তাধীন, এরূপ অবস্থায় একমাত্র শ্রম বিরাগই সকল অনিষ্টের মূল। ইহারা মনে করে যখন বিধাতা বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তখন প্রকারান্তরে শ্রম হইতেও নিস্কৃতি দান দিয়াছেন বলিতে হইবে। অন্যরূপ আলস্যাক্রান্তেরা অভ্যাস দোষ বশতঃ শ্রম বিমুখ হউক তথাচ শ্রমের আবশ্যকতা স্বীকার করে, ইহারা তাহাও করেনা। শ্রমশীলগণের সহিত ইহাদিগের কেবল কার্য্যগত বিভিন্নতা নহে, সংস্কার গত বিভিন্নতাও বিদ্যমান বটে। তাহারা যাহাকে প্রমোদ বলে সেই কালকূট পান করিতে যে শ্রমের আবশ্যক, তদতিরিক্ত শ্রমে ইহারা কখনই আপনাদিগকে বাধিত বলিয়া মানিবেনা। ইহাদিগের নিকট কোন শুভকার্য্যের প্রস্তাব করিলে উত্তর করিবে—কে তাদৃশ পরিশ্রম করে। অতএব এরূপ ব্যক্তিগণের সমুদয় দোষ যে আলস্য মূলক তাহাতে সংশয় কি?

সংস্কার সংশোধন, সাধুসঙ্গ ও শুভ কার্য্যে আসক্তি, বর্ণিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। বাহ্য লক্ষণ দূর হইলে গূঢ়ভাবে এ রোগ অভ্যন্তরে অবস্থান করে, সময়ে সময়ে সহসা পুনরাবির্ভূত হয়, বিশেষতঃ কুসঙ্গ ইহার পক্ষে বিশেষ কুপথ্য। অতি সতর্কতার সহিত ইহার চিকিৎসার আবশ্যক।

আমাদিগের লক্ষিত সকলপ্রকার আলস্যের মধ্যে কেবল একমাত্র ভ্রান্ত বৈরাগ্যের আলোচনাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমরা যাহাকে ভ্রান্ত বৈরাগ্য বলিতেছি তাহা দুইভাগে বিভাজ্য এবং পৃথক পৃথক কারণ

হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকারের ভ্রান্ত বৈরাগ্য নাস্তিকতা হইতে উদ্ভব হয়। পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অপরিহার্য্য মৃত্যুর আলোচনায় অবশচিত্ত হইয়া ইহলৌকিক সমুদয় কার্য্যে যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন তাহাই প্রথম প্রকারের ভ্রান্ত বৈরাগ্য। যেহেতু অবশ্য এক দিবস মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিদ্রিত হইতে হইবে, এক দিবস ইহ সংসারের সমুদয় প্রিয় বস্তুকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং সেই দুঃসময় পরক্ষণেই উদিত হইতে পারে; অতএব কিসের নিমিত্ত ইহ সংসারের কোন পদার্থের অনুসরণ করিব? অতি কষ্টে ধন, মান, বিদ্যা আহরণ করিলে কি হইবে? সে অপরিহার্য্য বিভ্রাট কিছুতেই নিবারিত হইবে না অতএব কিছুই প্রার্থনীয় নহে। ইহাদিগের নিরুদ্যমের কারণ পূর্ব্বোক্তরূপ সংস্কার। মনুষ্যের যে আর এক নিবাস আছে একথা তাহাদিগের নিকট উপন্যাস বিশেষ বোধ হয়। তাঁহাদিগের বিবেচনায় মৃত্যুই নরত্বের চরম সীমা। এইরূপ ব্যক্তিগণের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া হিতোপদেশের অত্র কবিতা বিরচিত হইয়াছে

সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য তমুগ্র দণ্ডং।
মৃত্যুং মনুষ্যস্য বিচক্ষণস্য॥
বর্ষাম্বুসিক্তা ইব চর্ম্মবন্ধাঃ।
সর্ব্বে প্রযত্নাঃ শিথিলী ভবন্তি॥

কবিতার দ্বিতীয় চরণে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই এইরূপ ঔদাসীন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বরূপতঃ আমার পরীক্ষা দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে। অতি মহানুভব, উদারচিত্ত সুপণ্ডিতগণেরাই প্রায় বর্ণিত নিরুদ্যমতার পাত্র, অতএব ইহা দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছি হে জগদীশ! তোমাকে বিস্মৃত হইলে কোন সুখই নাই। উন্নত চিত্তবৃত্তির তুল্য সম্পত্তি আর নাই, ঈশ্বর বিস্মৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাও প্রভূত দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। ইহারা যে কিরূপ দুঃখী তাহা সাধারণে অবগত নহে। যাহা সাধারণ চক্ষে লক্ষ্য হয়না, নরজীবনের এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভ্রাটও ইহাদিগের বিচক্ষণতা অনুবীক্ষণে বিবৃত হইয়া বিপুলায়তনরূপে লক্ষিত হয়। কলহ রোগ শোক মৃত্যু বিয়োগ প্রভৃতি বিপদ ভিন্ন ইহাদিগের আর কিছুই বিলোকিত হয়না সুতরাং ইহাদিগের নিকট ঈশ্বরের উল্লেখ করিলে হয় তাহাতে উপহাস অথবা তাঁহাকে বিকট দৈত্যরূপে বিবর্ণিত করিয়া থাকে। সামান্য ব্যক্তিরা পান ভোজনাদি যে ইন্দ্রিয় সুখে মুগ্ধ হয় ইহারাও তদ্দ্বারা চিত্তের ক্ষোভ আবরিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তাঁহাদিগের উন্নত হৃদয় পশু বৃত্তিতে পরিণত হইবার নহে। বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি বাইরণের জীবন বৃত্তান্ত ও তাহার বিরচিত চাইল্ড হেরল্ড গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকাশ পাইবে। প্রণয় দয়া ঔদার্য্য প্রভৃতি বৃত্তি ইহাদিগের অন্তরে নিয়তই বিরাজিত কিন্তু যথোচিতরূপে ইহাদিগের পরিচালনা হয় না। সুরা ও সঙ্গীত দ্বারা ইহারা সর্ব্বদাই চিত্তের চিকিৎসা প্রয়াসী হইয়া থাকে কিন্তু

তাহাতে বিপরীত ফল হয়। তাহাতে চক্ষের জল সমধিক প্রবাহিত হয় মাত্র।

যতপ্রকার আলস্যের আলোচনা করা হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা এই ঔদাসীন্যই অধিক বিলপনীয়, যেহেতু ইহার দ্বারা অতি মহানুভবেরা নিরুদ্যম হয়েন, যাঁহাদিগের কার্য্য হইতে সমাজ সমধিক উপকৃত হওয়ার সম্ভব, এই ঔদাসীন্য তাঁহাদিগের হস্তকেই শৃঙ্খলিত করে, এবং সে শৃঙ্খল ভগ্ন করা একপ্রকারে অসাধ্য ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা অন্যে ইহাঁদিগের সংস্কার অপনীত করিতে চাহিবে ইহাঁরা পূর্ব্বেই তৎসমুদয়ের অসারত্বের সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান মনানবগণ ইহ সংসারে শৈলুষের ন্যায় যে কিছু কার্য্য করিতেছে সকলই কৃত্রিম ও অলীক সকলই কেবল অসার শ্রম তাঁহারা এইমাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু মরণ যবনিকার অন্তরালে তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে বিপুল প্রমোদ ভোজ প্রস্তুত রহিয়াছে এতাদৃশ বিষয়ে কোনমতেই তাঁহাদিগের চিত্ত সংযত হইবার নহে। যিনি অন্তরের কর্ত্তা তিনি ভিন্ন সে অন্তরের যথাযুক্ত সংস্থান আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদিও বর্ণিত ব্যক্তিরা পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছু নহেন কিন্তু তাহার বিফলত্বের সংস্কার বশতঃ তাহাতে আবদ্ধ হইতে চাহেন না সুতরাং শ্রমবিরাগী না হইলেও শ্রমবিমুখ বটে এবং এরূপ অবস্থায় আলস্যসীমাবচ্ছিন্ন হইলে তাঁহারা যদি ক্ষোভ করেন সে ক্ষোভ যে অন্যায় তাহা তাঁহারাও বোধগম্য করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রান্ত বৈরাগ্য বিপরীত কারণ হইতে উৎপন্ন। এইপ্রকারের বৈরাগীরা পরলোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। সর্ব্বদা পরলোকের নির্দ্দোষ সুখের ধ্যানমুগ্ধ হইয়া ও হৃদয়স্থ সেই সুখের সহিত ইহলৌকিক ত্রুটীশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাদেয় সমুদয়ের তুলনা দ্বারা হেয়তা লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হয়েন। ধন মান পরিজনাদিকে ইহারা বুদ্বুদ স্বপ্নাদি অলীক বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া আর তদর্থে শ্রম করিতে চাহেন না। সরোবরে নক্ষত্রের ছায়া দেখিয়া মণি ভ্রমে আহরণার্থে মাঘীয় যামিনীতে পুনঃ পুনঃ মজ্জনকারীর ন্যায় তাঁহারা ইহ সাংসারিক কার্য্য সংকুল ব্যক্তিমাত্রকেই বুদ্ধিহীনতা দোষে দুঃখিত লক্ষ্য করেন। ইহ সংসারের কার্য্য কলহ ও তাহার বিরস পরিণাম বিস্তৃত চক্ষে বিলোকন করিয়া তাঁহারা বাইবেলোক্ত বাক্যই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। অলীকের অলীক সকলই অলীক। বিজনে অবস্থানমতে ঈশ্বরারাধনা ও ইন্দ্রিয় দমন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ইহাঁরা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং ইহাঁরা সংসারে থাকিয়াও সংসারস্থ নহেন এরূপ ভাবাপন্ন।

ইহ সংসারের সকল উপাদেয় দোষযুক্ত এবং পরলোকের নির্দ্দোষউন্নত সুখই প্রকৃত সুখ একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। কিন্তু ইহ সংসারের কার্য্যাবলী যে অলীক একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়। এইসকল কার্য্য-লতা ইহলোক হইতে বিস্তারিত হইয়া পরলোকসংযত হইয়া তথায় ফল প্রসব করিবে ইহাই

যুক্তিসঙ্গত। কেবল জগদীশ্বরের গুণগান ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা যে পারলৌকিক সুখ লাভ হইবে প্রাকৃতিক নিয়মে একপ প্রকাশ পায়না।

বুড় শালিকের কথা।

কত শীত বরষা কেটে গেল, কাল পালক কটা হ'ল, ককিয়ে ককিয়ে গলা ভাঙ্‌ল, এমন শক্তি নাই—কোথাও যাই, বারমাস—এই গাছেই বাস।—কেউ দয়া করে দেয়—ত' খাওয়া হয়, নইলে নয়; দিন যায় থাকে না, কিন্তু সকল দিন ভাল রকমে কাটেনা;—বর্ষাকালে বৃষ্টি আসে—কোটর ভাসে—পড়ে থাকি এক পাশে, সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত থাকে—কেবা কার খবর রাখে, আমার পেয়ে বড় হ'ল—যে যার সব সরে পড়্‌ল. এখন এই বিপদ বরষায়—কেউ কি একবার ফিরে চায়? এক একটা ঝট্‌কা আসে—পাতা খসে—ভাবি বসে—আমিও খসে যাব—কিন্তু পচে কি মাটি হ'ব? ঢের দেখেছি, ঢের শিখেছি, পরীক্ষায়—সব বুঝা যায়; আশা ভরসা—সব ফরসা,—এখন দিব্য জ্ঞানে দেখ্‌তে পাই—হেথা সুখ নাই।—আমি কার—কেইবা আমার; দুদিনের তরে, পরস্পরে—মেলেজোলে—তার পর যে যার যায় চলে; কেউ বা হেসে যায়—কেউ বা কেঁদে পালায়।—হেথা হরেক রকম পাখী থাকে—হরেক রকম ডাক ডাকে; কারু মনের ব্যথায়—দিন বয়ে যায়—সদাই বোল—"ফটিক জল"; দাঁড় কাক—জলে পুড়ে হয়েছে খাক্—প্রাণ করে খাঁ খাঁ—সাঁজ সকালে—ডেকে বলে "কাকা"; কেউ হিংসেয় ফেটে ম'ল—বলে "চোক গেল"; কারু প্রাণ করে হু হু হু হু—ডেকে বলে "কুহু কুহু"; কারু মানের দায়—প্রাণ যায়—ভেসে নয়ন জলে—"বউ কথা কও" হেঁকে বলে; আপন কাজে সবাই মত্ত—কেউ কারু রাখেনা তত্ত্ব; চকোর—বিভোর—কিরণ কোলে—অঙ্গ ঢেলে—অকুল পাথার—নীল পারাবার—রেতের বেলায়—সাঁতার খেলায়; যখন সূর্য্য উঠে, ফুল ফুটে—কত পাখী, কিরণ মাখি, —ফুল্ল প্রাণে,—উচ্চ তানে,—নীড় ছেড়ে —শূন্যে উড়ে—আবার পড়ে; ভরসা ক'রে —উচ্চ আশা প্রাণে ধ'রে, আমিও কত উড়েছি—আমিও কত প'ড়েছি;—একে একে দিন যায়—একে একে সব ফুরায়,—কেবল স্মৃতি জাগে—ঘুমায় না—চখের জল শুখায় না,—কালের যত কঠোর আঘাত —হৃদে থাকে লেখা পাত,—আমার সব ছেল—কোথা গেল?—একে একে দিন যায়—একে একে সব ফেলে পালায়—জেগে ব'সে তাই দেখ্‌তে হয়, চারিধার —অন্ধকার—কেউ আসেনা—কেউ হাসে না, দুঃখ এই—তরু আছে সার নেই,—প্রাণ আছে—সুখ গেছে, বীণা আছে—তার ছিঁড়েছে, ফুল ঝর্‌ল—কাঁটা রইল। এমন কি কেউ নাই—যার কাছে প্রাণ জুড়াই?

প্রণয়-বিপ্লব।

১১

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলীর পর ১০।১১ দিন অতীত হইয়াছে। সুরেন্দ্র নাথ সস্ত্রীক এখনও টিটাগড়ের বাগানে বাস করিতেছেন। মনটা কি জানি সর্ব্বদাই বিমর্ষ। বিষয় কর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টি নাই, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় অনুগত জনগণের প্রতি আর পূর্ব্বের মত প্রেমপূর্ণ সস্নেহ সম্ভাষণ নাই; শরীরে কোন অসুখ নাই অথচ যেন কত অসুস্থ, কোন অভাব নাই অথচ হৃদয়ে যেন কত অভাব; মন উদাস, প্রাণ চঞ্চল; দৃষ্টি শূন্যপথে, দেহ ভার বহন করিতে যেন সম্পূর্ণ অশক্ত।

শুক্ল দ্বাদশী তিথি। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে ভাসিতেছে। চন্দ্রালোকে পৃথিবী আলোকময়ী। যামিনী মনোহারিণী। সুরেন্দ্র এমন সময় একাকী প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন; নির্জ্জন প্রাসাদ পাইয়া হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল, ভাবিতে লাগিলেন "প্রাণ যাকে ভালবাসিবার জন্য পাগল, কৈ তার প্রাণে তেমন ভাবের চিহ্ন মাত্রও ত দেখিতে পাইনা! ব্যবহার দেখ্‌লে বোধ হয় যেন জোর করে ভালবাসিতে চেষ্টা করে, আমায় যদি না ভালবাসিতে হ'ত তা হ'লে তার পক্ষে যেন হ'ত ভাল। তার কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হয়ে যখন কথা কই, তখন একটী কথা বেশী কয়না, যে কথাটী আমি বলি কেবল তার উত্তর দেয় মাত্র;—এটা কি মন রাখা নয়? এতদিন বিবাহ করেছি, সেই একই ভাব?—হায়! এই পরিণয়ের কি এই পরিণাম! এতদিন বিবাহ না করে ছিলাম ভাল,বিনোদের অনুরোধে কেন এ হলাহল হৃদয়ে ধারণ করিলাম! যা মনে করিলাম ঠিক্ তার বিপরীত হল! মনে করি এসকল কথা ফুটে বলি, কিন্তু মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। যত দিন যাচ্চে, তত যেন কি হচ্চি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা!—হায়! সেই ভালবাসা আর এই ভালবাসা! দশ বৎসরে সে প্রেমের পারাপার পাই নাই, যেমন অসীম তেমনই গভীর, এ প্রেম প্রতিপলকে শুকাইয়া যাইতেছে! এক জনের ইচ্ছা কতক্ষণে দেখিব, আর একজনের মন না দেখতে হলেই হয় ভাল! পুনরায় সংসার করিলাম সুখী হব বলে, এই কি সুখ?—হায় প্রিয়তমে! তোমার সঙ্গে আমার ইহ জীবনের সুখসূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, এ হৃদয় এখন ভীষণ তমসাচ্ছন্ন! আবার কতদিনে তোমার দর্শন পাব, কতদিনে চিরসুখী হব! তুমি যেখানে রয়েছ, এখানকার কি কিছুই সেখানে নাই? এ চন্দ্র কি সে দেশের কুমুদিনীকে হাসাচ্ছেন না? এ বায়ু কি সে দেশে বহিতেছে না? কোথায় তুমি? সব মায়া কাটিয়ে কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? তখন সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা

হ'ত, এখন কি একবারও দেখিতে ইচ্ছা হয়না? তখন তিলমাত্র ক্লেশ দেখিতে পারিতে না, এখন এত হা হা করে কাঁদি, এত যন্ত্রণা পাই, কেমন করে সহ্য কচ্চ? তেমন সরল প্রাণ কি এমন কঠিন হয়েছে? সে দেশে যারা যায় তারা কি পাষাণে হৃদয় বাঁধায়? মমতা কি তাদের কিছুই থাকে না? আচ্ছা না দেখ, না কথা কও, নাই নাই, যদি আবার সাক্ষাৎ হয়, এসকল যদি মনে থাকে, সাধিলেও কথা কহিব না।—অহো! পরিশ্রম কিছুই করি নাই, কিন্তু শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌চে, এইখানেই ক্ষণকাল বিশ্রাম করি।" অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর সুরেন্দ্রনাথ অবশদেহ হইয়া, ভূমিতেই শুইয়া পড়িলেন।

রাত্রি নয়টা। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ম্লানমুখে একটী রমণী সেই প্রাসাদোপরি উপনীত হইল এবং সুরেন্দ্রকে ভূমি শয্যায় শায়িত দেখিয়া স্তম্ভিতপ্রায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মানের পর অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল "এ অভিমান কার উপর? অভাগিনীই এ অভিমানের কারণ।—সুরেন্দ্র! যে পরিমাণে তুমি আমার নিকট হ'তে আশা কর, আমি তার কিছু মাত্রও পূর্ণ করতে পারিনা! তা ব'লে মনে ক'রোনা আমি তোমায় ভক্তি করিনা। আরাধ্য ধনকে কে কোথায় অবহেলা করে? হায়! ক্ষমা কর, তুমি যা চাও, তা আমি বুঝিতে পারি; তবে দিইনা কেন? সুরেন্দ্র! ভাঙ্গা জিনিস কি তোমায় দিতে পারি? কিন্তু দিব, যখন যোড় মিলাইতে পারিব। যাক এখন এ সকল কথায় কাজ নাই, তুমি যাতে সুখে থাক, সেই চেষ্টাই আমার করা উচিত। এ প্রাণ পোড়ে পুড়ুক।" অতঃপর সুন্দরী সুরেন্দ্র নাথের নিকট গিয়া সুকোমল করপল্লব স্পর্শে তাঁহাকে জাগ্রত করিল। সুরেন্দ্র নিদ্রাভঙ্গান্তে রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে?"

রমণী। যদি শ্রীচরণে অপরাধিনী হইয়া থাকি, ক্ষমা কর।

সুরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "কত রাত্রি হইয়াছে?—এখনও শোও নাই?"

রমণী অতি ম্লানস্বরে উত্তর করিল "রাত্রি অনেক হইয়াছে—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।"

সুরেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন বলিলেন "কুল্লে নটা! তবেত এখনও রাত্রি অনেক আছে।"

রমণী। সেই জন্যই এসেছি, চল,—এখানে এমন করে শুয়ে কেন?

সু। রয়েছি!

র। কেন, ঘরে কি স্থানের অভাব?

সু। আমার পক্ষে যথারণ্য তথা গৃহং।

র। তবে আমায় আন্‌লে কেন?

সু। অনেক দিনের দুঃখ ভুলব ব'লে মনে হয়েছিল।

র। তার পর?

সু। তার পর আর কি, ঠিক তার বিপরীত ফল! এখন পলকে পলকে সে দুঃখ উথ্‌লে উঠ্‌চে, কোন মতেই নিবারণ কর্‌তে পাচ্চিনা।

র। আমিই কি তার কারণ?

সু। তুমি?—তোমার দোষ কি দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ!

র। ভাল, বুঝিলাম আমিই তোমার এই দুঃখের কারণ। আমার যেমন কপাল!—

সু। না না, কিছু মনে করোনা, আমি তোমায় কিছু বলি নাই।

র। আর কেমন করে লোক্‌কে লোক বলে? যা বলেছ তাকি যথেষ্ট হয় নাই?

সু। তবু মনে করে নিচ্চ? বল্‌ছি তোমায় কিছু বলিনি—

র। বল তাতে ক্ষতি নাই, কথাগুলো শুনলে মনে বড় কষ্ট হয়।—দেখ এখন আমার মতি গতি জীবন সর্ব্বস্ব ধন তুমি, তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কওনা, আমায় দেখলেই তোমার মুখ বিরস হয়, এ দুঃখ আমার রাখিবার স্থান নাই!— ভাল, আমারই যেন মুখ না দেখলে, সুন্দর গৃহ, সুন্দর শয্যা প্রচুর রয়েছে, এখানে এমন করে শোবার প্রয়োজন?—

সু। এখানে শুয়েছি ব'লে বুঝি এত কথা শুনান হচ্চে? ও বুঝেছি।—আচ্ছা চল চল, আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।

সুরেন্দ্রের পূর্ব্ব চিন্তা উড়িয়া গেল, সব ভুলিয়া গেলেন, এবং প্রণয়িনীর মুখকমল পরিচুম্বন করিয়া ভুজমৃণাল ধারণ করতঃ স্তোক বাক্যে ভুলাইতে ভুলাইতে শয়ন কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

—০—

১২

কিছুদিন যায়। একদিন আহারাদি কার্য্য সমাপনান্তে সুরেন্দ্রনাথ একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে একখানি সুখসেব্য কউচের উপর অর্দ্ধশয়ন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, এমন সময় জনৈক ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল "ধর্ম্ম অবতার! চিত্রশালা মেরামত হইয়াছে, পুরাতন ছবিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করা গিয়াছে এবং যে কতকগুলি নূতন ছবি আপনি আনাইয়াছেন সে গুলিকেও উপযুক্ত স্থানে স্থান দেওয়া হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া একবার আগমন পূর্ব্বক দর্শন করুন।" সুরেন্দ্র নাথ আজ্ঞা দিলেন "যদি সেখানে কোন অপর লোক থাকে তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে বল, আমরা শীঘ্রই চিত্রশালা পরিদর্শনে যাইতেছি।" ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ একজন বড় জমীদার; তাঁর অগাধ বিষয়, অতুল ঐশ্বর্য্য। যে রমণীর সহিত তাঁহার এবার বিবাহ হইয়াছে, যদিও তিনি বড় মানুষের মেয়ে বটেন, সুন্দর গৃহসজ্জা, এলবাৎ পোষাক, জাঁকজমক বিস্তর দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্বামীগৃহের সুচারু, সৌন্দর্য্য ও মনোলোভা শোভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের সুরম্য উদ্যানের প্রায় সকল স্থানই তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন, কেবল চিত্রশালা মেরামত হইতেছিল বলিয়া দর্শন করা হয় নাই। এক্ষণে চিত্রশালা মেরামত হইয়াছে, সুরেন্দ্র নাথের সস্ত্রীক তাহা দর্শন করিবার বাসনা হইল, এই জন্যই অন্যান্য লোককে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের নূতন স্ত্রীর সহিত এখন

বড় ভাব। সুরেন্দ্রের মনে এতদিনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহার স্ত্রী তিনি ভিন্ন আর জনেন না, সুতরাং তাঁহার মন সুস্থ হইয়াছে, আর মিছা ভাবনা ভাবিবার জন্য অর্দ্ধ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এখন প্রাসাদের উপর উঠিতে হয়না, অথবা উদ্যানের নিভৃত নিকুঞ্জেও প্রবেশ করিতে হয়না। পূর্ব্বকার গোলমাল সব মিটিয়াছে, প্রণয়-পয়োধি এখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

প্রণয়ী লোকদের মধ্যে এইটী বড় তামাসা দেখিতে পাওয়া যায়। দুজনে বড় ভাব; এক দেহ, এক প্রাণ, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, সর্ব্বদাই চখে চখে দেখা, চখে চখে কথা, চখে চখে হাসি, চখে চখে খেলা, একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেনা, পলকের বিচ্ছেদ যুগ-সহস্রের ন্যায় বোধ হয়, এক মরণে দুজন মরে; আবার যখনই ভালবাসা লয়ে কাহারও মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখনই প্রণয়ে একেবারে প্রলয় উপস্থিত।

একটী কথা—যেমনটী যায় তেমনটী আর হয়না। সুরেন্দ্রনাথ নূতন ভার্য্যাকে ভালবাসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে কি ভুলিয়াছেন?—না। আজও তাহার জন্য সময়ে সময়ে অশ্রু বিসর্জন করেন, আজও একটু কিছু হইলে তাহার তুলনা দেন, দিবাভাগে সর্ব্বদাই দেখেন যেন সেই মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার কাছে কাছে ভ্রমণ করিতেছে, রাত্রিতে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় প্রায় "গোলাপ! গোলাপ!" বলিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠেন। অধিক কি, তাঁহার নূতন স্ত্রীকে বলিয়াছেন 'আমি তোমায় গোলাপ বলিয়া ডাকিব, তুমি উত্তর দিও, আমি মনে করিব আমার সেই গোলাপই তুমি রহিয়াছ।' এত করিয়াও পাশরিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব ভার্য্যার নাম গোলাপ ছিল, তাহাকে প্রাণপণে ভালবাসিতেন। সে গুণবতী রমণী ছিল, তিনি তাহার বিবিধ গুণে বিমোহিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের নূতন স্ত্রী যে গুণবতী নহেন একথা আমরা বলিতেছিনা, ইনি গুণবতী অথচ রূপবতী, কিন্তু গোলাপের ন্যায় সুরেন্দ্রের মনকে এখনও মোহিত করিতে পারেন নাই। গোলাপের সহিত সুরেন্দ্রের চখে চখে যে কথা চলিত, ইহার সহিত মুখে মুখেও এখন পর্য্যন্ত সে আলাপন হয় নাই। এইতেই বলি—যেমনটী যায় তেমনটী আর হয়না।

সুরেন্দ্র সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নবপ্রণয়িনীর প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন, দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, দ্বারে আঘাৎ করিয়া "গোলাপ! গোলাপ!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিনবার ডাকিবার পরেই ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রী দ্বার খুলিয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—ফুল্ল নলিনী নিহারসিক্ত হইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে! কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুই উত্তর পাইলেন না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া দুজনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে সুরেন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "গোলাপ! কি হইয়াছে বলিলেনা?" এইবার গোলাপ চক্ষু মুছিয়া উত্তর দিল "অনেক দিন হইল আমাদের বাড়ী হইতে কোন পত্রাদি আইসে নাই, সেই

জন্য আজ মনটা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।" গোলাপের প্রকৃত দুঃখ যাই হউক, সুরেন্দ্রনাথ সেই কথায় ভুলিলেন, বলিলেন "এই কথা!—এই জন্য! এর জন্য ভাবনা কি? আমি আজই লোক পাঠাইয়া সম্বাদ আনাইতেছি।—চল, তুমি আমাদের চিত্রশালা দেখ নাই, দেখিবে চল।" এই বলিয়া গোলাপের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র নাথ চিত্রশালা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চিত্রশালা—মনোজ্ঞ পুরী। সুপ্রসিদ্ধ সুনিপুণ চিত্রকর চিত্রিত সুদীর্ঘ উৎকৃষ্ট চিত্র সকল সর্ব্বোপরি স্থাপিত, তৎপরে ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট ছবি সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র একদিকে রহিয়াছে; সর্ব্বোপরি যাঁহারা বহুদিন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তন্নিম্নে যাঁহারা সম্প্রতি কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছেন।

গোলাপ ও সুরেন্দ্র চিত্রশালায় উপস্থিত হইলেন এবং একে একে সমুদয় দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বহুদিন গত হইয়াছেন তাঁহাদের চিত্রদর্শনে গোলাপের কৌতুহল ও দর্শনেচ্ছামাত্র পরিতৃপ্ত হইল; কিন্তু যাঁহারা সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ছবি সকলের নিকট যখন গোলাপ উপস্থিত হইতে লাগিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। যখন বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে দেখিলেন—শ্মশান দৃশ্য; তন্মধ্যে জীর্ণ শীর্ণ কলেবরা শ্যামাঙ্গী যুবতী রমণী অন্তিম শয্যায় শায়িত, এলাইত বেণী, ললাটে সিন্দূর বিন্দু, অর্দ্ধ ঢুলু ঢুলু আঁখি, অধরপ্রান্তে চিরসুখ হাসি রাশি, সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ কুসুমদাম, পার্শ্বে চিতা প্রস্তুত; তখন তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল, ভাবিলেন "এ ভাগ্যবতী কে? আমার অদৃষ্টে কি এমন ঘটনা ঘটিবে?" আবার ভাবিলেন "হায় নবীন যৌবনে সমস্ত সাধ ফুরাইয়াছে!" এবার তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, স্বামীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহারও সেই অবস্থা। তখন আর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, বুদ্ধিমতী বুঝিলেন—ভাগ্যবতী তাঁহারই সপত্নী: আর সেস্থানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইলেন না, স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া অন্যান্য চিত্র দর্শন মানসে অন্যদিকে গমন করিলেন।

প্রায় সকল চিত্রই দেখা হইয়াছে, আর দুই একখানি দেখিলেই হয়। গোলাপের হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে: কি দেখিতেছে আর তাহার তত জ্ঞান নাই, কেবলই ভাবিতেছে "এমন মৃত্যু কতদিনে ঘটিবে?" যাহা হউক, শেষ চিত্রের নিকট গোলাপ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং চিত্রখানি দেখিবামাত্রই তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল, সহসা প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, আস্তে আস্তে আবার চাহিল, স্পষ্ট দেখিল যাবজ্জীবনে যাহা ভুলিবার নহে সেই বস্তু চিত্রে চিত্রিত! কেবল বয়সের কিছু প্রভেদ মাত্র, কিন্তু সাদৃশ্য এত নিকট যে পিতা পুত্র ভিন্ন সেরূপ কখনই সম্ভবে না। 'কে চিত্রিত করিল? সে আদর্শই বা কোথায় পাইল?' বিষম সন্দেহ, উন্মাদ ভাব, গোলাপের মনে দেখা দিল। তাঁহার

হৃদয়ে অদ্ভুত চিন্তা ও ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। চিন্তাস্রোত স্মৃতি অভিমুখে ধাবিত হইল, ঘটনা স্রোত বর্ত্তমান ও অতীত দুই অনন্ত সমুদ্রের যোজকভাবে পরিণত হইল। গোলাপ ভাবিল "কোথায় সে, আর কোথায় এই চিত্র! ইহাদের সহিত তার সম্পর্ক কি? তার চিত্র এখানে কেমন করে আস্‌বে? বোধ হয় ভুল দেখিলাম, মনের মধ্যে সর্ব্বদাই রয়েছে বলে বোধ হয় এই রূপ দেখিলাম।" কিন্তু আবাব চাহিল, আবার দেখিল, তাহার শ্বশুর বংশের পর পর পাচ ছয় জনের চিত্রের মুখের ভাব মিলাইয়া দেখিল, প্রায় একরূপ, ক্রমে শেষ চিত্রখানিতে একেবারে স্পষ্টরূপে সেই সাদৃশ্য লক্ষিত হইল। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তখন সে সতৃষ্ণনয়নে সেই চিত্র-পানে ছল ছল করিয়া চাহিয়া রহিল; পাছে স্বামী জানিতে পারেন এই জন্য মনোভাব গোপন রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে লাগিল। গোলাপের ভাব দেখিয়া সুরেন্দ্র অনুমান করিলেন বুঝি শেষ চিত্রখানি কাহার জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! এ চিত্রখানি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার। আজ প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

গোলাপ। কি হইয়াছিল?

সুরেন্দ্র। গোলাপ! সে দুর্ঘটনার পরিচয় আর তোমায় কি দিব, স্মরণ হইলে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! শরীর সুস্থ হবার জন্য, বায়ুসেবনার্থ বোটে করে পদ্মাবিহারে এক সপ্তাহ কখন কখন দুই সপ্তাহ ধরিয়া গঙ্গায় বেড়াইত। বৈশাখ মাসে প্রায়ই ঝড় হয়ে থাকে, আমার বারণ না শুনে সেই কাল বৈশাখীতেই সে বায়ু-সেবনার্থে বাহির হয়েছিল। একদিন হঠাৎ ঝড় উঠিল, মাঝিরা কোনমতেই সামলাইতে পারিলনা, বোট জলমগ্ন হইল, সকলেই মারা গেল।

গো। বোটে কে কে ছিলেন?

সু। সে ছিল, তার স্ত্রী ছিল, আর তার একটী ছয় বৎসরের সন্তান ছিল।

গো। সকলেই মারা গেল?—কেহই বাঁচিলনা?

সু। এক প্রাণীও না!

গো। উঃ! কি দুর্ঘটনা! আহা সে সময় তাঁদের কত কষ্টই হয়েছিল!

সুরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃশোকে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ভার্য্যার হৃদয়ও কি-জানি-কি কারণে অধীর হইয়া উঠিল; সুতরাং উভয়েই চিত্রশালা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন বাসগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১৩

এদিকে কুমুদনাথ যথাসময়ে বর্দ্ধমানে পঁহুছিল এবং বহুদিনের পর পরিচিত স্থান সকল দর্শন করিয়া তাহার আহ্লাদ হইল বটে; কিন্তু কি জানি সম্পূর্ণরূপে সে আহ্লাদ উপভোগ করিতে পারিলনা, প্রাণ যেন আরও কি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শকটচালককে দ্রুতবেগে শকট চালাইতে আজ্ঞা দিল এবং অনতিবিলম্বেই

বিপ্রদাস বাবুর সুন্দর অট্টালিকা তাহার নয়নপথে পতিত হইল। বেলা প্রায় যায় যায় এমন সময় কুমুদনাথের শকট বিপ্রদাস বাবুর বাটীর সংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিপ্রদাস বাবু তখন উদ্যান মধ্যে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছিলেন। কুমুদনাথের সম্বাদ তিনি ইতিপুর্ব্বে বেতিয়ার মহারাজের নিকট হইতে ডাকযোগে পাইয়াছিলেন এবং প্রতিদিনই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে উদ্যানের মধ্যে শকট প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইল। ইতিমধ্যে শকট যাইয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল, কুমুদ অবতরণ করিল। দ্বারবান চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুমুদনাথকে বন্দনা করিল। কুমুদ কুশলবার্ত্তা সুধাইয়া জিজ্ঞাসিল "বাবু কোথায় ?" দ্বারবান করযোড়ে উত্তর করিল "মহারাজ! হজুর উদ্যানের মধ্যে বেড়াইতেছেন।" বলিতে বলিতে বিপ্রদাস বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। কুমুদ নাথ সস্মিতবদনে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বিপ্রদাস বাবু পুত্রসম কুমুদকে লালন পালন করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যে অশুভ সম্বাদ পুর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত ছিলেন, বিশেষ তাঁহারই আদেশে কুমুদ বেতিয়ায় যায়, এখন তাহাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর হইতে সে দুঃখ অন্তর্হিত হইল, অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। আহ্লাদের আতিশয্য প্রযুক্ত আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে তখন নির্গত হইলনা, কেবল কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কুমুদের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে মোক্ষদার নিকট লইয়া গেলেন। মোক্ষদার আর সে শরীর নাই, সে লাবণ্য নাই, দিনে দিনে এমনই শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে হঠাৎ চেনা যায়না; মোক্ষদা সর্ব্বদাই যেন বিরসমুখী, তথাপি কুমুদকে দেখিয়া তাহার আহ্লাদের আর সীমা রহিলনা। যখন কুমুদ তাঁহাকে প্রণাম করিল তখন তাঁহার হর্ষসাগর উথলিয়া উঠিয়া নয়নদ্বয় দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। আহ্লাদগদগদবচনে কহিলেন "কুমুদ! এতদিনের পর কি আমাদের মনে হয়েচে ?" কুমুদ মিষ্ট বচনে মোক্ষদা ও বিপ্রদাসকে পরিতুষ্ট করিল;—কিন্তু অন্যমনে কেন? তাহার মন কি ভাবিতেছে? নয়নদ্বয় উৎসুক হইয়া কি অন্বেষণ করিতেছে? নয়ন মনের অনুগত; মন যাহাকে ভাবিতেছে, নয়নদ্বয় উৎসুক হইয়া তাহারই অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সে কে?—প্রমদা। কুমুদ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রমদাকে দেখিবে দেখিবে আশা করিতেছে, না দেখিতে পাইয়া কত ভাবনাই যে ভাবিতেছে তাহা বলিয়া জানান যায়না। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল প্রমদা আসিলনা তখন তাহার মন অন্য ভাবনা ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদার অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় ভয় হইল মনে মনে ভাবিল 'প্রমদার সম্বাদ কি?—না, সে সব কিছু নয়, তাহা হইলে আমাকে দেখিয়া মোক্ষদা কখনই রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেন না।' একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কি জানি-

সাহস হইলনা। নানাপ্রকার কথোপকথনে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। সকলেই আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিরামদায়িনী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় লইবার জন্য স্ব স্ব মন্দিরে প্রবেশ করিল। কুমুদ যে গৃহ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণার সহিত বহুদিন হইল পরিত্যাগ করিযাছিল, আজ বিপ্রদাস ও মোক্ষদার অনুরোধে চঞ্চল হৃদয়ে আবার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল,—দেখিল সেই গৃহ, সেই শয্যা, সেই সব, যথাস্থানে রহিয়াছে, পরিবর্ত্তন কিছুই হয নাই;—বিশ্রামার্থ শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিল, নিদ্রা আসিতে পারিল না, চিন্তা স্মৃতি সমভিব্যাহারে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বেতিয়া পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত তখন তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। হৃদয় আকুল, প্রাণ চঞ্চল, আপনি অস্থির হইয়া উঠিল। সময় বুঝিয়া রঙ্গিণী সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে চিন্তা হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিল, হৃদয়ের সহিত তাহার পূর্ব্বে যেন ষড়যন্ত্র ছিল, আঘাৎ করিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল, চিন্তা হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মানবহৃদয যখন যে অধিকার করে মানব তখন তাহারই বশীভূত হয়, সে যেদিকে ফিরায় সেইদিকেই ফিরে। কুমুদ ভাবিতে লাগিল "প্রমদা দেখা করিলনা কেন? বড় হয়েচে—অনেক দিন দেখা নাই—ব'লে কি লজ্জা হয়েচে? তাই কি আসিল না? এমনই কি বড় হয়েচে, কতদিনই বা দেখা নাই, যে সে লজ্জায় বেরুলনা? যে বাল্যসুহৃদ তার কাছে বেরুতে লজ্জা! ভাল, সেই যেন দেখা করিলনা, আমি কেন তার কাছে গিয়া দেখা করিয়া আসিলাম না? দেখা করা দূরে থাকুগ, তার কথা জিজ্ঞাসাও করি নাই। প্রমদা মন বুঝিবার জন্য বোধ হয আমার কাছে আইসে নাই, আমি যে যাই নাই এতে তার নিশ্চয়ই অভিমান হয়েচে। যে যাকে আপনার ব'লে ভাবে, প্রাণের সহিত—অধিক—ভালবাসে, তার উপর ত তার কথায় কথায় মান। প্রমদা! কাল আর তোমার এমান থাকবেনা। যা হোগ, অনেক দিনের পর আসিলাম, একবার যদি কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে, সকল শ্রম সফল হ'ত, সকল আশাও পূর্ণ হ'ত। আমার আশাপথের লক্ষ্য তুমি বই আর কিছুই নহে, সকল আয়াস তোমারেই পাবার জন্য। তুমি বিমুখ হ'লে জগৎসংসার আমার পক্ষে অন্ধকার হবে।" অনন্তর প্রমদাপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কখন হৃদয়ে ধারণ, কখন কখন ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। আবার ভাবিল "আমার উপর কি প্রমদার সেইরূপ ভালবাসা এখনও আছে? চক্ষের অন্তর হ'লে কি হৃদয়েরও অন্তর হয়? আমার ত হয় নাই, জানিনা তার কি হয়েচে!—না না—সে ভালবাসা অতলস্পর্শ, অদর্শনে তাহা শুকাইবার নহে। মন! বিদায় কালীন সে মুহূর্ত্ত কি তোমার স্মরণ নাই? নয়ন কি তোমার সে শোকাশ্রু দেখায় নাই? শ্রবণ কি তোমায মর্ম্মচ্ছিন্নকারী সে বিলাপধ্বনি শুনায় নাই? তবে

তোমার এখন এমন সন্দেহ কেন হ'ল? না জানি তুমিই কেমন!—কতক্ষণে নিশা অবসান হবে, কতক্ষণে প্রমদাকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হব! যদি সে এখানে না থাকে? তবে জেন সে এ জগতে নাই। প্রমদা আমার, ভূতলে প্রকৃতি সাক্ষী, আকাশে নিশাকর সাক্ষী। প্রমদা এ জগতে নাই সহ্য হবে, পরলোকে পুনর্ব্বার দুজনে মিলিত হব, কিন্তু প্রমদা যদি অন্যত্র থাকে তা সহ্য হবে কিনা বলিতে পারিনা। এ ভাবনা কেন? যাতে ঈর্ষা, প্রতিবিধিৎসা, হত্যা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, যাতে লীলাময় বিধাতার উজ্জ্বল এ লীলাস্থলকে ঘোর অন্ধকারময় দেখায়, যাতে আপাদ-মস্তক কণ্টকিত, জীবমন্দির তীব্রজ্বালায় জ্বলিয়া উঠে, যাতে এ জীবনের আশা ভরসা প্রত্যয় প্রত্যাশা সমস্ত একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, যাতে লোক জ্ঞানহারা আত্মহারা, প্রাণহারা হয়, এমন ভাবনা কেন? —এ হতভাগ্যের মুখ চায় এমন লোক এ সংসারে নাই! পিতামাতা হতভাগ্য জানিয়া বাল্যকালেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি জীবিত থাকিতেন তা হ'লে বোধ হয় আমার জন্য তাঁদের কতই মনোবেদনা সহ্য কর্‌তে হ'ত। এ হতভাগ্যের জীবনই কষ্টসঙ্কুল, এ বিপণীতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া না বুঝিয়া কেবল দুঃখের ভরাই বহন করিলাম। জননি! কোথায় তুমি! একমাত্র সন্তান আমি তোমার, কেমন করিয়া আমায় ভুলিয়া আছ! মা! আমার কষ্ট কি দেখিতে পাইতেছ? যদি দেখিতেছ, তবে কেমন করি নিশ্চিন্ত আছ? যেখানে রয়েছ আমায় লয়ে যাও, আর আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই, আর সহ্যও হয়না!"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুমুদ অন্যমনে নিশ্চল হইয়া শয়ন করিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বশরীর ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত যেন অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে দেখিল ধীরে ধীরে এক রমণীমূর্ত্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তরুণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যেন কৌমুদী বিনির্ম্মিত, পরিধান ধবল বসন, মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, মেঘমালা সম কেশজাল আমেখল-পরিচুম্বিত, প্রতি পদবিক্ষেপ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে কিনা সন্দেহ, সর্ব্বাঙ্গ সৌরভময়। রমণী ধীরে ধীরে আসিয়া কুমুদের সম্মুখে দাঁড়াইল। কুমুদ ভাবিল বুঝি প্রমদা নির্জ্জনে সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছে, তাহার মনে অভিমান হইল, অভিমান ভরে কোন কথা কহিলনা, স্থির হইয়া শয়ন করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর রমণী মৃদুমধুরকণ্ঠে ডাকিল "কুমুদ!" কুমুদ শুনিল কণ্ঠস্বর প্রমদার নহে, অন্য কে তাহাকে আহ্বান করিতেছে, তাহার মনে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হইল। রমণী আবার বলিল "কুমুদ! সাবধান! এ সংসার অসার, ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই, এখানে সকলেই স্বার্থপর, পরদুঃখে এখানে কাহারও প্রাণ কাঁদেনা, এ নরক ত্যাগ করিতে না পারিলে সুখের সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা। এখানে কেহই কাহার নহে, কাহারও প্রেমে মুগ্ধ হইওনা;— যে

সুখের অভিলাষে উন্মত্ত হইয়াছ, যে সুখের আশ্বাসে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, সে সুখে তুমি বঞ্চিত।" কুমুদ এবম্বিধ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া চমকিত হইল, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা পাইল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না; কথা কহিবার উপক্রম করিল যেন কণ্ঠরোধ হইল, ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কহিল "আপনি কে? বহুদিন পূর্ব্বে কোথাও যেন আপনাকে দেখেছি দেখেছি ব'লে বোধ হচ্চে, আপনার বাক্যামৃত পানে তাপিত প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'ল, কিন্তু আপনার শেষ কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হলেম, যে সুখের আশ্বাসে সর্ব্বত্যাগী, সেই সুখেই বঞ্চিত?" রমণী উত্তর করিল "সে সুখ সুখই নয়, সে আশা পরিত্যাগ কর, মজিবে—সব যাবে—সব হারাবে।"

কুমুদ। আপনি কে?

রমণী। আমি যেই হই, তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নই।—যাই, আমার কথা গুলি স্মরণ রেখো।

কু।—বলুন—কাহাকেও বলিবনা—আপনি কে?

র। আমি তোর জ—ন—নী—

কু। জননী!—মা—

রমণী মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল। কুমুদ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, দেখিল গৃহের দ্বার পূর্ব্বমত রুদ্ধ, কেহই কোথাও নাই।

রাত্রি আর অধিকক্ষণ নাই, কুমুদনাথের আর নিদ্রাও হইলনা, কেবলই ভাবিতে লাগিল—"এ স্বপ্নের মর্ম্ম কি? তবে কি প্রমদা আমার হবেনা? জননি! সত্য বলেছ, পরদুঃখে এখানে কাহারও প্রাণ কাঁদেনা, পরের মুখ এখানে কেহই চায়না, এখানে কেহই কাহার নয়, কাহাকেও বিশ্বাস নাই।—প্রমদা যেখানেই থাকে সুখে থাকুগ্।—সে যদি পরের হয়ে থাকে তবে তার সহিত সাক্ষাতে আর প্রয়োজন নাই।—না, প্রয়োজন আছে, একবারমাত্র সাক্ষাৎ করিব, তাঁহার অঙ্গুরীয় তাহাকে দিয়া আমার অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া লইব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল। কুমুদনাথ শয্যা পরিত্যাগ করিল। বেতিয়া হইতে যে সকল লোক তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া প্রতিগমন করিতে আদেশ দিল, পরে প্রাতঃকৃত্য সকল সম্পন্ন করিয়া উদ্যানের মধ্যে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল। দ্বারবান প্রাচীন লোক, বহুদিনের ভৃত্য, বাটীর পরিবারিক সমস্ত ঘটনা তাহার জানিবার সম্ভাবনা, কুমুদ তাহাকে ডাকাইয়া প্রমদা সম্বন্ধে দুটী একটী কথা জিজ্ঞাসা করিল। দ্বারবান যথাজ্ঞান নিবেদন করিলে কুমুদ সমস্ত শুনিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল, সে চলিয়া গেলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "তবে প্রমদা আর আমার নাই!—নাই নাই—ক্ষতি নাই!—একবার দেখিব, জিজ্ঞাসা করিব এ প্রবঞ্চনা সে কেন করিল।—যাগ্ এখন কোন কথার কাজ নাই, বাটীতে জানিলে হয়ত এ আশাও পূর্ণ হবেনা।" অতঃপর কুমুদ বিপ্রদাস বাবুর নিকট গিয়া প্রমদার শুভ পরিণয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করিল এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে বলিয়া প্রার্থনা জানাইল। বিপ্র-

দাস বাবু কুমুদের ভাব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। কুমুদ সত্বরেই প্রমদার পতিগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিন অতীত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিশেষ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। কুমুদ নির্জনে যখনই থাকে তখনই কত কি ভাবে, কিন্তু তাহার সে দারুণ মনোবেদনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিপ্রদাস বাবু কি মোক্ষদা কেহই জানিতে পারেন নাই। পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে বিপ্রদাস বাবু কুমুদকে একখানি পত্র দিয়া জামাতৃগৃহে রওয়ানা করিয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন "বড় বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগমন করিও।" কুমুদ "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিপ্রদাস ও মোক্ষদার চরণে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

১৮

বেলা দুইটা। রৌদ্রের তখনও বিলক্ষণ উত্তাপ। টিটাগড়ের উদ্যানস্থ অন্দর মহলের একটী সুসজ্জিত গৃহমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বে বসিয়া তাহার ভার্য্যা একখানি বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় জনেক পরিচারিকা আসিয়া সম্বাদ দিল "বাবু! কলিকাতা হইতে বিনোদ বাবু আসিয়াছেন।" সুরেন্দ্র এ সম্বাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কহিলেন "ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি সত্বরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি।" পরিচারিকা প্রস্থান করিল। বেলা চারিটার সময় সুরেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিলেন, বিনোদ আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র সহাস্য বদনে বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিনোদ! সম্বাদ কি?" বিনোদও সহাস্য বদনে উত্তর দিল "সমস্তই মঙ্গল।"

সু। হঠাৎ এমন সময়?

বি। কিছু কারণ আছে।—তোমার সম্বাদ?

সু। মন্দ নয়।

বি। সকল বিষয়েই?

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ ভাই।"

বি। বাঁচিলাম। ঐ একটী বিষয়ের জন্য আমার সর্ব্বদাই ভয়।

সু। তোমার অপরাধ কি? তোমার কিসের ভয়? ভাই প্রাক্তনের গতি রোধ করিতে সক্ষম কে?

বি। তোমার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব তাই তুমি এমন কথা বলিলে। স্নেহের চক্ষে কিছুতেই দোষ দৃষ্ট হয়না। কিন্তু ভাই জগতের ভাব এরূপ নহে।

সু। জগতের ভাব আমি জানি। তোমার আমার সে ভাব নহে।

বি। আমিও তা জানি।

সু। তা যা হোগ, শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হ'তে বহুদিন হ'ল কোন সম্বাদ আইসে নাই, কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, তুমি কোন সম্বাদ জান কি?

বি। জানি—সকলেই ভাল আছেন। তাঁদের বাড়ী হ'তে একজন লোকও আসিয়াছেন।

সু। লোক?—ঠিক?—কোথায়?

বি। ভদ্রলোক, রৌদ্রের সময় আসিয়াছেন বলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন।

সু। ভদ্রলোক?

বি। হাঁ। তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্যও আছে, সেই জন্যই আমি সমভিব্যাহারে আসিয়াছি।

সুরেন্দ্র সাতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি—ব্যাপার কি?"

বিনোদ আস্তে আস্তে বলিল "তোমার শ্বশুর বাড়ী হইতে যে একটী তরুণবয়স্ক যুবক আসিয়াছে তাহার আকার অবয়ব ঠিক তোমার ভ্রাতার ন্যায়। চিত্রশালায় নগেন্দ্রবাবুর যে চিত্র আছে তাহা আমি দেখিয়াছি এবং যুবার মুখে যতদূর তাহার পূর্ব্বঘটনা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাতে তাহাকে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া হঠাৎ ভ্রম হয়!"

সুরেন্দ্র চমৎকৃত হইলেন এবং অন্য কেহ একথা বলিলে মূলে বিশ্বাসই করিতেন না, কিন্তু বিনোদ বলিতেছে বলিয়া কথাটা অগ্রাহ্যও করিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে যুবা কোথায়?"

বিনোদ বলিল "উপযুক্ত স্থানেই আছেন।" অতঃপর জনৈক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিল "আমার সঙ্গে যে ভদ্রসন্তানটী আসিয়াছেন, যদি তাঁহার বিশ্রাম করা হইয়া থাকে, তবে সম্মানের সহিত তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।"

ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল, অনতিবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিয়া সম্বাদ দিল "ক্লান্তিপ্রযুক্ত বাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন;—যেরূপ আদেশ হয়।"

সুরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "তুমি যাও, আমরা স্বয়ং যাইতেছি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্র বিনোদের হস্তধারণ করিয়া, যে গৃহে যুবা নিদ্রা যাইতেছিল, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। যুবাকে দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল এবং বিনোদকে কহিলেন "বিনোদ! আজ বার বৎসরের পর প্রাণাধিক নগেনের সেই মূর্ত্তি, সেই অবয়ব, সেই ভঙ্গী, সম্মুখে দেখিতেছি, কিন্তু দুর্ঘটনার কথা মনে হ'লে বিশ্বাস করিতে প্রাণ কুণ্ঠিত হয়, বালকের জীবন কি উপায়ে রক্ষা পাইল বুঝিতে পারিতেছি না। আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে এ নিশ্চয়ই সেই নগেনের পুত্র।"

বি। ঈশ্বরের অপার মহিমা কে বুঝিতে পারে! অল্প জলে সন্তরণপটু ব্যক্তি ডুবিয়া মরে, অথৈ জলে সুকুমার শিশু মগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যায়। ভাই সে কৌশলীর কৌশল বুঝা তোমার আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।—এখন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ সেই কি না। যদি বাল্যকালের কোন চিহ্ন ইহার গাত্রে থাকে স্মরণ হয়, তাহাও মিলাইয়া দেখ।

সু। বন্ধু, তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় একবার পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মতলে গুরুতর আঘাৎ লাগে; দেখ দেখি ইহার ব্রহ্মতলে কোন ক্ষত চিহ্ন আছে কি না।

বিনোদ ধীরে ধীরে যুবার ব্রহ্মতলের

কেশগুলি সরাইয়া দেখিল তথায় বিলক্ষণ ক্ষত চিহ্ন রহিয়াছে, এবং আনন্দিতচিত্তে বলিয়া উঠিল "বন্ধু, এই দেখ ক্ষত চিহ্ন।"

সুরেন্দ্র দেখিলেন ঠিক্ সেই স্থানে ক্ষত চিহ্ন! তাঁহার কৌতূহল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের আরও একটী চিহ্ন তাঁহার স্মরণ ছিল, ছেলে খেলায় শিশুটীকে কখন "টিপ্" পরাইতে হয় নাই, যে স্থানে টিপ পরায় বিধাতা সেই স্থানে একটী "তিল" চিহ্ন দিয়া সুশোভিত করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র দেখিলেন সেই বিধিদত্ত টিপ যুবার ভালে শোভা পাইতেছে! তাঁহার পিতার আমলের একজন প্রাচীনা পরিচারিকা ছিল, সে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিল, চিনিবার জন্য তিনি তাহাকে ডাকাইলেন, সে দেখিবামাত্র বলিল "একি আমার নগেন!" সুরেন্দ্র বলিলেন "ভাল করিয়া দেখ, নগেন নয়।" বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খেদ করিয়া বলিল "হায় হায়! এমন দিনও কি হবে!" আবার দেখিল; অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া বলিল "তবে এটী কি তার সেই ছেলে? তাই বা কেমন করে হবে! —আহা সব কোথায় গেল! আমার মরণ নাই এখনও বেঁচে আছি!—আচ্ছা দেখুন দেখি, পিঠের ডান দিকে একটা জড়ুল আছে কি না।" যুবার গাত্রে একটী অঙ্গরাখা ছিল, বিনোদ আস্তে আস্তে অঙ্গরাখাটী তুলিয়া দেখিল, তাহার পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণভাগে একটী সুস্পষ্ট জড়ুল চিহ্ন রহিয়াছে; সুরেন্দ্রকে দেখাইল, সুরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল "তবে বুঝি সেই ছেলেই হবে গোঁ।"

সুরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিয়া ক্ষণকাল কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং মনে মনে কেবলই আন্দোলন করিতে লাগিলেন "এই কি তবে নগেনের পুত্র? আকার অবয়বেত কিছুই প্রভেদ দেখিতেছিনা। দেখে অবধি হৃদয়ে স্নেহেরও সঞ্চার হচ্চে, ইচ্ছা হচ্চে বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করি।—বিনোদ! এর পূর্ব্ব ঘটনা কি কিছু অবগত হয়েছ?"

বি। যতদূর উহাঁর মুখে শুনিয়াছি তাহাতে আমার ত স্থির বিশ্বাস যে ইনিই তোমার ভ্রাতষ্পুত্র। আশ্চর্য্য উপায়ে ইহাঁর জীবন রক্ষা হয়েছিল, ঈশ্বর ইহাঁকে বাঁচাইয়াছিলেন।

সু। বিনোদ! কি শুনেছ, শুনিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে, শীঘ্র বল।

বিনোদ যুবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যেমন বলিতে আরম্ভ করিবে অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গান্তে সম্মুখে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিল। সুরেন্দ্র প্রতি নমস্কার করিলেন এবং মনোগত ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বাড়ীর সমস্ত মঙ্গল?"

যুবা বিনীতভাবে উত্তর করিল "সমস্তই মঙ্গল।—মহাশয় শারীরিক ভাল আছেন?" অতঃপর একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া সুরেন্দ্রনাথের হস্তে দিল। সুরেন্দ্র পত্রিকা পাঠ করিয়া বিনোদের হাতে দিলেন। বিনোদ মনে মনে পাঠ করিল। পত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

উত্তরের প্রতি আহ্লাদ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সুরেন্দ্র বাটীর মধ্যে সম্বাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা বহুদিন পিতামাতার সমাচার না পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত ও দুঃখিত ছিলেন, বাটী হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া সত্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে স্বামীকে বলিয়া পাঠাইলেন। সুরেন্দ্র যুবার হস্তধারণ করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহার ভার্য্যা আহ্লাদে বিহ্বল ও ব্যস্ত হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া আসিল এবং যেমন যুবার মুখের দিকে চাহিয়া বাটীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিবে অমনি মুখ অবনত করিল, অমনি তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, পূর্ণশশি সহসা যেন মেঘাচ্ছাদিত হইল। কেন? নয়নে নয়নে মিলন হইবামাত্রই যুবক দেখিতে পাইল তাহার সেই প্রেমের প্রতিমা প্রমদা, প্রমদাও চিনিল তাহার সেই হৃদয় সর্ব্বস্ব কুমুদনাথ। প্রমদা আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলনা, অবনত বদনে ভগ্নস্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, মা, কেমন আছেন?" কুমুদও নতমুখে গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর দিল "সকলেই ভাল আছেন—তুমি ভাল আছ?"

প্র। হাঁ—তুমি কেমন আছ?

কু। আমিও ভাল আছি!

প্রমদা আর অধিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলনা, প্রস্তরখোদিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে—ক্রমে—ক্রমে তাহার শরীরবন্ধন সকল একে একে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তীব্রজ্বালা হৃদয়ের পরতে পরতে দগ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সুরেন্দ্র নাথ কিছুই জানিতে পারিলেন না। কুমুদের বর্ণও বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহারও হৃদয় দারুণ যন্ত্রণার আগার হইয়া উঠিল। প্রমদা একবারমাত্র ক্ষণে বুঝিল তাহার হৃদয় যে যাতনায় পুড়িতেছে কুমুদের হৃদয়েও সেই আগুণ ধরিয়াছে। কুমুদও তাহা বুঝিল, একবার ভাবিল 'এ যবনিকা উঠাইয়া লই, যন্ত্রণার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখাই, চক্ষের জলে প্লাবিত করি, দীর্ঘশ্বাসে সমুদয় ভাঙ্গিয়া দিই, *সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ করি*।' আবার ভাবিল 'না—প্রমদা যখন স্থির আছে, আমিও স্থির থাকিব।' কুমুদ নিষ্প দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেন্দ্র মনে মনে যুবার নম্রতার প্রশংসা করিলেন। প্রমদা "শরীর কেমন করিতেছে, আর দাঁড়াইতে পারিনা" বলিয়া আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র কুমুদকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। প্রমদা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। যে কুমুদকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসিত, যে কুমুদ এখনও তাহার এত প্রিয়পাত্র, তাহার সহিত এই পুনর্দ্দর্শন তার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে তাহার আপনার মানসিক শক্তি দর্শনে আপনিই বিস্মিত হইল, ভাবিল "কুমুদকে দেখিয়া কেমন করিয়া স্থির রহিলাম!" এখন প্রমদা দুরন্ত প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলনা—ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, দুনয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; বক্ষঃস্থল দীর্ঘশ্বাসে ফাটিয়া

যাইবার উপক্রম হইল। অমনি ভয়ব্যাকুল উপর্যুপরি করপল্লবদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখী হইয়া মুদিত নয়নে ভগ্নকণ্ঠে কহিল "জগদীশ! এ তোমার কি খেলা! অবলার হৃদয়ে এ বজ্রাঘাত কেন দয়াময়?— কুমুদ আবার কোথা হ'তে আসিল? সম্বাদ সমস্তই মিথ্যা! এখনই যে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা! কেন এখানে আসিল? তবে বুঝি ঈর্ষাবশতঃ আমায় ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছে—মনে করিয়াছে সুরেন্দ্রের বিপুল বিভবে আকৃষ্ট হইয়া আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন তাহা নহে। ইচ্ছা হয় পুনরায় দেখা করে নির্জনে সমস্ত বুঝাইয়া বলি, কিন্তু আর দেখা করিতে সাহস হয়না, আর দেখা করিবওনা, তাতে কুমুদ শত সহস্র বার আমায় অপরাধিনী ভাবে ভাবুগ্। যিনি আমার পাণি গ্রহণ করেছেন আমার ইহকাল পরকাল তাঁর হাতে, তাঁকে প্রতারণা করে কলঙ্কিনী হওয়া দূরে থাকুগ্, তাঁর অসাক্ষাতে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপও করিবনা।

কলঙ্কিনী! কুমুদ, আমি যে সুরেন্দ্রের তাকি তুমি জাননা? কেন এখানে আসিলে? কোন্ নিষ্ঠুর তোমায় এখানে পাঠাইল? তুমি বুঝি মনে করিয়াছ আমি স্বেচ্ছায় তোমায় বঞ্চনা করিয়াছি? কুমুদ! তাহা নহে, অভাগিনী কোনমতেই অপরাধিনী নহে।—হৃদয়! একথা আর কেন তোলো, একথা জন্মের মতন ভুলে যাও, এতে সুরেন্দ্রের অবমামনা হবে, পবিত্র পবিত্রতার সম্বন্ধ ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে। কুমুদ! কেন দেখা দিলে? তুমি এখানে না আসিলে ছিল ভাল।

১৫

সুরেন্দ্র ও প্রমদার বিবাহের ঘটক বিনোদ। বিনোদের বাটী হইতে বিপ্রদাস বাবুর বাটী বড় অধিক দূর নয়, রাধানগর হইতে বাণীগঞ্জ পল্লী অতি সন্নিকট। বিনোদ বাটী হইতে বড় কোথাও যাইতনা বলিয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত আলাপ ছিলনা। কোন কর্ম্মোপলক্ষে এক সময় বিনোদ বাটী যাইয়াছিল, তখন লোক পরম্পরায় শ্রুত হয় যে বিপ্রদাস বাবুর একটী সুন্দরী বিবাহোপযোগ্যা কন্যা আছে। বিনোদ যে সুরেন্দ্রের বিবাহের জন্য সচেষ্ট ছিল পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে, অতএব উক্ত সন্ধান পাইয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া সুরেন্দ্রের সহিত প্রমদার শুভ বিবাহের সম্বন্ধ করে এবং উদ্যোগী হইয়া অগৌণে উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেয়। এ বিবাহে মোক্ষদার সম্পূর্ণ মত ছিলনা; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, এবং এই ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই সে বিবাহে মত দিয়াছিল। কন্যা রাজরাণী হবে, কোন জননীর না সাধ? প্রকৃত সুখী হবে কি না কে দেখে?— রাজরাণী হ'লেই যদি সুখ হয় তবে আমাদের প্রমদার এত দুঃখ কেন?

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ পিত্তরক্ষামাত্র। পাঠক! যদি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া থাক, এ কথাটা বলিলাম বলিয়া একেবারে বিরক্ত হইওনা। একবার ভেবে দেখ দেখি, সেই যত্ন, সেই স্নেহ, সেই অনুরাগ,

সেই ভালবাসা, সেই প্রেম কি আর হয়, না হবে? স্বীকার করি মানুষ সুখের অভিলাষী, সুখের ক্রীতদাস, সুখের জন্যই ব্যতিব্যস্ত, তুমিও এ বিবাহ করেছ সুখের লোভে, কিন্তু ভাই জিজ্ঞাসা করি, পুরাতনে যা পাইয়াছিলে, নূতনে কি তার শতাংশের একাংশও পাইয়াছ? ভাল মানিলাম তুমি সর্ব্বাংশে সুখী হইয়াছ, কিন্তু বল দেখি, তোমার মন তার জন্য কখন কি হু হু করেনা? কখন কি তার জন্য তোমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে না? আমার কাছে লুকাইওনা, আমি এ বিষয়ে একেবারে অব্যবসাযী নহি। এ বিবাহে পুরুষও সুখী হয়না, নারীও সুখী হয়না। পুরুষের ভাঙ্গা মন কোনমতে জোড়া লাগেনা বলিয়া সে অসুখী, নারী মনোমত পতি পায়না বলিয়া অসুখী হয়। যে গোলাপের সদ্‌গুণসৌরভ সুরেন্দ্রের প্রাণকে মাতাইয়াছিল. সে সৌরভ যে প্রমদাতে নাই একথা বলিতেছিনা, তবে এতে সুরেন্দ্রের প্রাণ মাতেনা কেন? মাতিতে চায়, কিন্তু কি যেন-কি পায়না। সুরেন্দ্র যে এ বিবাহে এখন সম্পূর্ণ অসুখী তা বলিতে পারিনা, কারণ প্রথম প্রথম তাঁকে যত অসুখী দেখিযাছিলাম এখন ততটা দেখিনা, তা বলিয়া তাঁর পূর্ব্বকার ন্যায় হৃদয় ভরা সুখ আর হ'লনা, হবে যে এমন প্রত্যাশাও নাই, কারণ সে দিনও নাই, সে হৃদয়ও নাই, সে রামও নাই, সে রাজ্যও নাই। আর প্রমদার হৃদয়ের অবস্থাত দেখা যাইতেছে। প্রমদার হৃদয়ে যে পতিভক্তি নাই একথা কে বলিবে? কিন্তু প্রমদা কখনই সুখী নহে। প্রমদার দুঃখের কারণ যে সকল রমণীতে আছে একথা বলিনা; স্থূল কথা যেমনটী যায় তেমনটী আর হয়না, তাই বলিয়া হতাশ হইওনা

"ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আল।
য'দিন যায় ত'দিন ভাল॥"

আর এক কথা, পাঠক, তোমার কি বোধ হয়, কুমুদ কি যথার্থই সুরেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র? আমার ত সন্দেহ হয়; কারণ চিত্রশালা পরিদর্শনের সময় সুরেন্দ্র নগেন্দ্রের মৃত্যু ঘটনা যেরূপ তাঁর ভার্য্যার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন তাহাতে কুমুদের পূর্ব্বঘটনার সঙ্গে সবই মিলে, তার বয়ঃক্রমও এখন ১৮।১৯ হ'ল। আর এক কারণ চিত্রশালায় নগেন্দ্রের যে চিত্র আছে তাহার কাছে কুমুদকে দাঁড় করাইলে সে চিত্র হঠাৎ কুমুদের বলিয়া ভ্রম হয়, উভয়ের সাদৃশ্য এত নিকট—এই জন্যই নগেন্দ্রের চিত্র দর্শনে প্রমদা কুমুদের চিত্রভ্রমে উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। তুমি আরও দেখিয়াছ সুরেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের বাল্যকালের কতকগুলি চিহ্ন কুমুদের অঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে সন্দেহ হয় কুমুদ সুরেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেও হইতে পারে। সম্প্রতি বিপ্রদাস বাবু সুরেন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। পত্রের মর্ম্ম এই—

"প্রাণাধিকেষু—বহু দিবস হইল তোমাদের কোন সম্বাদাদি না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি, সকলে কেমন আছ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। তোমার শুভ পরিণয়কালীন আমার প্রমুখাৎ যাহার কথা শুনিয়া দেখি-

বার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই তরুণবয়স্ক যুবক এই। ইহাকেই নদী গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হই এবং এতাবৎকাল পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে যে অমঙ্গল সম্বাদ কহিয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা মিথ্যা হইয়াছে। যুবক প্রাণাধিকা প্রমদার বাল্য-সখা, প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেছে, এই অবকাশে তুমিও ইহাকে দেখিয়া লও। এখানকার সম্বাদ এখন কিছু ভাল।"

বিপ্রদাস বাবু কুমুদের কথা সুরেন্দ্রকে পূর্ব্বে অবগত করিয়াছিলেন, তখনই সুরে-ন্দ্রের মনে সন্দেহ হইয়াছিল, এখন চাক্ষুষ-দর্শন করিয়া তাঁহার মনে সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি যতই কুমুদকে দেখিতে লাগিলেন তাঁহার হৃদয়ে ততই স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। ইচ্ছা সর্ব্বদাই যেন কুমুদ কাছে থাকে। কিন্তু কুমুদের ইচ্ছা? সেই মুহূর্ত্তেই টিটাগড় পরিত্যাগ করা। কারণ? বিধাতা জানেন, এক বস্তুতে দুইজন অভিলাষী হইলে কেন এমন আগুণ লাগে। প্রথম দিন গেল প্রমদার সহিত কুমুদের সেই মুহূর্ত্তেকের জন্যমাত্র দর্শন। দ্বিতীয় দিন কুমুদ সুরেন্দ্রের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল, সুরেন্দ্র কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না। তৃতীয় দিন গেল, চতুর্থ দিন গেল, কুমুদ কিছুতেই থাকিতে চাহেনা সুরেন্দ্রও কিছুতে ছাড়িতে চাহেননা। কুমুদ মহা বিভ্রাটেই পড়িল। সুরেন্দ্র দেখিলেন কুমুদ দিন্ দিন যেন শুকাইয়া যাইতেছে, ভাবিলেন "কারণ কি? এ স্থানের জলবায়ু কি কুমুদের সহ্য হ'লনা? তা হ'লে ত এখানে অধিক দিন থাকিবার জন্য একে অনুরোধ করা উচিত নয়।— এরই বা অর্থ কি? আসিয়া অবধি সেই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দুইজনের দেখা, তার পর আরত কেহই কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহেনা? ধূলা খেলার সময় অবধি ভাব কি এই? এ কিরূপ সৌহার্দ্দ! দেখা শুনা দূরে থাক, যাই যাই করিয়াই ব্যতিব্যস্ত!—আমার সহিত যে প্রমদার বিবাহ হয়েছে তাকি কুমুদ পছন্দ করেনা? আর এতে কুমুদেরই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ভাল, আরও দুই একদিন দেখা যাউক; কি স্নেহ হয়েছে,ছেড়ে দিতে প্রাণ চায়না।" পঞ্চম দিন কুমুদ আর কোন মতেই থাকিবে না; তখন সুরেন্দ্র নাথ কহিলেন "কুমুদ! যাইবার জন্য যখন এত উৎসুক হইয়াছ, তোমাকে ধরিয়া রাখিতে আমি পারিনা, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিতেও প্রাণ চাহে না; তোমার পূর্ব্বঘটনা তুমি জাননা, নিজের পরিচয় নিজেই অবগত নহ, আমার বোধ হয় তুমি আমার পরম আত্মীয়— আমার ভ্রাতস্পুত্র।"

কুমুদ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিল "কি রূপে?"

সু। তোমার পিতার মৃত্যু ঘটনা কি কিছু স্মরণ হয়?

কু। পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রতিপালক মহা-শয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি আমার পিতা-মাতার মৃত্যু একসঙ্গেই হয়, তাঁহারা উভ-য়েই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সু। কুমুদ! আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-

বধূর মৃত্যু ঘটনা ঠিক্ এইরূপ!—আজ কতদিন ,তাঁদের মৃত্যু হইয়াছে কিছু শুনিয়াছ?

কু। প্রায় দশ বার বৎসর।

সু। এইরূপই হবে।

কু। এমন ঘটনা আব কি কাহারও ঘটিতে নাই?

সু। ঘটিতে পারে, কিন্তু আর একটী বিশেষ লক্ষণ দেখিয়াছি।

কু। কি?

সু। তোমার আকার অবয়ব চলন ফেরন এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্তও ঠিক্ আমার ভ্রাতার ন্যায়!

কু। আশ্চর্য্য ঘটনা!

সু। বৎস! এই জন্যই তোমার প্রতি আমার এই মায়া।

কু। কিন্তু আমার যে আর এখানে থাকিতে এক দণ্ডও ইচ্ছা নাই—

সু। প্রাণাধিক! তোমায় যাইতে বলিতে আমার ক্ষণমাত্রও প্রাণ চাহেনা। আমার সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, জগদীশ্বর যদি দয়া করিয়া তোমা হেন সন্তানের সংযোজন করিয়াছেন, আমার এই খানেই তুমি থাক, আপন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আমার যাহা কিছু আছে সমুদয় সম্পত্তি তোমায় লিখিয়া দিতেছি।

কু। ক্ষমা করুন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব, এমন সাধ এ প্রাণে নাই, তেমন কপাল করিয়াও আসি নাই। অল্প দিন হইল আপনি বিবাহ করিয়াছেন, জগদীশ্বরের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি আপনারা সুখী হউন, এবং অচিরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করুন।

সুরেন্দ্র এ উত্তরে কিছু যেন অপ্রতিভ হইলেন এবং ক্ষণকাল অধোবদনে অবস্থিতির পর বলিলেন "বৎস! সন্তান সন্ততি লাভ করা সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আর তা হ'লেও তোমায যাইতে দিতে পারিবনা; তোমায় দেখিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে, হৃদয় আশায় ভরিয়া যায়, প্রিয়তম নগেনকে যেন সম্মুখে দেখিতে পাই, সন্তপ্ত প্রাণ সুশীতল হয়।"

কুমুদ ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর উত্তর দিল "আপনার আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ ও যেরূপ স্নেহ তাহাতে আমার অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু বিপ্রদাস বাবু—"

সু। বিপ্রদাস বাবুর নিকটে আমি লোক প্রেরণ করিতেছি।

কু। কিছুই আবশ্যক নাই, আমি বেতিয়ার মহারাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেই অনুরোধেও আমায় এ স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সু। আবার বেতিয়ায়?

কু। ক্ষতি কি? জীবনে মরণে আমার সমান লাভ।—আমায় কবে যাইতে অনুমতি দিবেন বলুন।

সুরেন্দ্র ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মলিন স্বরে উত্তর দিলেন "অন্ততঃ আর এক সপ্তাহ থাক।"

কুমুদও মলিন স্বরে স্বীকার পাইল "আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

সে দিন কাটিয়া গেল। অবকাশমতে সুরেন্দ্র প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গোলাপ! কুমুদ কি রকমের লোক? তোমার প্রতি তার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি!"

প্রমদা একথায় শিহরিয়া উঠিল, (তাহার হৃদয়ের উদ্বিগ্নতা সুরেন্দ্র জানিতে পারিলেন না) বলিল "না—কুমুদ আমার প্রতি কিছুই মন্দ ব্যবহার করে নাই!"

সুরেন্দ্র স্থির করিলেন "তবে বুঝি প্রমদা এক্ষণে পরিণীতা হইয়াছে বলিয়া কুমুদ তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছে; যাহা হউক, প্রমদা এ ব্যবহারে সন্তুষ্ট আছে সন্দেহ নাই।" সুরেন্দ্র আর কিছুই বলিলেন না, মনে মনে বিবেচনা করিলেন "বোধ হয় কিছুদিন থাকিলে এ ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে— দেখি কিরূপ দাঁড়ায়।"

সুরেন্দ্রের এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলনা। কুমুদ থাকে বটে, কিন্তু পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়, কারারুদ্ধ কারাবাসীর ন্যায় সর্ব্বদাই অসুখী। ইতিমধ্যে কুমুদের সহিত প্রমদার আরও দুই তিনবার সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে, সুরেন্দ্র নাথ সকলবারই উপস্থিত থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে কথা কহিবার সময় কেহই কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখে নাই, প্রাণ খুলিয়া কেহই কাহারও সহিত কথা কহে নাই। কথা কি?—

"কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"অতিশয় গ্রীষ্ম!"

"হাঁ।"

কোন দিন বা—

"শীঘ্রই বাড়ী যাইব, কিছু বলিবার আছে?"

"কি আর বলিবে!"

"যদি জিজ্ঞাসা করেন কেমন আছ।"

"যেমন দেখিতেছ তেমনই বলিও।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যত সময় লাগে সেই সময়ের জন্যমাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ। সুরেন্দ্র ভাবিলেন "একেবারে এত উদাস ভাবের অর্থ কি? এ ব্যবহারে ত পূর্ব্ব পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয়না, ইহাতে স্নেহ মমতাও কিছু দেখিনা! 'কুমুদ প্রমদার বাল্য সখা' তা কৈ? সখার মতন কি ব্যবহার? কুমুদ যে প্রমদাকে ভালবাসেনা একথা বিশ্বাস হয়না, বরং এমন হতে পারে সে এ পরিণয় পছন্দ করেনা।—পছন্দ করেনা? তার মানে কি? যার কন্যা সে আমায় সম্পদান করেছে, এরই বা তাতে বিষদৃষ্টি কেন?— কিছুই সন্ধান পাইতেছিনা, দুজনকে নির্জনে একত্রে না দেখিলে বুঝা যাইতেছে না।"

এক সপ্তাহের চারিদিন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চম দিন প্রদোষ কালে অন্দরমহলের দিকের উদ্যানে প্রমদা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে, চারিদিক ফুলের গন্ধে আমোদিত, বিশুদ্ধ সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত। প্রমদা ইচ্ছামতে এক একটী কুসুমের আঘ্রাণ লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে কিন্তু একটীও তুলিতেছে না, বোধ হইতেছে যেন প্রফুল্ল প্রজাপতি ফুলে ফুলে খেলা

করিয়া বেড়াইতেছে। মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। বেড়াইতে বেড়াইতে প্রমদা একটী কৃত্রিম ঝরণার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝরণার নিকটেই সুন্দর সুশীতল লতাকুঞ্জ। প্রমদা অনেকক্ষণ ধরিয়া বেড়াইতেছিল, ক্লান্তিপ্রযুক্ত ক্ষণিক বিরামের জন্য সেই লতাকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রবেশ করিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল কেন? দেখিল—যার বিমুগ্ধবদন দেখিয়া ভুলিয়াছিল, যার প্রণয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছিল, এখন যার প্রেমের দায় হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা, সেই কুমুদ তাহার পানে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া তথায় বসিয়া আছে। প্রমদা লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিবা মাত্র কুমুদ উঠিয়া দাড়াইল। প্রমদা নীরব—কুমুদ নীরব, উভয়েই যেন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।—কিন্তু এক্ষণে দুজনে নির্জনে! বিপ্রদাস বাবুর উদ্যানে সেই দুজনে নির্জনে—আর আজ সুরেন্দ্রনাথের উদ্যানে নির্জনে দুজনে। বিচ্ছেদের পর এই দুজনে প্রথম নির্জনে দেখা! ক্ষণকাল নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল। কুমুদ আর থাকিতে পারিলনা, আর্ত্তস্বরে বলিল "প্রমদা!" কেবলমাত্র এই কথাটী—এই নামটী—তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নির্গত হইল, আর কিছুই বাহির হইলনা। আর যে কি বলিতে হইবে তাহা সে তখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলনা, কিন্তু মনে মনে জানিল যে শত সহস্র কথা কহিবার আছে।

কুমুদের মুখে আবার আপন নাম উচ্চরিত হইতে শুনিয়া প্রমদার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, আর্ত্তস্বর মর্ম্মে গিয়া বাজিল।

নীরবে ক্ষণকাল দণ্ডায়মানের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমুদ প্রমদার পানে একবার চাহিল, সে চাহনি উল্লাস ও হতাশ মিশ্রিত, বলিল "প্রমদা! আজ আমরা দুজনে আবার একত্রে নির্জনে।"

প্রমদা অধোবদনে মৃদুমধুর স্বরে উত্তর দিল "আর আমাদের দুজনের একত্রে নির্জনে থাকা উচিত নয়।"

কুমুদ সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসিল "কেন? তোমার কি মনে হচ্চে আমি তোমার উপর দোষার্পণ করিতে আসিয়াছি, তাই কি তুমি ভয়ে মুখ তুলে আমার পানে চাহিতে পারিতেছ না?"

প্রমদা মুখোত্তোলন পূর্ব্বক কুমুদের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল "না কুমুদ।" আবার তখনই আনন আনত করিল, এবার অবিরল অশ্রুজল নয়নদ্বয় দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে কহিল "আমি কোন অপরাধে অপরাধিনী নই, আমার উপর কি দোষার্পণ করিবে? পিতা মাতার উপর কি আমার কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে?"

কুমুদ উন্মত্ত প্রায় হইয়া কহিল "বুঝেছি, বুঝেছি প্রমদা, আর বলিতে হইবে না। পিতা মাতা মন দেখেনা, পিতা মাতা ধন দেখে।"

প্রমদা বলিল "কুমুদ! আমার কি দোষ! যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন আমার অন্তর তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত কি না, তোমার অদর্শনে কিরূপে

কাল যাপন করিতাম, তোমার সম্বন্ধে সেই নিদারুণ সম্বাদ প্রচারিত হইলে কিরূপে দেহভার বহন করিয়াছিলাম! পিতামাতার দোষ দিতেছ, তাঁহাদের দোষ কি? মাতার একান্ত সাধ ছিল তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়া আমায় বাটীতেই রাখিবেন, কিন্তু তোমার মর্ম্মভেদী মরণবার্ত্তা সে সকল সাধের মূলে কুঠারাঘাৎ করিল! মা আমার সেই অবধি শয্যাধরা! কুমুদ! ইহাতে কাহারই দোষ নাই, সকল দোষ অদৃষ্টের!" বলিতে বলিতে পূর্ব্বঘটনা সকল একে একে প্রমদার স্মৃতিপথারূঢ় হইল,দারুণ দুঃখভরে প্রমদা দীননয়নে কুমুদের পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুমুদ ব্যগ্র হইয়া কহিল "প্রমদা, স্থির হও, তোমার চক্ষে জলধারা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আমি তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করিলাম।—কেন তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম! প্রমদা, আমার মতন হতভাগ্য কি আর কেহ আছে? দেখ এ জগতে আমার কেহই নাই; না মাতা, না পিতা, না বন্ধু, না আত্মীয়! কি অশুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম! কি অশুভক্ষণেই তোমায় প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছিলাম! আর বাঁচিতে সাধ নাই, ইচ্ছা হয় তোমার সমক্ষে এই ক্ষণেই এ পাপ জীবন বিনষ্ট করি!"

প্রমদা চক্ষু মুছিয়া বলিল "কুমুদ, কুমুদ—এ সকল কথা আমায় শুনাইওনা, আর জ্বালা সহ্য হয়না! যে দিন হইতে তোমার মৃত্যু সম্বাদ পাইয়াছি, সেই দিন হইতেই দিবানিশি জ্বলিতেছি—এ জীবন নিরাশা পরিপূর্ণ—এ প্রাণ সততই শূন্যময়!—না মরিলে আর অভাগিনীর শান্তি নাই!" প্রমদা চক্ষে অঞ্চল দিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

কুমুদ সহসা প্রমদার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "প্রমদা, কেঁদোনা, আমার মিনতি রাখ, স্থির হও! তুমি মরিবে? আগে আমি মরি!" কুমুদ প্রমদার গৃহীত হস্ত চুম্বন করিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহা ছাড়িয়া দিয়া চমকিয়া কহিয়া উঠিল "না—এ হস্ত অন্যে গ্রহণ করিয়াছে, আমার স্পর্শ করিবার আর অধিকার নাই!"

প্রমদার নয়নযুগল হইতে অশ্রুজল এবার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুমুদ না ছাড়িয়া দিলে কখনই সে আপন হস্ত অন্ততঃ অত সত্বর ছাড়াইয়া লইতে সক্ষম হইতনা। প্রাণে গুরুতর আঘাৎ পাইল, তাহার অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল।

কুমুদ বুঝিতে পারিল, বলিল "প্রমদা, ক্ষমা কর; আমি নির্দ্দয় তাই তোমার প্রাণে বার বার ক্লেশ দিতেছি, আমাতে আর আমি নাই! হায় প্রমদা, এ জীবনে কতই যে কষ্ট পাইলাম তা বলিতে পারি না। কত আশাই করিয়াছিলাম—কত সাধই মনে ছিল—মনকে কত আশ্বাসই দিয়াছিলাম!—তোমার প্রতিমূর্ত্তি কত যত্নেই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম! এমন ভালবাসা আর কেহ কাহাকে বাসে নাই! কিন্তু সকলই বিফল হ'ল!" কুমুদ সহসা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, তাহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সে নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি প্রমদার প্রাণে বজ্রধ্বনি সদৃশ প্রতীয়মান হইল, তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তথাচ সে কুমুদকে সান্ত্বনা করিবার জন্য হঠাৎ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহস করিলনা। তাহার স্মরণ হইল যে সে পরাধিনী, একজনের বিবাহিতা নারী। পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুমুদ কিছু পরিমাণে শান্ত হইয়া পুনরপি বলিল "প্রমদা, এমন ভালবাসা আর কেহ কাহাকে বাসে নাই! বর্দ্ধমানে পঁহুছিলাম—হৃদয়ে কত আনন্দ! একে একে সকলকেই দেখিলাম, তোমায় দেখিতে পাইলাম না! কত ভাবনাই ভাবিলাম—কেন আসিলে না, কেন দেখা দিলে না!—না, আর সে কথায় কাজ নাই, সত্য বটে 'এখানে কেহই কাহার নহে!—পরদুঃখে এখানে কাহারও প্রাণ কাঁদে না!'

প্রমদা বলিল "কাঁদেনা?"

কুমুদ আর্ত্তস্বরে কহিল "ক্ষমা কর প্রমদা; যখন জানিতে পারিলাম তুমি আর আমার নাই, তখন অত্যন্ত দুঃখ হইল, ভাবিলাম—এত ভালবাসার কি এই পরিণাম! প্রথমে মনে করিয়াছিলাম আর সাক্ষাৎ করিবনা, তার পর আর একবার মাত্র দেখা করিবার ইচ্ছা হইল, এই আশায় —একবার তোমায় জিজ্ঞাসা করিব—কি ব'লেছিলে আর কি করলে! দেখা করিবার আরও একটী কারণ ছিল, প্রমদা, তোমার অঙ্গুরীয় তোমায় প্রত্যর্পণ করিয়া আমার অঙ্গুরীয় তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিব মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম।"

প্রমদা স্থির হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, মনে মনে ভাবিল এক সময় যে অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিয়াছিলাম, যাহার চরম নিদর্শন এত দিন যত্নের সহিত হৃদয়ে বহন করিলাম, আজ তাহা হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিলাম। অতঃপর বক্ষঃস্থল হইতে ধীরে ধীরে অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল "কুমুদ, তোমার অঙ্গুরীয় তুমি ফিরিয়া লও।"

কুমুদের চক্ষে সহসা আনন্দ জ্যোতি প্রতিভাষিত হইল, আহ্লাদে বলিয়া উঠিল "হৃদয়ে!—হৃদয়ে রেখেছিলে! প্রমদা! পরাধিনী হয়েও তুমি আমায় ভালবাসিতে নিবৃত্ত হও নাই?"

প্রমদা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল "কুমুদ! যে বিশুদ্ধ প্রণয়ের বীজ শৈশবে হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়াছি, যাহা পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দিনে দিনে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হয়? যে প্রেমের উৎস কিশোর কাল হইতে এ হৃদয়ে উচ্ছ্বাসিত হইয়া আসিতেছে, আজ তাহার গতিরোধ করিতে কিরূপে সক্ষম হব?" এই বলিয়া প্রমদা অঙ্গুরীয় লইয়া কুমুদকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

কুমুদ কহিল "না—প্রমদা—না! আমার অঙ্গুরীয় আমি চাইনা, তোমার অঙ্গুরীয়ও আমি দিবনা। আমাদের বিশুদ্ধ ভালবাসার নিদর্শন আমাদের কাছে থাকিবে তাহাতে কোন দোষ নাই।"

প্রমদা ক্ষণকাল কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে অস্ফুট স্বরে কহিল "আমি যতদিন বাঁচিব ইহা হৃদয়ে ধারণ করিব" অনন্তর অঙ্গুরীয় পূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত করিল।

কুমুদ দেখিল, দুঃখে তাহার হৃদয় আবার ব্যাকুল হইল, বলিল "আমার প্রমদা আজ পরের।—প্রমদা। যেমন মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি সেইরূপে মরিতাম তাহা হইলে ছিল ভাল, এখন বোধ হইতেছে তোমার সুখের পথের কণ্টক হইব বলিয়াই কিছুতেই মৃত্যু হয় নাই।"

প্রমদার চক্ষে আবার জল আসিল, বলিল "কুমুদ। নিষ্ঠুর। আবার তুমি ঐ সকল কথা আমায় শুনাইতেছ? এত কাঁদাইয়াও কি তোমার আশা মিটে নাই? আমার সুখের পথের কণ্টক তুমি? আমার আবার সুখ কি? আমার সুখ এ জীবনের মতন ফুরাইয়াছে। এ হৃদয় তোমার জন্য কাঁদে কি না তাকি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? নির্দ্দয়। দেখিলে না কি, পরাধিনী হইয়াও তোমার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় পুনরায় হৃদয়ে ধারণ করিলাম?"

কুমুদ অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল "ক্ষমা কর প্রমদা। সত্যই আমি নিদ্দয়, সত্য সত্যই আমি নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছি। আমার মন স্থির নাই, এই জন্যই তোমায় কি বলিতে কি বলিতেছি, আমার অপরাধ লইওনা কিছু মনে করিওনা।"

প্রমদা দেখিল রাত্রি হইয়াছে, ব্যস্ত হইয়া কহিল আর এখানে থাকা উচিত হয়না।—কুমুদ। এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করিবে?"

কুমুদ প্রমদার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলনা, অন্যরূপ সন্দেহ করিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল "কেন প্রমদা? তুমি কি আমার সঙ্গে—"

প্রমদা বুঝিতে পারিল আবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, বলিল "কুমুদ। আমার কথা বুঝিতে পার নাই। স্ত্রী লোকের পতিই একমাত্র গতি, সে পতিকে বঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারিবনা, তা ছাড়া যা বলিবে সমুদয় করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিব কিন্তু সতীত্ব কিছুতেই কলঙ্কিত করিতে পারিব না।"

কুমুদ অত্যন্ত লজ্জিত হইল, বিনম্র বদনে কহিল "প্রমদা। ক্ষমা কর, অপরাধ মার্জ্জনা কর। দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারি নাই। তোমার নির্ম্মল চরিত্র কলঙ্কিত করিবার আমার অভিলাষ নহে, আমা হইতে তা কখনই হইবে না।" কুমুদ অন্যমনস্কে আবার প্রমদার হস্ত ধারণ করিল।

প্রমদা ধীরে ধীরে আপন হস্ত অপসৃত করিয়া লইল, বলিল "কুমুদ। আর বিলম্ব করিতে পারি না, কি করিবে বল? টিটাগড়ে থাকা তোমার আর উচিত নয়।"

কুমুদ বলিল "আমার এখানে থাকিতে তিলার্দ্ধও ইচ্ছা নাই, তোমার স্বামীর অনুরোধে আর দুই দিন মাত্র থাকিব।"

প্রমদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

অন্যমনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল, কুমুদও বিষণ্ণ বদনে অন্যদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

পরদিন অপরাহ্নে কুমুদ উদ্যানের মধ্যে বেড়াইতেছে—হৃদয়ে প্রমদার দর্শন লাভ আশা: পুনরায় সেই ঝরণার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া পুনরায় উপবেশন করিল, বসিবামাত্র স্মৃতি বিগত দিনের সমস্ত ঘটনা চিত্রিত করিয়া তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে কখন ক্রোধে প্রজ্জলিত কখন ও আহ্লাদে উল্লাসিত, কখন চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। কুমুদ যেন পাগল। অনেকক্ষণ এইরূপে বিফল চিন্তায় অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সন্তপ্ত ধরণীকে সুশীতল করিল। তারা ফুটিল, চাঁদ উঠিল, কুমুদ সকলই দেখিল, কেবল প্রমদাকে দেখিতে পাইল না। বিষাদিত অন্তঃকরণে ফিরিয়া আসিল।

আজ এক সপ্তাহের সপ্তম দিন। পর দিন প্রভাতেই কুমুদ টিটাগড় পরিত্যাগ করিবে সুতরাং আজ তাহার টিটাগড়ে থাকার শেষ দিন। কাল কুমুদ বিদায় হইয়া যাইবে এজন্য সুরেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। আর এক সপ্তাহ থাকিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন, কুমুদ কিছুতেই শুনিলনা। সমস্ত দিন গেল, দিবা অবসানে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আবার সন্ধ্যা দেখা দিল। কুমুদ মনে মনে ভাবিল 'এক যায় আর আসে—দিন গেল রাত্রি এল, আবার দিন আসিবে—আলোর পর আঁধার, আঁধারের পর আলো—সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ—যখন সকলই বিধাতার নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া আসিতেছে, তখন কি আমার ভাগ্যে দর্শনের পর অদর্শন, অদর্শনের পর আবার দর্শন ঘটিবেনা? ঘটিলেও ঘটিতে পারে। শেষ দেখা প্রমদাও কি দেখিবে না? কাল ত দেখা হয় নাই, আজও কি দেখিতে পাইব না? আজ শেষ দিন, এ জীবনে আর কখনই দেখা হবে না! কাল বিদায় লই নাই, যদি দেখা হয় তবে আজ বিদায় লইব। অতঃপর কুমুদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানের মধ্যে পুনরায় বেড়াইতে গেল: সেই ঝরণার নিকটবর্ত্তী সেই লতাকুঞ্জে তাহার প্রাণ যেন পড়িয়া আছে, বেড়াইতে বেড়াইতে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইল, দেখিল সে স্থান শূন্য, মনে কি সন্দেহ হইল, তথায় বসিলনা, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাত্রি হইল তবুও প্রমদা আসিলনা, কুমুদও আশা ছাড়িতে পারিলনা, একাগ্রচিত্তে প্রমদাকে ভাবিতে লাগিল। এ দিকে প্রমদারও প্রাণ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল; —কার কাছে কত যেন অপরাধ করিয়াছে —আপনার যেন কত সাধের জিনিস হারাইয়া ফেলিয়াছে—কে যেন বিপদগ্রস্ত হইয়া উদ্ধার পাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছে, সে যাইতে পারিতেছেনা! প্রমদা আর গৃহে থাকিতে পারিলনা। সে মনে করিয়াছিল কুমুদ যতদিন টিটাগড়ে থাকিবে ততদিন আর উদ্যানে বেড়াইবেনা, কিন্তু তাহা মনে করা মাত্রই হইল, ব্যস্ত হইয়া

গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, দেখিল বেড়াইবার সময় নাই—রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল, স্থির থাকিতে পারিলনা, নিম্নে অবতরণ করিয়া উদ্যানের মধ্যে বেড়াইতে গেল।

ক্ষণপরে সুরেন্দ্র সহসা অন্তঃপুরে আসিলেন, দেখিলেন প্রমদা নাই, অনুসন্ধান লইলেন, কেহই কিছুই বলিতে পারিলনা। প্রমদা উদ্যানে বেড়ায় সুরেন্দ্র জানিতেন, মনে করিলেন তখনও বেড়াইতেছে, সুতরাং বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বলিস্ কি ?"

"আমি চক্ষে দেখিলাম !"

"আচ্ছা তুই যা।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে প্রমদার সহিত কুমুদের দেখা হইয়াছে, তাহারা উভয়েই এক্ষণে সেই নিবিড় ও বিজন লতাকুঞ্জে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছে।

কুমুদ। প্রমদা! কাল প্রাতঃকালেই টাঁটামড় পরিত্যাগ করিব।

প্রমদা। প্রাতঃকালেই কেন? আহারাদির পর যাইলে ভাল হয়না ?

কু। না প্রমদা, কাল সূর্য্যোদয় না হইতে প্রস্থান করিব।

প্র। তোমার যেরূপ ইচ্ছা !

কু। প্রমদা! তবে বিদায়!

প্রমদার চক্ষে জল আসিল, বলিল "কুমুদ! তোমায় বিদায় দিতেও যেমন কষ্ট, থাকিতে বলিতেও তেমন কষ্ট! প্রাণের ব্যথা বুঝিতে পারিতেছি না; থাক বলিতেও কাঁদিয়া উঠিতেছে, যাও বলিতেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে! কিন্তু ক্ষমা কর, এখানে থাকা তোমার অনুচিত। আমার কর্ত্তব্য কায়মনে স্বামী সেবা, সেই অনুরোধেই তোমায় এ নিদারুণ কথা বলিতে বুক বাঁধিয়াছি। তুমি আপনিই বল, স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর কি আছে?"

কু। প্রমদা, তোমার মতন ভার্য্যা বাঞ্ছনীয়। সুরেন্দ্র নাথ শত সহস্র পুণ্যবলে তোমা হেন রত্ন লাভ করিয়াছেন।—প্রমদা, তবে এই দেখাই শেষ দেখা !

প্রমদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "এই দেখাই শেষ দেখা! বিধাতার যা ইচ্ছা ছিল তাই পূর্ণ হ'ল! এখন তাঁর কাছে এই প্রার্থনা, যেখানেই থাক, সুখে থাক !"

কু। প্রমদা, এখনও সুখের ইচ্ছা? সুখের অতীত অতীত হইয়াছে, বর্ত্তমান দুঃখ পরিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জীবন শূন্যময়! মনে হ'লে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে—প্রাণ দেহত্যাগ করিয়া পলাইতে চায়—আত্মা শুকাইয়া যায়!—প্রমদা, বোধ হয় উন্মাদ হব! কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, আত্মহত্যার বিকট মূর্ত্তি যেন অগাধ জলনিধি মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সম্মুখে দেখিতেছি।

প্রমদা ভয়বিহ্বলচিত্তে কহিল "ও কি কুমুদ!"

কুমুদ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে যেন তাহার চমক হইল, বলিল "জগদীশ! ক্ষমা কর!—হৃদয় গেল, আর রাখিতে পারিনা!—এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? কেন প্রমদা তোমায় দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম?

ভগ্ন-হৃদয়ে সজল নয়নে অস্ফুটস্বরে প্রমদা কহিল "হা কুমুদ! কি ক'রে তোমায় সান্ত্বনা করি, কি ব'লে তোমায় বুঝাই!"

কু। প্রমদা! কিছুরই আর আবশ্যক নাই! এ কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ পাবার আত্মহত্যাই একমাত্র উপায়!

প্রমদা ভয়ার্ত্ত হইয়া কহিল "সে কি! সে কি কুমুদ!—আত্মহত্যা! ও! নাম শুনিলে প্রাণ্ শিহরিয়া উঠে। না কুমুদ, এমন কাজ ক'রনা! আমার ভালবাসা একবার স্মরণ কর, আর যদি তুমি আমায় এখনও সেইরূপ ভালবাস, তবে আমাদের ভালবাসার অনুরোধেও এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তুমি বাঁচিয়া আছ, মনে করিলেও তৃপ্ত হব!"

কু। প্রমদা। তোমার মুখে আমাদের ভালবাসার কথা শুনিলে আমাক্তে আর আমি থাকিনা।

কুমুদ ক্ষণকালের জন্য সব ভুলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার এমনই ভ্রম হইল যেন সে প্রমদার সঙ্গে বিপ্রদাস বাবুর উদ্যানের মধ্যে উপবেশন করিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেছে এবং যেমন উন্মত্ত হইয়া প্রগাঢ় প্রেমভরে প্রমদাকে আলিঙ্গন করিবে, অমনি লতাকুঞ্জের পার্শ্ব হইতে উন্মাদ-আরাবে কে বলিয়া উঠিল, "ধিক্ ধিক্ প্রমদা!—এই তোমার সতীত্ব! ধিক্ ধিক্ কুমুদ!—এই জন্য তোমার চিটাগঙ্গে আসা!" উভয়েরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, পরস্পরে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, উভয়েই ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়েই দেখিল সম্মুখে সুরেন্দ্রনাথ—বদনে ভীষণভাব—নয়নে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত! প্রমদা কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কুমুদ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেন্দ্র জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন "প্রমদা! যদি মৃত্যুমুখে পড়িয়া থাক তবেই তোমার মঙ্গল, কলঙ্কিনীর পক্ষে মৃত্যুই ভাল।—কুমুদ! যদি মঙ্গল চাও, এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যাও, আর যেন আমায় তোমার মুখ দেখিতে না হয়!"

কুমুদ করযোড়ে কহিল "মহাশয়—"

সুরেন্দ্র। কথা কহিতে লজ্জা বোধ হয়না? বেহায়া, আর তোমার কোন কথা শুনিতে চাইনা, তুমি এখনই এখান হ'তে দূর হও, তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়।

সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কুমুদ, সুরেন্দ্র প্রস্থান করিয়াছে ভাবিয়া, প্রমদার অচেতন দেহ ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া কহিল "প্রমদা! যা হবার তা হইল, এখন একবার নয়নোন্মীলন কর, জন্মের শোধ দেখিয়া বিদায় হই!"

সুরেন্দ্র যাইতে যাইতে কি মনে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন কুমুদ প্রমদাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, তখনও প্রমদা অচেতন। ক্রোধে তাঁহার

সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তে দুই জনকেই হত্যা করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিবৃত্ত হইলেন, যেন শুনিলেন অলক্ষ্যে কে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল 'মহাপাপে লিপ্ত হইওনা।' জীমূত গর্জ্জনে কুমুদকে কহিলেন "পামর! ছেড়ে দে—দূর হ'!"

কুমুদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে প্রমদাকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিতে সক্ষম হইলনা, প্রমদা হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে গোলমাল শুনিয়া কতিপয় পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইলে সুরেন্দ্র নাথ তাহাদিগকে প্রমদাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। পরিচারিকারা সকলে ধরাধরি করিয়া কর্ত্রীকে গৃহে তুলিয়া লইয়া গেল। সুরেন্দ্র নাথ অন্যদিক দিয়া চলিয়া গেলেন। কুমুদ কাঁদিতে কাঁদিতে লতাকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিল।

১৬

সুরেন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই বিনোদকে আনাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। বিনোদ কোন কার্য্যবশতঃ নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়াছিল, লোকমুখে সম্বাদ পাইয়া সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই পরিজনদের প্রত্যেকের মুখে ভয় ও বিস্ময়ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বিনোদকে দেখিয়া প্রধান ভৃত্য অগ্রসর হইয়া আসিল। বিনোদ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোথায়?" ভৃত্য কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল "বাবু আপনার ঘরে।" বিনোদ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে সুরেন্দ্রনাথের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল দ্বার রুদ্ধ, দ্বারে আঘাৎ করিবামাত্র অভ্যন্তর হইতে গম্ভীর স্বরে সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" বিনোদ উত্তর দিল "আমি।"

"আমি?"

"বিনোদ।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সত্বর সুরেন্দ্র দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং বিনোদ প্রবেশ করিবামাত্র দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "বিনোদ! তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

বিনোদ। সুরেন্দ্র! একেবারে এত উতলা হ'ওনা। ব'স,—কি হয়েছে কি?

সুরেন্দ্র। আমার সুখ-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়েচে—তোমারই পরামর্শ শুনে!

বি। সুরেন্দ্র! এমন ভৎর্সনা এক দিনও তোমার মুখে শুনি নাই। ভাল, এতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমার পরামর্শ শুনে তুমি অসুখী হয়েছ একথা শুনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হচ্চে!

সু। ওহো বিনোদ! আমি উন্মাদ হয়েছি, আমার কথা ধরিওনা, তোমা হেন বন্ধুর হৃদয়ে কষ্ট দিলাম—ক্ষমা কর!

বি। কি—হয়েছে কি?

সু। কি হয়েছে?—বিনোদ, সে কথা স্মরিলে হৃদয়ে বজ্রাঘাৎ হয়, প্রাণ কাঁপিয়া উঠে!—তোমার বিপ্রদাস বাবুর কন্যা বিশ্বাসঘাতিনী!

বি। কখনই নয়—সত্য সত্যই তুমি উন্মাদ হয়েছ !

সু। বিনোদ, এর উপর আর আহুতি দিওনা—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বি। কোথায় কি দেখিলে ?

সু। ঝরণার নিকটবর্ত্তী লতাকুঞ্জে—সেই যুবকের সঙ্গে ! তুমি বিপ্রদাস বাবুর কন্যাকে এই মুহূর্ত্তেই লয়ে যাও, যাঁর কন্যা তাঁকে প্রত্যর্পণ করে এস, আমি আর তার মুখদর্শন করিবনা।

বি। সুরেন্দ্র, স্থির হও—হঠাৎ কোন কর্ম্ম করা উচিত নয়। অগ্রে ভাল করিয়া বিবেচনা কর পরে যাহা হয় করিও।

সু। আর কি বিবেচনা করিব, বিবেচনা করিবার আমার শক্তি নাই।

বিনোদ বিষণ্ণ হইয়া কহিল "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ! সুরেন্দ্র, তোমার ধীর প্রকৃতি, সুবিচার শক্তি, দয়ার্দ্র চিত্ত, সকলই কি একেবারে গেল !"

সুরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "বিনোদ ! আমায় ভর্ৎসনা করিও না, আমাতে এখন আমি নাই ! এখনই তাকে পিত্রালয়ে দিয়ে এস, যদি স্বয়ং না পার অপর কাহাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত কর। না হয় বল আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতেছি।

বি। এই কি তোমার স্থির প্রতিজ্ঞা ?

সু। এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা—আমি আর তার মুখদর্শন করিবনা। যদি তাহাকে না বিদায় কর, তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব।

বি। সুরেন্দ্র, তোমার কাছে আছি, অবশ্যই তোমার আদেশ পালন করিব, কিন্তু এক কথা—বিপ্রদাস বাবুর কন্যা বিশ্বাসঘাতিনী কিনা তা সেই জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু যদি নিরপরাধে অবলার প্রতি অত্যাচার করা হয় তবে এ পাপে আমি লিপ্ত নই।

সু। এতে যত পাপ সব আমার।

বি। ভাল।

সুরেন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তখন যেন তাঁহাকে কেহ কোনমতে না বিরক্ত করে, এমতে জনৈক ভৃত্যকে আদেশ দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

ক্ষণকাল পরে প্রমদার একজন পরিচারিকা বিনোদের নিকট উপস্থিত হইল এবং একখানি পত্র দিয়া কহিল "মা এই পত্রখানি বাবুকে দিতে আপনাকে অনুরোধ করিলেন।" বিনোদ পত্র লইতে প্রথমে সাহস করিলনা ; পরে স্বীকৃত হইল, বলিল "যতদিন আছি, সকলেরই মুখ চাহিব।"

বিনোদ পত্র লইয়া সুরেন্দ্রের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে দুই তিন বার দ্বারে আঘাৎ করিল। সুরেন্দ্র ভিতর হইতে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে দ্বারে আঘাৎ করে ?" বিনোদ উত্তর দিল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বিনোদ প্রবেশ করিল। প্রমদার পরিচারিকা দ্বারস্থ ভৃত্যের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট কাল সুরেন্দ্র ও বিনোদ গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিল।

ভৃত্য পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "মাঠাকুরাণী কেমন আছেন ? কিছু সুস্থ হয়েছেন কি ?"

পরিচারিকা উত্তর দিল "আর মা ঠাকুরাণীর কথা কি বল্‌ব, এক ঘন্টার মধ্যে শরীর যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে! দেখ্‌লে বোধ হয় যেন কতই মরণাপন্ন অসুখ হয়েছিল! শরীরে আর কিছুই বল নাই; তবুও কত ক'রে উঠে এই চিঠিখানি লিখেছেন; এখন বাবু প্রসন্ন হ'লে হয়।

ভৃত্য। কি হয়েছিল কি?

পরি। আমার মাথা আর মুণ্ড।

এমন সময় বিনোদ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিল, পরিচারিকা তার মুখ দেখিয়াই বুঝিল পত্রে কোন কার্য্য হয় নাই।

বিনোদ বিমর্ষবদনে পরিচারিকাকে কহিল "বাবু পত্র পড়িয়া ফিরাইয়া দিলেন, কিছুতেই তাঁর মত ফিরাইতে পারিলাম না। তাঁর মুখে কেবলই 'এখনই বাটী হইতে বাহির করিয়া দাও, এক দণ্ডও যেন না থাকে।' এই নাও যাঁর পত্র তাঁকে দাওগে।"

বিনোদ পরিচারিকাকে পত্র প্রত্যর্পণ করিল। পরিচারিকা বিষণ্ণ মুখে প্রমদার গৃহে পত্র ফিরিয়া লইয়া গেল। দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রমদা সাতিশয় চঞ্চল চিত্তে গৃহমধ্যে পদচারণ করিতেছে, তাহার আর একজন পরিচারিকা পুত্তলিকার ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এবং ছল ছল চক্ষে কর্ত্রীর প্রতিপতি অনুসরণ করিতেছে।

প্রমদার সুন্দর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, আকর্ণ বিস্রান্ত নয়নযুগল জ্যোতি বিহীন, দেখিলে বোধ হয় যেন কতকাল অবিশ্রামে অনির্ব্বচনীয় দুঃখ সহ্য করিয়াছে। পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রমদার চক্ষু তাহার উপর পড়িল এবং যদিও তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তথাচ যেন না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইল?" পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মা! বিনোদ বাবু আপনার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত, তিনি বাবুর ঘরে প্রায় আধ ঘণ্টা ব'সে ছিলেন: কিন্তু মা—"

প্রমদা নিরাশ হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "আর বলিতে হইবে না—বুঝিয়াছি। স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইলাম, আর তাঁর বাটীতে থাকিবার আমার প্রয়োজন নাই, এই মুহূর্ত্তেই তাঁর গৃহ পরিত্যাগ করিব। জগদীশ্বর! স্বামী আমায় অসতী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমি অপরাধিনী কি না তুমিই জান! দয়াময়! অবিচার তোমার কাছে হইবে না!" অনন্তর পরিচারিকার হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া স্বীয় শয্যার উপাধানের নিম্নে রক্ষা করণান্তর উপবেশন করিয়া আপনার অলঙ্কার সকল খুলিতে খুলিতে তাহাদের দুইজনকে বলিল "তোমাদের বাবুর বাটী হইতে চলিলাম!" তাহারা দুই জনে কাঁদিতে লাগিল এবং অনেক মিনতি করিয়া বলিল "মা, এয়ো তুমি, অলঙ্কার খুলিও না, আপন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে?—যাইওনা, বাবুর রাগ অধিকক্ষণ থাকেনা, এখনই পড়িয়া যাইবে, তখন তোমায় খুঁজিলে আমরা কি বলিব?"

পরিচারিকাদের চক্ষে জল দেখিয়া প্রমদার হৃদয় আরও ব্যথিত হইল; বলিল "আমার জন্য দুঃখ করিওনা। অলঙ্কারে

আমার প্রয়োজন নাই। স্বামীই নারীর অলঙ্কার, যখন সে অলঙ্কারে বঞ্চিত হইলাম তখন এ সাঁমান্য অলঙ্কার লইয়া কি করিব। কার বাটীতে থাকিব? যাঁর বাড়ী, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আমায় দূর করিয়া দিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন, আমি গেলে তাঁর প্রাণের জ্বালা জুড়ায়, তবে কোন্ মুখে কেমন করিয়া থাকিব?" অলঙ্কার খোলা শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তোমরা এইখানে থাক, বাবু আসিলে এই কক্ষের সমস্ত সামগ্রী বুঝাইয়া দিও, বলিও কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই, কিছু সঙ্গে করিয়া লইয়াও গেলাম না। তবে এ বয়সে উলাঙ্গিনী হইয়া কিরূপে পথে বাহির হইব এইজন্য একখানি লজ্জা বস্ত্র তাঁহার কাছ হইতে ভিক্ষাস্বরূপ লইয়া যাইব।" প্রমদা পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একখানি মলিন বসন পরিধান করিল। অনন্তর একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল "পরমেশ্বর সাক্ষী, তোমরা সাক্ষী, কি অবস্থায় বিদায় হইয়া চলিলাম। যদি অভাগিনীর কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে শয্যায় যে পত্রখানি রাখিয়া চলিলাম সেই পত্রখানি একবার পাঠ করিতে বলিও।—আর আমার থাকা উচিত নয়, স্বামী বিরক্ত হইতেছেন, চলিলাম।" পরিচারিকারা তাহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিয়া বলিল "মা, তবে আমাদেরও সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন, আমাদের কেন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?" প্রমদা উত্তর দিল "আমার সহিত তোমরা কোথায় যাইবে? এইখানে থাক সুখে থাকিবে, এমন প্রভু পাইবেনা, আমার কপাল মন্দ, তাই তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইলেন!—চলিলাম!" প্রমদা ক্রন্দমানা পরিচারিকাদের প্রতি আর দৃষ্টি না করিয়া আচম্বিতে গৃহত্যাগ করিয়া উদ্যানে অবতরণ করিল এবং দ্রুতপাদবিক্ষেপে উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া আসিল। কোথায় যাইবে? যখন ফটকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একবার তথায় দাঁড়াইল, ভাবিল "কোথায় যাই! পতি অসতী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন এ পরিচয় কেমন করিয়া লোকের কাছে দিব? আর কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আজ রাত্রি প্রভাত হ'লে লোকের কাছে কাল কেমন ক'রে মুখ দেখাব? এ মুখ আর দেখাবনা—এ জীবন এই রাত্রেই বিসর্জ্জন দিব!"

টিটাগড় ঠিক গঙ্গার উপরেই। প্রমদা গঙ্গাভিমুখে চলিল। সুরেন্দ্রনাথের উদ্যানের অতি নিকটেই গঙ্গা, প্রমদা সত্বরেই গঙ্গাতীরবর্ত্তিনী হইল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। জগৎ নিস্তব্ধ। পূর্ণিমার রাত্রি—বিমল জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া নক্ষত্রপুঞ্জপরিশোভিত নীলনীরদে পূর্ণশশধর বিরাজ করিতেছে। দ্রবময়ী ভাগীরথীর রজতবক্ষে রজত জ্যোৎস্না পতিত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! সেই ঢল ঢল গঙ্গাবক্ষে প্রমদার শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল। রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা, প্রকৃতির গভীর ভাব বিলোকনে প্রমদার প্রাণ আরও হু হু করিয়া উঠিল, হৃদয়ে গভীর শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল।

প্রাণ উদাস হইয়া আসিল, জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিল! তাপিত প্রাণের জ্বালা কাহাকে যেন বলি বলি ইচ্ছা করিল, কিন্তু কাহাকে বলিবে? হৃদয়ের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। অনন্তর করযোড়ে বিদীর্ণ বক্ষে ছল ছল চক্ষে ভগ্নস্বরে সেই ভীষ্মজননী হরিপদরজোবিহারিণী পতিতপাবনী ত্রিপথগামিনীর পানে চাহিয়া কহিল "জননি! যখন পিতা মাতা স্বামী আত্মীয় স্বজন সকলে পরিত্যাগ করে তখন তোমার সুশীতল অঙ্ক ভিন্ন জুড়াইবার আর স্থান কোথা? মা! যিনি আমায় জঠরে ধারণ করিয়াছেন, তিনি এখানে নাই, কার কাছে প্রাণের জ্বালা জুড়াই! তাঁদের কাছে এ মুখ দেখাতেও আর ইচ্ছা নাই! বড় লজ্জার কথা, স্বামী অসতী ভাবিয়া পরিত্যাগ করেছেন, এ অপবাদে স্ত্রীলোকের মরণই শ্রেয়ঃ! কালকুটভরা ভুজঙ্গের সঙ্গে একস্থানে থাকিতে ডরিনা, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হ'তে নির্ভয়ে নিম্নে পতিত হ'তে সঙ্কুচিত হইনা, সহাস্যমুখে বুক পাতিয়া বজ্র ধরিতে পারি; কিন্তু অসতী অপবাদে ভয়ে ভীতা হই, প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কিছুতেই সহ্য হয়না—মা গো, অসহ্য হয়েছে বলেই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি! নারীর বেদন নারী বই কেহই বুঝিতে পারেনা; স্বাধীন পুরুষ পরাধিনী নারীর যাতনা বুঝিবে কেন? দাও মা, কোলে স্থান দাও, বুক ফাটিয়া যাইতেছে!" প্রমদা গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিবার উপক্রম করিল কিন্তু পারিলনা, তাহার মাতার জন্য মন কেমন করিয়া উঠিল, বলিল "মা! এইজন্য কি আমায় জঠরে ধারণ করেছিলে? আমি না তোমার বড় আদরের ধন?, বড় আদরের ধনকে বিশ্বাস করে বড় লোকের হাতে গচ্ছিত ক'রেছিলে, সে তার কি দুর্দ্দশা করিল দেখিলেনা? তোমার দোষ নাই, বাবারও দোষ নাই, দোষ আমার অদৃষ্টের! এ জীবনে এই পর্য্যন্ত হ'ল, জন্মের শোধ তোমাদের সকলের চরণে বিদায় হইলাম! —মা! এইবার কোলে নাও!" প্রমদা আবার চেষ্টা করিল আবার বিফল হইল, নিরাশ হইয়া ভাবিল "তবে আর মরিতে পারিলাম না!—মরিতে পারিলাম না? তবে কাল কোথায় যাব? জনমাঝে কেমন করে এ মুখ দেখাব? যে দেখিবে সেই কালামুখী বলে ঘৃণা করিবে। সুরেন্দ্র যে আমায় পরিত্যাগ করেছেন, আজ রাত্রি প্রভাত হ'লেই, দেশ বিদেশের লোক এ বার্ত্তা শুনবে, তখন আরও মনোবেদনা পেতে হবে! তখন মরা অপেক্ষা এই সময় মরা ভাল।—জগদীশ! অবলার অপরাধ লইওনা, অন্তে শ্রীচরণে স্থান দিও। স্বামী না বুঝিয়া আমায় পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার এ দোষ গ্রহণ করিওনা, তাঁহাকে সুখে রাখিও! স্বামী নারীর মহা গুরু,তাঁর চরণে আমি কোটী কোটী নমস্কার করি।—প্রাণেশ্বর! বুঝিলেনা, শুধু শুধু পায়ে ঠেলিলে! ভাল,আমি দূর হ'লেই যদি সুখী হও, তবে হতভাগিনী জন্মের মত দূর হয়ে চল্লো!—আর না—জননি! তুমিও কি আমায় চরণে স্থান দিবেনা? আর কত কষ্ট সহ্য করিব! প্রাণ গেল, আর রাখিতে পারিনা! নে মা—কোলে নে—"

প্রমদা সহসা শুনিল অদূরে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, দূর বংশীধ্বনির ন্যায় সে কণ্ঠস্বর তার কর্ণে পশিল, স্বর চির-পরিচিত, কিন্তু প্রমদা আর সে দিকে চাহিলনা, "আর না!—আর না!" বলিয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। মাধুরীর প্রাণময়ী প্রতিমা প্রমদার বিসর্জন হইল। সব ফুরাইল!

যেখানে প্রমদা দাঁড়াইয়াছিল অচিরে এক প্রিয়দর্শন যুবা পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এদিক ওদিক চতুর্দ্দিক দেখিল, কিছুই দেখিতে না পাইয়া উদাস প্রাণে বলিল "জলবিম্ব জলে মিশাইয়াছে!" অনন্তর সেই বিজন নদী-সৈকতে বসিয়া হৃদয়ের বেগে করতালি দিয়া গান করিতে লাগিল—

কাঁদ গো মা বসুন্ধরা বিজনে অভাগা সনে!
কাঁদরে ত্রিলোকবাসী মিলে সবে একতানে।
কাঁদ পশু কাঁদ পাখী, ঝর প্রকৃতির আঁখি,
নীরবে কাঁদরে শাখী, সবে ত্যজিয়ে স্বপনে!
সঙ্গে লয়ে তারাদলে, যাও শশী অস্তাচলে,
কার তরে ধরাতলে ঢাল বিমল কিরণে।
কোথা গেল সবে ছলে,এস রে সকলে মিলে,
বারেক পশি এ জলে,ফিরি তার অন্বেষণে!—

যুবা এখন পাগল, ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল, অনুসন্ধানার্থে একবার ডুবিল, কিছুই পাইলনা, আবার উঠিয়া বক্ষপূর্ণ জলে ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরঙ্গিনীর মৃদুল উচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়া মিশিয়া তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বিবর্দ্ধিত হইল, আবার গাইল—

প্রাণ সদা তারে চায়, হৃদয় যে ফেটে যায়,
না পারি রাখিতে তায়,বাঁধিয়ে ধৈরযগুণে!
কোথা মা লুকালি তারে,একবার দে আমারে,
হেরি তারে সাধ পুরে,ফিরে দিব তোর ধনে!

আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলে গিয়া ডুবিল, বিফল হইয়া আবার উঠিল, হতাশ প্রাণে আবার গাইল—

বুঝেছি পাবনা আর, কেন বহি দুঃখভার;
তোমারি চরণ সার, রেখো মা রাঙ্গা চরণে।

পাগল ডুবিল আর উঠিলনা। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। প্রকৃতি যেন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

বারাঙ্গনা।

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল;
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম অভিলাষ,
সে কথা স্মরিলে হায় চখে আসে জল!

৩

অতীত বালিকা কাল কলিকা যৌবন,
নবীন বিপিন সম,
ছিল এ হৃদয় মম,
জানিনি জননী জ্বেলে দিবে হুতাশন।

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁখি বিনোদন;
টল টল ঢল ঢল,
কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষদ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন।

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ রতন;
কুসুম নির্ম্মিত তনু,
কেশে বোসে ফুলধনু,
শুভ্ররেখা মাঝে রাখি ফুল শরাসন—

৬

ফিরায়ে বদন তুলি যুবক চাহিল;
অমনি নয়ন তুলি,
কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরাল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল;
পণে তনু বিতরণ,
অঙ্ক খণ্ড আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি আছে রমণীর ছল।

—০—

বঙ্গদর্শন ও যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ।

কি কবি কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক যে কেহ এ-পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন, সকলেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে; কাহারও উদ্দেশ্য জ্ঞান, কাহারও আমোদ, কাহারও বা উভয়ের সন্মিশ্রণ। এক কথায়, লেখক মাত্রেরই উদ্দেশ্য মানবজাতিকে শিক্ষা প্রদান, যিনি ইহার বাহিরে গেলেন, তাঁহার লেখনী ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। বিগত ভাদ্রমাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায় না। সৃষ্টির আদি কাল হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা যে জগৎপিতা জগদীশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়তায় একমতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই করুণাময় বিশ্বপতির উক্ত গুণত্রিতয়ে সন্দেহ জন্মাইয়া লেখকের কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তিনিই জানেন। যে বিশ্বাস দুর্ব্বলের বল ও বলবানের সাহস, যে বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া পঙ্গু পর্ব্বতলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, মানব হাস্যমুখে জ্বলন্ত অনলে অঙ্গঢালে, যে মহান্ বিশ্বাসবলে পৃথিবীতে এমন কর্ম্মই নাই যাহা সংসাধন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সেই শিবময় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস পাওয়ায় কি উপকার দর্শিতে পারে? আমরাও

তাহাতে অপকার বই অণুমাত্রও উপকার দেখিতে পাইনা। যাহা হউক, এই যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ যে অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক. ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। উক্ত প্রবন্ধে আলোচ্য মূল বিষয় কয়েকটী এইরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১ম—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেসকল প্রমাণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যেটী আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় সেটীর বিষয় সংক্ষেপে বলিব।"

২য়—"সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত ঈশ্বরের যেসকল গুণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার বিচার করা যাইবে। বর্ত্তমান কালের উন্নত বিজ্ঞান ঐসকল গুণের কোন প্রমাণ দিতে পারে কিনা তাহাও দেখিব।

৩য়—"ধর্ম্মে বিশ্বাস (Religious faith) দ্বারা মানবমণ্ডলী যেসকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, বিশ্বাস বিনষ্ট হইলে তাহা অন্তর্হিত হইতে পারে কিনা? ধর্ম্ম দ্বারা আমরা এখনও যেসকল উপকার পাইতেছি ও ভবিষ্যতে পাইবার আশা করি, তাহা অন্য কোন সহজ সুদৃঢ় উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে কিনা এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।"

৪র্থ—"এইসকল বিচারের পর আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিৎ তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাইবে।"

এই চারিটী মূল আলোচ্য বিষয়। এখন একে একে দেখা যাউক এগুলি কিরূপ যুক্তিসঙ্গত।

প্রথমতঃ। "জড় জগতের অদ্ভুত গতি প্রণালী দেখিয়া গ্যালিলিও কেপ্লার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ গতিই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কৃত হইবার পর আর তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইলনা। তখন ঈশ্বর যে জড় জগতের গতিতে হস্তক্ষেপ করেন না ইহাই সকলের উপলব্ধি হইল।"

ঈশ্বর জড় জগতের গতি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা কি? ও কথায় যে কিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে পারে তাহা বুঝিলামনা। পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম নরসমাজে অপরিচিত ছিল এজন্য গ্যালিলিও প্রভৃতি স্থির করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর কোন অজানিত শক্তি বলে জড় জগতকে ঐরূপ গতিশীল করিয়াছেন। পরে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইলে সেই অজানিত শক্তির নামকরণ হইল ও তাহার প্রকৃতি জানা গেল। ইহার অধিক আর কি হইল?

দ্বিতীয়তঃ। লেখক বলেন সর্ব্বশক্তিমত্বা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়তা এ তিনটী গুণ না থাকিলে যে ঈশ্বর ঈশ্বরই নহেন একথা তিনি স্বীকার করেননা।

কথাটী নূতন বটে কিন্তু কতদূর যুক্তিসঙ্গত বলা যায়না। ঈশ্বর আছেন একথায় অনেকেই সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব হাতে বহরে কত এরূপ চর্চ্চা কি আর কখন হইয়াছিল? কোন অংশে ঊন হইলে ঈশ্বরকে আমরা ঈশ্বর বলিতে কুণ্ঠিত হই ও সেরূপ ঈশ্বরের প্রয়ো-

জনই বা কি তাহা বুঝিতে পারিনা। যদি কোন ঈশ্বর থাকেন ত তিনি সম্পূর্ণতার আদর্শ।

প্রবন্ধের শেষাংশে একস্থলে লিখিত হইয়াছে "এখন আমরা এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এককালে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রহীন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান কোন প্রমাণ দিতে পারেনা; কিন্তু অসীম-ক্ষমতাশালী বহুজ্ঞানসম্পন্ন দয়ালু এক ঈশ্বর আছেন ইহার প্রমাণ কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়।" কিন্তু আবার দ্বিতীয় প্রকরণের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে "আমরা সর্ব্বশক্তি ও অসীম-শক্তি এক অর্থে প্রয়োগ করিতেছি।" তবে কি করিয়া সিদ্ধান্ত হইল সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নাই, অসীম ক্ষমতাশালী ঈশ্বর আছেন। এখানে সর্ব্বশক্তি ও অসীমশক্তি এক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া কি বিভিন্ন অর্থ বুঝাইতেছে? যদি একই অর্থ বুঝাইয়া থাকে তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ না হইলেন তাহা বুঝিতে পারিনা। যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ না হন তবে আর অজানিত বিষয়ে তাঁহার শক্তি থাকে না। সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থে সকল বিষয়েই শক্তিবিশিষ্ট বুঝায়; সে শক্তির অধিকার হইতে কোন বিষয়ই পার পায় না। যদি কোন বিষয় ঈশ্বরের অজ্ঞাত রহিল, তাহা হইলে সে বিষয়ে শক্তিবিহীন হইয়া কিরূপে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন?

সিদ্ধান্তেই যদি এইরূপ দোষ রহিল তাহা হইলে যেসকল তর্কে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে সে গুলি যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। তথাপি পাঠক-গণের অবগতির জন্য নিম্নে দেখাইতেছি। আরও লেথক মহাশয় সর্ব্বমঙ্গলময় ও নিষ্ঠু-রতার লেশমাত্রহীন এই দুই কথা এক করিয়াছেন কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ দুইয়ে বিস্তর প্রভেদ। ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গল ময় একথায় এই বুঝায় তিনি যাহা করেন সকলই মঙ্গলের নিমিত্ত। এই বিষয় লইয়া পার্নেল হার্ম্মিট্ রচনা করেন। যে ভৃত্যকে যুবকরূপী ঈশ্বর-দূত সেতু হইতে গভীর নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিলেন, সে সেই রাত্রে প্রভুর প্রাণ বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল। ইহাতে ভৃত্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা হইল বটে কিন্তু মঙ্গল সাধিত হইল। এ নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের আছে, কারণ দয়া ও ন্যায়পরতা দুইয়ে মিশিয়া ঈশ্বরত্ব; ইহার একের অভাবে ঈশ্বর আর ঈশ্বর নহেন। পাপী যদি শাস্তি না পায় তাহা হইলে সাধু জনের সহিত তাহার প্রভেদ কি? ঈশ্বর করুণাময় বলিয়া অন্যায়পরতন্ত্র হইতে পারেননা।

লেথক বলিয়াছেন "ঈশ্বরের সৃষ্টি অস-ম্পূর্ণ কারণ মানবশরীর ব্যাধিমন্দির ও ক্ষণ-ভঙ্গুর।" জিজ্ঞাসা করি মানবই কি বিশ্ব-পতির অনন্ত বিশ্বরাজ্যের চরমসৃষ্টি? মানব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব কি বিধাতার সৃষ্টিতে আর নাই? যথন দেখিতে পাইতেছি এই পৃথ্বী তলে পর পর উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর কতশত প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে—মনুষ্যের উন্ন-তিরও সীমা নাই, তখন কি বলিয়া বিশ্বাস করিব যে এই পৃথিবীর ন্যায় অপর অসংখ্য লোক এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত

নাই? সেসকল লোকে কোন শ্রেণীর প্রাণী বসতি করে কে বলিতে পারে? ঘোর অমানিশায় যখন অসংখ্য তারকা-রাজিপরিশোভিত অসীমনীলনভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই সেই অনাদি ও অনন্ত পরমপুরুষের অনন্ত শক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বসিয়া যিনি জগদীশ্বরের অতুলনীয় সৃষ্টিকৌশলের খুঁত ধরেন, তিনি কি ভুলিয়া যান্ যে সে কৌশল অসীম? এ সৃষ্টিতে কোন বস্তু যতই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বা অপকৃষ্টতর বস্তু আছেই আছে নতুবা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকেনা। যদি অন্য কোন কাল্পনিক জগতে না গিয়া এই মানবজননী মেদিনীতেই অবরুদ্ধ থাকা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় এ পৃথিবীতেও বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের সীমা নাই। সাধারণ মানবশরীর ব্যাধিমন্দির হইলেও মানবশরীর যে ব্যাধিবিবর্জ্জিত হইতে পারে না একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। যখন দেখিতে পাই কত ব্যক্তি অনেক পরিমাণে ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিয়াছে, তখন যে মানুষ একেবারে নীরোগী হইতে পারে একথা অবিশ্বাস্য নহে। তবে ইহা নিশ্চয় যে মানুষ কখন ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের চরম সীমা দেখিতে পাইবেনা, অথবা যেদিন পাইবে সেদিন আর ঈশ্বরের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিবেনা।

এখন দেখা গেল যে "ঈশ্বর তাঁহার যতদূর মহিমা, করুণা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন তাহা করিয়াছেন ও তাঁহার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; তবে সকল বিঘ্ন ব্যাঘাত তিনি অতিক্রম করিতে পারেননা, তন্নিবন্ধন বিঘ্ন বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন।" লেখকের একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। কারণ তিনি ক্ষুদ্র মানব; ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখা তাঁহার সাধ্যাতীত। আরও অসীম ক্ষমতার আবার পরাকাষ্ঠা কি? লেখক আরও বলিয়াছেন "যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হইবে।" যে করুণাময় জগৎপিতা জগদীশ্বর মানবজাতির সুখের জন্য শ্যামল মেদিনীর কতস্থানে কত বস্তু সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর না বলিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে কোথায়? এমন কৃতজ্ঞ না হইলে মানুষের এত দুর্গতি কেন? আবার ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিবার কারণও অতি চমৎকার। "মানুষ দুঃখী কেন?" লেখক মহাশয় কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এ জীবন পরীক্ষা স্থল? তাঁহাকে কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে এ পৃথিবী মানবের শিক্ষা ভূমি? এই বিপুল সৃষ্টি ঈশ্বরের আনন্দ বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার সৃষ্ট (অথবা তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত) জীবমাত্রেই তাঁহার সমকক্ষ হয় (অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ লাভ করে) এই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু কোন বিষয়ে বাধা থাকিলে পূর্ণ আনন্দ পাইতে পারেনা এইজন্য তিনি মনুষ্যকে সম্পূর্ণ

স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। সেই স্বাধীন ইচ্ছার ফল মানুষের দুঃখ। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া দুঃখ পায়। একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী; সে স্বাধীন ইচ্ছা বলে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কিম্বা তাহার বিপরীত উভয়ই করিতে পারে। শিষ্টের পীড়ন করিলে অবশ্যই তাহাকে দুঃখ পাইতে হইবে। স্বইচ্ছায় দুঃখ পাইবে তাহাতে জগদীশ্বরের অপরাধ কি? যদি কেহ বলেন ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কেন এ স্বাধীন ইচ্ছা মানুষকে দিলেন? তাহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারের অনিবার্য্য ফল দুঃখের পর মানুষ আনন্দ পাইবে এ কথাও তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। দুঃখ বিনা সুখ কি তাহা কে বুঝিতে পারে? সজ্ঞানে পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিবার জন্য মানুষের দুঃখ পাওয়া আবশ্যক। যদি কেহ বলেন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহারই প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করিলে মানুষকে শাস্তি দেন কেন? ঈশ্বরের ন্যায়পরতা গুণই তাহার উত্তর প্রদান করে। ইহার পর আর ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্বা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়তায় কোন দোষ স্পর্শেনা। শুদ্ধ এই তিনটী কেন মনুষ্য যতপ্রকার গুণ কল্পনা করিতে পারে, যেসকল তাহার কল্পনাতীত, ভূতভাবন ভগবান্ সে,সকলেরই আধার; মনুষ্য তাঁহার অসীম গুণনিচয়ের সীমা দেখিতে পায়না একথা যে কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে এ জ্ঞান পূর্ব্বে আমাদের ছিলনা।

তৃতীয়তঃ। "ধর্ম্মে বিশ্বাসের কথা। ধর্ম্মে বিশ্বাস বলিলে সাধারণতঃ লোকে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব ও ইহলোকের কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ, এই কয়েকটী বিষয়ে বিশ্বাস বুঝিয়া থাকেন। আমরাও এই অর্থেই ধর্ম্মে বিশ্বাস পদটী ব্যবহার করিব।" লেখক তৃতীয় প্রকরণের প্রারম্ভেই এইকথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "ধর্ম্মের প্রয়োজন মনুষ্যের উন্নতি সাধন। সকল মনুষ্য এক হইয়া সে চেষ্টা না করিলে কাহারও উন্নতি সাধিত হইতে পাবেনা। কিন্তু আদিম অবস্থায় মানুষ ইহা বুঝিতনা এই জন্য ধর্ম্মই সকল মনুষ্যকে এক ঈশ্বরেব সন্তান বলিয়া একত্রে বাথিয়া প্রকাবান্তবে সমাজ সৃজন কবিয়াছে। এখন সমাজের ক্রমোন্নতি সহকাবে অল্প দিন হইল মনুষ্য এই উপায় বুঝিয়াছে, এখন আর ধর্ম্মে বিশ্বাসের প্রয়োজন কি?"

পিতামাতা এতকাল এত যত্নে আমাদিগকে প্রতিপালন করিলেন, এখন আমরা বড় হইয়াছি, আপনি খাইতে শিখিয়াছি এখন আর তাঁহাদিগকে প্রয়োজন কি? ন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা। কৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত! যে 'ধর্ম্মে বিশ্বাসের' একটা অর্থ 'সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস', তাহার ফল যে কি না হইতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাইনা। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক ঈশ্বব আমার সহায় আছেন এ বিশ্বাসে অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও

সসাগরা ধরার একাধিপতি হইতে পারে; —উত্তুঙ্গ গিরিশিখর বা ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল অতলস্পর্শ মহা সমুদ্র, কিছুই তাহার নিকট বাধা বলিয়া গণ্য হয়না। এ ধর্ম্মে বিশ্বাসের যে কোন প্রয়োজন নাই এ কোন্ বাতুলের কথা?

চতুর্থতঃ লেখক মহাশয়, আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিত ও কার্য্যক্ষেত্রেই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। যাঁহার যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদের যুক্তি এরূপ অযৌক্তিক ও তর্কপ্রণালী এত ভ্রমসঙ্কুল তাঁহার সিদ্ধান্ত যে দোষযুক্ত একথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কাড়িয়া লইতে চাহেন তিনি নীতিশিক্ষা দিতেছেন একথা হাস্যোদ্দীপক।

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মবিস্তার।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিখা যুদ্ধ ও আবুসোফিয়নের পরাজয়
—সন্ধিপত্র ও মক্কা প্রবেশ—খাইবর
অধিকার ও মহম্মদের প্রতি বিষ
প্রয়োগ—মহম্মদের বিবাহ।

ওহদ সমরাবসানে মহম্মদ একটী বৎসরের জন্য সোফিয়নের সহিত সন্ধি সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে এই একটী বৎসর ফুরাইয়া আসিলে, যুদ্ধপ্রিয় খোরিসিয় দলপতি সোফিয়ন পুনরায় যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত পুনরায় সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া অবিলম্বে অন্যূন দশ সহস্র যোদ্ধা সমভিব্যাহারে মদিনাভিমুখে মহম্মদের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

মহম্মদের এখন আর সমর সাধ নাই। ওহদ্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার হৃদয় এখন আর বড় একটা যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে না, তিনি সম্মুখ সমরে সাহসী হইতে পারিলেন না। পাছে শত্রুগণ সহসা নগরী আক্রমণ করে এই ভয়ে তিনি মদিনার চতুর্দ্দিকে একটী সুগভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। খনন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই খোরিসিয়গণ নগরী আক্রমণ করিল। কিন্তু

তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল না। মহম্মদের কতকসংখ্যক যোদ্ধা শত্রুদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, এই অবকাশে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ পরিখা খনন পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলিল। সোফিয়ানকে অগত্যা দলবল লইয়া নগরীর বহির্দ্দেশস্থ প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধের প্রত্যাশায় অবস্থান করিয়া থাকিতে হইল। এই স্থানে একটী সামান্য প্রকার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ভূতপূর্ব্ব খোরিসিয় সেনাপতি আবুজাল-পুত্র আকরিম্ ও মহম্মদের প্রথমা পত্নী খাদিজার পিতৃব্য আমরু কৌশল পূর্ব্বক পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া মহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ বাধিল। আমরু নিমেষ মধ্যে নিহত হইলেন। খোরিসিয়গণের বল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। এক অশ্বসাদি, নিহত আমরুর স্থান অধিকার করিয়া, উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ও সেনাপতি হইয়া চতুর্দ্দিকে যুদ্ধাজ্ঞা প্রচার ও সৈন্য পরিচালনায় ব্যাপৃত ছিলেন, আলির এক বর্শাঘাতে সহসা তিনি অশ্ব সমেত পরিখা গহ্বরে নিপতিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে সেনাপতি অদৃশ্য হইয়া গেল। পতিত সৈনিকের শোণিতসিক্ত শরীর পরিখার মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে না করিতেই আলি এক খড়্গাঘাতে তাহা দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আকরিমের অসি এখনও নিশ্চল হয় নাই, সাদ ইবিন মোদ নামক মহম্মদ পক্ষীয় অনেক উন্নত প্রকৃতি যোদ্ধা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সাদ বার বার পরাজিত ও তাঁহার অনুচরগণ একটী একটী করিয়া নিহত হইতে লাগিলেও তিনি কোনক্রমেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, আকরিমও সুযোগ পাইয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। লম্ফ প্রদান করিয়া বন্য ব্যাঘ্রের ন্যায় তিনি সাদকে আক্রমণ করিলেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। তিনি পড়িতে না পড়িতেই অদ্ভুত যোদ্ধা আলি তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন ও আকরিমকে আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন; সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া বুদ্ধিমান আকরিম রণস্থল ছাড়িয়া ঝটিতি স্বদলে মিশিয়া পড়িলেন। এইরূপে সে দিবসের সমর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। রীতিমত যুদ্ধ হইলনা, মহম্মদ সম্মুখ রণে অগ্রসর হইলেন না।

যেখানে গৃহবিচ্ছেদ সেইখানেই হাহাকার; পতন গৃহবিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। খোরিসিয়গণের মধ্যে এই ভীষণ অনৈক্যের সূত্রপাত হইয়াছে, সুচতুর মহম্মদ গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়া কৌশলক্রমে তাহাদের মধ্যে এই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছেন। মহম্মদের আশা সফল হইল। সোফিয়ন যে তিন চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া নিজের সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন দেখিতে দেখিতে কলহের ভীষণ বহ্নি তাহাদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। কোন দলই আর যুদ্ধে অগ্রসর

হইতে চাহে না। কেহই আর কাহার বশ্যতা স্বীকারে ইচ্ছুক নহে। সোফিয়ন সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

নদীর তীর একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলে যেরূপ ক্রমাগতই ভাঙ্গিতে থাকে মানুষের কপালও সেইরূপ। সোফিয়ন শিবির মধ্যে আসিয়া দেখিলেন আর জয়ের আশা নাই, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। সায়ংকাল সমুপস্থিত দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইলনা, সেই রাত্রে এমন এক দুর্যোগ উপস্থিত হইল যে তাহার প্রতিবিধানের জন্য সারা রাত্রিটী তাঁহাকে ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। তাঁহার হৃদয় চিন্তা মেঘে সমাচ্ছন্ন, যাহা কিছু আশা ভরসা ছিল সমস্তই নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, নৈশগগণের পানে চাহিয়া দেখেন চন্দ্রমা ডুবিয়াছে, তারাগণ ডুবিয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল স্তবকে স্তবকে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল, বৃষ্টি পতনও আরম্ভ হইল। বাত্যা ও বৃষ্টিতে তাঁহার তাঁবু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বিপদের উপর বিপদ! সহসা জনরব উঠিল মহাপুরুষ মহম্মদ দৈববলে এই দুর্যোগের সৃষ্টি করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতক সংখ্যক সৈন্য ভয়বিহ্বল চিত্তে সেনাপতিকে পরিত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন তৎপর হইল; যে যেখানে পারিল, গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর নিশি যাপন করিল। কতিপয় সৈন্য আবুসোফিয়নকে পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের শরণাপন্ন হইল। এইরূপে মহম্মদ বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, কেবল দৈব বলেই, শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন। সোফিয়ন ক্রোধভরে মহম্মদের ভীরুতা ও নীচতার উল্লেখ এবং তাঁহার দলবলের প্রতি নানা কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। মহম্মদ আর তাহার কোন উত্তর দিলেন না। পরিখা যুদ্ধ এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়া গেল।

যে সকল য়িহুদী গোরিসিযগণের সহিত যোগ দান করিয়া মহম্মদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল এখন মহম্মদ প্রতিহিংসা গ্রহণ মানসে সসৈন্যে তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। য়িহুদীগণ দুর্গ মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, মহম্মদ অবিলম্বে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। য়িহুদীরা পরাজিত হইল, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহাদের অগাধ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত, স্ত্রীপুত্র বন্দীকৃত ও আপনারা প্রাণে বিনষ্ট হইয়া মহম্মদের ক্রোধের শাস্তি করিল। মহম্মদ রিহানা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। য়িহুদীবালা মহম্মদ সমভিব্যাহারে সত্বরই মদিনায় আসিয়া উপনীত হইল।

ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মহম্মদ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সশিষ্যে মদিনায় আসিয়া বাস করিতেছেন। এখন একবার জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য সকলেরই অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মক্কা প্রবেশের মহম্মদের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার বিস্তর আত্মীয় স্বজন আজও মক্কায় অবস্থান করিতেছেন, তিনি একবার তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিলে অনেককেই স্বদলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল। মক্কা তাঁহার জন্মস্থান, ইহাকে একটী তীর্থ স্থান করিয়া তুলিতে হইবে, ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বাসনা। নগরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে অধিবাসীগণের মনের ভাবগতির সহজে বুঝিতে পারিবেন এবং মক্কা আক্রমণের সহজ উপায় নির্দ্ধারণে সক্ষম হইবেন এই ভাবিয়া মক্কার ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। খোরিসিগণ প্রথমে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, খালেদ নামক জনৈক বলদৃপ্ত সৈনিক তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। তিনি ধীরভাবে খালেদ অধিকৃত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়া মক্কার সমীপবর্ত্তী এক সুবিস্তৃত প্রান্তরে স্বীয় শিবির সংস্থাপন করিলেন। নগরী মধ্যে দূত প্রেরিত হইল, মহম্মদ খোরিসিগণের সহিত কিছুকালের জন্য সখ্যতা সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন। সন্ধিপত্র দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধিপত্রে মক্কাবাসীগণ মহম্মদকে মহাপুরুষ বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করিল না। মহম্মদ দ্বিরুক্তি না করিয়া "আবদুল্লা পুত্র" বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিলেন। মহা সমারোহ সহকারে মুসলমানগণ মক্কার মধ্যে প্রবেশ করিল।

•মদিনার উত্তর পূর্ব্বে খাইবার নামে য়িহুদীদিগের এক সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর বিদ্যমান ছিল। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড মনোরম উদ্যান ও সুন্দর শস্যক্ষেত্র সকল অধিকার করিয়া য়িহুদীগণ বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতে ছিল। মহম্মদের চক্ষু সহসা সেইদিকে নিপতিত হইল। তৎসমুদয় হস্তগত করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। হিজিরার সপ্তম সালের প্রারম্ভে তিনি আবুবেকার ওমার ও আলি প্রমুখ মহা ধনুর্দ্ধর যোদ্ধৃ দলে পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দশশত সেনা সঙ্গে লইয়া খাইবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঁচ দিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটনের পর তিনি সৈন্যসমেত নগরের প্রাচীর পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট নগরগুলি হস্তগত করিতে তাঁহার কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তাঁহার সমরঢক্কা নিনাদ ও বীরগণের ভীষণ চিৎকার ধ্বনিতে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া নগর আক্রমণ করিলেন। দুর্গ সহজে হস্তগত হইল না। মহম্মদকে বহুপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। অবশেষে আলি ও ওমরের অসীম সাহস ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রভাবে জয়শ্রী মুসলমানগণের পক্ষই অবলম্বন করিলেন। পরাজিত য়িহুদীগণ অগত্যা তাহাদের পিতৃপিতামহ সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া মহম্মদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ ভাবী তীর্থযাত্রীর

ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বতন্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন ও অপরার্দ্ধাংশ সৈনিকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

এই সময় মহম্মদ এক অভাবনীয় বিপদের মধ্যে পতিত হইয়া কিছুকাল শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। খাইবার দুর্গাদিকার সময়ে এক য়িহুদী রমণী ভোজনার্থ তাঁহাকে একটী মেষ জঙ্ঘা প্রদান করে। দুই এক গ্রাসমাত্র মুখে দিয়া বিস্বাদ বোধ হওয়াতে তিনি আহারে নিরস্ত হন। তাঁহার এক অনুচর অধিক পরিমাণে উদরস্থ করিয়াছিল, সহসা অচেতন হইয়া পড়ে ও দুই এক দণ্ডের মধ্যেই কলেবর পরিত্যাগ করে। মহম্মদ অধিক আহার করেন নাই তজ্জন্য যদিও তাঁহার আশু মৃত্যু হইলনা বটে কিন্তু তিন চারি বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। আলি এবম্প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তদ্দণ্ডেই য়িহুদীরমণীর পিতামাতা পিতৃব্য প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাহাকে বন্দিনী অবস্থায় মহম্মদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহম্মদ কহিলেন, "নির্ব্বোধ রমণি! তুমি কেন এ কাজ করিলে? আমার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে কি তোমার কিছুমাত্র ভয় হইলনা?" নির্ভিক চিত্তে রমণী উত্তর করিল "আমি একটী বিষয় পরীক্ষা করিলাম। আমি পরীক্ষা করিলাম আপনি সত্যসত্যই মহাপুরুষ কি না। যদি মহাপুরুষ হন আমার বিষ খাইয়া মরিবেন না, বা খাদ্য বিষ মিশ্রিত, যোগবলে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া ভোজনে ক্ষান্ত হইবেন। আর যদি আপনি প্রতারকই হন তবে কেনই বা আমি আপনাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব না? যে মহাপুরুষ, তাহার নিকট অমৃত ও বিষ উভয়ই সমান, আর যে বিবাদী তস্কর তার বিষ খাইয়া মরাই ভাল।" মহম্মদ এই রমণীর নির্ভিকতা ও ঈদৃশ বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু আলির হস্ত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল না। আলি নির্দ্দয়রূপে তাহাকে মহম্মদের অসাক্ষাতে হত্যা করেন।*

এই সময় মহম্মদের আর দুইটী বিবাহ হয়। সাফা নাম্নী এক অসামান্যা রূপবতী য়িহুদী ললনাকে দেখিয়া মহম্মদ মোহিত হন। তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করেন। সাফাকে অন্যান্য রমণী অপেক্ষা মহম্মদ অধিক ভাল বাসিতেন। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর এই রমণী অন্যূন ৪০ বৎসর জীবিতা থাকেন। মহম্মদের পত্নী শ্রেণীর মধ্যে আয়েসার পরই সাফার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পরিণয়ের অব্যবহিত পরেই তিনি মদিনায়

* কুসংস্কারবিশিষ্ট মুসলমানগণ কহিয়া থাকেন যে মেষজংঘা নাকি কথা কহিয়া মহম্মদকে তাহা উদরস্থ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে বাক্য তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি দুই গ্রাস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহাকে পরিণামে নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে শিক্ষিতদিগের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস স্থান প্রাপ্ত হয় না।

প্রত্যাগমন করেন। নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার যেসকল অনুচর এতদিন বিরোধীদলের অত্যাচার ভয়ে আবিসিনিয়ায় বাস করিতেছিলেন, এখন মহম্মদের সহিত মক্কাবাসীগণের সন্ধি সংস্থাপন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মদিনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই নবাগত সুহৃদ্বৃন্দ মধ্যে মহম্মদ তাঁহার চির শত্রু সোফিয়নের এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। আবহুল্লা নামে তাঁহার এক অনুগত শিষ্য এই কন্যাকে বিবাহ করেন, শ্বশুরের ভয়ে তিনি সস্ত্রীক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবার বয়ঃক্রম একণে ত্রিশ বৎসর হইবে। হাবিব নাম্নী তাহার এক বালিকা কন্যা আছে এইজন্য সোফিয়ন কন্যাকে ওম হাবিব (অর্থাৎ হাবিবের মাতা) বলিয়া ডাকা হইয়া থাকে। মহম্মদ এই বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ সোফিয়নের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "মহম্মদকে আর কিছুতেই আঁটা যায় না, যা ইচ্ছা করুক আমি আর কিছু দেখিতে চাহিনা।"

ক্রমশঃ।

মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে।

৺সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত।

মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে তুলে উচ্চ তান
গাও কবি প্রমত্ত-অন্তরে ;—
নরসুতগণ শুন গৌরবের গান
পিও আসি পীযূষ সাগরে।
নাহি শক্তি কল্পনার,
রম্য-মিথ্যা রচিবার,
আমার লক্ষিত সত্য সম ;
তবু দূরে ঢাকা আছে ভাবী কাল তম।

—০—

দেখিতেছি কি সুন্দর নবীন সংসার,
চিনি যেন তবু এই সেই,
দুঃখভরা পৃথিবী পুলক এত তার,
অশ্রুজল প্লাবিত কি এই !
নৃত্য গীত সুমঙ্গল,
কুতুহল কোলাহল,
কখন সংশয় বাসে মন,
হ'ল কিরে শ্মশানে উৎসব নিকেতন !

—০—

হয়নি পার্থিব কায় স্বর্গে পরিণত,
বাড়ে নাই অবয়ব আর ;
পৃথ্বি ! তব আছে বটে সব পূর্ব্বমত,
নাই কেন সে দুঃখ তোমার ;—
নরসুতগণে ল'য়ে,
সদা পরাধিনী হ'য়ে,
কেঁদে কাল করিতে যাপন,
ফিরে গেছে ভিখারিণী কপাল এমন !

সুশিক্ষিতা বঙ্গাঙ্গনাদ্বয়ের ছায়াছবি।

(প্রেরিত)

আষাঢ় মাস। দিবা অবসান প্রায়। ভগবান মরীচিমালী অস্তাবলম্বী হইতেছেন। গঙ্গার জল ঢল ঢল আছারি পিছারি হেলে দুলে-হেসে খুসে বহিয়া যাইতেছে—কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই—কোন দিকে দৃকপাত নাই—ভারি আমোদ—আর আপনার আমোদে আপনিই বিভার। গঙ্গা এইরূপ বহিয়া যাইতেছে—হুগলি-চুচুড়া-চন্দননগর ছাড়িয়া কোন্নগরে আসিয়া পৌছিল—আসুন পাঠক এই গঙ্গাতীরস্থ ক্ষুদ্র বাটীখানির নিকট গিয়া উপবেশন করি। বাটীর তিন ধারে বাগান—এক ধারে গঙ্গা—বাগানটীতে অশ্বত্থ, বট, আম, জাম, গোলাপ, বেল, মল্লিকা প্রায় সর্ব্বপ্রকারের বৃক্ষ অতি পরিপাটীরূপে সাজান। দেখিলে হৃদয় আনন্দরসে গলিয়া যায়। বৃক্ষবাটীর বাতায়নে সন্ধ্যার ঈষৎ প্রাক্কালে দুইটী যুবতী রমণী দেখা দিল। একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া গৌরবর্ণা আয়তলোচনা পেষোয়াজ পরিধানা সুন্দরী, দূর হইতে বোধ হয় মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা। আর একটীর বয়স ঊনবিংশতি—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্থিরনয়না—লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরিধানা—দুই হাতে দুই গাছ বালা—গলায় একগাছি হার আর পায়ে মল ভিন্ন যেন কোন গহনা পরিলক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুইজনেই যুবতী—দুই জনেই আমোদে মত্তা—হাঁসিতে হাঁসিতে কথোপকথন করিতেছেন, মাঝে মাঝে "ছি! বোন"—"না ভাই" ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট স্বর—আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে আরও কত গূঢ় কথা শুনা গেল, তাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রথমার নাম হেমলতা দ্বিতীয়ার নাম স্বর্ণলতা। বালিকাকালের সঙ্গিনী—উভয়ে উভয়ের অত্যন্ত ভালবাসার সামগ্রী—একসঙ্গে পুতুল খেলিত, স্নানে যাইত, বেড়াইত থাকিত শুইত বসিত। আজি অদৃষ্টের খেলায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিকা। হেমলতার স্বামী শ্রীরামপুরের ডেঃ মাঃ—বেতন তিনশত টাকা। স্বর্ণলতার স্বামী টেজারির কেরাণী—বেতন পঞ্চাশ টাকামাত্র। কোন্নগরে স্বর্ণলতার মাতুলালয়—স্বর্ণ মাতুলালয়ে আসিয়াছে শুনিতে পাইয়া হেমলতা তাহার বালিকা বয়সের সঙ্গিনী—সেই আদরের সই—সেই সখের বেয়ানকে আপনার বাটীতে আনাইলেন। যে বাটীর বাতায়নে আমরা স্বর্ণলতা ও হেমলতাকে প্রথম দেখিতে পাইলাম—সেটী হেমলতার স্বামীর ক্রীত বাটী।—আর এক কথা বলে রাখা ভাল—কি জানি—পরে কেহ আমায় দোষেন—হেম ও স্বর্ণ উভয়ের বাপের বাড়ী চুচুড়ায়—সেই স্থানেই তাহাদের বালসখীত্ব সংস্থাপিত হয়।

হেম ও স্বর্ণ কথোপকথন আরম্ভ করিল।

হেম।—স্বর্ণ—সই—সে কথা মনে পড়ে ?

স্বর্ণ।—কি কথা বেয়ান ?

হেম।—সেই বালিকা বয়সের কথা—সেই ধূলিখেলার কথা—সেই বন ফুলের মালা গাঁথার কথা ?—

স্বর্ণ।—মনে পড়ে বইকি সই—সে দিন কি ভোলা যায়—হায়! চিরদিন যদি বালিকা থাকিতাম, ঈশ্বর যদি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া না দিতেন, আজন্ম যদি অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিতাম, তাহলে কি সুখই হত !

হেম।—কেন সই! জীবনের যেটী আদরের সময়, যে সময়ে সকলপ্রকার মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, সেই সময় ত আমাদের সখি! আমরা যুবতী, আমাদের যৌবন কবিদিগের কাব্যোৎপত্তির কারণ, সই, যে বয়সে আয়েসা বঙ্কিম বাবুর লেখনী পরিচালিত করিয়াছিল, যে বয়সে শকুন্তলা কালিদাসের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল, আমাদের সেই বয়স। স্বর্ণ! যৌবন সুখের তরী সে কথা কি ভুলে গেছ ?

স্বর্ণ। না সই কিছু ভুলি নাই—সব মনে আছে। কবিদিগের কাব্য যাহা পাঠ করা যায়, বাস্তবিক পৃথিবীতে যদি তাহাই ঘটিত, তাহলে ধরা কি সুখের স্থান হ'ত! বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী আর প্রকৃত জীবনের তোমা আমাতে অনেক প্রভেদ। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনা হইলেন আবার বাটী ফিরিয়া হৃদয়েশ্বর নগেন্দ্রকে পাইলেন, পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হই—কিন্তু প্রকৃত জীবনে ওরূপ ঘটিলে কি হইত বলিতে পারিনা।

হেম।—কেন সই! কাব্যের নায়িকার মত জীবন অতিবাহিত করা কি অসম্ভব বোধ কর ? যে অবধি আমি দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কাব্যের রস অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি, সে অবধি আমি কখন তিলোত্তমা হই, কখন বা মৃণালিনী সাজি, কভু বা সূর্য্যমুখীর অনুকরণ করি। সই, বলিতে কি, আজ কাল জীবন আমার নভেলে আর আমার জীবনে নভেল।

স্বর্ণ।—সেকি হেম! সে কি রকম ?

হেম।—(হাঁসিতে হাঁসিতে) তবে সই বলি শুন, প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাগানে বেড়াই—সঙ্গে নগেন বাবু (স্বামী)—হাতে বঙ্কিম বাবুর কোন্ একখানি পুস্তক থাকে, বেড়াইতে বেড়াইতে ফুলগাছগুলির পর্য্যবেক্ষণ করি, হয়তো একটী গোলাপ ফুল তুলে নগেন বাবুর কাণে পরাইয়া দি—কখন বা তাঁহার হাত ধরিয়া গঙ্গাতীরে যাই—গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণ করি। প্রভাত এইরূপে কাটিয়া যায়—তাহার পর স্নানাদি সমাপন করি, যে দিন নগেন্দ্র বাটীতে থাকেন সে দিনে আহারান্তে তাঁহাতে আমাতে এই সম্মুখস্থ লতামণ্ডপে প্রবেশ করি। লতামণ্ডপে একখানি শিলাতল আছে সেই শিলাতলে কখন বা উপবেশন করিয়া হেম বাবু কি বঙ্কিম বাবুর কোন একখানি পুস্তক পাঠ করি, কখন বা নগেনের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাই। বৈকালে আবার

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গায় নৌকার গতায়াত দেখি, নিশা আসিলে গঙ্গাবক্ষে চাঁদের শোভা অবলোকন করিয়া মনে মনে কত আনন্দ অনুভব করি। সই রাত্রিদিন এইরূপে সুখে অতিবাহিত করি। সই আমার প্রধান সুখের কারণ আমার স্বামী, এমন অনুরক্ত স্বামী অতি অল্প রমণীর অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। যখন যা চাই, তখন তাহাই আনাইয়া দেন। যখন যা বলি তখন তাই শুনেন, ভাই—এ বাটী প্রথমে নগেন কিনিতে চান নাই—তার পরে আমি রাগ করাতে তিনি কিনিতে পথ পেলেন না। উনি বলেন আমার একবিন্দু চক্ষের জল নিবারণে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় কিছুই নয়। সখি! এখন বল তোমার সতীশ (স্বর্ণলতার স্বামী) তোমার প্রতি কেমন ব্যবহার করেন।

স্বর্ণ।—সই! আমার উপাখ্যানে নৌকা নাই, বাগান নাই, জ্যোৎস্না নাই, লতামণ্ডপ নাই, শিলাতল নাই, কিছুই নাই, আমার কথা কি তোমার ভাল লাগিবে? যদি নিতান্ত শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে বলি শুন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া উনুনে আগুণ দি, দুই একখানা বাসন মাজি, তার পর স্নানাদি সমাপন করিয়া রন্ধন করিতে আরম্ভ করি। উনি ভোজনাদি সমাপন করিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিলে পর অন্য অন্য কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া ভোজনে বসি, ভোজনান্তে দুপুর বেলা কখন জামা শেলাই, চাদর শেলাই বা মশারি শেলাই করি, কোন দিন বা সাবান দিয়া জামাটী পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া রাখি। এই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অবসর থাকিলে কোন কোন দিন এক একখানি নীতি গর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া থাকি, দুর্গেশ-নন্দিনী পাঠ করিব না কেন, করি, কিন্তু পড়িবার সময় স্মরণ রাখি যে তাহা উপন্যাস, প্রকৃত জীবনে উহা সচরাচর ঘটে না।

হেম।—স্বর্ণ! তোমার কথা শুনিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। সতীশ বাবু তোমায় বস্তুত দাসীর মত ব্যবহার করেন। শুনিয়াছিলাম সতীশ বাবু বিদ্বান্ তাহার বিদ্যার কি এই পরিণাম? পতিব্রতা ভার্য্যা ও দাসীতে কি প্রভেদ তাহা তিনি জানেন না, তা জানিলে তোমায় দাসীর মত ব্যবহার করিতেননা। —স্বর্ণ! তোমার কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। রন্ধন, বাসন মার্জ্জন, বস্ত্র ধৌত করন, জামা প্রভৃতি শেলাই, এ সমস্ত কি শিক্ষিতা বঙ্গাঙ্গনার করণীয়? যতদিন না বঙ্গাঙ্গনার প্রকৃত অবস্থা উন্নত হয়, ততদিন নিশ্চয় জানিবে বঙ্গের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না।

স্বর্ণ।—হেম! বঙ্গাঙ্গনার প্রকৃত অবস্থার উন্নতি কাহাকে বল? তোমার কি আন্তরিক বাসনা যে প্রত্যেক রমণী প্রভাতে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্পবৃক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করুক, মধ্যাহ্নে স্বামী সহবাসে লতামণ্ডপে শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকুক, অপরাহ্নে গঙ্গায় নৌকার গতায়াত আর চন্দ্রমা সুশোভিত নিশীথে জোৎস্নার শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ইহ জগতে স্বর্গসুখ অনুভব করুক? যদি বঙ্গাঙ্গনার ঐরূপ

আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। সকলের অদৃষ্টে ওরূপ সুখ সম্ভবে না—জীবন উপন্যাস নহে। তোমার স্বামী ডেঃ মাঃ—তিনশত টাকা বেতন পান, তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই বাঙ্গালায় কতকগুলি তিন বা চারিশত টাকা বেতনের চাকরি আছে? বোধ হয় পাঁচশত বা সাতশতের অধিক নয়। না হয় এক বা দুই সহস্র হইল; তাহাও সমস্ত বাঙ্গালীর আয়ত্তাধীন নহে। অনুমান পাঁচ বা সাতশত বাঙ্গালী তিন চারিশত টাকা বেতনের চাকরী করে, তাহাদেরই স্ত্রীরা তোমার অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির সদৃশ হইতে পারে, অবশিষ্টের অদৃষ্টে কি ঘটিবে?

অধিকাংশ বাঙ্গালী আমার স্বামীর মত ৫০ বা ৬০ টাকা বেতনভোগী, তাঁহাদিগের স্ত্রীরা যদি রন্ধনাদি করিতে না পারেন, তাহা হইলে ৫০ টাকা বেতনে কি হইবে? বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ভগ্নী, প্রাণের প্রিয়সী আর শিশু সন্তান ভরণপোষণ করিয়া অতি কষ্টে ৫ বা ৭টী টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সে কয়টী টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে স্বামী যখন রুগ্নশয্যায় শায়িত থাকিবেন, কিসে তাঁহার চিকিৎসা চলিবে, কিসে তাহার পরিবারবর্গের উদর পূরণ হইবে? যখন ৫০ টাকায় পরিবারের ভরণপোষণ হওয়া ভার, সে অবস্থায় রান্ধনী ব্রাহ্মণী ও দাসী রাখা নিতান্ত অসম্ভব। যদি এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াও আমরা দাসীবৃত্তি করিবনা বলিয়া চিৎকার করি, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ নিশ্চয়ই উচ্ছন্ন যাইবে। আমাদের স্বামী সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সাহেবদিগের তিরস্কার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া মান, রাগ রোগ দম্ভের পথে জলাঞ্জলি দিয়া, আমাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য মাসান্তে অতি কষ্টে পূর্ণ বেতন ৫০ টাকা আমাদিগেরই হস্তে আনিয়া দিলেন। আর আমরা—ননীর পুতলী—আতপ তাপে গলিয়া যাই—দাসীবৃত্তি করিবনা বলিয়া যদি অভিমান করিয়া বসিয়া থাকি, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

হেম।—তবে কি তোমার মতে বঙ্গনারীর উন্নতির আবশ্যকতা নাই। যে অবস্থায় আছে তাহারা সেই অবস্থাতেই থাকিবে?

স্বর্ণ।—না—আমি তাহা বলিনা, আমার মতে বঙ্গনারী শিক্ষিতা হউক তাহাতে উন্নতি বই ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহারা যেন মেম-সাহেব বা তিলোত্তমা না হন।

হেম।—শিক্ষিতা হইয়াও দাসী হউক। এই তোমার বাসনা?

স্বর্ণ।—দাসী—কেন? আপনার গৃহ কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিবে, দাসী আবার কার?

হেম।—কেন—স্বামীর।

স্বর্ণ।—বঙ্গনারী যদি স্বীয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দাসী আখ্যাতা হয়, তবে বঙ্গীয় যুবক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য টাকা আনিয়া দিলে, দাস নয় কেন? তুমি ঘরে বসিয়া খাইতেছ আর তোমার স্বামী তোমারই

জন্য ডেপুটিগিরি করিতেছেন। কে কাহার দাস? এ অবস্থায় তোমার স্বামীই তোমার দাস।

হেম। তবে মিল্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি সমস্তই অলীক?

স্বর্ণ। অলীক কেন? ইউরোপীয় সমাজের উপযোগী, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

হেম। কেন, বাঙ্গালী কি মানুষ নয়—আর বঙ্গাঙ্গনা কি ঈশ্বরসৃষ্টা নয়? দেখ ভাই স্বর্ণ। একটা কথা বলি রাগ করিওনা। শুনিয়াছি এক দেশে জনৈক কয়েদী, প্রায় ৩০ বা ৪০ বৎসর কারাবাসে ছিল—এক দিন রাজা অনুগ্রহ করিয়া তাহার মুক্তিদান করিলে সে কারাগার ত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। জিজ্ঞাসায় বলিল, আমার বয়সী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বোধ হয় সব মরিয়া গিয়াছে আমি আর কোথায় যাইব, আর এই কারা ভবনে ক্রমাগত ৩০ বা ৪০ বৎসর বাস করিয়া ইহা আমার স্নেহের সামগ্রী হইয়াছে, আমি ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিব না। তোমারও সেইরূপ। চির দিন দাসীবৃত্তি করিয়া আসিতেছ পরাধীনতা শৃঙ্খল কাটিয়া দিলেও স্বাধীনা হইতে চাহনা।

স্বর্ণ। সামাজিক পরিবর্ত্তন না হইলে বঙ্গাঙ্গনা যে কিরূপে স্বাধীনা হইবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিনা। এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইয়াছে তাহা সত্য এবং আধুনিক বাঙ্গালী, পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী হইতে অনেক বিভিন্ন তাহাও সত্য, কিন্তু মুখের কথায় যে সমাজ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা নহে। বিধবা বিবাহ যুক্তিসঙ্গত, ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা অনেকেই মানেন, কিন্তু বল দেখি কয় জন সাহস করিয়া অন্ধ সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া বিধবা বিবাহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে? বরং যাহারা সাহস করিয়া সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহারাই আজ সমাজচ্যুত। যখন এরূপ বহুজন সম্মানিত সত্য আজও সমাজে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, তখন স্ত্রীসত্ত্ব সদৃশ বিষয় যে অনাদৃত থাকিবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? স্ত্রীদিগকে স্বাধীনা করা ও ইউরোপীয় প্রথা সকল বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত করা এখনও বিবেচনাসাপেক্ষ।

যখন ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসিনী মহিলাগণ স্বাধীনতার উন্নতশিখরে আরোহণ করিয়া আজও অসন্তুষ্টা হইয়া চিৎকার করিতেছেন, আর অসংখ্য বঙ্গদেশবাসিনী কামিনীগণও যখন পুরুষদিগের অন্যায় আচরণের জন্য খুঁত খুঁত করিতেছেন, তখন খুঁত খুঁতের পরিবর্ত্তে ঘোর চিৎকার স্থাপন কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা এখনও মীমাংসাসাপেক্ষ।

যদিও লেখকের কল্পিত কথোপকথন অনেকটা overwrought বলিয়া বোধ হয় তত্রাচ এইটী বঙ্গসমাজের নিতান্ত অলীক চিত্র বোধ না হওয়াতে ইহা প্রকাশ করা গেল। নাটক পড়ার নানা দোষ, আর যদি ঐরূপ পড়ায় কেবল sentimentalism জন্মায় তাহা হইলে উহা না পড়াই ভাল।

গুরুজনের প্রতি মান্য, পতিভক্তি, সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ, এই সকল স্ত্রীলোকের আভরণ, এইসকল যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাই করা স্বামীর কর্ত্তব্য; স্বামীর অল্প আয়ে সংসার সুখে নির্ব্বাহ করা স্ত্রী ব্যতীত কাহার সাধ্য? "সুখের সংসার" যাহার নাই, তাহার জীবন কষ্টকর। কে না বলিবে বঙ্গবাসীগণ! সাবধান, ইউরোপীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ বা নভেল পাঠের অনুরোধে তোমাদের সুখের সংসার নষ্ট করিওনা। বস্তুতঃ, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের স্ত্রীসমাজের জন্য জ্বালাতন হইতেছেন।

নঃ সঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অভিমন্যু বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন।
পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্যত্রয়।
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

অভিমন্যু বধ। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে মহাভারত পাঠে কুরু-পাণ্ডু-বংশ-ধ্বংশ-মন্ত্র-দাতা শকুনি, অমিত অভিমানী অহঙ্কারী দুর্য্যোধন, ঘোর স্বার্থপর জয়দ্রথ, কুরু পাণ্ডব শস্ত্রাচার্য্য মহাযোদ্ধা দ্রোণ, সর্ব্বজীবে সমদয়াবান পাণ্ডব-সখা নরবেশী নারায়ণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভুবনবিজয়ী অক্ষয় গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয়, বীরপুত্র-অভিমন্যু বীর, ভীম পরাক্রম বৃকোদর ভীম, এবং বীর-কুলগ্লানি সপ্তরথী প্রভৃতির যে চিত্রগুলি আমাদের হৃদয়ে চিত্রিত ছিল, সুকবি গিরিশ বাবু ঐ চিত্রগুলিকে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করাইয়াছেন। অভিমন্যু-চরিত্রে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বীরত্ব, নির্ভীক সাহস, পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নিপ্রেম প্রভৃতি বিবিধ গুণের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ কল্পনার একটী প্রশংসনীয়া সৃষ্টি। মৃত্যুকালীন অভিমন্যুর স্তবটী অতি হৃদয়গ্রাহী। সুভদ্রা চরিত্রে পতিভক্তি, পুত্রবাৎসল্য, দেবতায় বিশ্বাস, এবং বীর-পত্নির যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা গিরিশ বাবু সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। উত্তরার পতিপ্রেম সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরার শেষ আক্ষেপটী অতি নির্ম্মম হৃদয়েও করুণা রসের সঞ্চার করে। রোহিণী গর্গমুনি প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ অতি মনোহর হইয়াছে। অভিমন্যুবধের ভাষা অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল।

সীতার-বনবাস, স্বভাবের সুনিপুণ চিত্রকর গিরিশ চন্দ্রের একখানি চারু ছবি। সীতার-বনবাস-কথা যেরূপ করুণ-

রস-পরিপূর্ণা, সমালোচ্য পুস্তক গিরিশ বাবু তদুপযোগী প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু ইহার রাম চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর চরিত নাটকে সন্নিবেশিত রাম চরিত্রে যে উন্নত মনের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, গিরিশ বাবু প্রণীত সীতার বনবাসের রাম চরিত্রে তাহা দেখা যায়না। স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা দুইখানি পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলামনা। এক ব্যক্তি দুইজনের হস্তে পড়িয়া দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষে সত্যপরায়ণ রাজা প্রজাবাৎসল্য হেতু আপন মর্ম্মবেদনা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় প্রাণের প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, আর এক পক্ষে (প্রজাবাৎসল্যের যে সম্পূর্ণ অভাব তাহা নহে, অবশ্যই হৃদয়ের কোথাও না কোথাও আছে নতুবা তাহার ছায়া দৃষ্ট হইবে কেন) বিকটদশনা ঈর্ষা বলবতী হইয়া রাজাকে সৌনিকের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। এক কথা, উত্তর চরিতের রাম যদি সীতার নিম্নে রাবণের চিত্র দেখিতেন তাহা হইলে তিনি কি করিতেন? এ বিষয় আমাদের এস্থানে আলোচ্য নহে। প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রাণাধিকা প্রিয়তমার বর্জনে অধিক মহত্ব, কি অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রণয়িনীর পরিত্যাগে অধিক মহত্ব? আমাদের বিবেচনায় ভবভূতির রাম গিরিশ বাবুর রাম অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। গিরিশ বাবু কীর্ত্তিবাসের অনুসরণ না করিয়া যদি ভবভূতির অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে সুরুচিসঙ্গত হইত। লক্ষ্মণের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, ইহাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয়না। নিকষার অবতারণা কবির কবিত্ব শক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ। লবকুশের বালস্বভাবসুলভ সরলতা সর্ব্বত্র সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। যজ্ঞস্থলে রামায়ণ গীতের শব্দবিন্যাস অতি সুললিত হইয়াছে। সীতার পাতাল প্রবেশান্তে লবের খেদোক্তি অতি করুণরসাত্মক ও সরলতাপূর্ণ। অকারণে পরিত্যাগ করিলেও রামের প্রতি সীতার অচলা ভক্তি ও অকপট ভালবাসার পরিচয় স্থানে স্থানে অতি মধুরভাবে লিখিত আছে। সীতার বনবাসে পদলালিত্য ও রচনা মাধুর্য্য অতি মনোরম। আমাদের মতে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত যদি গুণধাম রাম ঈর্ষার বশবর্ত্তী না হইয়া কেবলমাত্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামময়-জীবিতা সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া নিজ গুণের পরিচয় প্রদান করিতেন।

লক্ষ্মণ বর্জন গিরিশ বাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। মানব-হৃদয় যথাযথ চিত্রিত করা নাটকের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যটি উক্ত পুস্তকখানিতে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সামান্যতঃ ইহা বলা যাইতে পারে গিরিশ বাবু রাম তুল্য এক অগাধসত্ত্ব ব্যক্তিকে মহদ্দুঃখে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার তৎসাময়িক হৃদয়ব্যাপার যথোচিত প্রকটিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া রামচরিত্রবিষয়ে একটি নূতন বিশ্বাস জন্মে তাহা এই যে রাম কতকটা বিরাগী পুরুষ, সংসারী অথচ উদাসীন

নির্লিপ্তভাবে রাজ্য করিতেছেন। রাজ্য করিতেছেন নিজ সুখের নিমিত্ত নহে কেবল কর্ত্তব্য বোধে ও প্রজাদিগের সুখের নিমিত্ত। চিরকালই অপ্রসক্তভাবে সুখভোগ করাই তাঁহার তুল্য ব্যক্তির উপযুক্ত বটে কিন্তু তাঁহারও মনে সাধ থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে অযুক্তও নহে। কিন্তু লক্ষ্মণ বর্জনের রামের মনে সে সাধও আর নাই। ইহ জীবনের অসারত্ব তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, ইহ সংসারে প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই, আশার বিষয় কিছুই নাই। এক আশা এক প্রার্থনা—ইহ জীবনের ভার হইতে মুক্তি, মানবলীলার বিধিনির্দ্দিষ্ট অবসান সময়ের প্রতীক্ষায় স্থির আছেন। কিন্তু এরূপ প্রতীক্ষায় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে না। এই যে ভাব ইহা দৈবানুবর্ত্তিতার ফলস্বরূপ এবং ইহা প্রশান্ত সাগরবৎ স্থির ও গম্ভীর। কিছুতেই এই স্থৈর্য্য বিচলিত হইবার নহে। যে লক্ষ্মণ রামের দ্বিতীয় শরীর বিশেষ, সুখে দুঃখে সঙ্গের চিরসাথী, যিনি উপস্থিত বিপুল সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া দুঃখময় ও বিপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে রামের সুখবিধায়ক প্রহরী স্বরূপ হইয়া চলিলেন এবং পাছে নিজ দৃঢ়সংকল্প বিচলিত হয় এই ভয়ে রুদ্যমানা জননীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন না, অশ্রুসিক্তা প্রেয়সীর সহিত সম্ভাষণমাত্র করিলেন না, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম ভাই লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে হইবে সমগ্র রামজীবনে এরূপ হৃদয়বিদারক ঘটনা আর একটি ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু রাম তাহাতেও স্থিরপ্রায়। আর শোকের সে প্রবল ঝড় বহিতেছে না। সীতাবিয়োগকালে তাঁহার যে অধীরভাব দেখা গিয়াছিল এখন আর তাহা দেখা যাইতেছে না। এখন অন্যপ্রকার শোক—হৃদয়ভেদী অথচ স্থির। তিনি যে এখন মমতাশূন্য হইয়াছেন তাহা নহে, মমতাশূন্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি কথায় যেন স্নেহবৃষ্টি হইতেছে। বশিষ্ঠদেবের সহিত কথোপকথন পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয় (২০।২১ পৃষ্ঠা—"হায় মুনিবর" ইত্যাদি) কেবল বারত্রয়মাত্র এই অটল ধৈর্য্য বিচলিতপ্রায় হইয়াছে। প্রথমবার দুর্ব্বাসাসমীপে, দ্বিতীয় বার বশিষ্ঠের নিকটে। এইস্থলে রামের উক্তি পড়িয়া বোধ হয় যে যেমন কোন নিমজ্জমান ব্যক্তি রুদ্ধপ্রায়শ্বাস হইয়া সজোরে মস্তকাদিবিক্ষেপ দ্বারা শ্বাস লইবার চেষ্টা করে সেইরূপ তিনিও যেন উপস্থিত চিন্তাভারকষ্টে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া হৃদয়যাতনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িলেন। আর একবার রাম ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লইতে উদ্যত কেবল অগ্রজের অনুমতির অপেক্ষায় রহিয়াছেন। রাম আপনার হৃদয়বেগ ধারণ করিয়া আছেন এমন সময়ে ভরত আসিলেন। সমবেদনার লোক মিলিল রামেরও হৃদয় উথলিয়া উঠিল "হে ভরত, চলে যায় প্রাণের লক্ষ্মণ" বলিয়া তিনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি অসংগত না হইয়া বরং তত্তৎ সময়ের উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু যদিও রাম বিষম চিন্তার দুর্দ্দম্য বেগ

সম্বরণ করিতে না পারিয়া ধৈর্য্য হারাইলেন, পরক্ষণেই আবার সেই ধীর গাম্ভীর্য্যশালী রাম দেখা দিলেন। ইহার পর আর আমরা তাঁহার ধৈর্য্যস্খলন দেখিতে পাই না। যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা সত্বেও লক্ষ্মণ তাঁহার মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন ও বুঝিলেন যে এত দিনের পর প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তাঁহার অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তিনি বাহিক ধৈর্য্য হারাইলেন না কিন্তু তাঁহার মনের তখন কিরূপ অবস্থা তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুর্ব্বাসার সহিত কথোপকথনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে —

"রুদ্রদেব। বহুস্থানে গমন তোমার,
ভাই ভাই দেখেছ অনেক,
দেখেছ কি কভু হেন ছায়া সম সাথী
মম প্রাণের লক্ষ্মণ সম ?"

অতি দীনভাবে এই কয়টি কথা বলাতে যাহা ব্যক্ত হইল শত পৃষ্ঠা বর্ণনায় সেরূপ হইত না।

রাম ও লক্ষ্মণের মুখে যে সকল উক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থলে অতি সুন্দর ও গভীর ভাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রেমবিষয়িণী উক্তিটি অতি চমৎকার (১৮।১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। প্রগাঢ় সার্ব্বজনিক প্রেম আমাদিগকে কতদূর লইয়া যাইতে পারে, কিরূপ দুরূহ ও অনন্যোপায়সাধ্য কার্য্য করাইতে পারে তাহা বেশ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাম নিজ চরিত্র বিশ্লেষিত করিয়া স্বকীয় কার্য্যসমূহের নিগূঢ় কারণ আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে প্রেমকে কিছু বেশী দূর লইয়া যাওয়া হইয়াছে যথা,—

"প্রেমে শিলা ভাসে জলে, মলে প্রাণ মিলে"

প্রেমে শিলা কেন যে ভাসিবে তাহার ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা অলঙ্কারমাত্র বলিয়া গৃহীত হইলে কতকটা অর্থ বজায় থাকে বটে কিন্তু যেরূপে উক্ত কথাগুলি নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় কবির অভিপ্রায় নহে যে আমরা উক্তরূপ আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করি। যাহা হউক স্থূলতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে রামের এই স্বগতোক্তিটি অতি চমৎকার ও তাহাতে তাঁহার দৈবানুবর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সরযূসলিলে দেহত্যাগ কালে রাম যে কথাগুলি বলিয়াছেন সেগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। পড়িতে পড়িতে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন। কুশীলবের প্রতি শেষ উপদেশটী গভীর অথচ স্নেহপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐরূপ স্থলে ওরূপ পিতার ঐরূপ উক্তি শুনিয়া কুশীলবের কোনরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলনা। বোধ হয় তাহাদের হৃদয়ে তৎকালোচিত ভাব বিলক্ষণই প্রবল ছিল, তবে কবি মাঝখানে তাহার অবতারণা করিয়া, পাঠকের মনে যে একটি রামময় ভাব জন্মিয়াছে সেটির ব্যাঘাত জন্মাইতে অনিচ্ছু। যদি ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা অনেকটা সঙ্গত।

রামের বিষয়ে আর একটি বক্তব্য আছে। লক্ষ্মণ বর্জ্জনে যেমন মনুষ্য চরিত্র বর্ণন করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য, নরত্ব দেবত্ব একাধারে সুসঙ্গতভাবে প্রদর্শন করাও

তেমনি প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়টি যেমন গুরুতর তেমনি কঠিন এবং সে বিষয়ে কবি অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইলেও সকল স্থলে হইয়াছেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় উক্তিটি যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়না। উক্তিটি (৮ পৃষ্ঠা দেখুন) অতি গভীর ভাবপূর্ণ এবং পাঠকের চক্ষে রামের দেবত্ব সাধন বিষয়ে একটি প্রধানতম উপায় কিন্তু এস্থলে কতকটা ব্যর্থ হইয়াছে। এত শীঘ্র রামের দিব্য চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া বোধ হয় ভাল হয় নাই। দিব্য জ্ঞানই যদি জন্মিল, মোহপাশ যদি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল, তবে আবার পরে অত দুঃখ কেন অত বাড়াবাড়িই বা কেন? ওখানে ওরূপ না করিয়া যখন রাম সরযূ প্রবেশকালে মনশ্চক্ষে অথবা দিব্যচক্ষে গোলোকধাম সন্দর্শন করিতেছেন সেই সময় তাঁহাকে ঐরূপ বলাইলে কবির উদ্দেশ্যটি সুসিদ্ধ হইত। তাহা হইলে কিছু অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু সংলগ্নতা বজায় রাখিয়া ঐরূপ করিতে কবির চেষ্টা পাওয়া উচিত ছিল।

রামের বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা স্থূলতঃ বলা হইল এক্ষণে লক্ষ্মণের বিষয় কিছু বলিতে হইবে। রামের বিরুদ্ধে যদি দুই এক কথা বলা হইয়া থাকে ত লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সেরূপ কোন বক্তব্য নাই। বস্তুতঃ রামচরিত্রের সম্যক্ প্রকটনে যে সমস্ত বিঘ্ন বর্ত্তমান, লক্ষ্মণের বেলা সে সব কিছুই প্রায় নাই। এখানে আর কবিকে নরত্ব দেবত্ব একাধারে লইয়া নাড়া চাড়া করিতে হইতেছে না আর অসঙ্গতির ভয় তত নাই। এখানে কবির পথ মুক্ত এবং তিনি তাহা বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণে আমরা সৌভ্রাত্রগুণ ও ভক্তির একশেষ একাধারে দেখিতে পাই। কবিগুরু বাল্মীকি অনেক সময়ে কবিদিগের হাতে পড়িয়া বিষম বিভ্রাটে পড়েন। সময়ে সময়ে কবিরা তাঁহার তেজোময়ী-কল্পনা-প্রসূত বস্তুনিচয় লইয়া তাহাদিগের যেরূপ দুরবস্থা ঘটান বাল্মীকি যদি তাহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে রামায়ণ লিখিতেন কি না তাহা জানিনা। কিন্তু লক্ষ্মণ বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার বোধ হয় ওরূপ আশঙ্কা থাকিতে পারিত না। লক্ষ্মণ বর্জ্জনের লক্ষ্মণ রামায়ণের লক্ষ্মণ হইতে বোধ হয় কোন অংশে ন্যূন নহে। রাম যেমন দৈবানুবর্ত্তী লক্ষ্মণ তেমনি রামানুবর্ত্তী। কিন্তু ইহাত নূতন হইল না। রামায়ণেও লক্ষ্মণ রামানুবর্ত্তিতার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তবে ইহার নূতনত্ব কোথায়? উক্তিতে। রামায়ণে যদি কিছু এবিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকে ত লক্ষ্মণ বর্জ্জনে তাহা সুসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। ষষ্ঠ দৃশ্যের প্রারম্ভে লক্ষ্মণ বলিতেছেন :—

"সত্যব্রত ধন্য ধরাতলে
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে
* * * *
সেবা মম পূর্ণ এতদিনে
আত্ম বিসর্জ্জনে পূজা করি সম্মিলন।"

পরে বলিতেছেন কেন তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া রাম সেবায় নিরত এবং

কেমন করিয়াই বা এরূপ ত্যাগ স্বীকার শিখিলেন।

(ল, ব, ৫।২৬। পৃষ্ঠা দেখুন)

ইহার পর রাম ও লক্ষ্মণে যে কথোপকথন হইল তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও অনির্ব্বচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ—হৃদয়ে গ্রহণ করা যায় কিন্তু ব্যক্ত করা যায়না।

সরযূ তীরে লক্ষ্মণের উক্তিটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

"* * * *

মা আমার আর কি ভুলাতে পার

হা প্রেয়সি হাঁসি ফাঁসি আর কিছে মানি।"

* * * * *

লক্ষ্মণ কর্ত্তব্য বোধে সকল ছাড়িয়া আসিয়াছেন কিন্তু সহজে ছাড়িতে পারেন নাই। জননী ও প্রেয়সীর উদ্দেশে যে দুটি কথা বলিলেন তাহাতে তাহা কবি অতি সুন্দর বুঝাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল: প্রবল কল্পনাজনিত মনোবিকার প্রযুক্তই হউক অথবা অন্তিম কাল জাত দিব্য জ্ঞানবশতঃই হউক লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন স্বয়ং মা জানকী তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। ভক্তি ও প্রেম প্রবাহ উছলিয়া উঠিল, সেই অতুল ভক্তি ও প্রেমে আপ্লুত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসের উপভোগ করিতে করিতে নয়নের চিরবাঞ্ছিত রামসীতার যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে নয়নের জ্যোতি নিভিল, পৃথিবীতে লক্ষ্মণের সমস্ত ফুরাইল। লক্ষ্মণ বর্জ্জনের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। যেমন কোন নিসর্গসুন্দর ব্যক্তি সুপরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের শোভা বৃদ্ধি হয় সেইরূপ হৃদয়ঙ্গম মনোভাব উপযুক্ত ভাষা পরিচ্ছদে ভূষিত হইলে আরও মনোহর ও হৃদয়ঙ্গম হয়। উপস্থিত কবির ভাবগুলি অতি উত্তম ও উপযোগী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। দুই একটি সৃষ্টিছাড়া শব্দবিন্যাস ভিন্ন সাধারণতঃ ভাষা অতি চমৎকার হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিব।

"দেখ চেয়ে ভাইরে লক্ষ্মণ,
মোহ দূর মূরতি ভীষণ,
নিত্য-ক্রিয়া জীব স্থলে;
বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে,
বিলাসী চমকি চায়;
হাসি সাধু জন, করে আলিঙ্গন,
মায়া বিভঞ্জন মহাকায়;
অণু ত্রিভুবন, কম্পিত তপন,
যার ডরে কাঁপে ব্যোম;
জীবক্ষয় কাল, হের সম্মুখে উদয়,
ব্রহ্ম দূত রূপে আজি।"

এত অল্প কথায় এত অধিক এবং গভীর ভাব এত সুচারুরূপে ব্যক্ত বাঙ্গালায় আর আছে কি না সন্দেহ। কবি উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। দুর্ব্বলা বাঙ্গালা ভাষায় যে এত হইতে পারে ইহা কবি বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিলেই হইল। রামায়ণ গানের উত্তরাংশটুকু যাহা লক্ষ্মণ বর্জ্জনে আছে তাহা কারুণ্যরসে গঠিত। পূর্ব্বাংশে ললিত শব্দবিন্যাস থাকিলেও তাহা কেবল কতকগুলি কার্য্যের তালিকা মাত্র ভাবের ঘটা প্রায় নাই কিন্তু উত্তরাংশ-

টুকু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহার ভাষাও যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাবও তেমনি মনোহর।

সমালোচ্য পুস্তকত্রয়ের ছন্দ যে নাটকের উপযোগী তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে রাবণবধ সমালোচনায় দেখাইয়াছি। শুনিতে পাই ঈদৃশ ছন্দ পাঠের সময় কাহার কাহার "জিব জড়াইয়া যায়।" আমরা বলি সে দোষ গ্রন্থকারের নহে, ছন্দজ্ঞানাভাববিশিষ্ট পাঠকের। যাহা হউক, গিরিশ বাবু ঈদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা ও আমোদ প্রদ নাটক সকল প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যসমাজের যে বিশেষ উন্নতি সাধন করিতেছেন এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আর্য্য-বালক। পৌরাণিক নাটক। শ্রীনগেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। করুণরসাত্মক অভিমন্যু বধ নামক পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তকে লেখকের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়না, তবে স্থানে স্থানে লিপিচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। নাট্য লিখিত সকল চরিত্রের সম্যক পুষ্টিসাধন হয় নাই। স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ চরিত্রগুলি ভাল হইয়াছে। চেষ্টা করিলে লেখক ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

সরলা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

দুইখানি পুস্তকেই দুইটী ছোট ছোট গল্প কথা কিন্তু একখানিতেও গল্প গাঁথনি বা রচনার মনোহারিত্ব কিছুই নাই—সুতরাং প্রশংসার যোগ্যও কিছুই নাই।

কল্পনা কুসুম। কোন বিধবা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক এ গ্রন্থখানি প্রণীত। স্থানাভাব প্রযুক্ত পুস্তকখানি সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে কিছুই বলিতে পারিলাম না, স্থূলতঃ ইহার কবিতাগুলি অতি সুললিত হইয়াছে। "দুঃখিনী" প্রভৃতি কবিতামুকুরে গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রায় পরচর্চ্চা লইয়াই ব্রিব্রত সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে যে ঈদৃশ সুন্দর সামগ্রী সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি গ্রন্থকর্ত্রী এখন আপন পরকালের পথ বর্জ্জিয় রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপে সুখী করিবেন।

জয়নগর পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ। কতকগুলি ভদ্রবংশীয় যুবক সমবেত হইয়া এই পাঠালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা তাঁহাদের এ হিতকর উদ্দেশ্যটী সফল হউক, পাঠালয় দিন দিন উন্নতি লাভ করুক। ইহার নিয়মাবলী অতি উত্তম।

যোড়াসাঁকো লাইব্রেরী। ১২৮৭ সালে স্থাপিত। অনেকগুলি পুস্তক পত্রিকাদি এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হইয়াছে। লাইব্রেরীর নিয়মাবলী পাঠে অবগত হইলাম যে কেবল মাত্র স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ সাহায্যকারী ব্যতীত অপর কোন পাঠার্থী ব্যক্তিকে পুস্তকাদি পড়িতে দিবার নিয়ম নাই, এরূপ হইলে লাইব্রেরী সংস্থাপনের উদ্দেশ্য কিরূপে সুসম্পূর্ণ হইবে বুঝিতে পারা যায়না। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের অধ্যয়ন করিবার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু অর্থ নাই, তাঁহারা কোথা হইতে সাহায্য দিয়া লাইব্রেরীর স্বাক্ষরকারী হইবেন। জয়নগর পাঠালয়ের ন্যায় এমন কোন নিয়ম করা উচিত যাহাতে পাঠার্থী মাত্রেই লাইব্রেরীতে বসিয়া পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে পারেন, এরূপ হইলে সর্ব্বসাধারণেরও অভাব বিদূরিত হইবে এবং লাইব্রেরী সংস্থাপকদিগের উদ্দেশ্যও সম্যকরূপে সংসিদ্ধ হইবে।